বাক্যার্থনিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি

[অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ]

প্রথম ভাগ

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
দর্শনশাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক
৺মহামহোপাধ্যায়
ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী ডি-লিট্,
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্তৃক রচিত

সম্পাদক
ডক্টর অমৃতাংশুশেখর বাগ্‌চী এম্. এ., এল্-এল্. বি., পি-এইচ্. ডি.

SBD

সংস্কৃত বুক্ ডিপো প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২৮/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

প্রকাশক :

সংস্কৃত বুক্ ডিপো (প্রাঃ) লিঃ
২৮/১, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ : ১৯৬১

মুদ্রক :
শ্রীবিষ্ণুপদ পাণ্ডা
শ্রীহরক
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

বাক্যার্থনিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি

৺মহামহোপাধ্যায় ডক্টর যোগেন্দ্রনাথ বাগ্‌চী ডি. লিট্‌.
তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ কর্তৃক রচিত



ডক্টর অমৃতাংশুশেখর বাগ্‌চী এম্. এ., এল্-এল্. বি., পি-এইচ্. ডি.

সম্পাদকের নিবেদন

আমার পিতামহদেব ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রস্থানের উপর যে সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি রচনা করিয়া গিয়াছেন—তাহার মধ্যে বহু গ্রন্থ আমার পিতৃদেবের সম্পাদনায় কলিকাতা ও বারাণসী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থটীর প্রকাশনের বিষয়ে আমার পিতৃদেবের বিশেষ আপত্তি ছিল। তাঁহার বক্তব্য এই যে—বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন প্রায় সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। সেই পরিস্থিতিতে এই জাতীয় অতলস্পর্শী দুরবগাহ-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও অর্থহীন। ইহা প্রকাশ করিলে—এই গ্রন্থকে অনেক গবেষক ছাত্র ও অধ্যাপক মাত্র পি. এইচ্. ডি. বা ডি. লিট্ উপাধি লাভের উপায়রূপে ব্যবহার করিবেন। বর্ত্তমান গ্রন্থের অস্তিত্ব অনঙ্গীকার করিয়া বা কোন স্থলে উহাতে নিরাধার কল্পিত ত্রুটি প্রদর্শন করিয়া নিজেদের চিন্তার মৌলিকত্ব প্রখ্যাপন করিবার যন্ত্ররূপে উহার উপযোগ গ্রহণ করিবেন। আর তাহাতে যে সুমহান্ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া আমার পিতামহদেব নিজেকে জ্ঞানাগ্নিতে আহুতি দিয়াছিলেন তাহার সামান্য অংশও এই গ্রন্থের পাঠক বর্গের মনে প্রতিফলিত হইবে না। সেইজন্য আমার পিতৃদেব বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশন বিষয়ে অতিশয় প্রতিকূল মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু বলা বাহুল্য যে—আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস এই যে বর্ত্তমান সময়ে যদিও নানা কারণে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে শিক্ষিত সমাজের বিশেষ শৈথিল্য প্রকাশ পাইয়াছে—তথাপি ইহা সাময়িক মাত্র। সময়ের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। প্রাকৃতিক নিয়ম কোন বস্তুকে একরূপে অনন্তকাল অবস্থান করিতে দেয় না। প্রকৃতির বিবর্ত্তনের শেষ রেখা অঙ্কন করিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সেজন্য বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার উপাসনা ম্লান প্রাপ্ত হইলেও ইহা আবার সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পুনর্বার নবীন প্রেরণা লাভ করিয়া পূর্ব গৌরবে অধিষ্ঠিত হইবার প্রয়াস করিবে। সেই সময়ে ভাবী অধ্যাপক ও অধ্যেতৃ-বর্গের তপস্যার পথ যাহাতে সুগম হয়—তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশনের বিশেষ প্রয়োজন রহিয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

বিশেষতঃ এখনও ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের শীর্ষস্থানীয় যে সমস্ত অধ্যাপকবর্গ রহিয়াছেন তাঁহাদের নিকট বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি সম্বন্ধে আমার পিতামহদেব যে গভীর হইতে গভীর, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম সমীক্ষা করিয়া গিয়াছেন

—তাহা উপস্থাপন করা আমার নিজের পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আমার পিতৃদেবের বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও বর্ত্তমান গ্রন্থের সম্পাদনের ভার আমার নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছি।

আমি নিজে আমার পিতামহদেবের রচিত গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যে জ্ঞান অর্জন করিয়াছি—বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্পাদনে আমার উহাই একমাত্র সহায়। যে সমস্ত স্থলে আমার সন্দেহ হইয়াছে—আমার পিতৃদেবের নিকট হইতে আমি উহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া আমার সন্দেহের নিরাকরণ করিয়া লইয়াছি।

বর্ত্তমান গ্রন্থে ইহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—যে চিন্তামণিকার নব্যন্যায়ের প্রবর্ত্তক এবং যাঁহার চিন্তা সমগ্র ভারতবর্ষের কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িক সমাজকে স্তম্ভিত করিয়া দেয়—পূজ্যপাদ গ্রন্থকার আমার পিতামহদেব তাহারও কঠোর সমীক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ইহা লোকোত্তর দার্শনিক প্রতিভার অধিকারী আমার পিতামহদেবের পক্ষেই সম্ভাবিত ছিল। অনুরূপ ভাবে চিৎসুখাচার্য্যের যুক্তির প্রতিও তিনি বিশেষ উপেক্ষা ও অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। যাঁহারা বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে এই গ্রন্থ পাঠ করিবেন—তাঁহাদের নিকট এই বিষয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। ইহা ভিন্ন অলঙ্কারশাস্ত্রের মর্ম্মবিদ্ অধ্যাপকবর্গের নিকট আলোচ্য গ্রন্থ বহু বিষয়ে নবীন জ্ঞানালোক সম্পাত করিবে।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। এই গ্রন্থ আমার পিতামহদেব যে সময় রচনা করিয়াছিলেন—তাহার নাম ছিল অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ। আমি বর্ত্তমান সময়ের পাঠকবর্গের অনায়াসে বোধের জন্য এই গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছি—বাক্যার্থ নিরূপণের দার্শনিক পদ্ধতি। ইহার ঔচিত্য-অনৌচিত্যের বিষয় সমীক্ষা করিবার ভার সহৃদয় পাঠকবর্গের উপর অর্পণ করিয়া আমি বিরত হইলাম। আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল যে এই গ্রন্থের শেষভাগে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ সমূহের অর্থ নির্দেশ পূর্ব্বক একটি শব্দ-সূচী সন্নিবিষ্ট করিয়া দিব। কিন্তু আমার শরীর অসুস্থ বলিয়া উহা সম্পন্ন করা সম্ভব হইল না।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের উপর যে সমস্ত সমীক্ষাত্মক নিবন্ধ রচিত হইয়াছে তাহা আমার নিজস্ব বিবেচনায় বর্ত্তমান সময়ের পাঠক-বর্গের পক্ষে

উহাতে প্রবেশলাভ অতিশয় ক্লেশপ্রদ ব্যাপার। সেজন্য আমি আমার স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ হইতে বর্ত্তমান কালের অধ্যেতৃবর্গের প্রয়োজন চিন্তা করিয়া ন্যায়-বৈশেষিক, সাংখ্য-পাতঞ্জল, বেদান্ত, মীমাংসা প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রের বিভিন্ন শাখার উপর নিবন্ধাবলী রচনা করিয়াছি। যথাসময়ে ঐগুলির প্রকাশন করিব। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে ভারতীয় দার্শনিকগণের চিন্তাধারা বর্ত্তমান যুগের শিক্ষিত সমাজের নিকট সহজে বোধগম্য করিয়া তুলিয়া ধরা। সেজন্য আমার রচিত নিবন্ধ সমূহের সর্ব্বত্র আমি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে যে সমস্ত পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে—সেইগুলির বিস্তৃত আলোচনা সম্বদ্ধ করিয়া দিয়াছি। অবশ্য আমার স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া—আমি আমার লক্ষ্যস্থলে পৌছাইতে সক্ষম হইব কিনা—সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দিগ্ধ আছি।

আমি নিজে দার্শনিক চিন্তার বাস্তববাদী। কোনরূপ কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া—জগৎ, জীব, ঈশ্বর, কর্ম্মবাদ, জন্ম, মৃত্যু পরলোক, প্রভৃতির সমন্বয় করা আমার চিন্তাধারার সর্বথা বহির্ভূত। উপসংহারে বিশেষ বক্তব্য এই যে এই গ্রন্থের সম্পাদনার সময় আমি আমার পরমারাধ্যতমা মাতৃদেবী শ্রীযুক্তা মায়া দেবীর নিকট হইতে নিরন্তর উৎসাহ ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি। তাঁহারই ঐকান্তিক প্রযত্নে আমাদের অতিশয় পুরাতন বাসস্থানে এই গ্রন্থের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি অতি সুদীর্ঘকাল রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদই আমার জীবনের একমাত্র সম্বল।

এই গ্রন্থের সম্পাদন কালে আমার অগ্রজপ্রতিম মেদিনীপুর—মালঞ্চ গ্রাম নিবাসী ডক্টর সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য এম্.এ., পি-এইচ্.ডি মহাশয়ের নিকট হইতে বহু মূল্যবান্ নির্দেশ লাভ করিয়াছি। ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে আমার পিসতুতো ভাই শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার সান্যাল মহাশয় এই গ্রন্থের সম্পাদনে সহযোগ প্রদান করিয়াছেন। সেজন্য এই উভয়ের নিকট আমার গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই গ্রন্থ যেভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে সংস্কৃতবুক ডিপোর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅভয় বর্মন্ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন—সেজন্য আমি তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ প্রদান পূর্বক নিবৃত্ত হইতেছি।

২৯ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ — শ্রীঅমৃতাংশুশেখর বাগ্‌চী

কলিকাতা—৯

সঙ্কেতসূচী

জৈ° সূ° = জৈমিনি-সূত্র

ন্যা° ম° = ন্যায়মঞ্জরী

ন° প্র° = নয়নপ্রসাদিনী—চিৎসুখীর টীকা

তত্ত্ব° প্র° = তত্ত্বপ্রদীপিকা

কু° অ° = কুসুমাঞ্জলি

কু° অ° প্র° = কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ

তত্ত্ব° চি° = তত্ত্বচিন্তামণি

পৃ° = পৃষ্ঠা

বিষয়সূচী

উপোদ্‌ঘাত

বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য পণ্ডিতগণ অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের যে কোন একটি বাদ অবলম্বন করিয়া থাকেন। যদিও বাক্যের অর্থ নিরূপণ সকলেরই আবশ্যক, তথাপি মীমাংসকগণ ও আলঙ্কারিকগণ বাক্যার্থ-নিরূপণে অধিকতর অবহিত। মীমাংসকগণ বেদের ও আলঙ্কারিকগণ কাব্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বেদ ও কাব্য উভয়ই বাক্যরূপ বলিয়া বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য মীমাংসক ও অলঙ্কারিক যেরূপ সূক্ষ্ম প্রণিধান করিয়াছেন, এইরূপ অন্য সম্প্রদায় করেন নাই। স্বীয় প্রয়োজনের জন্যই এই উভয় সম্প্রদায় অতিশয় দত্তচিত্ত হইয়াছেন। যেমন পদ-নিরূপণে বৈয়াকরণ, প্রমাণ নিরূপণে নৈয়ায়িক ও বাক্য-নিরূপণে মীমাংসকগণ অতিশয় প্রণিহিতবুদ্ধি, এইরূপ অন্য সম্প্রদায় হইতে পারেন না। বেদবাক্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্যই মীমাংসাশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে। এজন্য বাক্যার্থ-নিরূপণে অপেক্ষিত যুক্তিসমূহ যেরূপ মীমাংসকগণ নিরূপণ করিয়াছেন, সেরূপ অন্যেরা করেন নাই। কিঞ্চিৎ ন্যূন সহস্র ন্যায় ব্যুৎপাদক মীমাংসাদর্শন আলোচনা করিলেই ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পরমর্ষি জৈমিনি-প্রণীত দ্বাদশলক্ষণী পূর্বমীমাংসা-দর্শনে বাক্যার্থ-নিরূপণের অনুকূল ন্যায়সমূহের বিচার এত সুবিস্তৃতভাবে করা হইয়াছে যে তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই পূর্বমীমাংসা দর্শনের বিশেষ সংবাদ রাখেন না এবং বেদার্থ নির্ণয় বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ অপেক্ষিতও নহে বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে জৈমিনি প্রদর্শিত বাক্যার্থ নিরূপণের অনুকূল যুক্তির আলোচনা ভারতীয় বিদ্বৎসমাজ হইতে লুপ্তই হইয়াছে বলিতে পারা যায়। অপৌরুষেয় বেদ-বাক্যের অর্থনিরূপণের উপযোগী যুক্তিসমূহ প্রসঙ্গতঃ লৌকিক বাক্যের অর্থনিরূপণেরও উপযোগী। পাণিনি-প্রণীত ব্যাকরণ শাস্ত্র বৈদিক পদ-

সমূহের সাধুত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রবৃত্ত হইয়া যেমন প্রসঙ্গতঃ লৌকিক পদসমূহেরও সাধুত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, এইরূপ মীমাংসাশাস্ত্র বেদবাক্যের অর্থ-নিরূপণ প্রসঙ্গে লৌকিক বাক্যসমূহেরও অর্থ-নিরূপণে সহায়ক হইয়াছে। আর এই জন্যই প্রাচীন আলঙ্কারিকগণ কাব্যের অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য মীমাংসক-প্রদর্শিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভি-ধানবাদ-এই দুইটির যে কোনও একটি অবলম্বন করিয়াছেন। ভট্টপাদ কুমারিল অভিহিতান্বয়বাদ সমর্থন করিয়াছেন ও অন্বিতাভিধানবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন এবং মহামতি প্রভাকরমিশ্র (যিনি গুরু নামে মীমাংসক সম্প্রদায়ে প্রসিদ্ধ) অন্বিতাভিধানবাদ সমর্থন করিয়াছেন ও অভিহিতান্বয়বাদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উল্লিখিত দুইটি বাদই অতি গহন বিচারে পরিপূর্ণ এবং আলঙ্কারিকগণেরও অত্যন্ত অপেক্ষিত। এজন্য আমরা এই গ্রন্থে অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপপ্রদর্শন করিতে প্রয়াস করিব।

বাক্যাধিকরণে "তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" [জৈঃ সূঃ ১।১।২৫] সূত্রের ভাষ্য ও ভট্টবার্ত্তিক প্রভৃতিতে এই অভিহিতান্বয়বাদ অতি বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে ও পরবর্ত্তী ভট্টমতানুসারী আচার্যগণ এই অভিহিতান্বয়বাদের বিশেষ পরিপুষ্টি করিয়াছেন এবং এই জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যের ব্যাখ্যাতেই মহামতি প্রভাকরমিশ্র অন্বিতাভিধানবাদের অবতারণা করিয়াছেন এবং প্রভাকরমতানুসারী শালিকনাথ, শ্রীকর ও ভবনাথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী আচার্যগণ এই অন্বিতাভিধানবাদের পুষ্টিসাধন করিয়াছেন। আমরা এই গ্রন্থে সেই আচার্য্যগণের মতের বিশেষভাবে আলোচনা করিব এবং বাক্যার্থনিরূপণের জন্য নৈয়ায়িকগণের উদ্ভাবিত রীতি যে অভিহিতান্বয়বাদও নহে, অন্বিতাভিধানবাদও নহে, কিন্তু তার্কিকগণের মত যে প্রদর্শিত উভয়পক্ষ বহির্ভূত, ইহাও আমরা এই গ্রন্থে আলোচনা করিব। অলঙ্কার গ্রন্থসমূহেও অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতা-ভিধানবাদের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা অতি অসম্পূর্ণ ও

প্রমাদপূর্ণ, একথাও আমরা এই গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

পদার্থ ও বাক্যার্থ প্রায় সর্ব্বশাস্ত্রেই আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু মুখ্যভাবে জৈমিনিই বাক্যার্থনিরূপণের প্রয়াস করিয়াছেন। এজন্য আলঙ্কারিকগণও পদার্থ ও বাক্যার্থের আলোচনাতে বিরত হইতে পারেন নাই। বাক্যার্থ নিরূপণের উপরেই কাব্যের শোভা নির্ভর করে। বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতে না পারিলে কাব্যের চমৎকারিত্বের উপলব্ধি কাহারও হইতে পারে না। এজন্য কাব্যপ্রকাশ গ্রন্থে বাচক, লক্ষক ও ব্যঞ্জক এই ত্রিবিধ শব্দ বলা হইয়াছে এবং এই ত্রিবিধ শব্দের যথাক্রমে বাচ্য, লক্ষ্য ব্যঙ্গ্য এই ত্রিবিধ অর্থ বলা হইয়াছে। বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য এই তিনটিই পদার্থ অর্থাৎ পদের অর্থ। অভিহিতান্বয়বাদিগণ .বলেন—বাক্যার্থ অপদার্থ অর্থাৎ কোনও পদের অর্থ নহে। পদার্থ হইতেই এই বাক্যার্থের প্রতীতি হয়। আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা বশতঃ পদার্থের পরস্পর অন্বয়রূপ তাৎপর্য্যার্থ ভাসমান হইয়া থাকে। এই তাৎপর্য্যার্থই বাক্যার্থ। তাৎপর্য্যার্থরূপ বাক্যার্থ পদের অর্থ নহে। পদ হইতে প্রতীত হয় না বলিয়াই তাহা অপদার্থ। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদিগণ এইরূপ স্বীকার করেন না। অন্বিতাভিধানবাদিগণ তাৎপর্য্যার্থ বা বাক্যার্থকে অপদার্থ বলেন না। তাঁহারা বাক্যার্থকেও শব্দার্থ বা পদার্থ বলেন। বাক্যার্থ পদার্থ হইবে, কি অপদার্থ হইবে, ইহাই উভয়বাদীর আলোচ্য বিষয়। অন্বিতাভিধানবাদে বাক্যার্থও পদেরই অর্থ। অভিহিতান্বয়বাদে বাক্যার্থ পদের অর্থ নহে; কিন্তু তাহা আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে পদার্থ হইতে ভাসমান হয়। কিন্তু পদ হইতে নহে। পদ হইতে ভাসমান হয় না বলিয়াই বাক্যার্থকে অপদার্থ বলা হইয়াছে। আর এই কথাই কাব্যপ্রকাশকার "তাৎপর্য্যার্থোঽপি কেষুচিৎ" এই কারিকাংশে বলিয়াছেন। অন্বিতাভিধানবাদিগণকেই "কেষুচিৎ" পদের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যার্থ" এই কথার অর্থ—বাক্যার্থ।

অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতে বাক্যার্থও বাচ্যই বটে। বাক্যার্থেই পদের শক্তি। শক্তি দ্বারাই পদ বাক্যার্থের অনুভাবক হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যার্থ পদের বাচ্য অর্থ।

এ স্থলে প্রদীপকার গোবিন্দঠক্কুর বলিয়াছেন যে নৈয়ায়িক ও ভট্ট মীমাংসকগণ অভিহিতান্বয়বাদী। এই অভিহিতান্বয়বাদ কাব্য-প্রকাশকারেরও ইষ্ট। আলঙ্কারিকগণ এই দুইটি বাদ যেরূপ সংক্ষেপে ও অস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, তাহাতে কোনও রূপ সুস্পষ্ট প্রতীতি কাহারও হইতে পারে না। নৈয়ায়িকগণ ও ভট্ট মীমাংসকগণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করাও নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। গোবিন্দঠক্কুর, নাগেশভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করায় পণ্ডিত সমাজও বিভ্রমে পতিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়বাদী নহেন। মীমাংসাবার্ত্তিককার কমারিলভট্ট ঐই অভিহিতান্বয়বাদের সমর্থক। ভাষ্যকার শবরস্বামীর উক্তি হইতেও এই অভিহিতান্বয়বাদই বুঝিতে পারা যায়। নৈয়ায়িকগণ এই মত সমর্থন করেন নাই। এজন্য আমরা প্রথমতঃ অভিহিতান্বয়বাদের স্বরূপ দেখাইয়া অন্বিতাভিধানবাদের সহিত তুলনা করিব এবং নৈয়ায়িক মত যে উভয় মত হইতেই পৃথক্, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিব।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বেদান্ত-কল্পলতিকাকারের মতে অভিহিতান্বয়বাদ

অভিহিতান্বয়বাদিগণ পদের শক্তি স্বীকার করেন। এজন্য পদশক্তি পদনিষ্ঠই বটে। কিন্তু লক্ষণা পদনিষ্ঠ নহে। লক্ষণা পদার্থনিষ্ঠ। নৈয়ায়িকগণ শক্তি ও লক্ষণা উভয়কেই পদনিষ্ঠ বলেন। এজন্য তাঁহারা শক্য ও লক্ষ্য উভয়কেই পদার্থ বলেন। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট তাহা বলেন না। ভট্ট বলেন যে পদশক্তিদ্বারা উপস্থিত অর্থই পদার্থ। শক্তিদ্বারা পদ, শক্য অর্থের উপস্থাপন করিলে একটি শক্য পদার্থে অপর শক্য পদার্থের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অন্বয়ের অনুপপত্তির প্রতিসন্ধান হইলে সেই শক্য পদার্থই বাক্যার্থান্বয়ে যোগ্য স্বসম্বন্ধী অন্য পদার্থের উপস্থাপন করিয়া থাকে। সুতরাং শক্য পদার্থই লক্ষ্য অর্থের উপস্থাপক; পদ নহে। লক্ষ্য অর্থ পদদ্বারা উপস্থাপিত হয় না। কিন্তু শক্য অর্থ দ্বারা উপস্থাপিত হইয়া থাকে। এজন্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভট্টমতে লক্ষ্য অর্থও অপদার্থ।[১] কাব্যপ্রকাশেও "লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া" বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাতে কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন—"আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ লক্ষণা"। ইহার ব্যাখ্যাতে গোবিন্দঠক্কুর বলিয়াছেন— গঙ্গাদি শব্দ, স্বশক্য নীরাদি পদার্থকে উপস্থাপিত করিয়া বিরতব্যাপার হইলে শক্য নীরাদি অর্থই স্বসম্বন্ধী তীরাদি অর্থের উপস্থাপন করিয়া

[১]অভিহিতান্বয়বাদে তু পদশক্ত্যা পদার্থোপস্থিতৈ্যব তত্রান্বয়াযোগ্যতায়াং পদার্থেনৈব স্বসম্বন্ধী পদার্থো বাক্যার্থান্বয়যোগ্য উপস্থাপ্যতে। তত্র পদার্থনিষ্ঠৈব লক্ষণা নতু পদনিষ্ঠা। বাক্যার্থোঽপি পদার্থৈরেব লক্ষ্যতে নতু পদৈরিতি ন লাক্ষণিকানাং শক্তত্বপ্রসঙ্গঃ। পদোপস্থাপিতপদার্থোপস্থাপ্যোলক্ষ্যে পদবৃত্তি বিষয়ত্বব্যবহারো বাক্যার্থশাব্দত্ববৎ পরম্পরয়েত্যদোষঃ—বেদান্তকল্পলতিকা —পৃঃ ৩৬

থাকে। সুতরাং লক্ষ্য অর্থ পদোপস্থাপ্য নহে ; কিন্তু পদার্থোপস্থাপ্য। লক্ষ্য অর্থের সহিত পদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধও নাই। এই জন্যই কাব্য-প্রকাশে "লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া" বলা হইয়াছে। পদ স্বশক্য-ব্যবহিত লক্ষ্যার্থ বিষয়ক হয় বলিয়া লক্ষণাব্যাপার শব্দে আরোপিত হইয়াছে। বস্তুতঃ লক্ষণা অর্থনিষ্ঠই বটে। ভট্ট যাহা বলিয়াছেন, কাব্যপ্রকাশকার তাহার পুনরুক্তি মাত্র করিয়াছেন। সুতরাং কাব্যপ্রকাশকার পূর্ব্বে দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারম্ভে শব্দকেই যে লক্ষক বলিয়াছিলেন, তাহারও অভিপ্রায় এইরূপই বুঝিতে হইবে যে—লক্ষণা শব্দ-ধর্ম নহে ; কিন্তু অর্থ-ধর্ম। লক্ষ্যার্থের সহিত বাচক পদের পরম্পরাসম্বন্ধ আছে বলিয়া শব্দকে লক্ষক বলা হইয়াছে। "পদই লক্ষক" এইরূপ লোকব্যবহার উপপাদনের জন্যই কাব্যপ্রকাশকার ঐরূপ বলিয়াছেন। বস্তুতঃ লক্ষণা শব্দ-ধর্ম্ম নহে, ইহাই কাব্যপ্রকাশকারেরও অভিপ্রায়। লক্ষণাকে শব্দ-ধর্ম্ম স্বীকার করিলে কাব্যপ্রকাশেরই পূর্ব্বাপর ব্যাহত হইয়া যাইবে। সুতরাং এ স্থলে কাব্যপ্রকাশে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ভট্টমতের অনুবাদ মাত্র। যেরূপ লক্ষ্য অর্থ শক্য পদার্থদ্বারা উপস্থাপিত হইয়া থাকে, এইরূপ বাক্যার্থও পদার্থদ্বারাই উপস্থাপিত হইয়া থাকে। এজন্য ভট্ট বাক্যার্থ মাত্রকে লক্ষ্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। "বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণোহি সর্ব্বত্রৈবেতি চ স্থিতিঃ" ইহাই ভট্টের উক্তি। বাক্যার্থ সর্ব্বত্রই লক্ষ্য, তাহা শাক্য নহে, এরূপ বলার অভিপ্রায় কি ?

সাধারণতঃ লক্ষ্য বলিলে ইহাই মনে হয় যে—কোনও পদ লক্ষণা-দ্বারা লক্ষ্য অর্থের উপস্থাপক হইয়া থাকে। বাক্যার্থকে লক্ষ্য বলায় বাক্যার্থ কোনও পদের লক্ষণাবৃত্তি-প্রতিপাদ্য অর্থ এইরূপ মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহা নহে। লক্ষ্য অর্থ যেমন পদার্থ-প্রতিপাদ্য, এইরূপ বাক্যার্থও পদার্থ-প্রতিপাদ্য। কিন্তু পদ-প্রতিপাদ্য নহে। লক্ষ্যার্থ ও বাক্যার্থ উভয়ই পদার্থ-প্রতিপাদ্য বলিয়া বাক্যার্থকেও লক্ষ্য বলা হইয়াছে। লক্ষ্য অর্থমাত্রই পদার্থ-প্রতিপাদ্য, কিন্তু পদ-প্রতিপাদ্য নহে—একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এইরূপ

বাক্যার্থও পদ-প্রতিপদ্যে নহে, কিন্তু পদার্থ-প্রতিপাদ্য। এজন্যই বাক্যার্থকে লক্ষ্য বলা হইয়াছে। পদার্থ প্রতিপাদ্যত্বরূপ ধর্ম লক্ষ্যার্থেও আছে, বাক্যার্থেও আছে। পদ, শক্তি দ্বারা শক্য পদার্থের উপস্থাপক হয় এবং সেই শক্য পদার্থ লক্ষ্য পদার্থের উপস্থাপক হয়। এইরূপে লক্ষ্য পদার্থ, পরম্পরাক্রমে পদ সম্বন্ধী বলিয়া লক্ষ্য অর্থেও পদের বৃত্তিবিষয়ত্ব ব্যবহার হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লক্ষ্য পদার্থ পদোপস্থাপ্য নহে, কিন্তু পদার্থোপস্থাপ্য। আর পদার্থ পদোপস্থাপ্য। সুতরাং লক্ষ্যার্থেব উপস্থাপক পদার্থ এবং পদার্থের উপস্থাপক শক্ত পদ। এইরূপ পরম্পরাক্রমে লক্ষ্যার্থে পদের সম্বন্ধ আছে বলিয়া লক্ষ্যার্থও পদবৃত্তির বিষয় এইরূপ লোকে ব্যবহার হইয়া থাকে। এইরূপ বাক্যার্থও শব্দ-প্রতিপাদ্য নহে, কিন্তু অর্থ-প্রতিপাদ্য। অর্থ-প্রতিপাদ্য বাক্যার্থে যেমন শাব্দত্ব ব্যবহার হয়, এইরূপ লক্ষ্যার্থকেও পদবৃত্তির বিষয় বলা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ লক্ষ্যার্থ ও বাক্যার্থ উভয়ই সাক্ষাৎ অর্থ-প্রতিপাদ্য, কিন্তু সাক্ষাৎ শব্দ-প্রতিপাদ্য নহে—ইহাই অভিহিতান্বয়বাদের মূলকথা। অথচ কাব্যপ্রকাশকাব ও কাব্যপ্রকাশের টীকাকারগণ অসঙ্কোচে লক্ষ্যার্থকে সাক্ষাৎ শব্দ-প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাহা অভিহিতান্বয়বাদের সম্পূর্ণ বিরোধী। অভিহিতান্বয়বাদ বস্তুটি কি, তাহা না জানিয়া শব্দটি ব্যবহার করিলে কোনও দিনও শাস্ত্রার্থ অবগত হওয়া যাইবে না।

ন্যায়মঞ্জরীকার প্রদর্শিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ

মহামতি জয়ন্তভট্ট এই অভিহিতান্বয়বাদ প্রদর্শন প্রসঙ্গে যে সমস্ত আলোচনা করিয়াছেন, এস্থলে আমরা তাহার কিঞ্চিৎ অবতারণা করিব। গৃহীতসঙ্কেত পুরুষ, পদ শ্রবণ করিলে সেই পুরুষের পদার্থোপস্থিতি হইয়া থাকে; ইহাকেই পদশ্রবণ-জন্য পদার্থোপস্থিতি বলা হয়। পদশ্রবণ জন্য পদার্থের উপস্থিতি—পদার্থের জ্ঞান।

এই জ্ঞান কি স্মৃতি অথবা অনুভূতি, ইহাতে বহু মতভেদ আছে। নৈয়ায়িকগণ উপস্থিতি শব্দের অর্থ স্মৃতি বলেন। পদার্থের উপস্থিতি—পদার্থের স্মৃতি। পদ পদার্থের উপস্থাপক অর্থাৎ পদার্থের স্মারক। ইহাই প্রচলিত নৈয়ায়িকগণের অভিপ্রায়। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট তাহা স্বীকার করেন না। অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকরও ইহা স্বীকার করেন না। এসকল কথা আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনা করিব। যাহা হউক, পদশ্রবণ-জন্য পদার্থের জ্ঞান হইয়া থাকে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। একটি বাক্যের ঘটক নানা পদ হইতে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নানা পদার্থের জ্ঞান হইলেই তাহাকে বাক্যার্থ-জ্ঞান বলা যায় না। পদ হইতে জ্ঞাত পদার্থগুলি পরস্পর সংসৃষ্ট হইলে তাহাকে বাক্যার্থ বলা যায়। একটি পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সংসর্গই অন্বয়। এই অন্বয়-প্রতীতিই বাক্যার্থ-প্রতীতি। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পদার্থ-প্রতীতির পরে প্রতীত পদার্থগুলির পরস্পর সংসর্গ-প্রতীতি বা অন্বয়-প্রতীতিই বাক্যার্থ-প্রতীতি। ইহাকেই অন্বয়বোধ, সংসর্গবোধ বা বাক্যর্থবোধ বলা হয়। এই বাক্যার্থকেই কাব্যপ্রকাশকার তাৎপর্য্যার্থ বলিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশকার বাক্যার্থ না বলিয়া কেন তাৎপর্য্যার্থ বলিলেন, ইহার গূঢ় অভিপ্রায়ও আমরা জয়ন্তভট্টের গ্রন্থ হইতে দেখাইব।

বাক্যার্থ-জ্ঞান সম্বন্ধে বহু বিবাদ থাকিলেও অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—অন্বিত পদার্থই পদ দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া থাকে। অন্বয় কথার অর্থ—পদার্থের সংসর্গ পদার্থের পরস্পর সম্বন্ধ, ইহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং অন্বিত পদার্থ কথার অর্থ—ইতর পদার্থ সম্বন্ধ পদার্থ। ইতর পদার্থের সহিত অসম্বন্ধ অর্থাৎ অনন্বিত পদার্থের অভিধান, পদ করেনা। পদ, ইতর পদর্থান্বিত পদার্থের অভিধান করে বলিয়া এই মতকে অন্বিতাভিধানবাদ বলা হয়।[২] পদ

২ কেচিদাচক্ষতে অন্বিতা এব পদার্থাঃ পদৈরভিধীয়ন্তে অন্যথা পদানাং বাক্যত্বাযোগাদিতি—ন্যায়মঞ্জরী পূর্ব্বার্দ্ধ—পৃঃ ৩৬৪

যদি কেবল মাত্র পদার্থের প্রতিপাদক হইত, তবে পদ (শব্দ) প্রমাণ হইতে পারিত না। আর তাহাতে পদকে অপ্রমাণ বলিয়া বাক্যকেই প্রমাণ বলিতে হইত। কিন্তু তাহা নহে ; পদ ও বাক্য ভিন্ন বস্তু নহে। অসংসৃষ্ট অর্থমাত্রের জ্ঞাপক প্রমাণ হইতে পারে না। অসংসৃষ্ট (অবিশিষ্ট) অর্থমাত্রের প্রতীতি প্রমা হইতে পারে না। এজন্য নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান প্রমা নহে। পদের প্রামাণ্য রক্ষা করিবার জন্য পদকেও সংসৃষ্টার্থের অনুভাবক স্বীকার করিতে হইবে। বাক্যার্থ যেমন ইতরান্বিত অর্থ, পদার্থও সেইরূপ ইতারান্বিত অর্থ। যাঁহারা বাক্যকেই শব্দ-প্রমাণ বলেন এবং পদকে অপ্রমাণ বলেন, তাঁহাদের মত অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অয়বসমূহদ্বারা আরব্ধ অবয়বী যেমন অবয়বসমূহ হইতে ভিন্ন এবং অবয়বসমূহে সমবেত, এইরূপ পদসমূহদ্বারা বাক্য আরব্ধ নহে এবং পদসমূহে সমবেতও নহে ; কিন্তু পদ-সমূহই বাক্য। এজন্য পদ ও বাক্যের কোনও ভেদ নাই। উভয়ই তুল্যভাবে শব্দ প্রমাণ। কেবল মাত্র ইহাই প্রভেদ যে—পদ সামান্যরূপে ইতরান্বিত অর্থের অনুভাবক এবং বাক্য বিশেষরূপে ইতরান্বিত অর্থের অনুভাবক হইয়া থাকে। সামান্য ও বিশেষভাবে অনুভাবকত্ব মাত্রই পদ ও বাক্যের বৈলক্ষণ্য। কিন্তু পদ ও বাক্য উভয়ই বিশিষ্ট অর্থের অনু-ভাবক বলিয়া প্রমাণ। ইতরার্থের সহিত অসংসৃষ্ট অর্থ পদের অর্থই নহে। পদ ইতরাননন্বিত অর্থের প্রতিপাদক হইলে পদের প্রামাণ্য থাকিতে পারিত না। আর তাহাতে পদ অপ্রমাণ হইয়া যাইত। এই কথাই প্রভাকর বৃহতী গ্রন্থে অতি সুপষ্টরূপে বলিয়াছেন। অন্বয়ের সম্বন্ধী দুইটি বস্তুই পদার্থ। ঐ দুইটি সম্বন্ধী বস্তুর অন্বয় বা সম্বন্ধ অপদার্থ এইরূপ বলা অসঙ্গত। যাহা অপদার্থ, তাহা বাক্যার্থ-বোধে ভাসমান হইতে পারে না। বাক্যার্থবোধে অপদার্থ ভাসমান হয় স্বীকার করিলে বাক্যার্থবোধকে শাব্দবোধ বলা যায় না। শব্দো-পস্থাপ্য অর্থই শাব্দবোধে ভান হইয়া থাকে। যাহা শব্দদ্বারা উপ-

স্থাপিতই নহে, তাহা শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য অন্বয়ও পদেরই অর্থ ইহাই বলা উচিত।

অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন—ইতর পদার্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থই পদদ্বারা অভিধীয়মান হইয়া থাকে। পদদ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যত্ব সহকারে পদার্থের পরস্পর সংসর্গ বুঝাইয়া থাকে। সুতরাং অভিহিত পদার্থ হইতেই পদার্থের পরস্পর সংসর্গের বোধ হইয়া থাকে[৩]। এই পদার্থের পরস্পর সংসর্গ পদার্থ নহে, তাহা অপদার্থ। লক্ষ্যার্থ, যেমন অপদার্থ, বাক্যার্থও সেইরূপ অপদার্থ। পদার্থের পরস্পর সংসর্গই বাক্যার্থ। বাক্যার্থ যে অপদার্থ ইহা নৈয়ায়িকগণও বলেন। কিন্তু তাঁহারা বাক্যার্থকে পদার্থবোধ্য বলিয়া স্বীকার করেন না। এজন্যই নৈয়ায়িক-গণকে অভিহিতান্বয়বাদী বলা যায় না।

শবরস্বামী বলিয়াছেন যে বাক্যের ঘটক পদগুলি স্ব স্ব অর্থের অভিধান করিয়া নিবৃত্তব্যাপার হইয়া থাকে। শুদ্ধ অর্থের অভিধান মাত্রেই পদের ব্যাপার। এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইলে পদের আর কোনও করণীয় থাকে না। ব্যাক্যের ঘটক পদগুলি স্ব স্ব অর্থ অভিধান করিয়া নিবৃত্তব্যাপার হইলে পরে সেই অভিহিত অর্থগুলিই বাক্যার্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে[৪]। ইহাই অভিহিতান্বয়বাদ। ইহাতে বিচার্য্য এই যে অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকার করা হউক অথবা অভি-হিতান্বয়বাদই স্বীকার করা হউক, সকলের মতেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে পদার্থে পদের সঙ্কেতগ্রহ না থাকিলে অগৃহীত-সঙ্কেত

৩ অন্যে মন্যন্তে শুদ্ধানামেব পদার্থানাং পদৈরভিধানম্। তে তু অভিহিতাঃ সন্তঃ পরস্পরমাকাঙ্ক্ষাসন্নিধিযোগ্যত্বপর্য্যালোচনয়া সংসর্গমধিগময়ন্তীতি— ন্যায়মঞ্জরী পূর্ব্বার্দ্ধ—পৃঃ ৩৬৪

৪ পদানি হি স্বং স্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীং পদার্থা অবগতাঃ সন্তো বাক্যার্থং গময়ন্তি (সম্পাদয়ন্তি)

—শাবরভাষ্য ১।১।৭।২৫

পদ হইতে কখনও অর্থের অবগতি হইতে পারিবে না। এজন্য উভয় পক্ষকেই বাক্যার্থ-প্রতীতির পূর্ব্বে, বাক্য-ঘটক পদগুলির সঙ্কেতগ্রহ থাকা আবশ্যক ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—পদের সহিত বাক্যার্থের সঙ্কেতগ্রহ আবশ্যক? অথবা পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থের সঙ্কেতগ্রহ আবশ্যক? পদের সহিত বাক্যার্থের সঙ্কেত স্বীকার করিলে অন্বিতাভিধান এবং পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থের সঙ্কেত স্বীকার করিলে অভিহিতান্বয় হইয়া থাকে। পদ বাক্যার্থকে বুঝাইলে অন্বিতাভিধান এবং পদ শুদ্ধ পদার্থকে বুঝইলে অভিহিতান্বয় হইয়া থাকে। সুতরাং পদের সঙ্কেত কোথায় গৃহীত হইবে ইহাই আলোচ্য।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—অভিহিতান্বয় স্বীকার করাই সঙ্গত। অর্থাৎ পদের শুদ্ধ পদার্থেই সঙ্কেত গৃহীত হইয়া থাকে; কিন্তু ইতরান্বিত অর্থে সঙ্কেত গৃহীত হয় না। পদার্থ ও বাক্যার্থ অত্যন্ত ভিন্ন এবং পদার্থ-প্রতীতি পূর্ব্বক বাক্যার্থের প্রতীতি হইয়া থাকে। পদার্থ ও বাক্যার্থকে এক বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। শুদ্ধ পদার্থে পদের সঙ্কেত গৃহীত না হইলে বাক্যার্থের প্রতীতিই হইতে পারে না। শুদ্ধ পদার্থে ব্যুৎপন্ন শব্দ হইতে শুদ্ধ পদার্থ অভিহিত হইয়া থাকে এবং পরে অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ হইতে বাক্যার্থের প্রতীতি হয়। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা যায় না।

আরও কথা এই যে—পদের অর্থের প্রবিভাগ, সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ। যেমন কোনও পদ জাতিবাচক, কোনও পদ গুণবাচক, কোনও পদ ক্রিয়াবাচক এবং কোনও পদ দ্রব্যবাচক হইয়া থাকে। এইরূপ পদার্থ-প্রবিভাগ মহাভাষ্যকারাদি শিষ্টজন-পরিগৃহীত। এই চতুর্ব্বিধ পদার্থ মহাভাষ্যেও প্রদর্শিত হইয়াছে। পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক স্বীকার করিলেই এই পদার্থ-প্রবিভাগ রক্ষিত হইতে পারে যে পদ জাতিবাচক, তাহা গুণাদিবাচক নহে; যে পদ গুণবাচক, তাহা জাত্যাদির বাচক নহে। এইরূপ পদার্থ-প্রবিভাগ সর্ব্বশাস্ত্র-প্রসিদ্ধ।

আর তাহা অভিহিতান্বয়বাদেই রক্ষিত হয়। অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিলে প্রদর্শিত পদার্থ-প্রবিভাগ আর রক্ষিত হইতে পারিবে না। কারণ পদার্থান্তরান্বিত পদার্থ পদদ্বারা অভিধীয়মান হইলে, পদদ্বারা অভিধীয়মান পদার্থের ইয়ত্তাই অবধারিত হইতে পারে না। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে পদদ্বারা অভিধীয়মান পদার্থমাত্রই কদম্ব পুষ্পাকার হইবে। কদম্বপুষ্প যেমন অগণিত দল সমন্বিত, এইরূপ অন্বিতাভিধানবাদীর ও পদার্থ, যোগ্যেতর সর্ব্ব পদার্থান্বিত। সুতরাং কোন্ পদের জাতি অর্থ, অথবা কোন্ পদের গুণ অর্থ ইহা কিছুতেই নিরূপিত হইতে পারে না। এজন্য এই পদটি জাতিবাচক, এই পদটি গুণবাচক এইরূপ আর অবধারণ হইতে পারিবে না[৫]। অন্বিতাভিধান-বাদীর মতে সকল পদই সর্ব্বাভিধায়ক। এজন্যও অন্বিতাভিধানবাদ অসঙ্গত।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে পূর্ব্বপক্ষীর প্রদর্শিত দোষ সঙ্গত নহে। কারণ পদের আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারা পদের জাতিবাচকত্ব, গুণবাচকত্বাদির অবধারণ হইতে পারিবে। বাক্যে যে পদটি আছে বলিয়া বাক্যার্থ প্রতীতিতে গুণ ভাসমান হয় এবং যে পদটি না থাকিলে বাক্যার্থ-প্রতীতিতে গুণ ভাসমান হয় না, সেই পদটি গুণবাচক হইবে এইরূপ অবধারণ হইতে পারিবে। এইরূপ জাতিবাচক, ক্রিয়াবাচক পদ সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী আপত্তি করেন যে —অন্বিতাভিধানবাদীর মতে আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারা পদের জাত্যাদি বাচকতার অবধারণ হইতে পারে না। কারণ বাক্যেই পদের আবাপ ও উদ্বাপ সম্ভাবিত। যাহা বাক্যই নহে, তাহা শাব্দবোধের জনকই নহে।

৫ পদার্থপ্রবিভাগাচ্চ গম্যতেঽস্য পদস্য জতিরর্থোঽস্য দ্রব্যমস্য গুণো ঽস্য ক্রিয়েতি। স চৈবমবকল্পতে যদি তাবৎ সোঽর্থঃ পদৈরভিধীয়তে, পদান্তরার্থোপরক্তে তু তস্মিন্নভিধীয়মানে তদর্থেষ্বেব নাবধার্য্যতে কদম্বাকারার্থপ্রতীতেঃ ? ন্যায়মঞ্জরী পূর্ব্বার্দ্ধ—পৃঃ ৩৬৪

সুতরাং শাব্দবোধের জনক বাক্যমাত্রেই বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ, যোগ্য ইতরার্থান্বিত অর্থের বোধক ; বাক্যের অন্তর্গত কোনও পদই অনন্বিত অর্থের অভিধায়ক নহে ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর মত। সুতরাং প্রত্যেকটি পদই ইতরান্বিত পদার্থের বোধক বলিয়া প্রত্যেকটি পদই কদম্বাকার অর্থের প্রতিপাদক। শুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক বাক্যান্তর্গত কোনও পদই হইতে পারে না। এজন্য আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারাও পদের জাত্যাদিরূপ অর্থের নিরূপণ হইতে পারে না। সুতরাং প্রদর্শিত পদার্থ-বিভাগ অন্বিতাভিধানবাদীর মতে হইতেই পারে না। আর জাত্যাদি-বাচকরূপে পদের অবধারণ না হইলে "গাম্ আনয়" এই বাক্য হইতে অশ্ববন্ধন নিয়োগও প্রতীত হইতে পারিবে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদীকে বাধ্য হইয়াই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে—জাত্যাদিবাচক পদের অবধারণ বাক্যার্থবোধে অত্যন্ত অপেক্ষিত। আর এই অবধারণ তবেই হইতে পারিবে, যদি পদ, শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হয়। আর এই জন্যই পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে ইহা অভিহিতান্বয়বাদীরা স্বীকার করেন। পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক অর্থাৎ নিত্য ইহাই জৈমিনির সিদ্ধান্ত। ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধঃ [জৈ-সূ ১।১।৫] যদিও অব্যুৎপন্ন পুরুষের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি বাক্যজন্য বৃদ্ধ-ব্যবহার হইতেই হইয়া থাকে,তথাপি বাক্যের সহিত বাক্যার্থের সঙ্কেত গৃহীত না হইয়া পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থেরই ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। বাক্যের সহিত বাক্যার্থের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হয় বলিলে প্রত্যেকটি নূতন বাক্যের জন্য পৃথক্ ব্যুৎপত্তি-গ্রহ অপেক্ষিত হইত। বাক্য অনন্ত ; আজ পর্য্যন্তও নূতন বাক্য রচিতই হইতেছে। নূতন নূতন কবিরা যে বাক্য রচনা করেন, তাহা অভিনব বাক্য। প্রতি বাক্যে ব্যুৎপত্তি-গ্রহ অপেক্ষিত হইলে সমস্ত বাক্যের ব্যুৎপত্তিগ্রহই অসম্ভব হইয়া পড়িত। আর তাহাতে শব্দদ্বারা ব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইত। বাক্য নূতন রচিত হইলেও বাক্যের ঘটক পদ নূতন রচিত হইতে পারে না। কোনও মহাকবি নূতন একটি পদ রচনা করিতে

পারেন না। কবিরা নূতন বাক্যই রচনা করিয়া থাকেন। পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থের সঙ্কেত গৃহীত হইলেই শাব্দ ব্যবহার রক্ষিত হয়। বাক্যের সহিত বাক্যার্থের ব্যুৎপত্তি অপেক্ষিত হইলে শাব্দ ব্যবহার উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা পদার্থবিৎ, তাঁহারাও অভিনব কবি-বিরচিত শ্লোক-বাক্যের অনায়াসে অর্থ-গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। আর ইহা পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থের ব্যুৎপত্তি-গ্রহ দ্বারাই সম্ভব হয়। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ কোনও মতেই সঙ্গত নহে। অভিহিতান্বয়বাদই স্বীকার করা উচিত।

অন্বিতাভিধানবাদে আরও দোষ এই যে—বাক্যের অন্তর্গত একটি পদই যদি বাক্যার্থের বোধক হয়, তবে সেই বাক্যের ঘটক অপর পদগুলি উচ্চারণ করা বৃথা হইয়া পড়িবে। একটি পদই দ্বিতীয় পদের অর্থদ্বারা উপরক্ত অর্থের বোধক হইয়া থাকে। এইরূপ দ্বিতীয় পদটিও অন্যোপরক্ত অর্থেরই বোধক হইবে। এইরূপ একটি পদই নিখিল পদাভিধেয় অর্থের বাচক হইয়া পড়ে বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদীর মতে একটি পদদ্বারাই সর্ব্ববিধ শাব্দ ব্যবহার হওয়া উচিত হয়।[৬] কিন্তু তাহা হইতে পারে না। যেমন "গৌঃ" এই পদটি উচ্চারণ করিলে সেই "গো" পদটি সর্ব্ববিধ গুণ-ক্রিয়াদিদ্বারা অন্বিত গো-পদার্থের বোধক হইয়া থাকে বলিয়া ইহা কিরূপে বুঝা যাইবে যে—গো-বস্তুর উপাদান করিতে হইবে? কি অপসারণ করিতে হইবে? শুক্ল গোর উপাদান করিতে হইবে? কি কৃষ্ণ গোর অপসারণ করিতে হইবে? সর্ব্ববিধ গুণ-ক্রিয়ান্বিত বস্তুর অবগম অনবগমেরই সমান। যেহেতু তাদৃশ অবগতিদ্বারা কোনও ব্যবহার হইতে পারে না। আর "গো" শব্দ কেন যে সর্ব্ববিধ গুণ-ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বোধক হইল, তাহার হেতুও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না।

---

৬ অতশ্চৈবং পদান্তরোচ্চারণবৈফল্যপ্রসঙ্গাদেকস্মাদেব পদাৎ

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ যদি এরূপ বলেন যে—"গো" পদ যে গুণ-ক্রিয়াদিদ্বারা অন্বিত স্বার্থের বোধক হইয়া থাকে, তাহার কারণ পদান্তরের সন্নিধান। পদান্তরের সন্নিধান প্রযুক্তই "গো" পদ বিশেষ গুণ বা বিশেষ ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বোধক হইয়া থাকে। "শুক্ল" পদের সন্নিধান প্রযুক্ত "গো" পদ শুক্লান্বিত গোরবোধক হয় এবং "গচ্ছতি" পদের সমবধান প্রযুক্ত "গো" পদ গমন ক্রিয়ান্বিত গোর বোধক হইয়া থাকে। কিন্তু অনিয়তভাবে সর্ব্ববিধ গুণ ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বোধক কোনও পদই হয় না। পদান্তর-সন্নিধান প্রযুক্তই পদ, নিয়ত গুণ-ক্রিয়ান্বিত অর্থের বোধক হইয়া থাকে। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীব প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত হয় নাই।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্বিতাভিধানবাদী যে পদান্তর-সন্নিধান প্রযুক্ত, পদ নিয়ত গুণ-ক্রিয়ান্বিত স্বার্থের বোধক হইয়া থাকে বলিয়াছেন, সেই পদ কি স্বরূপতঃ পদান্তরের সান্নিধ্য প্রযুক্তই নিয়ত গুণাদির অন্বয়ের নিয়ামক হইয়া থাকে? অথবা সন্নিহিত পদ স্বার্থ প্রতিপাদন দ্বারা উক্ত নিয়মের হেতু হইয়া থাকে? যদি পদান্তরের স্বরূপতঃ সান্নিধ্য মাত্রকেই উক্ত নিয়মের হেতু বলা যায়, তবে তাহা অসঙ্গত হইবে। অর্থের উপস্থাপন না করিয়া পদের স্বরূপতঃ সান্নিধ্য অর্থবিশেষ-প্রতীতির নিয়ামক হইতে পারে না। যেমন অর্থহীন জপমাত্রের উপযোগী মন্ত্রের ঘটক পদের অর্থোপস্থাপকতা নাই বলিয়া তাদৃশ মন্ত্রবাক্যের ঘটক পদ কোনও অন্বিত অর্থের প্রতিপাদক হয় না। অর্থের অনুপস্থাপক পদের সন্নিধান অসন্নিধানেরই সমান। অর্থের অনুপস্থাপক পদ অর্থ বিশেষ-প্রতীতির সহায়ক হইতে পারেনা। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদীকে অবশ্যই বলিতে হইবে যে—অর্থবিশেষ প্রতিপাদনদ্বারাই সন্নিহিত পদান্তর, পদের নিয়ত গুণ-ক্রিয়াদি-দ্বারা অন্বিত স্বার্থ প্রতিপাদনের সহায়ক হইয়া থাকে। আর এরূপ স্বীকার করিলে পদান্তরদ্বারা অভিহিত অর্থের অন্বয় স্বীকার করায় অভিহিতান্বয়বাদই হইবে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদীকেও বাধ্য হইয়াই অভিহিতান্বয়-

বাদ স্বীকার করিতে হইতেছে বলিয়া সকলেরই অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করাই উচিত।[৭] সুতরাং বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ হইতে অভিহিত অর্থগুলি আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যতা বশতঃ পরস্পর সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত, অসন্নিহিত ও অযোগ্য অর্থের সহিত অভিহিত অর্থ অন্বিত হয় না। যে পদদ্বারা অভিহিত যে অর্থ, পদাভিহিত যে অর্থের সহিত আকাঙ্ক্ষিত, পদাভিহিত যে অর্থের সন্নিহিত ও পদাভিহিত যে অর্থের সহিত সম্বদ্ধ হইবার যোগ্য, তাহার সহিতই অভিহিত পদার্থের অন্বয় হইয়া থাকে। অন্যের সহিত হয় না। আর এজন্য "অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিযুথশতমাস্তে" এইরূপ বাক্য হইতে অভিহিতান্বয় বোধ হইতে পারে না। কারণ এই বাক্যের ঘটক পদসমূহ হইতে অভিহিত পদার্থগুলির অন্বয়যোগ্যতা নাই বলিয়া যোগ্যতাভাব প্রযুক্ত প্রদর্শিত বাক্য হইতে বাক্যার্থের বোধ হয় না। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদীর মতে কারণ প্রদর্শিত অযোগ্য বাক্য হইতেও বাক্যার্থ-বোধের আপত্তি হইবে। কারণ প্রদর্শিত বাক্যের ঘটক পদগুলি অন্বিত অর্থেরই অভিধান করে বলিয়া অন্বয় না হইবার কোনই কারণ নাই। বাক্যের ঘটক পদই যদি অন্বিত অর্থের বোধক হয়, তবে অযোগ্যতা-জ্ঞান দ্বারা বাক্যার্থবোধ প্রতিবদ্ধ হইতে পারিবে না। এজন্য পদাভিহিত

তদুপরঞ্জকদ্বিতীয়পদার্থাবগতিঃ সিদ্ধৈব। ন্যায়মঞ্জরী পৃঃ ৩৬৫

৭ পদান্তরসন্নিধানং নিয়মহেতুরিতি চেৎ, তৎ কিং স্বরূপমাত্রেণ, অর্থপ্রতিপাদনেন বা, স্বরূপমাত্রেণ জপমন্ত্রপদানামিব সন্নিধানং ভবদপি অসন্নিধানান্ন বিশিষ্যতে। অগৃহীতসম্বন্ধস্য তৎকৃতোপকারাদর্শনাৎ, অর্থপ্রতিপাদনেন তু পদান্তরং যদি নিয়মহেতুঃ, সোঽয়মভিহিতানামর্থানামন্বয় উক্তো ভবতি, তস্মাৎ স এব শ্রেয়ান্। ৩৬৫ পৃঃ ন্যায়মঞ্জরী।

পদার্থগুলির অন্বয় হয় ইহাই স্বীকার করা উচিত। আর ইহাই শবরস্বামী বলিয়াছেন যে—"পদানি স্বং স্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীমর্থা অবগতা বাক্যার্থং গময়ন্তি [জৈ. সূ. ১।১।৫]

শবরস্বামীর এই বাক্যের অর্থ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

অভিহিতান্বয়বাদ খণ্ডন

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—অভিহিতান্বয়বাদিগণের উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ প্রদীপ যেমন সঙ্কেত-গ্রহ-নিরপেক্ষই রূপের প্রকাশক হইয়া থাকে, আলোক যে রূপের প্রকাশক হয়, রূপ প্রকাশ্য আলোক প্রকাশক, এই প্রকাশ্য-প্রকাশকভাবের কোনও ব্যুৎপত্তি-গ্রহের অপেক্ষা নাই। আলোক প্রকাশক ও রূপ প্রকাশ্য ইহা যে জানে না, তাহার নিকটেও আলোক রূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। এজন্য ব্যুৎপত্তি-গ্রহ-নিরপেক্ষই রূপের প্রকাশক হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ প্রদীপের মত ব্যুৎপত্তি-গ্রহ-নিরপেক্ষ হইয়া অর্থের প্রকাশক হইতে পারে না। শব্দ হইতে অর্থের অবগতি হইতে গেলে ব্যুৎপত্তি-গ্রহণের অপেক্ষা আছে। অগৃহীত ব্যুৎপত্তিক শব্দ হইতে অর্থের অবগতি হয় না। যে অর্থে যে শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থাৎ সঙ্কেত গৃহীত হয় নাই, অগৃহীত-সঙ্কেত পুরুষ সেই শব্দ হইতে সেই অর্থও বুঝিতে পারে না। অতএব প্রদীপ ও শব্দ উভয়ই অর্থের প্রকাশক হইলেও প্রদীপ ব্যুৎপত্তি-গ্রহ-নিরপেক্ষ ও শব্দ ব্যুৎপত্তিগ্রহ সাপেক্ষ হইয়া অর্থের প্রকাশক হইয়া থাকে। অর্থবিশেষে শব্দবিশেষের ব্যুৎপত্তিগ্রহ বৃদ্ধব্যবহার হইতে হইয়া থাকে। এস্থলে গৃহীত ব্যুৎপত্তিক পুরুষকেই "বৃদ্ধ" শব্দদ্বারা বলা হইয়াছে। বৃদ্ধ-ব্যবহার, বাক্যদ্বারাই হইয়া থাকে; পদদ্বারা হয় না। ব্যবহারের জনক বাক্যই হইতে পারে; কিন্তু পদ হইতে পারে না। বৃদ্ধ বক্তৃপুরুষের বাক্য শ্রবণ করিয়াই বৃদ্ধ শ্রোতা ব্যবহার করিতে সমর্থ হয়। কেবল পদমাত্র শ্রবণ করিয়া শ্রোতা

ব্যবহার করিতে পারে না। ব্যবহার নিষ্পত্তির জন্য কেহই পদমাত্র প্রয়োগ করে না। অর্থান্তরের সহিত সংসৃষ্ট অর্থের বিবক্ষা প্রযুক্তই বক্তা বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকে। তদনুসারে শ্রোতাও অর্থান্তরের সহিত সংসৃষ্ট অর্থই বুঝিয়া থাকে। বক্তা যে শ্রোতৃ-পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বাক্য প্রয়োগ করেন, কেবল সেই পুরুষই যে অর্থান্তরের সহিত সংসৃষ্ট অর্থ বুঝিয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু বক্তৃ-পুরুষের নিকট যাহারা থাকে, গৃহীত সঙ্কেত হইলে তাহারা সকলেই এইরূপ অর্থ বুঝিয়া থাকে। সুতরাং বক্তা ব্যবহারের জন্য বাক্য-প্রয়োগ করিয়া থাকেন; শ্রোতাও অর্থান্তরের সহিত সংসৃষ্ট অর্থই বাক্য হইতে বুঝিয়া থাকে। আর ইহাকেই বাক্যার্থে বাক্যের ব্যুৎপত্তি বলা হইয়া থাকে। শ্রোতৃ-পুরুষের বাক্যার্থেই বাক্যের ব্যুৎপত্তি নিরূপিত হইয়া থাকে। সংহত অর্থের অভিধায়ক পদসমূহকেই বাক্য বলা হয়। বাক্যবিৎ আচার্য্য-গণ সংহত অর্থের অভিধায়ক পদসমূহকেই বাক্য বলিয়াছেন। যদি একটি পদই বাক্যার্থের বোধক হইত, তবে কখনও এরূপ বলা যাইত না যে—পদসমূহ সংহতভাবে একটি বিশিষ্ট অর্থের প্রতিপাদক হইয়াছে। পদসমূহ মিলিতভাবেই সংহত অর্থের অর্থাৎ নানা বিশেষণ বিশিষ্ট একটি অর্থের বোধক হইয়া থাকে। যেমন পাকাদি ক্রিয়ার করণ কাষ্ঠাদি মিলিতভাবে পাকক্রিয়ার জনক হইয়া থাকে। একটি পাকক্রিয়ার উৎপাদনে কাষ্ঠ, বহ্নি, স্থালী প্রভৃতি ব্যাপৃত হইয়া থাকে। এইরূপ শিবিকাবাহকগণ মিলিতভাবে শিবিকার উদ্বহন করিয়া থাকে। অথবা যেমন তিন খণ্ড প্রস্তর যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া মিলিতভাবে স্থালী ধারণ করিয়া থাকে; এইরূপ একটি বাক্যের ঘটক সমস্ত পদ মিলিতভাবে বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে। আর ইহাকেই অন্বিতাভিধানবাদ বলা হয়। বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ যদি অন্য অর্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থমাত্রের বোধক হইত, তবে বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহ হইতে বাক্যার্থের প্রতীতিই হইতে পারিত না। পদ পদার্থমাত্র প্রতিপাদনেই পর্য্যবসিত হইত; পদ-

সমূহ হইতে বাক্যার্থ প্রতীতি হইতে পারিত না। যদি বলা যায় বাক্যের অন্তর্গত এক একটি পদই যদি সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদক হয়, তবে বাক্যের অন্তর্গত একটি পদ হইতেই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতীত হইতেছে বলিয়া পদান্তরের উচ্চারণ ব্যর্থ হইয়া পড়িবে। অভিহিতান্বয়বাদীর এরূপ আপত্তি করাও সঙ্গত নহে। কারণ অন্বিতাভিধানবাদী এস্থলে বলেন যে—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদেরই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপার আছে। সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদন ব্যাপারে বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদই নিবিষ্ট রহিয়াছে। বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদ আছে বলিয়াই সমগ্র বাক্যার্থ-প্রতীতিরূপ ফল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। বাক্যের অন্তর্গত যে কোনও একটি পদ না থাকিলেই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতীতিরূপ ফল নিষ্পন্ন হইতে পারিত না। এইজন্যই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদেরই সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদন পর্য্যন্ত ব্যাপার স্বীকার করা হয়। আর তাহাতেই বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদ সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপারের জনক হইয়া থাকে। ইহাকেই অন্বিতাভিধান-বাদিগণ এক একটি পদের "কৃৎস্নকারিত্ব"[৮] বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। প্রদর্শিত কাষ্ঠাদি, শিবিকাবাহক ও প্রস্তরখণ্ড দৃষ্টান্তদ্বারা ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে পদ সমুদায়ই সমগ্র বাক্যার্থপ্রতীতির কর্ত্তা এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত তিনটিতেও পাকে কাষ্ঠাদি করণসমুদায়, শিবিকাবহনে শিবিকাবাহক সমুদায়, স্থালীধারণে প্রস্তরখণ্ড সমুদায়ই

৮ নন্বেবমেকৈকস্য কৃৎস্নকারিত্বে সতি একস্মাদেব কৃৎস্নসিদ্ধেঃ পদান্তরোচ্চারণং ব্যর্থমিত্যুক্তম্। নৈতৎ পদান্তরেণ বিনা একস্মাৎ কৃৎস্নকারিত্বসম্পত্ত্যভাবাৎ, ন তর্হি একং কৃৎস্নকারি ইতি চেৎ, মৈবং একৈকস্য কৃৎস্নফলপর্য্যন্ত-ব্যাপারপতিতত্বাৎ। ন্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ৩৬৬।

কর্ত্তা হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদায়ের অন্তর্গত প্রত্যেকটি সমুদায়ীব কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই। বাক্যই সমুদায়। বাক্যের ঘটক পদগুলি সমুদায়ী। সমুদায়ের কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া সমুদায়ীর কর্ত্তৃত্ব স্বীকার না করিলে বাক্য ত নিরবয়বই হইয়া পড়িবে। বাক্যের ঘটক পদের কোনও ব্যাপার নাই; কিন্তু পদসমুদায়রূপ বাক্যই বাক্যার্থের প্রতিপাদক। সুতরাং বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদের সমগ্র বাক্যার্থ প্রতিপাদনরূপ ব্যাপার আর রহিল না। আর তাহাতে পদ বাক্যের অবয়ব হইল না এবং পদার্থও বাক্যার্থের অবয়ব হইল না। সুতরাং বাক্য ও বাক্যার্থ উভয়ই নিরবয়ব হইয়া পড়িল।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—অভিহিতান্বয়বাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। পদসঙ্ঘাতরূপ বাক্য বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইলেও সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের কোনও কার্য্য নাই এইরূপ বলা যায় না। সর্ব্বত্রই সঙ্ঘাত যেমন কার্য্যকর হয়, সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তুও পৃথক কার্য্যকর হইয়া থাকে এইরূপই দেখা যায়। প্রদর্শিত তিনটি দৃষ্টান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। শিবিকাবাহক চতুষ্টয় শিবিকা বহন করে বলিয়া শিবিকাবাহক চতুষ্টয়ের অন্তর্গত এক একটি শিবিকাবাহক কোনও কার্য্য করে না এরূপ বলা যায় না। প্রত্যেকটি শিবিকাবাহকেরই সমগ্র ফলনিষ্পত্তি পর্য্যন্ত ব্যাপার আছে। এইরূপ পদসঙ্ঘাত সমগ্র বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইলেও সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের সমগ্র বাক্যার্থপ্রতীতি পর্য্যন্ত ব্যাপার আছে। যদি বলা যায়—পদসঙ্ঘাতের কার্য্য কি? আর পদসঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদেরই বা স্ব স্ব কার্য্য কি? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদসঙ্ঘাতের কার্য্য বাক্যার্থ-প্রতিপত্তি ও পদসঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের স্ব স্ব কার্য্য, পদার্থ-প্রতিপত্তি। যেমন কাষ্ঠ, স্থালী, অগ্নি প্রভৃতি করণসঙ্ঘাতের কার্য্য পাকক্রিয়া ও সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি করণের স্ব স্ব কার্য্য জ্বলন, ধারণ ও সন্তাপন প্রভৃতি।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—পদার্থ-প্রতিপাদনই যদি পদের স্বকীয় কার্য্য হইল, তবে অন্যের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ অর্থই পদার্থ হইল। তবে আব অন্বিতাভিধানবাদ হইল কিরূপে? অভিহিতান্বয়বাদীর মতেই পদ শুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে। অন্য পদার্থের সহিত অনন্বিত শুদ্ধ বস্তু পদার্থ নহে। বাক্যের অন্তর্গত পদটি যে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পদসঙ্ঘাতরূপ বাক্যের কার্য্য প্রতিপাদনেব জন্যই প্রযুক্ত হইয়াছে। শুদ্ধ পদার্থমাত্র প্রতিপাদনের জন্য পদ প্রযুক্ত হয় নাই। বাক্যার্থ প্রতিপাদনের জন্য প্রযুক্ত হইলেও প্রত্যেকটি পদেব যে স্বকীয় কোনও কার্য্য নাই এরূপ নহে। এজন্য আমরা বৈয়াকরণদিগেব মত বাক্যকে নিরবয়ব স্বীকার করি না। বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদের স্বকীয় কার্য্য স্বীকার করি। অথচ পদগুলি সংহত হইয়া সঙ্ঘাতের কার্য্যও করে ইহাও স্বীকার করি। কেবল সঙ্ঘাতই কার্য্য করে ইহা নহে। সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদ স্বকীয় কার্য্যের নিষ্পাদক হয় ইহাও অনুভবসিদ্ধ। যে কোনও স্থলে বস্তু সংহতভাবে কার্য্য করিয়া থাকে, সর্ব্বত্রই সঙ্ঘাতের অন্তর্গত প্রত্যেকটি বস্তু স্বতন্ত্রভাবে স্বকীয় কার্য্য করিয়া থাকে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন একটি শকটের অনেকগুলি অংশ থাকে; প্রত্যেকটি শকটাংশই পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য বিশেষের নিষ্পাদক হইয়া থাকে; অথচ শকটের অন্যাংশ নিরপেক্ষ হইয়া কোনও অংশই শকটোচিত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে না। এইরূপ ইতরপদ-নিরপেক্ষ কেবল একটি পদ প্রযুক্তই হয় না, প্রযুক্ত হইলেও কোনও কার্য্য করিতে পারে না। পদান্তরের সহিত মিলিত হইয়াই পদ স্বকীয় ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া থাকে। এজন্যই পদার্থান্তরান্বিত অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। বহু অঙ্গ সমন্বিত একটি শকটের প্রত্যেকটি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই অন্বিতাভিধানবাদীর অভিপ্রায় সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়া থাকেন

যে পদসমূহ সংহতভাবেই বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। মিলিতভাবে অর্থের অভিধায়ক পদসমূহকেই বাক্য বলা হয়—"সংহত্য অর্থমভিদধতি পদানি বাক্যম্"। এইরূপ "একার্থঃ পদসমূহো বাক্যম্"—নানা বিশেষণ বিশিষ্ট একটি অর্থের প্রতিপাদক পদসমূহকে বাক্য বলা যায়। "একার্থঃ পদসমূহো বাক্যম্"—ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর সিদ্ধান্ত। এইরূপ একটি বাক্যের অবয়ব পদগুলির পৃথক্‌ভাবে স্বকীয় কার্য্যবিশেষ উপলব্ধ হয় বলিয়া আমরা বৈয়াকরণগণের মত বাক্যাবয়বের অপলাপ করি না এবং অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকগণের মতও আমরা পদকে শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক বলিয়া স্বীকার করিনা। কিন্তু প্রত্যেকটি পদে সমগ্র বাক্যার্থ-প্রতীতি পর্য্যন্ত ব্যাপার স্বীকার করি। ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর সিদ্ধান্ত।

অন্বিতাভিধানবাদে প্রদর্শিত দোষের পরিহার

অভিহিতান্বয়বাদিগণ যে বলিয়াছিলেন—বাক্যের সহিত বাক্যার্থের ব্যুৎপত্তি অপেক্ষিত হইলে অভিনব কবি-বিরচিত শ্লোক হইতে বাক্যার্থ-প্রতীতি হইতে পারিত না। এজন্য পদের সহিত শুদ্ধ পদার্থেরই ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা উচিত। পদার্থবিৎ অভিনব বাক্য হইতেও বাক্যার্থ অবধারণ করিতে সমর্থ। সুতরাং শুদ্ধ অর্থেই পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। অভিহিতান্বয়বাদিগণের এরূপ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ অন্বিতাভিধানবাদিগণ যদিও ইতরান্বিত অর্থে, পদের শক্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তথাপি তাহার অভিপ্রায় এরূপ নহে যে— শুক্ল গুণান্বিত গোপদার্থ "গো" শব্দের অর্থ। গো-শব্দের এরূপ অর্থাবধারণ ব্যভিচারী। "শুক্লো গৌঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে যদিও গো-পদ শুক্লগুণান্বিত গোরই বোধক হইয়া থাকে, তথাপি "কৃষ্ণো গৌঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে কখনও

গো-পদ শুক্লগুণান্বিত গোর বোধক হইতে পারে না। সে স্থলে গো-পদ কৃষ্ণ-গুণান্বিত গোরই বোধক হইয়া থাকে। আর এরূপও ব্যুৎপত্তি স্বীকার করা যায় না যে—পদ সর্ব্বগুণান্বিত অর্থেরই বোধক হইয়া থাকে; ইহাতে প্রত্যেকটি পদের অর্থ অনন্ত হইয়া যাইবে। অনন্ত অর্থের অবধারণ করাই অসম্ভব। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদিগণ আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্য ও সন্নিহিত অর্থান্তরান্বিত অর্থেই পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন।[১] পদের এতাদৃশ ব্যুৎপত্তি বৃদ্ধব্যবহারে বাক্য হইতেই জন্মিয়া থাকে।

"যদ্ যদাকাঙ্ক্ষিতং যোগ্যং সন্নিধানং প্রপদ্যতে।
তেন তেনান্বিতঃ স্বার্থঃ পদৈরেবাভিধীয়তে।"

ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর সিদ্ধান্ত। বৃদ্ধব্যবহারে বাক্যই পদের এতাদৃশ ব্যুৎপত্তির জনক হইয়া থাকে। কিন্তু ব্যবহারের জনক কোনও বৃদ্ধবাক্য দ্বারাই শুদ্ধ পদার্থে পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না। পদমাত্রদ্বারা শুদ্ধ পদার্থের ব্যবহারই অসম্ভব। ব্যবহারের জনক বাক্য হইতেই পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। শুদ্ধ পদার্থের প্রতিপাদক পদদ্বারা কোনও ব্যবহারই সম্ভাবিত নহে।

ইহাতে এরূপ আপত্তি করা চলে না যে—বৃদ্ধব্যবহারে বাক্যদ্বারা যে পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হয়, তাহাতে কোন পদের কতদূর পর্য্যন্ত অর্থ ইহা নিরূপিত হয় না। শকটাঙ্গের মত বাক্যেরও পদের আবাপ—উদ্বাপ দ্বারা পদের কার্যবিশেষ দেখান হইয়াছে। পদের কার্য্যবিশেষ দেখান হইয়াছে বলিয়াই প্রতি বাক্যের ব্যুৎপত্তি গ্রহণের অপেক্ষা নাই অর্থাৎ প্রত্যেক বাক্যের সহিত

১ যৎপুনরভ্যধায়ি প্রতিবাক্যং ব্যুৎপত্তিরপেক্ষণীয়া, অন্যথা নবকবিশ্লোকাদর্থঃ পদার্থবিদা ন প্রতীয়েত ইতি, তদিদং ব্যুৎপত্ত্যনভিজ্ঞস্য চোদ্যম্, নহীয়ং ব্যুৎপত্তিঃ গোশব্দস্য শুক্লান্বিতঃ অর্থঃ, স হি ব্যভিচরতি. কৃষ্ণান্বিতস্যাপি তদর্থস্য দর্শনাৎ, নাপি সর্ব্বান্বিতস্তদর্থঃ—আনন্ত্যেন দুরবগমত্বাৎ, কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত-যোগ্যসন্নিহিতার্থান্তরক্তোঽস্য অর্থ ইতি। ন্যায়মঞ্জরী, পৃঃ ৩৬৭।

বাক্যার্থের সঙ্গতিগ্রহের অপেক্ষা হয় না। সন্নিহিত, যোগ্য ও আকাঙ্ক্ষিত অর্থান্তরের সহিত অন্বিত অর্থের অভিধায়ক পদ হইয়া থাকে। পদে এতাদৃশ অভিধায়কত্ব কোনও স্থলে গৃহীত হইলেই সর্ব্বত্র গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য প্রতিবাক্যে ব্যুৎপত্তিগ্রহণের অপেক্ষা থাকে না। আর তাহাতে অভিনব কবি-বিরচিত বাক্য হইতেও অর্থ-প্রতীতি উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ পদার্থের সহিত পদের ব্যুৎপত্তিগ্রহ হইতেই পারে না। কারণ শুদ্ধ পদার্থের সহিত পদের সঙ্কেতগ্রহের কোনও উপায়ই নাই। আর যে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলিয়াছেন ইতর পদার্থান্বিত অর্থ পদবোধ্য হইলে পদান্তরের উচ্চারণ ব্যর্থ হইবে ; পদই যদি বাক্যার্থের বোধক হয়, তবে পদান্তর উচ্চারণের আবশ্যকতা কোথায় ? এরূপ আপত্তিরও আর অবসর রহিল না। সমস্ত পদই পদান্তরের সন্নিধান প্রযুক্তই কৃৎস্ন বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে। পদান্তরের সন্নিধান ব্যতীত কোনও পদই কৃৎস্ন বাক্যার্থের বোধক হইতে পারে না—ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।[১০] ইহাতে যদি এরূপ আপত্তি করা যায় যে—বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেকটি পদই যদি সমগ্র বাক্যার্থের বোধক হইল, তবে পদান্তরের সন্নিধানদ্বারা আর কি লাভ হইবে ? পদান্তরের সন্নিধান পদের কোন উপকার করিবে ? এরূপ প্রশ্ন করা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহা কেবল পদ সম্বন্ধে নহে, সমস্ত কারক সম্বন্ধেই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। পাকক্রিয়ার কারক কাষ্ঠ, স্থালী প্রভৃতি

১০ তথাপি ন ন জ্ঞায়তে ইয়ান্ পদস্যার্থ ইতি শকটাঙ্গবদাবাপোদ্বাপাভ্যাং তৎকার্যভেদস্য দর্শিতত্বাৎ, তদিত্থং ন প্রতিবাক্যং ব্যুৎপত্তিরপেক্ষ্যতে সন্নিহিত-যোগ্যাকাঙ্ক্ষিতার্থোপরক্তস্বার্থাভিধেয়ত্বেন হি কচিদ্ গৃহীতঃ সম্বন্ধঃ সর্বত্র গৃহীতো ভবতি ততশ্চ নবকবিশ্লোকাদপ্যর্থপ্রতিপত্তিরুৎপৎস্যতে, পদপদার্থয়োস্তু ন ব্যুৎপত্তিরুপায়াভাবাদিত্যুক্তম্, যদপি পদান্তরোচ্চারণমফলমিতি তদপি পরিহৃতম্, পদান্তরসন্নিধানে হি সর্বাণি পদানি কৃৎস্নকারীণি ভবন্তীত্যুক্তত্বাৎ ন্যা০ ম০ পৃ ৩৬৭

প্রত্যেকেই পাকক্রিয়ার জনক। প্রত্যেকেই পাকক্রিয়ার জনক হইলেও ইতর কারকসমূহের সন্নিধান প্রযুক্তই পাকক্রিয়ার জনক হইয়া থাকে। কারকান্তরের সন্নিধান না থাকিলে কোনও কারকই পাক-ক্রিয়ার জনক হইতে পারে না। এজন্য সমস্ত কারক সংহত হইয়া ক্রিয়ার জনক হইয়া থাকে স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিও সংহত হইয়া বাক্যার্থের প্রতিপাদন করিয়া থাকে। ইতরান্বিত অর্থের অভিধানদ্বারাই প্রত্যেকটি পদ বাক্যার্থ-প্রতীতির জনক হইয়া থাকে। ইতরান্বিত অর্থের অভিধানদ্বারা পদ বাক্যার্থপ্রতীতিব উপকারক হইলেও তাহাতে অভিহিতান্বয় সিদ্ধ হয় না। কারণ অনন্বিত শুদ্ধ অর্থে পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না। শুদ্ধ অর্থে ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে না বলিয়াই অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ-গুলির পরস্পর অন্বয়ও হইতে পারে না। কারণ শুদ্ধ পদার্থের অভিধানই অসম্ভব। শুদ্ধ পদার্থে পদের ব্যুৎপত্তিই গৃহীত হইতে পারে না। কোনও সাধন নাই বলিয়াই তাহা হয় না।

যদি বলা যায় শুদ্ধ পদার্থে পদের ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইলে পদ-সমূহদ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থগুলি আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি ও যোগ্যত্ব সহকারে পরস্পর অন্বয়লাভ করিতে পারিবে। সুতরাং পদদ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থের অন্বয়ে আকাঙ্ক্ষা, সন্নিধি প্রভৃতি উপায়। উপায়াভাব প্রযুক্ত অভিহিত পদার্থের অন্বয় হইতে পারে না এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে শুদ্ধ পদার্থের অন্বয়ে যে আকাঙ্ক্ষাদিকে উপায় বলা হইয়াছে, তাহাদিগের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা কাহার হইবে? শব্দের আকাঙ্ক্ষা? অথবা অর্থের আকাঙ্ক্ষা? অথবা প্রমাতৃপুরুষের আকাঙ্ক্ষা? শব্দ ও অর্থ অচেতন বলিয়া এই উভয়েরই আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। আকাঙ্ক্ষা চেতনের ধর্ম্ম। অচেতন শব্দ ও অর্থের আকাঙ্ক্ষাই হইতে পারে না। তথাপি যে শব্দ শব্দান্তর-সাকাঙ্ক্ষ, অর্থ অর্থান্তর-সাকাঙ্ক্ষ এরূপ বলা হয়, তাহা বস্তুতঃ প্রমাতারই আকাঙ্ক্ষা। প্রমাতা স্বতন্ত্র ও চেতন; তাহারই আকাঙ্ক্ষা

হইতে পারে। শব্দ ও অর্থ অচেতন; তাহার কোনও আকাঙক্ষাই নাই। স্বতন্ত্র চেতন পুরুষের আকাঙক্ষা আছে।। পুরুষের আকাঙক্ষা পুরুষের ইচ্ছা মাত্র। ইচ্ছাকেই আকাঙক্ষা বলা হয়। এই পুরুষেচ্ছা প্রমাণ নহে। প্রমাণাধীন বস্তুস্থিতি নির্দ্ধারিত হয়। পুরুষেচ্ছা প্রযুক্ত বস্তুস্থিতি নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। পুরুষেচ্ছা যদি বস্তুস্থিতির নির্দ্ধারক হইত, তবে সর্ব্ববস্তুই সর্ব্বত্র নির্দ্ধারিত হইতে পারিত। সুতরাং পদার্থের পরস্পর অন্বয়ে পুরুষেচ্ছা উপায় হইতে পারে না। বস্তুতঃ শব্দই প্রমাণ। পুরুষেচ্ছা প্রমাণ নহে। শব্দ-প্রমাণের পৃষ্ঠভাবী পুরুষাকাঙক্ষা অর্থের অন্বয়ের কারণ হইয়া থাকে। এজন্য আকাঙক্ষা শব্দ-প্রমাণেরই ব্যাপার বলিতে হইবে। ক্রমশঃ অগ্রে ধাবমান ইষুর যেমন দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যাপার হইয়া থাকে, এইরূপ শব্দের ও দীর্ঘ, দীর্ঘতর ব্যাপার স্বীকার করা হয়। শব্দ আকাঙক্ষাপ্রযুক্ত স্বার্থকে ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত করিয়া পদার্থান্তরের সহিতও অন্বিত করিয়া থাকে। যাবৎ সমগ্র বাক্যার্থ পরিপূর্ণ না হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত শব্দের ব্যাপারের উপশান্তি হয় না। যেমন লক্ষ্য বিদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ইষুর গতির বিচ্ছেদ হয় না। শব্দ-প্রমাণের পৃষ্ঠভাবী হইয়াই পুরুষের আকাঙক্ষা দীর্ঘ দীর্ঘতর ইষু-ব্যাপারের মত পদার্থান্তরের সহিত অন্বয় সম্পাদন করিয়া থাকে। কিন্তু শব্দ-প্রমাণ-উপরতব্যাপার হইলে কেবলমাত্র পুরুষাকাঙক্ষা,যাহা স্বয়ং অপ্রমাণ, তদ্দ্বারা অর্থান্তরের সহিত অন্বয় সিদ্ধ হইতে পারে না।[১১] এজন্য সমগ্র বাক্যার্থ-প্রতীতির

১১ নমু আকাঙক্ষাসন্নিধিযোগ্যত্বানি অভ্যুপায় ইত্যুক্তম্, ন যুক্তমুক্তম্, কস্যেয়মাকাঙ্ক্ষা ? শব্দস্যার্থস্য প্রমাতুর্ব্বা ? শব্দার্থয়োস্তাবদচেতনত্বাৎ ন আকাঙ্ক্ষাযোগঃ ফলতঃ ইয়ং তত্র তত্র বাচোযুক্তিঃ শব্দঃ শব্দান্তরমাকাঙ্ক্ষতি অর্থোহর্থান্তরমিতি, প্রমাতুঃ পুনঃ স্বতন্ত্রস্য আকাঙ্ক্ষা ন প্রমাণম্, পুরুষেচ্ছয়া বস্তুস্থিতেরঘটমানত্বাৎ, শব্দাখ্যং প্রমাণং পৃষ্ঠভাবেন তু পুরুষস্যাকাঙ্ক্ষা ভবন্তী ভবত্যর্থানাং সংসর্গহেতুঃ, ইত্যেবং শব্দস্য অয়ম্ ইয়ান্ ইষোরিব দীর্ঘদীর্ঘো ব্যাপারঃ। উপরতব্যাপারে তু শব্দে পুরুষাকাঙক্ষামাত্রং ন সম্বন্ধকারণম্। ন্যা০ ম০, পৃঃ ৩৬৭

পর্য্যবসান, পদরূপ শব্দ প্রমাণের ব্যাপারের অধীন। কিন্তু পুরুষেচ্ছাধীন নহে। অভিহিতান্বয়বাদীর মতে বাক্যার্থ-প্রতীতি শাব্দ-প্রতীতিই নহে। বাক্যার্থ-প্রতীতিতে শব্দের ব্যাপারই তাঁহাদের মতে নাই। যে প্রতীতি শব্দ-প্রমাণের ব্যাপার নিরপেক্ষ, তাহা শাব্দ-প্রতীতিই হইতে পারে না। শুদ্ধ পদার্থমাত্র উপস্থাপনেই তাঁহারা শব্দের ব্যাপার স্বীকার করিয়াছেন। অর্থের পরস্পর অন্বয়বোধ তাঁহাদের মতে পদার্থায়ত্ত; কিন্তু পদায়ত্ত নহে। যদি তাঁহারা এরূপ বলেন যে—পদার্থের অন্বয়বোধেও ব্যবহিতভাবে শব্দ প্রমাণের ব্যাপার আছে। অন্বয়বোধে অব্যবহিত কারণ পদার্থ হইলেও ব্যবহিতভাবে শব্দও কারণ।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—শব্দই অব্যবহিতভাবে পদার্থান্বয়বোধে কারণ হইতে পারিলে ব্যবহিতভাবে শব্দপ্রমাণকে অন্বয়বোধে কারণ বলা সঙ্গত নহে। তাহাতে অন্বয়বোধের শাব্দত্বই থাকিবে না। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে সমস্ত পদই অর্থান্তরান্বিত অর্থেরই অভিধায়ক। ইহাতে সংসৃষ্টরূপ বাক্যার্থ উপপন্ন হয়। পদ অন্বিত অর্থের বোধক হয় বলিয়াই পদার্থের অন্বয় অবগত হওয়া যায়। পদ অন্বিত অর্থের বোধক না হইলে অন্বয়বোধের আর অন্য কোনও কারণ সম্ভাবিত নহে। পদ যদি অন্বিত অর্থের বোধক না হইত, তবে শুদ্ধ অন্বয়ের বাচক পৃথক্ শব্দ ব্যবহার করিলেও পদার্থের অন্বয়বোধ হইতে পারিত না। লোকব্যবহারে কোনও স্থলেই ব্যুৎপন্ন পুরুষেরা এরূপ প্রয়োগ করেন না যে—"শুক্লাং গামানয় সংসর্গঃ"। তাহার কারণ এই যে পদ অন্বিত পদার্থের উপস্থাপক না হইয়া, অন্বয় স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে কোনও দিনও পদার্থের অন্বয়বোধ হইতে পারে না। শাব্দবোধে এক পদার্থে যে অপর পদার্থের সংসর্গ ভাসমান হইয়া থাকে, সেই সংসর্গের বাচক পৃথক্ পদ প্রয়োগ করিতে হয় না। সংসর্গ-বাচক পদের পৃথক্ প্রয়োগ করিলেও তাহাতে পদার্থের অন্বয়-প্রতীতি হয় না।

আর এরূপও বলা যায় না যে—পদার্থের পরস্পর সংসর্গ, যাহা

শাব্দবোধে ভাসমান হয় তাহা অপদার্থই হইবে। অর্থাৎ তাহা কোনও পদের অর্থ নহে। এরূপ বলাও নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ অপদার্থ শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারে না। যাহা কোনও পদের অর্থই নহে, তাহা শাব্দবোধে ভাসমান হইবে কিরূপে? আর হইলে তাহাকে শাব্দবোধ না বলিয়া আর্থবোধ বলা উচিত। যদি কোনও মূর্খ "শুক্লাং গাম্ আনয় সংসর্গঃ" এইরূপ প্রয়োগও করে, তাহা হইলে "ইমানি দশ দাড়িমানি ষড়পূপা" ইত্যাদি বাক্যের মত অনন্বিতার্থকই হইবে। বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থ-বোধ হইবে না। এজন্য সকলেরই অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা উচিত। আর যদি পূর্ব্বপক্ষী এরূপ বলেন যে "অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিযুথশতমাস্তে" ইত্যাদি বাক্যের ঘটক পদগুলি অন্বিতাভিধায়ী বলিয়া এই বাক্য হইতেও অন্বিতার্থবিষয়ক বোধ হওয়া উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে অভিহিতান্বয়বাদী পূর্ব্বপক্ষীর মতেই বা এই বাক্য হইতে অন্বয় বোধ হইল না কেন?[১২] অঙ্গুল্যগ্রাদি বাক্যের ঘটক প্রত্যেক পদ শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক বলিয়া অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ হইতে অন্বয়বোধ তাঁহাদেরও ত হওয়া উচিত ছিল। ইহাতে যদি অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে উক্ত বাক্যের ঘটক পদসমূহ হইতে শুদ্ধ পদার্থগুলি উপস্থিত হইলেও যোগ্যতা নাই বলিয়া এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গবোধ হইবে না। আকাঙ্ক্ষা, আসত্তি ও যোগ্যতা এই তিনটি হইতে এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গবোধ হইয়া থাকে। আকাঙ্ক্ষাদি তিনটির যে কোনও একটি না থাকিলেই সংসর্গ-বোধ হইতে পারে না। প্রকৃত স্থলে আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি থাকিলেও যোগ্যতা নাই বলিয়াই এক পদার্থে অপর পদার্থের সংসর্গবোধ হইবে না।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও যোগ্য, আসন্ন ও সাকাঙ্ক্ষ ইতর পদার্থ সংসৃষ্ট অর্থাভিধায়িত্বই পদের

১২। অঙ্গুল্যগ্রাদিবাক্যেষু কথং তব সমন্বয়ঃ। স্বাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৮।

স্বীকার করা হয়। পদের অযোগ্য ইতরার্থান্বিত অর্থাভিধায়িত্ব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং এ স্থলে যোগ্যতা নাই বলিয়াই অন্বয়বোধ হইবে না। এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে—অন্বিতা-ভিধানবাদী এরূপ বলিতে পারেন না। কারণ পদের অভিধায়কত্ব স্বীকার করিলেই অন্বিতাভিধায়কত্ব স্বীকার করিতে হইবে। পদ যদি অন্বিতাভিধায়ক না হয়, তবে পদ অনভিধায়ক হইয়া পড়িবে। প্রদর্শিত বাক্যের পদ অনভিধায়ক বলা যায় না। কেবল যোগ্যতা নাই বলিয়া অভিহিত অর্থের পরস্পর অন্বয় হইতে পারে না। ইহা অভিহিতান্বয়বাদীই বলিতে পারেন। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে প্রদর্শিত বাক্যের প্রত্যেকটি পদ ইতরান্বিত আর্থেরই বোধক। সুতরাং অভিহিত পদার্থের অন্বয় হইতে পারিবে না একথা বলা যায় না। যে স্থলে পদ অন্বিত অর্থের বোধক নহে, সে স্থলে পদ সর্ব্বথা অর্থের অনভিধায়ক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। আমাদের মত অন্বিতাভিধানবাদী শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়কত্ব স্বীকার করেন না। আর একথা বলাও অসঙ্গত হইবে যে প্রদর্শিত বাক্যের ঘটক পদগুলি কোনও অর্থেরই অভিধায়ক নহে অর্থাৎ নিরর্থক। উক্ত বাক্যের পদগুলির প্রত্যেকটিই সার্থক। কেবল যোগ্যতা নাই বলিয়াই অন্বয়বোধ হয় না। সুতরাং পদের শুদ্ধার্থাভিধায়িত্ব স্বীকার না করিলে প্রদর্শিত বাক্যে আর কোনও গত্যন্তর নাই।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—অভিহিতান্বয়বাদী শব্দ-ব্যাপার সুস্পষ্ট অবধারণ করিতে পারেন নাই। শব্দের প্রকাশকত্বই স্বভাবসিদ্ধ ব্যাপার। শব্দ অর্থের অপ্রকাশক এইরূপ হইতেই পারে না। শব্দ প্রকাশিত অর্থ কোনও স্থলে যে সদ্রূপ এবং কোনও স্থলে যে অসদ্রূপ হইয়া থাকে, তাহা শব্দের স্বভাববশতঃ নহে। কিন্তু পৌরুষেয় বাক্যে, প্রণেতৃ-পুরুষের গুণদোষ প্রযুক্তই পৌরুষেয় বাক্য কোনও স্থলে সদর্থক এবং কোনও স্থলে অসদর্থক হইয়া থাকে। ক্রিয়া, কারক শব্দ ঘটিত উক্ত "অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিযূথশতমাস্তে" বাক্য

হইতে শব্দ-স্বভাব প্রযুক্ত ক্রিয়ার সহিত কারকের সংসর্গবুদ্ধি অবশ্যই হইবে। তাদৃশ বুদ্ধি যে, কোনও স্থলে অযথার্থ হইয়া থাকে, তাহা বাক্য প্রণেতৃ-পুরুষের অপরাধ প্রযুক্তই হইয়া থাকে। কিন্তু শব্দ স্বভাব প্রযুক্ত নহে। সুতরাং প্রদর্শিত বাক্যে শব্দের অপ্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। কিন্তু প্রণেতৃ-পুরুষের বুদ্ধিরই প্রমাদ সিদ্ধ হয়।[১৩] এজন্য শব্দ স্বভাবতঃই সর্ব্বত্র প্রমাণ। অঙ্গুল্যগ্রাদি বাক্যেও আধার, আধেয়, ক্রিয়া প্রভৃতির নির্দ্দেশ থাকায় শাব্দ সমন্বয় আছে। বস্তুতঃ আধারের সহিত আধেয়ের সম্বন্ধাভাব প্রকৃত স্থলে অন্বিতাভিধানবাদী ও অভিহিতান্বয়বাদী উভয়পক্ষেই সমান। অযোগ্যতা প্রযুক্ত প্রতীত শাব্দ সংসর্গ স্থিত হইতে পারে নাই। যদি প্রদর্শিত বাক্যে শাব্দ অন্বয়বোধও না হইত, তবে প্রদর্শিত বাক্যটি ক, চ, ট, ত, পাদি বর্ণ-নির্দেশের সমান হইয়া পড়িত। ইহা কেহই স্বীকার করিতে পারেন না যে "অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিযুথশতমাস্তে" এই বাক্যটি ক, চ, ট, ত, পাদি

১৩ কথং মীমাংসকেনাপি ভবতা সূক্ষ্মদর্শিনা।
নাদ্যাপি শব্দব্যাপারঃ সুস্পষ্টমবধারিতঃ॥
প্রকাশকত্বং শব্দস্য ব্যাপারো হি নিসর্গতঃ।
পুংসস্তু গুণদোষাভ্যাং তস্মিন্ সদসদর্থতা॥
ক্রিয়াকারকসংসর্গবুদ্ধিরন্যাপি শব্দজা।
তাদৃশ্যেবাযথার্থাতু নরবুদ্ধিপ্রমাদতঃ॥

তদুক্তম্—প্রমাণান্তরদর্শনমত্র বাধ্যতে। ন্যাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৮।

জয়ন্ত ভট্ট "তদুক্তং" বলিয়া যে কথাটি বলিয়াছেন, ইহা প্রভাকরের উক্তি। বৃহতী গ্রন্থে ২৬ পৃষ্ঠায় এই উক্তিটি আছে। ইহার ব্যাখ্যাতে শালিকনাথ বলিয়াছেন যে "অঙ্গুল্যগ্রে হস্তিযুথশতম্" এই বাক্যের অর্থ বাধিত হয় নাই; কিন্তু প্রমাণান্তরদর্শনই বাধিত হইয়াছে। অনুমানদ্বারা নিশ্চিত প্রমাণান্তর-দর্শনই বাধিত; কিন্তু বাহ্য বস্তু হস্তিযুথশত বাধিত নহে। বাহ্য বস্তুতে উক্ত বাক্যের ব্যাপারই নাই। যে বিষয়ে যে প্রমাণ প্রবৃত্ত হয়, সেই বিষয়ে সেই প্রমাণের বাধও হইতে পারে। প্রদর্শিত বাক্যটি বাহ্য বিষয়ে প্রবৃত্তই হয় নাই।

বর্ণ নির্দ্দেশের সমান। আর এজন্য "দশ দাড়িমাদি" অপার্থক বাক্যেও শাব্দ অন্বিতাভিধান বিরুদ্ধ নহে। বাধক প্রত্যয় আর্থ অন্বয়েরই বাধক; কিন্তু শাব্দ অন্বয়ের বাধক নহে। বাক্য প্রতিপাদ্য অর্থ, যে স্থলে প্রমাণান্তরগম্য হইয়া থাকে, সে স্থলে প্রমাণান্তরজন্য দৃষ্টিই বাধিত হয়। শাব্দ সংসর্গবুদ্ধি বাধিত হয় না।[১৪] সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করায় বাক্যার্থজ্ঞান সম্পন্ন হইতে পারে বলিয়া অভিহিতান্বয়বাদ কখনও স্বীকার্য্য নহে। শুদ্ধ পদে পদার্থের ব্যুৎপত্তিই গৃহীত হইতে পারে না।[১৫]

অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন

অভিহিতান্বয়বাদিগণ অন্বিতাভিধানবাদীর এই প্রদর্শিত যুক্তি স্বীকার করেন না। তবে অন্বিতাভিধানবাদিগণ যে বলিয়াছেন বৃদ্ধব্যবহারাধীন পদের ব্যুৎপত্তিগ্রহ হইয়া থাকে, ইহা সত্যই বটে। আরও যে বলিয়াছেন বাক্যাধীনই ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাও সত্যই বটে। অন্বিতাভিধানবাদিগণ আরও যে বলিয়াছেন শিবিকাবাহকগণের মত বাক্যের ঘটক পদগুলি মিলিত হইয়া বাক্যার্থের প্রতিপাদন করে, ইহাও সত্যই বটে। কিন্তু বাক্যের ঘটক পদের ব্যুৎপত্তি কোথায় গৃহীত হয় ইহাই বিচার্য্য বিষয়। বাক্যের ঘটক প্রত্যেকটি পদের ব্যুৎপত্তি কি অর্থসঙ্ঘাতরূপ বাক্যার্থে হয়? অথবা শুদ্ধ

১৪ তত্রাঙ্গুল্যগ্রবাক্যেঽপি শাব্দোঽন্বয় এব সমন্বয়ঃ। আধারাধেয়ক্রিয়ানির্দ্দেশস্তাত্র প্রতীয়মানত্বাৎ। ...যদি তু শাব্দোঽনন্বয়ো ভবেৎ কচটতপাদিবর্ণনির্দ্দেশমাত্রমিদং স্যাৎ দশদাড়িমাদিপ্রবাদবত্রাপি অন্বিতাভিধানং ন বিরুদ্ধং বাধকত্বন্য বিষয় এব ন শব্দসংসর্গবিষয় ইত্যুক্তম্। ন্যাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৯

১৫ ইত্যন্বিতাভিধানেন বাক্যার্থজ্ঞানসম্ভবাৎ। ব্যুৎপত্তিরহিতঃ প্রাজ্ঞৈঃ প্রহেয়োঽভিহিতান্বয়ঃ। ন্যাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৯

পদার্থে হয়?[১৬] এই দুইটি পক্ষের প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিলে প্রত্যেক বাক্যের অর্থ বিভিন্নরূপ বলিয়া বাক্যার্থে পদের ব্যুৎপত্তিগ্রহ হইতে গেলে, প্রতি বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ ব্যুৎপত্তিগ্রহ অপেক্ষিত হইয়া পড়িবে। আর তাহাতে অভিনব বাক্য শ্রবণ করিলে বাক্যার্থবোধ হইতে পারিবে না। প্রতি বাক্যভেদে ব্যুৎপত্তি ভিন্ন হইলে বহু প্রমাদের সম্ভাবনা। এজন্য দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে অর্থাৎ শুদ্ধ পদার্থ পর্য্যন্তই পদের ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে এই পদের এইটুকু অর্থ ইহা নির্দ্ধারিত হইতে পারে। বাক্যার্থ পদের অর্থ হইলে এরূপ নির্দ্ধারণ হইতে পারে না। সুতর্য়াং পদব্যাপার নির্দ্ধারণ করিতে গেলে শুদ্ধ পদার্থ প্রতিপাদনেই পদের ব্যাপার ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। অন্বিতাভিধানবাদিগণ ভঙ্গ্যন্তরে ইহা স্বীকারও করিয়াছেন। তাঁহারা যে শকটাবয়ব দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা পদব্যাপারের নির্দ্ধারণও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা যদি পদ-ব্যাপার নির্দ্ধারণ স্বীকার না করেন, এই পদের এতটুকু অর্থ ইহা যদি স্বীকার না করেন, তবে পদ নিয়ত পদার্থের বোধক হইতে পারে না বলিয়া "গাম্ আনয়" এইরূপ বিবক্ষাবান্ পুরুষও গো পদের স্থানে অশ্ব-পদেরও উপাদান করিতে পারেন।[১৭] বাক্য যে ব্যাক্যার্থ প্রতিপাদন করে, তাহা পদার্থ নিরপেক্ষ হইয়া করিতে পারে না। বৈয়াকরণগণ পদার্থ-নিরপেক্ষ বাক্যার্থ-প্রতীতি স্বীকার করিলেও অন্বিতাভিধানবাদী মীমাংসক তাহা কখনও স্বীকার করেন না। সুতরাং আনয়ন, অপসারণাদি পদের আবাপ উদ্বাপ পর্য্যালোচনাদ্বারা গো-পদের

১৬ যদুক্তং বৃদ্ধব্যবহারাদ্ ব্যুৎপত্তিরিতি তৎ সত্যম্, বাক্যেন ব্যবহারঃ ইত্যেতদপি সত্যম্। শিবিকাবাহকনরবৎ সর্ব্বাণি পদানি কার্য্যে সংহত্য ব্যাপ্রিয়ন্তে ইত্যেতদপি সত্যমেব, ব্যুৎপত্তিশ্চিন্ত্যতাম্ কিমেকঘনাকারসঙ্ঘাত-কার্য্য নিষ্ঠৈব কিংবা পদার্থপর্য্যন্তেতি। ন্যাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৯।

১৭ …ইতরথা হি পদার্থনিয়মানপেক্ষণে গামানয়েতি বিবক্ষাবানশ্বপদমপি নিমিত্তয়োদাদদীত—ন্যাঃ মঃ, পৃঃ ৩৬৯

যতটুকু অর্থ নির্ধারিত হইয়াছে, ততটুকু অর্থই পদসঙ্ঘাতের কার্য্য বাক্যার্থেও ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়া থাকে। সঙ্ঘাত কার্য্যে ব্যাপ্রিয়মাণ হইলেও গো-পদের ততটুকু অর্থই থাকে অর্থাৎ শুদ্ধ গো-বস্তুই গো-পদের অর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু ইতরান্বিত গো-বস্তু গো-পদের অর্থ হয় না। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলিয়াছেন শুদ্ধ বস্তু পদের অর্থ হইতে পারে না। কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্য, সন্নিহিত পদার্থান্বিত অর্থই পদের অর্থ হইয়া থাকে (ইহা পূর্ব্বে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে). সুতরাং শুদ্ধ বস্তু পদের অর্থ হইতে পারে না।

এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে পদ একাকী প্রযুক্ত হয় না। পদান্তরের সহিত সংহতভাবে পদ সর্ব্বদা বাক্যার্থ প্রতিপাদনে ব্যাপ্রিয়মাণ হইয়া থাকে বলিয়া পদের সর্ব্বদা সংহতব্যাপার দর্শনজন্য অন্বিতাভিধানবাদীর ইহা ভ্রম হইয়াছে যে পদমাত্রই অন্বিতার্থের অভিধায়ক। কিন্তু বস্তুতঃ পদ অন্বিত অর্থের অভিধায়ক নহে। শুদ্ধ অর্থেরই অভিধায়ক। পদের ততখানি অর্থই স্বীকার করা হইবে, যতখানি অর্থে পদের অভিধাত্রী শক্তি আছে। কতখানি অর্থে পদের অভিধাত্রী শক্তি আছে এবং কোন্ অংশে পদের অভিধাত্রী শক্তি নাই ইহা নিরূপণ করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে ইহাই দেখা আবশ্যক যে—যে কোনও একটি পদ আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্য ও সন্নিহিত পদসমূহের সহিত মিলিত হইয়াও যে অর্থভাগকে কখনও পরিত্যাগ করে না, তাহাতেই সেই পদের অভিধাত্রী শক্তি বুঝিতে হইবে। গো-পদ আকাঙ্ক্ষিত, যোগ্য ও সন্নিহিত পদসমূহের সহিত মিলিত হইয়াও গোত্ব জাতি অথবা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে না। এজন্য গোত্ব জাতিতে বা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গো-পদের অভিধাত্রী শক্তি আছে ইহা গো-পদের অন্বয় ও ব্যতিরেক হইতে নিরূপিত হইয়া থাকে[১৮]। মীমাংসকগণ সকলেই জাতিতে অভিধাত্রী

১৮…অর্থঃ তাবানস্য যাবত্যভিধাত্রী শক্তিঃ, কিয়তি চ তস্যাভিধাত্রী শক্তিঃ….
যাবন্তমর্থমন্যোন্যমাকাঙ্ক্ষিতৈশ্চ যোগৈগ্যশ্চ সন্নিহিতৈশ্চ সংযুজ্যমানং ন মুঞ্চতি, কিয়ন্তং চ ন

শক্তি স্বীকার করেন। জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে নৈয়ায়িকগণ অভিধাত্রী শক্তি স্বীকার করেন। মীমাংসক ও নৈয়ায়িকের অভিপ্রায় অনুসারে অভিধাত্রী শক্তির অভিধেয় বৈকল্পিক ভাবে দেখান হইয়াছে।

প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট বলেন বাক্যার্থ প্রতিপাদনের জন্যই পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। অন্বিত পদার্থই বাক্যার্থ। জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই পদার্থ। জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে পদের অভিধাত্রী শক্তি আছে। অন্বয়াংশে পদের অভিধাত্রী শক্তি নাই। অথচ পদার্থের অন্বয়-প্রতিপাদনই বাক্যের প্রধান কার্য্য। বাক্যের অন্তর্গত পদগুলিও বাক্যার্থ প্রতিপাদনরূপ প্রধান কার্য্যের জন্যই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পদার্থ-প্রতিপাদন পদের প্রধান কার্য্য নহে। কিন্তু তাহা অবান্তর কার্য্য। পদ অভিধাত্রী শক্তিদ্বারা এই অবান্তর কার্য্য পদার্থ-প্রতিপাদনই করিয়া থাকে। কিন্তু পদ অভিধাত্রী শক্তিদ্বারা প্রধান কার্য্য অন্বয়-প্রতিপাদন করিতে পারে না। কিন্তু তাৎপর্য্য শক্তি নামক একটি তৃতীয় বৃত্তি দ্বারা অন্বয়ের প্রতিপাদন করিয়া থাকে এজন্য তাৎপর্য্য শক্তিদ্বারা অন্বয়-প্রতিপাদনের জন্য পদের তাৎপর্য্য শক্তি আবশ্যক। তাৎপর্য্যশক্তি অভিধাত্রী শক্তি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। অন্বিতাভিধানবাদী অভিধাত্রী শক্তি হইতে ভিন্ন তাৎপর্য্যশক্তি বুঝিতে না পারিয়া অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়াছেন[১৯]। শুদ্ধ অর্থে অভিধাত্রী শক্তি ও অন্বয়াংশে তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু অন্বিত অর্থ প্রতিপাদন অভিধাত্রী শক্তিদ্বারা হইতে পারে না। অন্বিতাভিধানবাদী যে কার্য্য একটি শক্তিদ্বারা নির্ব্বাহ করিতে চাহেন, প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট, সেই কার্য্য দুইটি শক্তিদ্বারা নির্ব্বাহ করিতে বলেন। প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট তাৎপর্য্যশক্তি নামক পদের আর একটি

মুক্তি গোত্বমাত্রং তদ্বন্মাত্রং বেত্যতত্তাবত্যেবাভিধাত্রী শক্তিরন্বয়ব্যতিরেকাভ্যামস্য নির্ধার্যতে—ন্যা০ ম০ পৃ ৩৬৯

১৯ "প্রধানকার্যে তাৎপর্যশক্তিরস্য ব্যাপ্রিয়তে নাভিধাত্রী, তাং চ পৃথগবিবেচয়তা ভবতাঽন্বিতাভিধানমভ্যুপগতম্‚"....ন্যা০ ম০ পৃ ৩৬৯

বৃত্তি স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ শক্তি ও লক্ষণা নামক দুইটি পদবৃত্তি ত স্বীকারই করেন; আবার পদার্থের অন্বয় বোধের জন্য তাৎপর্য্যশক্তি নামক আর একটি তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করেন। এই কথাই কাব্যপ্রকাশকার নৈয়ায়িক ও ভট্টগণের অভিমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—"তাৎপর্য্যার্থোঽপি কেষুচিৎ"। বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য ব্যতীত "তাৎপর্য্যার্থ" চতুর্থার্থ। পদ প্রতিপাদ্য অর্থের পরস্পর অন্বয়ই এই চতুর্থ অর্থ। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার পদের তাৎপর্য্যাখ্য একটি তৃতীয় বৃত্তি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। এই তাৎপর্য্য-শক্তি নামক একটি পৃথক্ পদবৃত্তি কাব্যপ্রকাশকারের সম্মতও নহে। তাৎপর্যাশক্তি কাব্যপ্রকাশকারের সম্মত হইলে তিনি তাৎপর্য্যার্থকে অপদার্থ বলিতেন না। কাব্যপ্রকাশকার বলিয়াছেন—"তাৎপর্য্যার্থোঽপদার্থোঽপি বাক্যার্থঃ সমুল্লসতি ইত্যভিহিতান্বয়বাদিনাং মতম্" (কাব্যপ্রকাশ ২৪ পৃঃ পুণা আনন্দাশ্রম মুদ্রিত।) কিন্তু সাহিত্যদর্পণকার "বিরতাস্বভিধাদ্যাসু" এই কারিকার ব্যাখ্যাতে স্পষ্টভাবে অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য্যাখ্যা বৃত্তি – এই তিনটি বৃত্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকারের মতে বাক্যার্থও পদার্থই হইবে। কারণ তাহা পদের তাৎপর্য্যবৃত্তি-গম্য। লক্ষ্যার্থ যেমন পদার্থ, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থও পদার্থই হইবে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার স্পষ্টভাবে তাৎপর্য্যার্থকে অপদার্থ বলিয়াছেন। কিন্তু এস্থলে জয়ন্ত ভট্ট তাৎপর্য্য শক্তি বলিয়া স্পষ্টভাবে একটি তৃতীয় শক্তির নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাহিত্যদর্পণকার জয়ন্ত ভট্টের সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের সিদ্ধান্ত সাহিত্যদর্পণকার কর্ত্তৃক অনুসৃত হয় নাই।

অভিহিতান্বয়বাদিগণ তাৎপর্য্য শক্তি বলিয়া পদের অন্য কোনও শক্তি স্বীকার করেন না। জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মত সমর্থন প্রস্তাবে পদের তাৎপর্য্য শক্তি স্বীকার করেন—ইহা স্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, ইহা আমরা পরে বিশেষভাবে প্রদর্শন করিব। তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ তাৎপর্য্য-শক্তি নামক পদের তৃতীয় শক্তি

স্বীকার করেন নাই। নব্য নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন নাই। কেবল প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টই স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে বাক্যার্থ পদার্থ হইয়া পড়িবে; অপদার্থ হইবে না। জয়ন্ত ভট্ট ভিন্ন প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক এবং কাব্যপ্রকাশকার সমকণ্ঠে বাক্যার্থকে অপদার্থ বলিয়াছেন। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বাক্যার্থকেও পদার্থই বলিয়া থাকেন। দুইটি পদার্থের পরস্পর অন্বয়ই বাক্যার্থ। এই অন্বয়াংশও পদের অভিধাবৃত্তি-লভ্য ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর কথা। জয়ন্ত ভট্টও প্রকারান্তরে অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। পদার্থের অন্বয়াংশ পদের অভিধাবৃত্তি-লভ্য না হইলেও পদের তাৎপর্য্য-শক্তি লভ্য ইহাই জয়ন্ত ভট্টের মত। ইহাতে মনে হয়—"অপদার্থ শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারে না।" অন্বিতাভিধানবাদিগণের এই সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃই জয়ন্ত ভট্ট তাৎপর্য্য-শক্তি নামক একটি তৃতীয় শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। অন্বয়াংশ অভিধাশক্তি বোধ্য নহে, কিন্তু তাৎপর্য্য-শক্তি বোধ্য এইরূপ বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ হইতে নিজের সিদ্ধান্তের বৈলক্ষণ্য রক্ষা করিবার জন্য জয়ন্ত ভট্ট চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে সাহিত্যদর্পণের মত দুই একখানি গ্রন্থ ভিন্ন অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট মতানুসারী আচার্য্যগণ ও প্রাচীন-নব্য নৈয়ায়িকগণ কেহই পদের তাৎপর্য্য-শক্তি স্বীকার করেন নাই। অবশ্য তাৎপর্য্যার্থ সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। তাৎপর্য্যার্থই বাক্যার্থ। কিন্তু তজ্জন্য পদের তাৎপর্য্য-শক্তি নামক তৃতীয় শক্তি সিদ্ধ হয় না। এজন্য কাব্যপ্রকাশকারও তাৎপর্য্যার্থকে অপদার্থই বলিয়াছেন। পদের তাৎপর্য্য-শক্তি স্বীকার করিলে তাৎপর্য্যার্থ আর অপদার্থ হইত না। যাহা হউক, এস্থলে আমরা জয়ন্ত ভট্টেরই অভিপ্রায় প্রদর্শন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পরে ইহার সমীক্ষা প্রদর্শিত হইবে।

জয়ন্ত ভট্ট বলেন—অভিধাত্রী শক্তি :হইতে ভিন্ন তাৎপর্য্য-শক্তি অবধারণ করিতে না পারিয়াই প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ অন্বিতাভিধানবাদের অবতারণা করিয়াছেন। তাৎপর্য্যার্থ বাক্য ভেদে

ভিন্ন হইলেও পদের অভিধেয় অর্থ সর্ব্বত্রই একরূপ। অন্বিত অর্থকে অভিধেয় বলিলে অভিধেয় অর্থের নিয়ত অবধারণ সম্ভাবিত নহে। এই জন্য অন্বিতাভিধানবাদিগণের মতে পদার্থের অবধারণ হইতে পারে না। আর পদান্তরের উচ্চারণও বিফল হয় ইত্যাদি দোষ অন্বিতাভিধানবাদে সুস্পষ্ট।[২০] অন্বিতাভিধানবাদে আরও সুস্পষ্ট দোষ এই যে—ইতরান্বিত গো-বস্তু গো-পদের অর্থ হইলে ইতরার্থের সহিত সংসৃষ্ট গো-পদার্থ যদি গো-পদ দ্বারা অভিহিত হয়, তবে ইতর অর্থটিও গো-পদ দ্বারা অভিহিত হইতে হইবে। যদি ইতর অর্থটি গো-পদ দ্বারা অভিহিত না হয়, তবে কাহার সহিত গো-পদার্থের অন্বয় গো-পদ প্রতিপাদন করিবে? ইতরার্থ ও গো-পদার্থ এই দুইটি সম্বন্ধী বস্তু; এই উভয় সম্বন্ধীর সম্বন্ধই অন্বয়। সম্বন্ধী দ্বয় না জানিলে সম্বন্ধ জানা যাইতে পারে না। অথচ এস্থলে কতদূর বিরুদ্ধ কথা অন্বিতাভিধানবাদী বলিতেছেন- যাহার সহিত সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধী বস্তুটি পদদ্বারা জানা গেল না, অথচ সম্বন্ধ পদাভিধেয় হইল! ইতর অর্থটি কি, তাহা গো-পদ অভিধান করে না; কিন্তু ইতরার্থের অন্বয় গো-পদ অভিধান করে। সম্বন্ধীর অনভিধায়ক গো-পদ, সম্বন্ধীর সম্বন্ধের অভিধায়ক হয় ইহা বিরুদ্ধ কথা। আর যদি সম্বন্ধের সম্বন্ধী ইতর অর্থেরও গো-পদই অভিধান করে, তবে আর গো-পদ ব্যতিরিক্ত অন্য পদের আবশ্যকতা থাকে না। এক গো-পদই সমস্ত অর্থের অভিধায়ক হইতে পারিবে।[২১] এজন্য শুদ্ধ পদার্থে অভিধাত্রী শক্তি এবং অন্বয়াংশে তাৎপর্য্য শক্তি স্বীকার করা উচিত। অন্বিতাভিধানবাদ কোনও মতেই সঙ্গত নহে।

২০....পদার্থনিয়মানবধারণং পদান্তরোচ্চারণবৈফল্যমিত্যাদিদোষানপায়াৎ -- ন্যা০ ম০ ৩৬৯

২১...যেনান্বিতমর্থমভিদধাতি গোশব্দঃ...একমেব গোপদং সর্বার্থং ভবেৎ - ন্যা০ ম০ পৃ ৩৬৯-৭০

এইরূপ অভিহিতান্বয়বাদও সঙ্গত নহে। বাক্যের ঘটক পদগুলি পরস্পর অসংস্পৃষ্ট শুদ্ধ পদার্থমাত্র উপস্থাপন করিয়া বিরত ব্যাপার হইয়া থাকে। লৌহ শলাকাকল্প শুদ্ধ পদার্থগুলি অসংস্পৃষ্টভাবে পদদ্বারা উপস্থাপিত হইলে তাহাদের পরস্পর অন্বয় হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই, যদি পদার্থের পবস্পর অন্বয়ে পদের ব্যাপার স্বীকার না করা যায়। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতেও পদসমূহ হইতে শুদ্ধ পদার্থগুলি উপস্থাপিত হইলেও উপস্থিত পদার্থের পরবর্তিকালে অন্বয়বোধ সম্ভাবিত নহে বলিয়া অভিহিতান্বয়বাদও অসঙ্গত। এইরূপে অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ উভয়ই অসঙ্গত। নৈয়ায়িকগণ তাৎপর্যশক্তি স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতে অন্বয়বোধ হইতে কোনও বাধা নাই। এজন্য প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ প্রত্যাখ্যান করিয়া তাৎপর্য্য শক্তি স্বীকার পূর্ব্বক বাক্যার্থ-প্রতীতির উপপাদন করিয়াছেন। "মতদ্বয়মপীদং তু নাস্মভ্যো রোচতেতরাম্। কুতোঽন্বিতাভিধানং বা"[২২]।

জয়ন্ত ভট্ট প্রদর্শিতরূপ অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয়বাদ প্রদর্শন করিয়া আবার অন্বীয়মানাভিধান ও অভিধীয়মানান্বয় নামক দুইটি বাদের উত্থাপন করিয়াছেন। অন্বিতাভিধান স্বীকার না করিয়া অন্বীয়মানাভিধান বলা হইয়াছে ও অভিহিতান্বয় স্বীকার না করিয়া অভিধীয়মানান্বয় স্বীকার করা হইয়াছে। অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয় দুইটি পৃথক্ পৃথক্ সিদ্ধান্ত হইলেও ঐ দুইটি সিদ্ধান্তের একীকরণপূর্ব্বক এই একটি তৃতীয় প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। এই তৃতীয় পক্ষটি অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়াই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। অভিধানক্রিয়া ও অন্বয়ক্রিয়া এই দুইটি পৃথক্ ক্রিয়া বাক্যার্থবোধে অনুভূত হয় না। অভিধানক্রিয়া শব্দস্থিত ও অন্বয়ক্রিয়া বাচ্য অর্থস্থিত। এজন্য এপক্ষটি অতি স্থূল

২২....ন্যা০ ম০ পৃ ৩৭০

মতদ্বয়মপীদং তু নাস্মভ্যং রোচতেতরাম্।
কুতোঽন্বিতাভিধানং বা কুতোবাভিহিতান্বয়ঃ।

বলিয়া জয়ন্ত ভট্টও বলিয়াছেন যে—এই তৃতীয় পক্ষবাদীর উক্তির বৈচিত্র্য থাকিলেও বস্তুর কোনও বৈচিত্র্য নাই এবং পূর্ব্বোক্ত পক্ষদ্বয়ে যে সমস্ত দোষ ছিল, এপক্ষেও তাহা হইবে।[২৩]

জয়ন্ত ভট্ট আর একটি পক্ষ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে সামান্যরূপে অন্বিতাভিধান ও বিশেষরূপে অভিহিতান্বয় স্বীকার করা হয়। গো-শব্দ সামান্যরূপে গুণ-ক্রিয়াদি অর্থান্তরান্বিত অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। আর তাহাতে অন্বিতাভিধান স্বীকার করা হয় এবং শুক্লাদি গুণ বিশেষের সহিত অথবা গমনাদি ক্রিয়াবিশেষের সহিত অন্বয়বোধ "শুক্লো গচ্ছতি" ইত্যাদি পদান্তর-সান্নিধ্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। এজন্য বিশেষভাবে অভিহিতান্বয়ই হইয়া থাকে। পদ সামান্যরূপে বাক্যার্থের বোধক হয়। অন্বয়ের সম্বন্ধী পদার্থান্তর বিশেষ-রূপে প্রতীত হয় না।[২] পদান্তরের সান্নিধ্য প্রযুক্ত বাক্যার্থবোধ, অন্বয় প্রতিযোগী পদার্থের বিশেষ প্রতিভাস প্রযুক্ত বিশেষরূপে হইয়া থাকে। আর ইহাকেই বিশেষতঃ অভিহিতান্বয় বলা হয়। এই পক্ষটি কাব্য-প্রকাশের পঞ্চমউল্লাসে কথঞ্চিৎ সূচিত হইয়াছে। পঞ্চমউল্লাসে বলা হইয়াছে যে—অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও পদ পদার্থান্তর মাত্রের সহিত অন্বিত রূপেই স্বার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। যে পদার্থের সহিত অন্বিত, সে পদার্থটি বিশেষরূপে ভাসমান হইতে পারে না। এজন্য সামান্যরূপেই অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিতে হইবে। অন্বিত বিশেষ-স্বরূপ অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও অবাচ্যই বটে। অন্বিত বিশেষ-স্বরূপই বাক্যার্থ। জয়ন্ত ভট্টও এপক্ষটির খণ্ডন অভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে—অন্বিতাভিধানবাদীর মতে প্রদর্শিত দোষগুলি, সামান্যতঃ অন্বিতাভিধান স্বীকার করিলেও হইবে এবং অভিহিতান্বয়বাদে প্রদর্শিত দোষ বিশেষতঃ অভিহিতান্বয় স্বীকার

২৩ অন্যা তু বাচোযুক্তিঃ কৈশ্চিৎকৃতা অন্বীয়মা'নাভিধানমভিধীয়মানান্বয়শ্চেতি সাঽপি ন হৃদয়ঙ্গমা—…"ন চাত্রাপি নিবর্ত্তন্তে দোষাঃ পক্ষদ্বয়স্পৃশঃ"—ন্যা০ ম০ পৃ৩৭০

করিলেও হইবে। সুতরাং সামান্যতঃ অন্বিতাভিধান ও বিশেষতঃ অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করা যায় না।

জয়ন্ত ভট্ট এইরূপে মীমাংসক-মত খণ্ডন করিয়া স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে—বাক্যের ঘটক পদগুলি সংহতভাবে বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। পদের সংহত্যকারিত্ব, অন্বিতাভিধানবাদিগণও স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদ প্রদর্শিত দোষে দুষ্ট বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা যায় না। বাক্যের ঘটক পদগুলি সংহতভাবে অন্বিত অর্থের সম্পাদকই হইয়া থাকে; কিন্তু অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হয় না। ইহাতে প্রশ্ন এই যে বাক্যের ঘটক পদসমূহ মিলিতভাবে কি বাক্যার্থের জনক হইয়া থাকে? যেমন মৃত্তিকা, দণ্ড প্রভৃতি ঘটের জনক হইয়া থাকে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—না, পদসমূহ বাক্যার্থের জনক নহে; কিন্তু পদসমূহ মিলিতভাবে বাক্যার্থের জ্ঞাপক। পদসমূহ সংহত্যকারী, অথচ পদ অন্বিতাভিধায়ক নহে, ইহা কিরূপ কথা? এতদুত্তরে জয়ন্ত ভট্ট বলেন যে—পদসমূহ অন্বিত অর্থের প্রত্যায়ক বটে, কিন্তু অন্বিত অর্থের অভিধায়ক নহে। অন্বিত বিষয়িণী অভিধাত্রী শক্তি পদের নাই। কিন্তু অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা ইহাই অবগত হওয়া যায় যে পদের অভিধাত্রী শক্তি শুদ্ধ পদার্থ বিষয়ক। বাক্য ঘটক পদসমূহের তাৎপর্য্য শক্তি অন্বিতার্থ বিষয়িণী। অভিধাত্রী শক্তি ভিন্ন তাৎপর্য্য-শক্তি সকলেরই স্বীকার্য্য। পদার্থের সংসর্গ অর্থাৎ বাক্যার্থ, বাক্যদ্বারা অভিধীয়মান হয় না; কিন্তু প্রতীয়মান হয়। আর এজন্য এই নৈয়ায়িক পক্ষই যুক্তি সিদ্ধ। এই পক্ষে পদের সংহত্যকারিত্বও স্বীকার করা হয় এবং পদ শুদ্ধ অর্থের অভিধায়ক হয় ইহাও স্বীকার করা হয়।[২৪]

২৪ অয়মেব চ পক্ষঃ শ্রেয়ান্ যৎসংহত্যকারিত্বং পদানামসংকীর্ণার্থত্বং চ - ন্যা০ ম০ পৃ ৩৭২

"অভিধাত্রী মতা শক্তিঃ পদানাং স্বার্থনিষ্ঠতা।
তেষাং তাৎপর্য্যশক্তিস্তু সংসর্গাবগমাবধিঃ ॥"[২৫]

পদের অভিধাত্রী শক্তি শুদ্ধ পদার্থ বিষয়িণী এবং তাৎপর্য্য-শক্তি সংসর্গ বিষয়িণী।

ধ্বন্যালোকের প্রথম উদ্দ্যোতের ব্যাখ্যাতে অভিনব গুপ্তপাদ বাক্যার্থ-বোধের জন্য তাৎপর্য্যশক্তি স্পষ্ট ভাবেই স্বীকার করিয়াছেন। কাশ্মীরক নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট বাক্যার্থবোধের জন্য যে তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কাশ্মীরক মহা আলঙ্কারিক অভিনব গুপ্ত এই বাক্যার্থবোধের জন্য সেই তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করিয়াছেন। অন্বিতা-ভিধানবাদে, অভিহিতান্বয়বাদে ও অন্য নৈয়ায়িকগণেব মতে তাৎপর্য্য শক্তি বলিয়া একটি পৃথক্ শক্তি স্বীকৃত হয় নাই। যে সমস্ত আলঙ্কারিকগণ বাক্যার্থবোধের জন্য তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাচীন নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টেরই অনুসবণ মাত্র করিয়াছেন। ইহাতে আলঙ্কারিকগণের কোনও মৌলিকত্ব নাই এবং ইহা সুপ্রসিদ্ধ অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয়বাদের বহির্ভূত। রুচ্যকপ্রণীত অলঙ্কার সূত্রে বলা হইয়াছে যে—ধ্বনিকারের মতে শব্দের অভিধা-ব্যাপার, লক্ষণা-ব্যাপার ও তাৎপর্য্য-ব্যাপার হইতে উত্তীর্ণ ব্যঞ্জনা-ব্যাপার একটি চতুর্থ ব্যাপার অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শব্দের তাৎপর্য্যশক্তি ধ্বনিকারের সম্মত ইহা রুচ্যকের উক্তি হইতেও বুঝিতে পারা যায়। বলা বাহুল্য যে—জয়ন্ত ভট্টই এই তাৎপর্য্য-শক্তি স্থাপনের জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছেন।

দার্শনিকগণ শাব্দবোধের কারণরূপে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিজ্ঞানের আবশ্যকতা স্বীকার করিলেও পদের আকাঙ্ক্ষাশক্তি, যোগ্যতাশক্তি বা আসত্তিশক্তি এরূপ বলেন নাই। তাৎপর্য্যজ্ঞান কোনও স্থলে শাব্দবোধের কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেও পদের

২৫ ন্যা০ ম০ পৃ ৩৭২

বা বাক্যের তাৎপর্য্যশক্তি বলিয়া পরবর্ত্তী নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্র ন্যায়সূত্রের [১। ১। ৭] টীকাতে বলিয়াছেন যে—গৃহীতসঙ্কেত পদসমূহ স্ব স্ব অর্থের স্মরণ করাইয়া আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি সহকারে অজ্ঞাতপূর্ব্ব বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে। বাক্যার্থের সহিত পদের সঙ্কেতগ্রহের অপেক্ষা নাই। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে—বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করেন নাই। বাচস্পতি মিশ্র ন্যায়সূত্রের [১। ১। ১] টীকাতেও ঠিক এই কথাই বলিয়াছেন। বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে—শাব্দ-জ্ঞান অর্থজন্য নহে; কারণ অর্থ না থাকিলেও শব্দ থাকিলেই শাব্দ-জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাধ্যের সহিত হেতুর অব্যভিচার-জ্ঞান জন্য যেমন সাধ্য বিষয়ক অনুমিতি হইয়া থাকে, এইরূপ অর্থের সহিত শব্দের অব্যভিচার-জ্ঞান অপেক্ষিত নহে। অর্থের সহিত শব্দের অব্যভিচার নাই। কিন্তু অর্থবিশেষে শব্দের সঙ্কেতগ্রহ মাত্র হইতেই শুদ্ধপদার্থ প্রতিপাদনদ্বারা শব্দ বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং জয়ন্ত ভট্টের সিদ্ধান্ত বাচস্পতির সিদ্ধান্তের অনুগুণ নহে।

অলঙ্কার-সূত্রের বৃত্তি অলঙ্কার-সর্ব্বস্বে রুচ্যক [মঙ্খক] বলিয়াছেন —ধ্বনিকার অভিধা, লক্ষণা ও তাৎপর্য্য নামক ত্রিবিধ ব্যাপার হইতে ব্যঞ্জনা ব্যাপার ভিন্ন বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। (অলঙ্কার-সর্ব্বস্ব—৯ পৃঃ ত্রিবেন্দ্রম্ মুদ্রিত)

কিন্তু অলঙ্কার-সর্ব্বস্বকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সঙ্গত মনে হয় না। ধ্বনিকার তাৎপর্য্য-বৃত্তির কথা বলেন নাই। ধ্বনিকার বলিয়াছেন—পদার্থ দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতীত হইয়া থাকে। পদার্থ, স্বসামর্থ্য দ্বারাই বাক্যার্থ প্রতিপাদন করিয়া থাকে। (ধ্বন্যালোক—প্রথম উদ্দ্যোত—১০—১০ কারিকা)। এই কারিকার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে

অভিনব গুপ্তপাদ বলিয়াছেন যে—পদার্থ স্বসামর্থ্য দ্বারা বাক্যার্থের প্রতিপাদক হয় ইহার অর্থ আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধিবশতঃ পদার্থ বাক্যার্থের প্রতিপাদক হয়। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি পদার্থের সামর্থ্য। ধ্বনিকারের উক্তির ব্যাখ্যাতে অভিনব গুপ্তপাদ তাৎপর্য্যাখ্য বৃত্তির কথা বলেন নাই। ধ্বনিকার স্পষ্টভাবে ইহাই বলিয়াছেন যে —বাক্যের ঘটক পদসমূহ পদার্থ প্রতিপাদন করে ও সেই পদার্থগুলি আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। ধ্বনিকার প্রদর্শিত এই রীতি সম্পূর্ণভাবে অভিহিতান্বয়বাদ। এই অভিহিতান্বয়-বাদে তাৎপর্য্যবৃত্তি স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং ধ্বনিকার তাৎপর্য্য বৃত্তি স্বীকার করেন এরূপ বলা সঙ্গত নহে। ধ্বনিকারের পরবর্ত্তী জয়ন্ত ভট্টই বাক্যার্থ প্রতীতির জন্য তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্টের পূর্ব্ববর্ত্তী ধ্বনিকার তাৎপর্য্য-বৃত্তির কথা বলিতে পারেন না। তাৎপর্য্য নামক পদবৃত্তি জয়ন্ত ভট্টই প্রথম স্বীকার করিয়াছেন। ধ্বনিকারের মতে তাৎপর্য্য-বৃত্তির আবশ্যকতা না থাকিলেও অভিনব গুপ্তপাদ বাক্যার্থ প্রতীতির জন্য বার বার তাৎপর্য্য বৃত্তির কথা বলিয়াছেন। "বাক্যার্থে তাৎপর্য্যশক্তিঃ পরস্পরান্বিতে" তাৎপর্য্যশক্ত্যেব অন্বয়প্রতিপত্তিঃ", "দ্বিতীয়কক্ষা-নিবিষ্টতাৎপর্য্যশক্তিসমর্পিতান্বয়বাধকোল্লাসানন্তবম্", "তস্মাদভিধা-তাৎ-পর্য্যলক্ষণাব্যতিরিক্তশ্চতুর্থোঽসৌ ব্যাপারঃ" (ধ্বন্যালোক-লোচন —১৬—১৭—১৮ পৃঃ নির্ণয়সাগর মুদ্রিত) এই সমস্ত উক্তি দ্বারা লোচনকার যে তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করেন, তাহা সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। লোচনকার তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করেন বলিয়াই ধ্বনিকারেরও তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। ধ্বনিকার যে তাৎপর্য্য বৃত্তি স্বীকার করেন না, তাহা আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ধ্বনিকারের ব্যাখ্যাতে লোচনকার স্বীয় সিদ্ধান্ত ধ্বনিকারের স্কন্ধে চাপাইয়া দেন নাই—ইহাই মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তির রীতি। লোচনকার, জয়ন্ত ভট্টের পরভাবী এবং উভয়েই কাশ্মীর

দেশীয়। নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের সিদ্ধান্ত তাঁহার পরভাবী লোচনকার গ্রহণ করিতে পারেন। লোচনকার গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই পরবর্ত্তী আলঙ্কারিকগণ বিনা বিচারে তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং তাৎপর্য্য-বৃত্তি ধ্বনিকারেরও সম্মত ইহাও প্রচার করিয়াছেন। পদের তাৎপর্য্য-বৃত্তি স্বীকার করা যে অসঙ্গত, তাহা চিন্তামণির সিদ্ধান্ত গ্রন্থ হইতে বিশেষভাবে জানিতে পারা যাইবে। চিন্তামণিকার বলিয়াছেন —"তাৎপর্য্যানুসারিণী বৃত্তিঃ", তাৎপর্য্যানুসারেই পদের বৃত্তি স্বীকৃত হইয়া থাকে ; কিন্তু তাৎপর্য্যই বৃত্তি নহে। প্রযোজ্য ও প্রযোজক এক হইতে পারে না। পদের বৃত্তি তাৎপর্য্য প্রযোজ্য ; কিন্তু তাৎপর্য্যই বৃত্তি নহে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চিৎসুখাচার্য প্রদর্শিত অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদ

আমরা অভিহিতান্বয়বাদ ও অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ আরও বিশদরূপে প্রদর্শন করিবার জন্য তত্ত্বপ্রদীপিকা গ্রন্থ হইতে এই উভয় বাদের স্বরূপ আলোচনা করিব। আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভে বলিয়াছি যে - অভিহিতান্বয়বাদীর মতে পদাভিহিত শুদ্ধ পদার্থগুলি, লক্ষণাদ্বারা পদার্থের পরস্পর অন্বয় প্রতিপত্তির জনক হইয়া থাকে অর্থাৎ পদাভিহিত পদার্থই, লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে। "বাক্যার্থো লক্ষ্যমাণো হি সর্ব্বত্রৈবেতি চ স্থিতিঃ" ইহাই ভট্টপাদের উক্তি। এই ভট্টপাদের উক্তি সকলেই উদ্ধৃত করিয়াছেন। কাব্যপ্রকাশের দ্বিতীয় উল্লাসের প্রারম্ভে নাগেশ ভট্টও এই কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব কি? কোন্ পদের বা বাক্যের লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থের প্রতিপত্তি হয়? লক্ষণা পদবৃত্তি কি পদার্থবৃত্তি? পদার্থবৃত্তি লক্ষণার স্বরূপ কি? বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব কিরূপে সম্ভাবিত হয়? এ সমস্ত কথার আলোচনা করিতে নব্য প্রাচীন সমস্ত দার্শনিকগণই পশ্চাৎপদ হইয়াছেন। ভট্টপাদের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। ভট্টপাদের এই উক্তির ব্যাখ্যা করা সাধারণ বুদ্ধিগম্যও নহে। আমরা গ্রন্থের প্রারম্ভেই ভট্টপাদের এই উক্তির সম্পূর্ণ অভিপ্রায় দেখাইয়াছি। অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মধুসূদন সরস্বতী ইহার সুবিশদ আলোচনা করিয়াছেন। বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব না বুঝিয়া অভিহিতান্বয়বাদ বোঝা বা বুঝাইবার চেষ্টা করা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। বাক্যার্থের লক্ষ্যত্ব কি? বাক্যার্থ কিরূপে লক্ষ্য হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত আলঙ্কারিক সম্পূর্ণ নির্ব্বাক্। এ সম্বন্ধে

আমরা পরেও আলোচনা করিব। যাহা হউক, অভিহিতান্বয়বাদীর মতে পদার্থই লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে। ইহাই অভিহিতান্বয়বাদীর সিদ্ধান্ত। মীমাংসাভাষ্যকার শবরস্বামী যে বলিয়াছেন—"পদানি স্বংস্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি। অথেদানীমর্থা অবগতাঃ বাক্যার্থং সম্পাদয়ন্তি",—পদার্থ বাক্যার্থের সম্পাদক হয়। পদার্থ বাক্যার্থের যে কারক নহে এবং হইতেও যে পারে না, ইহা জয়ন্ত ভট্টের মতের আলোচনাতেও সুবিশদ হইয়াছে। এই "সম্পাদয়ন্তি" কথার অর্থ "লক্ষয়ন্তি" ইহাই ভট্টপাদ বলিয়াছেন। পদার্থ লক্ষণাদ্বারা বাক্যর্থকে বুঝাইয়া থাকে—ইহাই শাবর বাক্যের ভট্টপাদ সম্মত ব্যাখ্যা। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ আপত্তি করেন যে—পদই ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হয়—এইরূপ স্বীকার করিলেইত অর্থাৎ অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিলেইত অনায়াসে বাক্যার্থ অভিহিত হইতে পারে। পদার্থদ্বারা বাক্যার্থ লক্ষিত হয় এরূপ বলিবার আবশ্যকতা কি? পদার্থান্বয়ের শ্রৌতত্ব অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তি প্রতিপাদ্যত্ব সম্ভাবিত হইলে লক্ষণা অর্থাৎ অমুখ্যবৃত্তি—প্রতিপাদ্যত্ব স্বীকার করিবার অবশ্যকতা কি? পদার্থই যে লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থের বোধক হয়—এই সিদ্ধান্তরহস্য না জানা থাকায় চিৎসুখের টীকা নয়নপ্রসাদিনীতে "পদই লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে"[১] —এরূপ বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত। নয়নপ্রসাদিনীকার মনে করিয়াছেন শুদ্ধ পদার্থগুলি পদের শক্য—পদের অভিধেয় ও পদার্থসংসর্গরূপ বাক্যার্থ পদের লক্ষ্য। কিন্তু এরূপ বুঝা সম্পূর্ণভাবে অসঙ্গত হইয়াছে। পদ অভিধাবৃত্তিদ্বারা অর্থ প্রতিপাদনের পরে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা বাক্যার্থের প্রতিপাদন করিতে পারে, এরূপ বলিলে শবরভাষ্যের উক্তি রক্ষিত হইবে কি? "পদানি স্বংস্বমর্থমভিধায় নিবৃত্তব্যাপারাণি"। অভিধাবৃত্তিদ্বারা অর্থ

১ পদার্থান্বয়প্রতিপত্তিঃ পদৈর্লক্ষণয়া সিদ্ধ্যতি——ন০ প্র০ পৃ০ ১৪৫

প্রতিপাদনের পর পদই যদি লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা বাক্যার্থ প্রতিপাদন করে, তবে পদার্থ অভিধান করিয়া পদ কি নিবৃত্তব্যাপার হইল? না সব্যাপারই থাকিল? পদই যদি লক্ষণাদ্বারা বাক্যার্থকে বুঝায়, তবে "ইদানীমর্থা অবগতা বাক্যার্থং বোধয়ন্তি"—এই "বোধয়ন্তি" ক্রিয়ার কর্তৃত্ব শবরস্বামী কি পদের স্বীকার করিয়াছেন? সুতরাং নয়ন-প্রসাদিনীকারের ব্যাখ্যা শাবরভাষ্যবিরুদ্ধ ও স্বমনীষাকল্পিত। অর্থেরও যে লক্ষণা হইতে পারে, লক্ষণার আশ্রয় যে অর্থ, ইহা তিনি মনেই করিতে পারেন নাই। লক্ষণার আশ্রয় যে অর্থ, পদ নহে, একথা শুনিয়া আলঙ্করিকগণের বিস্মিত হওয়া উচিত নহে। "লক্ষণা-রোপিতা ক্রিয়া" ইহা আলঙ্কারিকেরই কথা। পদার্থ ব্যঞ্জনার আশ্রয় হয়, ইহা আলঙ্কারিক স্বীকার করেন। শাস্ত্রসিদ্ধান্ত না বুঝিয়া গ্রন্থ রচনা করা ও ছাত্র পড়ান ইহা আমাদের দেশে অনেক দিন হইতেই চলিতেছে। বড় দুঃখেই রঘুনাথ শিরোমণি বলিয়াছিলেন —"তন্নুতে কুতুকান্নিবন্ধমপ্যত্র"।

যাহা হউক বাক্যার্থ অভিধেয় হইতে পারিলে তাহাকে লক্ষ্য বলা উচিত হয় নাই। অন্বিতাভিধানবাদিগণ বাক্যার্থকে অভিধেয় ও অভি-হিতান্বয়বাদিগণ বাক্যার্থকে লক্ষ্য বলেন। শক্য সম্ভাবিত হইলে লক্ষ্য বলা উচিত নহে, ইহাই অন্বিতাভিধানবাদিগণের কথা। অন্বিতা-ভিধানবাদিগণ বলেন যে যোগ্য ইতরান্বিত অর্থেই পদের সামর্থ্য, বাক্যজন্য ব্যবহারদ্বারা অবধৃত হইয়াছে। পদান্তরের আবাপ-উদ্বাপ-দ্বারা যোগ্য ইতরার্থান্বিত স্বার্থ প্রতিপাদনেই পদের সামর্থ্য নিশ্চিত হইয়াছে।[২] যদিও "গামানয়" "গামপসারয়" "গাং পশ্য" ইত্যাদি প্রয়োগে আনয়নান্বিত গোত্ব, অপসারণান্বিত গোত্ব ও দর্শনান্বিত গোত্ব যথাক্রমে প্রতীত হয়; এজন্য পদার্থান্তর এবং পদার্থান্তরের সহিত স্বার্থের অন্বয় প্রতি প্রয়োগে এক নহে, প্রত্যুত ব্যভিচারী। কিন্তু

২ তথাহি যোগ্যেতরান্বিতস্বার্থেষু পদানামাবাবোদ্ধারদর্শনাত্তত্রৈব সামর্থ্য-মধ্যবসীয়তে—তত্ত্ব° প্র°, পৃ° ১৪৫

প্রদর্শিত প্রতি প্রয়োগেই গোত্বই অব্যভিচারী রূপে প্রতীত হয়। সুতরাং গো-পদের অর্থ অব্যভিচারী গোত্বই হওয়া উচিত। কিন্তু ব্যভিচারী আনয়নাদি ও আনয়নাদির সম্বন্ধ, গো-পদের অভিধেয় হওয়া উচিত নহে। এইরূপ আপত্তি হইতে পারে।[৩]

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে-প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গতই বটে ; আমরাও আনয়নান্বিত বা অপসারণান্বিত গোত্বকে গো-পদের অর্থ বলি না। কিন্তু আনয়ন অপসারণাদি-সাধারণ অথচ অব্যভিচারী যোগ্য ইতরান্বিত গোত্বই গো-পদের অর্থ বলি। একটি বাক্যের অন্তর্গত কোনও গো-পদই বা কোনও গো-পদের অর্থ ই অন্বয়-যোগ্য ইতরার্থের সহিত অনন্বিত নহে। সুতরাং যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থ গো-পদের অব্যভিচারীই বটে। প্রথমতঃ পদের ব্যুৎপত্তি-গ্রহ-দশাতে যে প্রযুক্ত বাক্য হইতে যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধান-সামর্থ্য পদের গৃহীত হইয়াছিল, বাক্যান্তর প্রয়োগেও সেই পদেই তাদৃশ অর্থ ই কল্পনা করা হইবে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদীর মতে প্রদর্শিত ব্যভিচার দোষ সঙ্গত হয় না।[৪] আর এই কথাই প্রকরণ-পঞ্জিকার বাক্যার্থ-মাতৃকা প্রকরণে শালিকনাথ বলিয়াছেন—

"আকাঙ্ক্ষা-সন্নিধিপ্রাপ্তযোগ্যার্থান্তরসঙ্গমাৎ।
স্বার্থানাহুঃ পদানীতি ব্যুৎপত্তিঃ সংস্থিতা যদা।
অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং তদা দোষো ন কশ্চন ॥"

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ আপত্তি করেন যে—অন্বিতাভিধান-বাদিগণ বলিয়াছেন—পদ যোগ্য পদার্থান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। ইহাতে ব্যভিচার দোষের সম্ভাবনা নাই। গো-পদ স্বার্থের সহিত অন্বয়যোগ্য ইতর পদার্থের সহিত অন্বিত স্বার্থের

৩ ··যদ্যপি প্রতিপ্রয়োগং বিশেষান্তরতৎসংসর্গয়োর্ব্যভিচারঃ,—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৫

৪····তথাপি যোগ্যেতরান্বিতস্য স্বার্থমাত্রস্যাব্যভিচারাৎ প্রথমাবগত-যোগ্যেতরান্বিতস্বার্থাভিধানসামর্থ্যানুসারেণ প্রয়োগান্তরেষ্বপি তথৈব কল্পয়িষ্যতে তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৫

অভিধায়ক হয়, ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—যোগ্য ইতরার্থ পদান্তর দ্বারা অভিহিত, কি অনভিহিত? গো-পদ অনভিহিত অর্থান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের বোধক হয়? অথবা পদান্তর দ্বারা অভিহিত পদার্থান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের বোধক হয়?[৫] ইহার প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায় না। পদান্তর দ্বারা অনভিহিত পদার্থান্তরের সহিত অন্বিত স্বার্থের বোধক যদি পদ হয়, তবে পদান্তর ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। কারণ পদান্তর ব্যতীতই তদর্থান্বিত স্বার্থের বোধক গবাদি পদ হইয়া থাকে। আর ইহাতে একটি পদ দ্বারাই সমস্ত অর্থের প্রতীতি হইতে পারিবে।[৬] ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদী এরূপ বলেন যে পদান্তরের উপাদান ব্যর্থ হইবে না; কারণ গো-পদ যোগ্য ইতর মাত্রের সহিত অন্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইলেও যোগ্য বিশেষান্বিত অর্থের অভিধায়ক হয় নাই; সুতরাং বিশেষাভিধান সিদ্ধির জন্য পদান্তরের উপাদান সার্থকই হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে বিশেষান্বিত স্বার্থের অভিধানের জন্য পদান্তরের সার্থক্য স্বীকার করিলেও তাহাতে পূর্ব্ব আপত্তিই হইবে অর্থাৎ যোগ্য বিশেষ পদান্তর দ্বারা অভিহিত কি অনভিহিত? এরূপ আপত্তিই হইবে। যদি অনভিহিত স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যোগ্য বিশেষ পদার্থান্তর পদ দ্বারা অনভিহিত হইলেও যদি গবাদি পদ যোগ্য বিশেষান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হয়, তবে পদান্তরের উপাদান ব্যর্থই হইয়া পড়িবে। আর যদি দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যোগ্য ইতর পদার্থ পদান্তর দ্বারা অভিহিত হইলে গবাদি পদ যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইবে এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য হইবে।[৭] যেমন, "গামানয়" এই বাক্যে "আনয়" পদ

---

৫ নন্থ কিমনভিহিতেন পদার্থেনান্বিতং স্বার্থমববোধয়তি গোপদমুতপদান্তরাভিহিতেন?—তত্ত্ব॰ প্র॰ পৃ॰ ১৪৫

৬ একস্মাদেব পদাত্তত্তদর্থান্বিতস্বার্থাববোধসংভবেন পদান্তরস্য বৈয়র্থ্যপ্রসঙ্গাৎ—তত্ত্ব॰ প্র॰ পৃ॰ ১৪৫

৭ ন দ্বিতীয়ঃ। পরস্পরাশ্রয়প্রসঙ্গাৎ—তত্ত্ব॰ প্র॰ পৃ॰ ১৪৫

গোত্বান্বিত আনয়নের অভিধান করিলে গো-পদ আনয়নান্বিত গোত্বের অভিধান করিতে পারিবে, এইরূপ গো-পদ দ্বারা আনয়নান্বিত গোত্ব অভিহিত হইলে "আনয়" পদ গোত্বান্বিত আনয়নের অভিধায়ক হইবে। সুতরাং এই প্রদর্শিত রূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষই হইবে।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—প্রদর্শিত রূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হইবে না। কারণ প্রথমতঃ বাক্যের ঘটক পদগুলি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে অসংসৃষ্ট পদার্থমাত্রেরই অভিধায়ক হইয়া থাকে অর্থাৎ অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। পরে পরস্পরান্বিতরূপে সেই পদার্থগুলিরই অভিধায়ক পদসমূহ হইয়া থাকে। পদ প্রথমতঃ অনন্বিতরূপে পদার্থের অভিধায়ক হইয়া পরে অন্বিতরূপে পদার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে।

অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। এরূপ বলাতে প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের বারণ হইলেও এক একটি পদ দুইবার করিয়া স্বার্থের অভিধান করে—ইহা স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যেকটি পদ দুইবার করিয়া স্বার্থের অভিধায়ক হয়, ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই[৮]। আর ইহাতে প্রমাণ বিরোধও ঘটে। প্রথমতঃ বক্তব্য এই যে—প্রত্যেকটি পদ যেমন প্রথমতঃ অসংসৃষ্ট শুদ্ধ স্বার্থের অভিধায়ক হয়, সেইরূপ অন্বয়াংশেরও অভিধায়ক হইবে কি না? অর্থাৎ শুদ্ধ অন্বয়াংশও প্রথমতঃ পদদ্বারা অভিহিত হইবে কি না? যদি অন্বয়াংশে পদ গৃহীত সঙ্কেত হইয়া থাকে, তবে পদ প্রথমতঃ শুদ্ধ অন্বয়াংশের অভিধায়ক হইবে না কেন? পদ যেমন শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হয়, এইরূপ শুদ্ধ অন্বয়াংশেরও অভিধায়ক হইবে। কারণ শুদ্ধ পদার্থ ও সংসর্গ এই উভয়েই পদের সঙ্কেত গৃহীত হইয়াছে। আর যদি অন্বয়াংশে পদের সঙ্কেত গৃহীত না হইয়া থাকে, তবে শুদ্ধ পদার্থ

৮...পদার্থমাত্রাভিধানপূর্ব্বকে তু তদন্বিতাভিধানে দ্বিরভিধানমপ্রমাণমনুপপদ্যমানং চাপদ্যেত—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ ১৪৫

অভিধানের পরেও পদ অন্বয়ের অভিধায়ক হইতে পারিবে না। আরও কথা এই যে—সকৃৎ প্রযুক্ত শব্দ দুই বার অর্থের অভিধায়ক হইতে পারে না—"শব্দবুদ্ধিকর্ম্মণাং বিরম্য ব্যাপারানুপপত্তিঃ"।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—প্রদর্শিত দোষ নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ প্রত্যেকটি পদ দুই বার পদার্থের অভিধায়ক হয় এরূপ আমরা বলি না। প্রত্যেকটি পদ প্রথমতঃ শুদ্ধ পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে, কিন্তু অভিধায়ক হয় না। প্রথমতঃ পদ শুদ্ধ পদার্থ বিষয়ক স্মৃতিই জন্মাইয়া থাকে। সহচরিত বস্তু দুইটির মধ্যে একটি দর্শন করিলে অপরটির স্মৃতি হইয়া থাকে। প্রথমতঃ পদ পদার্থের সহিত সহচরিত রূপে অনুভূত হইয়াছিল, এজন্য অর্থ সহচরিত পদ-দর্শন হইতে শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতিই হইয়া থাকে। যেমন দেবদত্তের দর্শন হইতে দেবদত্ত সহচরিত যজ্ঞদত্তের স্মরণ হইয়া থাকে। এইরূপে স্মারিত পদার্থগুলি সংসৃষ্ট রূপে পদ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে। পদ অসংসৃষ্ট পদার্থের স্মারক ও সংসৃষ্ট পদার্থের অভিধায়ক। সুতরাং এক একটি পদ দুই বার অর্থের অভিধান করে এইরূপ আপত্তি আমাদের মতে হইতেই পারে না। পদ প্রথমে অর্থের স্মারক হইয়া পরে অভিধায়ক হইয়া থাকে[১]।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ শুদ্ধ পদার্থের সহিত পদের সাহচর্য্য জ্ঞান হইল কোথায়? অন্বিত পদার্থের সহিতই পদের সাহচর্য্য জ্ঞান হইয়াছে। কোনও স্থলেই অসংসৃষ্ট শুদ্ধ পদার্থ মাত্র প্রতিপাদনের জন্য পদ প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু ব্যবহার সম্পাদনের জন্যই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং বাক্যের ঘটক পদগুলি অন্বিত অর্থের সহিতই সহচরিত। সুতরাং পদ, সহচরিত অর্থের স্মারক হইলে, অন্বিত অর্থেরই

১ ননু দ্বিরভিধানং ন পদজাতস্য সাহচর্যবশাৎ স্বার্থেষু প্রথমং স্মারকাণাং পশ্চাদন্বিতাভিধায়কত্বাভ্যুপগমাদিতি চেৎ—তত্ত্ব° প্র° পৃ ১৪৫-৪৬

স্মারক হইবে[১০]। অনন্বিত অর্থের স্মারকই হইতে পারে না। অনন্বিত পদার্থের সহিত পদের সাহচর্য্যই গৃহীত হয় না। সংসৃষ্ট পদার্থই ব্যবহারে সমর্থ। আর ব্যবহারের জন্যই শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং অসংসৃষ্ট অর্থের সহিত শব্দের সাহচর্য্য গ্রহণ অসম্ভব। আর ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদীর মতে কোনও স্থলে বাক্যার্থ মাত্রই নিরূপিত হইতে পারিবে না। যেমন "গামানয়" এই বাক্যে গো-পদের আনয়নান্বিত গোত্বের সহিতই সাহচর্য্য গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং "গাং পশ্য" এই প্রয়োগেও গো-পদ আনয়নান্বিত গোত্বেরই স্মারক হইবে। আর তাহাতে "পশ্য" এই পদটি অনাকাঙ্ক্ষিতার্থ, এজন্য অসঙ্গতই হইয়া পড়িবে। সুতরাং "গাং পশ্য" এই দ্বিতীয় প্রয়োগে গো-পদ কখনও অনাকাঙ্ক্ষিত দর্শন-ক্রিয়ান্বিত গোত্বের স্মারক হইতে পারিবে না। কারণ আনয়ন ক্রিয়ান্বিত গোত্বের সহিত প্রথম সাহচর্য্য গৃহীত হইয়াছে। কর্ম্মকারকাভিধায়ী গো-পদ সকর্ম্মক আনয়ন ক্রিয়ান্বিত গোত্ব প্রতিপাদনেই শান্তাকাঙ্ক্ষ হইয়াছে। আর সকর্ম্মক ক্রিয়ান্তরের সহিত অন্বয়ে গোত্বের আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে না। সুতরাং "গাং পশ্য" এই প্রয়োগে গোপদ অনাকাঙ্ক্ষিত দর্শন ক্রিয়ান্বিত গোত্বের স্মারক হইবে না। এইরূপ প্রথমতঃই "গাং পশ্য" এইরূপ প্রয়োগে দর্শন-ক্রিয়ান্বিত গোত্বে গো পদের সাহচর্য্য গৃহীত হইলে "গামানয়" এইরূপ প্রয়োগে গো-পদ আনয়ন ক্রিয়ান্বিত গোত্বেরও স্মারক হইতে পারিবে না। এইরূপে বাক্যার্থ মাত্রই অব্যবস্থিত হইয়া পড়িবে[১১]।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত

১০ নৈবম্। সাহচর্যদর্শনদশায়ামন্বিতানামেবানুভূতত্বয়া তথৈব স্মরণস্যা-বশ্যাশ্রয়ণীয়ত্বাৎ…তত্ত্ব০ প্র০ পৃ ৪৬

১১…তথা চ গাং পশ্যেতি প্রয়োগে গোপদেন পূর্বানুভূতানয়নান্বিতস্বার্থস্য স্মারিতত্বাৎ পশ্যেতি পদমনাকাঙ্ক্ষিতার্থমসঙ্গতং প্রসজ্যেত…তথাচ বাক্যার্থঃ কাপি পরিনিষ্ঠিতো ন সিদ্ধ্যেৎ—তত্ত্ব০ প্র০, পৃ০ ১৪৬

নহে। কারণ গো-পদ অব্যভিচারী সাহচর্য্যপ্রযুক্ত গোত্বমাত্রেরই স্মারক হইবে। অন্য পদার্থের স্মারক হইবে না। পদের সহিত স্বার্থের অব্যভিচরিত সাহচর্য্য আছে ; পদার্থান্তরের সহিত সাহচর্য্য ব্যভিচারী। সুতরাং অব্যভিচরিত সাহচর্য্যপ্রযুক্ত গো-পদ স্বার্থ গোত্বমাত্রেরই স্মারক হইবে।[১২] কিন্তু আনয়নাদি-অন্বিত গোত্বের স্মারক হইবে না। এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ বলা অত্যন্ত অসঙ্গত। স্মারকের অব্যভিচার অকিঞ্চিৎকর ; সুতরাং অব্যভিচারী বা ব্যভিচারী উভয়েরই স্মারক হইতে কোনও বাধা নাই। ভূয়োদর্শনের দ্বারা আহিত সংস্কারের উদ্বোধে স্মৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য পদ হইতে স্মৃতি হইতে গেলে অন্বিত পদার্থেরও হইবে, অনন্বিত পদার্থেরও হইবে। পদ হইতে প্রথমতঃ অনন্বিত পদার্থেরই স্মৃতি হইবে, কিন্তু অন্বিত পদার্থের স্মৃতি হইবে না—এইরূপ কোনও মতেই বলা যায় না। কারণ সংস্কারের উদ্বোধ হইয়াই স্মৃতি হয়। প্রশস্তপাদভাষ্যে[১৩] বলা হইয়াছে যে—পটু-প্রত্যয়, অভ্যাস-প্রত্যয় ও আদর-প্রত্যয় হইতে আহিত সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়া স্মৃতির জনক হইয়া থাকে।[১৪] সকৃৎগৃহীত বিদ্যুদাদিতে পটু-প্রত্যয়, বেদের কণ্ডিকাদিতে অভ্যাস-প্রত্যয় এবং অদ্ভুত বস্তুতে আদর-প্রত্যয় হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ প্রত্যয় হইতে উৎপন্ন সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়া স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। সংস্কারের উদ্বোধও প্রণিধান, সাহচর্য্য প্রভৃতি হইতেই হইয়া থাকে। এরূপ বলা যায় না যে অব্যভিচারী পদার্থবিষয়ক সংস্কারই উদ্বুদ্ধ হয়, ব্যভিচারী পদার্থবিষয়ক সংস্কার

১২ নন্বব্যভিচারাদ্গোপদং স্বার্থমাত্রমেব স্মারয়তি নার্থান্তরাণি তেষাং ব্যভিচারিত্বাদিতি চেৎ—তত্ত্ব° প্র°, পৃ° ১৪৬

১৩ প্রশস্তপাদভাঃ—সংস্কারগ্রন্থ, পৃ° ৩৪৭

১৪ মৈবম্। পট্বভ্যাসাদরপ্রত্যয়ৈরাহিতায়া ভাবনায়াঃ প্রবোধবত্যাঃ স্মরণহেতুত্বাঙ্গীকারাৎ....তত্ত্ব° প্র°, পৃ° ১৪৬

উদ্বুদ্ধ হয় না। কারণ ভগবান্ অক্ষপাদ প্রণিধান সূত্রে[১৫] প্রণিধান, অভ্যাস, লিঙ্গ, লক্ষণ প্রভৃতিকে সংস্কারের উদ্বোধক বলিয়া পরিগণনা করিয়াছেন।[১৬] এ স্থলেও সাহচর্য্যই স্মরণহেতু। অক্ষপাদ সম্বন্ধ শব্দদ্বারা সাহচর্য্য যে উদ্বোধক হয় তাহা বলিয়াছেন। সুতরাং অম্বিতাভিধানবাদীর মতে বাক্যার্থমাত্রই অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে বলিয়া অম্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে না।

এতদুত্তরে অম্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—অভিহিতান্বয়বাদী যে সমস্ত দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই সমস্ত দোষ অভিহিতান্বয়-বাদীরও অপরিহার্য্য। কারণ অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—পদ দ্বারা শুদ্ধ পদার্থই প্রথমতঃ অভিহিত হইয়া থাকে এবং অভিহিত পদার্থের অন্বয় লক্ষিত হইয়া থাকে। পদার্থ অভিহিত ও অন্বয় লক্ষিত হয়। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতেও পদজন্য পদার্থের প্রতীতি স্বীকার করিতেই হইবে। পদজন্য পদার্থের প্রতীতি প্রমারূপ হইতে পারে না। কারণ তাহা অনধিগত বিষয়ক নহে। সঙ্কেতগ্রহণ কালে অধিগত পদার্থই বাক্যজন্য ব্যবহারকালে বাক্যের ঘটক পদ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকে। সুতরাং পদজন্য পদার্থের জ্ঞান অনধিগত বিষয়ক নহে। পদজন্য পদার্থের জ্ঞান ভ্রমজ্ঞানও নহে। ভ্রমজ্ঞান দোষ-জন্য হয় ও বাধিত বিষয়ক হয়। পদজন্য পদার্থজ্ঞান দোষজন্যও নহে, বাধিতও নহে। পদজন্য পদার্থজ্ঞান যথার্থ বলিয়া তাহা বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভ্রম নহে এবং নিশ্চয় বলিয়া তাহা সংশয় নহে। সুতরাং পদজন্য পদার্থজ্ঞান প্রমাও নহে, বিপর্য্যয়ও নহে, সংশয়ও নহে; অথচ ইহা যথার্থ নিশ্চয়। সুতরাং পারিশেষ্যপ্রযুক্ত পদজন্য পদার্থজ্ঞানকে স্মৃতিই বলিতে হইবে। এই পদজন্য পদার্থস্মৃতি শুদ্ধ পদার্থমাত্রবিষয়ক

১৫ অক্ষ॰ সূ (ন্যা॰ সূ) ৩।২।৪১

১৬ …পরিগণিতা হি স্মৃতিহেতবঃ প্রণিধানাভ্যাস…প্রামাণিকৈঃ…তত্ত্ব॰ প্র॰ পৃ ১৪৬-৪৭

হইতে পারে না।[১৭] পদের সহিত অন্বিত পদার্থেরই সাহচর্য্য-নিশ্চয় হইয়াছিল। কিন্তু অনন্বিত পদার্থের সহিত নহে। অন্বিতাভিধান-বাদীর মতে দোষ দিবার জন্য এই কথা অভিহিতান্বয়বাদী ইতঃপূর্বেই বলিয়াছেন। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতেও পদজন্য শুদ্ধ পদার্থ-বিষয়ক স্মৃতি হইতে পারে না। অথচ অভিহিতান্বয়বাদিগণ পদজন্য শুদ্ধ পদার্থবিষয়ক স্মৃতি স্বীকার করেন।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—আমাদের মতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। কারণ পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি দুই প্রকার; পদ-পদার্থের সাহচর্য্য প্রযুক্ত পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি হইতে পারে এবং পদদ্বারা পদার্থের অভিধানপ্রযুক্ত পদার্থের স্মৃতি হইতে পারে। সাহচর্য্যপ্রযুক্ত পদার্থস্মৃতি অন্বিত ও অনন্বিত উভয় পদার্থেরই হইতে পারে। কিন্তু অভিধানজন্য স্মৃতি শুদ্ধ পদার্থমাত্রেরই হইবে; অন্বয় অংশের হইবে না। পদ শুদ্ধ পদার্থেরই অভিধায়ক; অন্বয়াংশের নহে। পদের অভিধানদ্বারা স্মারিত পদার্থই বাক্যার্থান্বয়ের উপযোগী; কিন্তু সাহচর্য্যজন্য স্মৃত পদার্থ বাক্যার্থে অন্বয় লাভ করিতে পারে[১৮] না। যেমন "দেবদত্ত! গামানয়" এই বাক্যে "দেবদত্ত" পদাভিহিত দেবদত্ত পদার্থেরই বাক্যার্থে অন্বয় হয়; কিন্তু দেবদত্ত-সহচরিত যজ্ঞদত্ত, দেবদত্ত পদদ্বারা স্মারিত হইলেও যজ্ঞদত্ত পদার্থের এই বাক্যার্থে অন্বয় হইবে না। সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদীর মতে প্রদর্শিত দোষ সঙ্গত নহে।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে অভিহিতান্বয়বাদীর যুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি" ইত্যাদি

১৭ নৈবং, ত্বয়াপি পদার্থবিষয়াঃ প্রত্যয়াঃ প্রমণাবিপর্যয়সংশয়াদিষনন্ত-র্ভাবাৎ স্মৃতয় এষ্টব্যাস্তাশ্চান্বিতগোচরা ন স্বরূপমাত্রগোচরা ইতি তুল্যো দোষঃ তত্ত্ব০ প্র, পৃ ১৪৭

১৮…ন চ বাচ্যমভিধানতঃ স্মারিতমেব বাক্যার্থান্বয়ি, ন সাহচর্যমাত্রাদিতি— তত্ত্ব০ প্র০, পৃ ১৫৭

বাক্যে গঙ্গাপদদ্বারা অনভিহিত তীরেরও বাক্যার্থে অন্বয় হইয়া থাকে। পদদ্বারা অনভিহিত পদার্থের বাক্যার্থে অন্বয় না হইলে তীররূপ পদার্থেরও বাক্যার্থে অন্বয় হইতে পারিত না।[১৯] তীর পদার্থও গঙ্গা-পদের মুখ্য অর্থ নীরের সাহচর্য্য প্রযুক্তই স্মারিত হইয়াছে।

এ পর্য্যন্ত অন্বিতাভিধানবাদী ইহাই বলিয়াছেন যে—অন্বিতাভি-ধানবাদীর মতেও যে দোষ, অভিহিতান্বয়বাদীর মতেও সেই দোষ হইবে। দোষের সাম্যমাত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। দোষের সাম্য প্রদর্শন কোনও সদুত্তর নহে। স্বপক্ষে উদ্ভাবিত দোষের সমাধান না করিয়া পরপক্ষে দোষ-সাম্য প্রদর্শন করিলে "মতানুজ্ঞা" নামক নিগ্রহস্থান হইবে। এজন্য অর্থাৎ মতানুজ্ঞা নিগ্রহস্থানের পরিহারের নিমিত্ত অন্বিতাভিধানবাদী আরও বলেন যে—অভ্যাসাতিশয়প্রযুক্ত পদ প্রথমতঃ শুদ্ধ পদার্থেরই স্মরণের হেতু হইবে। কারণ শুদ্ধ পদার্থই অব্যভিচারী। পদার্থান্তর ও অন্বয় ব্যভিচারী। অব্যভিচারী পদার্থেরই অভ্যাসাতিশয়প্রযুক্ত প্রথমতঃ শুদ্ধ পদার্থেরই স্মরণ হইবে। কিন্তু ইতরান্বিত পদার্থের স্মৃতি প্রথমতঃ হইবে না। আর তাহাতেই পূর্ব্বপ্রদর্শিত ইতরেতরাশ্রয় দোষও হইবে না।[২০] আর এই কথাই অন্বিতাভিধানবাদের "শাব্দনির্ণয়"* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে

*"শাব্দনির্ণয়" গ্রন্থের প্রণেতা বিবরণাচার্য্য প্রকাশাত্মা যতি। সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য আনন্দবোধ ভট্টারক এই গ্রন্থের "ন্যায়দীপিকা" বা "দীপিকা" নামক টীকা রচনা করিয়াছেন। এই "শাব্দনির্ণয়" গ্রন্থে অন্বিতাভিধানবাদই সিদ্ধান্ত-রূপে গৃহীত হইয়াছে এবং বিবরণগ্রন্থেও অন্বিতাভিধানবাদই সমর্থিত হইয়াছে। বিবরণাচার্য্য এ স্থলে ভাট্ট মতের অনুসরণ করেন নাই। "ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ" এই কথা সর্ব্বত্র অদ্বৈতবেদান্তিগণ স্বীকার করেন নাই।

১৯...গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীত্যাদৌ পদানভিহিততীরাদীনাং বাক্যার্থা-ন্বয়প্রসঙ্গাৎ—তত্ত্বপ্র०, পৃ ১৪৭

২০....অভ্যাসাতিশয়শ্চ পদার্থস্মরণহেতুঃ।...ইতি ন পরস্পরাশ্রয়তা—তত্ত্ব० প্র० পৃ०১৪৭

"ক্রমেণাবগতান্ অর্থান্ যুগপৎসংহতানথ।
প্রমিমীরন্ পদানীতি নান্যোন্যাশ্রয়দোষতা ॥"

প্রথমতঃ পদ হইতে ক্রমশঃ শুদ্ধ পদার্থ স্মৃত হইয়া থাকে। পরে সংহত পদার্থের প্রমিতি পদসমূহ হইতে হইয়া থাকে। ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় না।

অন্বিতাভিধানবাদের শ্রেষ্ঠ আচার্য্য শালিকনাথ প্রকরণ-পঞ্জিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন যে—

"শ্রূয়মাণংপদং সর্ব্বং স্মারিতানন্বিতার্থকম্ ।
ন্যায়সম্পাদিতব্যক্তিপশ্চাদ্‌বাক্যার্থবোধকম্" ॥

বাক্যের ঘটকীভূত পদ প্রথমতঃ অনন্বিত অর্থেরই স্মারক হইয়া থাকে। অনন্তর বাক্য ন্যায় সহকারে বাক্যার্থের অনুভবজনক হইয়া থাকে। তাহার পর শালিকনাথ বলিয়াছেন—

"স্মৃতিসন্নিহিতৈরেবমর্থৈরন্বিতমাত্মনঃ।
অর্থমাহ পদং সর্ব্বমিতি নান্যোন্যসংশ্রয়ঃ ॥"

শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতির পরে পদ ইতরার্থান্বিত স্বার্থের প্রমাপক হইয়া থাকে। আর তাহাতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং বাক্যের ঘটক পদসমূহ দ্বারা স্মারিত শুদ্ধ পদার্থগুলি পরস্পর আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট বলিয়া অন্বিতভাবে পদগুলি দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে অর্থাৎ অনন্বিত পদার্থ স্মরণের পরে আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট পদার্থ-গুলি অন্বিত ভাবে পদসমূহ দ্বারা অভিধীয়মান হইয়া থাকে। ইহাতে পরস্পরাশ্রয়তা দোষের সম্ভাবনা নাই। বাক্যের ঘটক এক একটি পদ পদান্তর-সাকাঙ্ক্ষ। পদান্তর-নিরাকাঙ্ক্ষ পদ বাক্যের ঘটকই হইতে পারে না। সুতরাং সাকাঙ্ক্ষ পদ হইতে অনাকাঙ্ক্ষিত অর্থ মাত্রের প্রতীতিতে পদের সামর্থ্যের পর্য্যবসান (বিশ্রাম) হয় না। এজন্য সাকাঙ্ক্ষ পদ ইতরাকাঙ্ক্ষিত স্বার্থেরই অভিধায়ক হইয়া থাকে। প্রতিপত্তার জিজ্ঞাসাকেই আকাঙ্ক্ষা বলা যায়। এই জিজ্ঞাসারূপ আকাঙ্ক্ষা অভিধানের অপর্য্যবসান হইতে হইয়া থাকে, অথবা

অভিহিত অর্থের অপর্য্যবসান হইতে হইয়া থাকে, অভিধানের অপর্য্যবসান হইতে আকাঙ্ক্ষা—যেমন "বৃক্ষঃ" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিলে বৃক্ষ পদের পরে প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে। বৃক্ষ একটি পদ ; পদ বলিয়াই অন্বিত বৃক্ষের অভিধায়ক। কাহার সহিত অন্বিত বৃক্ষের অভিধায়ক হইবে এইরূপ বিবেচনা করিলে "বৃক্ষং, বৃক্ষৈঃ"ইত্যাদি স্থলে বৃক্ষ শব্দটি যেমন দ্বিতীয়া তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ কর্ম্ম, করণাদির সহিত অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে ; কিন্তু "বৃক্ষঃ" এইরূপ প্রথমান্ত প্রয়োগ করিলে প্রাতিপদিকার্থ মাত্রে প্রথমা বিভক্তি হইয়াছে। "প্রাতিপদিকার্থ লিঙ্গ পরিমাণ বচন মাত্রে প্রথমা" এইরূপ অনুশাসনে প্রাতিপদিকার্থাদিরূপ অর্থ সমূহে প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে ইহা পাণিনি বলিয়াছেন। সুতরাং বৃক্ষ পদের পরে প্রথমা বিভক্তি দ্বারা কোনও পদার্থান্তর অভিহিত হয় নাই। "বৃক্ষ" প্রকৃতি ভাগেরও যাহা অর্থ, প্রথমা বিভক্তিরও তাহাই অর্থ। সুতরাং নিজের সহিতই নিজের অন্বয় সম্ভাবিত নহে। স্বার্থের সহিত স্বার্থের অন্বয় হইতে পারে না। পদার্থের ভেদ না থাকিলে অন্বয় হয় না। অন্বয় সম্বন্ধ ; দুইটি ভিন্ন সম্বন্ধী না থাকিলে সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং এস্থলে প্রকৃতি ও বিভক্তি দ্বারা একটি অর্থই অভিহিত হইয়াছে ; সুতরাং অন্বিতাভিধান সম্ভাবিত হয় না। প্রাতিপদিকার্থ ভিন্ন অন্য অর্থের অভিধান হয় নাই। সুতরাং অভিধানের পর্য্যবসানের জন্যই "তিষ্ঠতি" ইত্যাদি পদে প্রতিপত্তার জিজ্ঞাসা বা আকাঙ্ক্ষা হইবে। এজন্য "বৃক্ষঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিলে অভিধান পর্যবসানের জন্য "তিষ্ঠতি" ইত্যাদি পদের অধ্যাহার করিতে হইবে। ইহাকেই অভিধানাপর্য্যবসান হইতে আকাঙ্ক্ষা বলা যায়।[২১]

এইরূপ অভিহিতার্থের অপর্য্যবসান হইতেও আকাঙ্ক্ষা হইয়া

২১…নাপি পদান্তরানাকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষা হি প্রতিপত্তুর্জিজ্ঞাসা। সাচাভিধানাপর্যবসানাদভিহিতার্থাপর্যবসানাদ্বা ভবতি যথা বৃক্ষ ইত্যত্র প্রাতিপদিকার্থমাত্রে প্রথমাবিভক্তেরন্বয়ণাবস্তেনৈব তত্তাবিতাভিধানাসম্ভবাদন্যস্ত চানভিধানাদভিধানপর্যবসানায়ৈবাকাঙ্ক্ষা—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৭-৪৮

থাকে। যেমন "বিশ্বজিতা যজেত" এইরূপ বৈদিক প্রয়োগে অভিধানের অপর্য্যবসান নাই। এই বৈদিক বাক্যের ঘটক দুইটি পদ পরস্পর অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হইতে পারে। ইহাতে অভিধানের অপর্য্যবসান হয় না। প্রত্যুত অভিধানের পর্য্যবসানই হইয়াছে। কিন্তু "যজেত" এই পদের বিধিলকারের অর্থ—কার্য্য। এই কার্য্যকেই প্রাভাকর মতে নিয়োগ বলা হইয়া থাকে এবং ইহাকেই অপূর্ব্ব বলা হয়। বিধিলকারের অর্থ নিয়োগ—বিষয় ও নিযোজ্য এই উভয় দ্বারা ব্যাবৃত্ত হইয়া থাকে। নিয়োগ বুঝিতে হইলে নিয়োগের বিষয় কি এবং নিয়োগ দ্বারা নিযোজ্য পুরুষ কে, এই দুইটি না জানিলে নিয়োগরূপ অর্থটি বুঝিতে পারা যায় না। প্রদর্শিত বৈদিক উদাহরণে বিধিলকারের অর্থ নিয়োগের বিষয় বলা হইয়াছে। ধাত্বর্থ যাগই নিয়োগের বিষয়। কিন্তু নিয়োগ দ্বারা নিযোজ্য পুরুষ অর্থাৎ অধিকারী পুরুষ বলা হয় নাই। বিষয় ও নিযোজ্য এই উভয় দ্বারা ব্যাবৃত্ত নিয়োগ প্রতীয়মান হইলেই অনুষ্ঠানের যোগ্য হয়। এজন্য নিয়োগ মাত্রই বিষয়রহিত বা নিযোজ্যরহিত হইতে পারে না। এজন্য প্রদর্শিত বৈদিক বাক্যের নিযোজ্য অর্থাৎ বিশিষ্ট অধিকারী কল্পনা করিতে হইবে। আর তাহা এস্থলে স্বর্গকাম পুরুষ। সুতরাং "স্বর্গকামো বিশ্বজিতা যজেত" এইরূপ বাক্যটি হইলে অভিহিতার্থের পর্য্যবসান হইবে। অভিহিতার্থের পর্য্যবসানের জন্যই এস্থলে বিশিষ্ট অধিকারী কল্পনা করা হইয়াছে। এইরূপে প্রদর্শিত দ্বিবিধ আকাঙ্ক্ষাবশতঃ পদের অন্বিতাভিধায়কত্বই সিদ্ধ হইয়া থাকে।[২২]

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী শঙ্কা করেন যে—অন্বিতাভিধানবাদী প্রদর্শিত রূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের পরিহার করিয়াছেন বটে, তথাপি পদ দ্বারা অভিহিত শুদ্ধ পদার্থ হইতেই অন্বয় প্রতীতি উপপন্ন হইতে পারে বলিয়া পদের অন্বয় প্রতিপাদন সামর্থ্যও কল্পনা করিবার

২২ যথা বা 'বিশ্বজিতা যজেতে'ত্যত্র কার্যস্য বিষয়করণান্বিততয়া প্রতীতস্যা- বাপর্যবসানাদ্বিশিষ্টাধিকারিকল্পনা। তত্রৈবংভূতাকাঙ্ক্ষাবশাৎ পদানামন্বিতাভি-ধানং ন বিরুধ্যতে—তত্ত্ব॰ প্র॰ পৃ॰ ১৪৮

আবশ্যকতা নাই।[২৩] পদের অর্থাভিধান সামর্থ্য ও অর্থের অন্বয় প্রতিপাদন সামর্থ্য এই দ্বিবিধ সামর্থ্য পদের কল্পনা করিলে কল্পনা গৌরব দোষই হইবে। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদ সঙ্গত নহে। পদাভিহিত পদার্থ হইতেই পদার্থের অন্বয় প্রতীতি অনায়াসে উপপন্ন হইতে পারে। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—পদার্থের যদি অন্বয়বোধকত্ব থাকিত, তবে তাহা পরিত্যাগ করিয়া পদসমূহের অন্বয়বোধ সামর্থ্য কল্পনা করিলে কল্পনা গৌরবই হইত ; কিন্তু পদার্থের সংসর্গবোধকত্বরূপ অন্বয়বোধ সামর্থ্যই নাই। প্রমাণান্তর গৃহীত পদার্থ হইতে বাক্যার্থ-প্রত্যায়কত্ব সম্ভাবিত নহে।[২৪] আর এই কথাই শালিক নাথ বলিয়াছেন—

"কিন্তু তেষাং ন দৃষ্টৈষা শক্তির্মানান্তরোদ্‌গতৌ।
কল্প্যা বিশিষ্টার্থপরপদসংস্পর্শভাবিতা।"

মানান্তর গৃহীত পদার্থের সংসর্গ-বোধকত্বরূপ সামর্থ্য দৃষ্ট নহে ; এজন্য অন্বয় বা সংসর্গ বোধকত্ব রূপ সামর্থ্য পদার্থে কল্পনা করিতে হইবে। পদার্থের যে সংসর্গবোধকত্ব আছে, তাহা বিশিষ্টার্থপ্রতিপাদক পদের সংস্পর্শজন্যই আছে। পদ যদি বিশিষ্টার্থের প্রতিপাদক না হইত, তবে পদের অর্থ কখনও বিশিষ্টার্থের প্রতিপাদক হইতে পারিত না। সুতরাং পদার্থের সংসর্গবোধকত্বরূপ সামর্থ্য পদের সংসর্গবোধকত্ব সামর্থ্যপ্রযুক্ত। পদার্থের স্বতঃ সংসর্গবোধকত্ব সামর্থ্য নাই।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে—প্রমাণান্তর গৃহীত পদার্থেরও স্বতন্ত্রভাবে অর্থাৎ শব্দ সংস্পর্শ ব্যতিরেকেই সংসর্গবোধকত্বরূপ সামর্থ্য আছে ইহা জানা যায়। যেমন—

"পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ।
খুরনিক্ষেপশব্দঞ্চ শ্বেতাশ্বো ধাবতীতি ধীঃ॥"

---

২৩ নন্বু তথাপি পদানামন্বিতাভিধানে সামর্থ্যং ন কল্পনীয়ম্‌...তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৮

২৪ ....নৈবম্‌। মানান্তরাধিগতানাং পদার্থানাং বাক্যার্থপ্রত্যায়কত্বাদর্শনাৎ —তত্ত্ব০ প্র০ পৃ ১৪৮

এই ন্যায়ানুসারে পদার্থেরও সংসর্গবোধকত্ব আছে। ইহার অর্থ এই যে—দূরে অশ্ব দৌড়াইয়া যাইতেছে, অশ্বের অব্যক্ত শুক্ল রূপ দেখা যাইতেছে, শুক্লরূপের অব্যক্ততা বুঝাইবার জন্যই কারিকাতে "আরূপং" বলা হইয়াছে,—আরূপ কথার অর্থ ঈষদ্রূপ অর্থাৎ অব্যক্ত রূপ, আর হ্রেষা শব্দ ও খুরনিক্ষেপ-শব্দ উভয়ই শ্রূয়মাণ অর্থাৎ কান দিয়া শুনা যাইতেছে, অব্যক্ত শুক্লরূপ চক্ষুঃদ্বারা দেখা যাইতেছে, হ্রেষাশব্দ ও খুরনিক্ষেপশব্দ কান দিয়া শুনা যাইতেছে; অথচ শ্বেত অশ্ব সাক্ষাৎ-ভাবে দেখা যায় নাই। এস্থলে দৃশ্যমান ও শ্রূয়মাণ পদার্থ হইতে "শ্বেতাশ্বো ধাবতি" এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি অর্থাৎ সংসর্গবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এস্থলে একটি পদার্থও পদদ্বারা উপস্থাপিত হয় নাই। স্বতন্ত্রভাবে রূপ ও শব্দ উপস্থিত হইয়াছে। এই রূপ ও শব্দ প্রমাণান্তর গৃহীত অর্থ। এই প্রমাণান্তর গৃহীত অর্থ হইতে সংসর্গ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বাচক শব্দ সংস্পর্শ নিরপেক্ষ, প্রমাণান্তরাধিগত অর্থেরও সংসর্গবোধকত্ব আছে। এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে—প্রদর্শিত কারিকাদ্বারা ভট্ট সম্পূর্ণভাবে পদনিরপেক্ষ প্রমাণান্তরাধিগত অর্থ হইতেই ব্যাকার্থবোধ স্বীকার করিয়া থাকেন। "শ্বেতাশ্বো ধাবতি" এই যে সংসর্গবুদ্ধি, ইহা অনুমিতিও নহে, অর্থাপত্তিও নহে; কিন্তু ইহা বাক্যার্থবোধ। ইহাই ভট্টের অভিপ্রায়।[২৫]

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে পদার্থের সংসর্গবোধজনকত্ব সমর্থন করিবার জন্য যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদ্বারা অভিহিতা ন্বয়বাদীর অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না। প্রদর্শিত সংসর্গবুদ্ধি বাক্যার্থ-বুদ্ধি নহে, শাব্দবোধও নহে, কিন্তু তাহা অনুমিতি বা অর্থাপত্তি। প্রদর্শিতরূপে পদার্থবোধের অনন্তর অনুমান প্রমাণদ্বারা সংসর্গবিষয়িণী

---

২৫ …নমু 'পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দং চ শৃণ্বতঃ।
খুরনিক্ষেপশব্দং চ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধী'রিতি—
ন্যায়াদন্যেব পদার্থানাং সংসর্গবোধজনকত্বমিতিচেৎ
তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৮

অনুমিতি অথবা অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা সংসর্গবিষয়িণী অর্থাপত্তি প্রমিতি হইয়া থাকে। শুক্লরূপ, হ্রেষা শব্দ ও খুরনিক্ষেপ শব্দ এই তিনটি পদার্থ যদি একাধিকরণবৃত্তিরূপে অবগত হইয়া থাকে, তবে তাহা হইতে অনুমিতিই হইবে। প্রদর্শিত তিনটি পদার্থ যে যে স্থলে একত্র অবগত হয়, সেই স্থলে অশ্বত্বও থাকে—এই ব্যাপ্তিমূলে একত্র অবগত পদার্থত্রয় অশ্বত্বের অনুমাপক হইয়া থাকে। সুতরাং প্রদর্শিতরূপে সংসর্গপ্রতীতি অনুমিতিরূপই হইবে। আর যদি প্রদর্শিত পদার্থত্রয়, একাধিকরণবৃত্তিরূপে অবগত না হইয়া অর্থাৎ পদার্থত্রয় একত্র অবগত না হইয়া বিশকলিতভাবে অবগত হইয়া থাকে, তবে সেই স্থলে অশ্ব ব্যতিরিক্ত গো, মহিষাদি প্রাণীব অভাবনিশ্চয় থাকিলে পূর্বোক্ত পদার্থত্রয় অন্যথা অনুপপত্তিদ্বারা অশ্বত্বেবই বোধক হইবে। আর তাহাতে অর্থাপত্তিগম্যই হইয়া পড়িল। আব যদি অশ্বব্যতিরিক্ত গো, মহিষাদি প্রাণীর অভাব নিশ্চয় না থাকে, তবে কোনও প্রাণি-বিশেষের নিশ্চয় না হইয়া অনধ্যবসায়ই হইবে। প্রশস্তপাদভাষ্যে অবিদ্যানিরূপণ প্রসঙ্গে চতুর্বিধ অবিদ্যা বলা হইয়াছে। সেই চতুর্ব্বিধ অবিদ্যার মধ্যে অনধ্যবসায়ও একটি অবিদ্যা। এ স্থলে অনধ্যবসায় কথার অর্থ অনিশ্চয় অনির্দ্ধারণ। সুতরাং পদার্থের সংসর্গবোধকত্ব কোনও মতেই স্বীকার করা যায় না।[২৬]

আরও কথা এই যে অন্বয়বোধ যদি শব্দজন্য না হইয়া অর্থজন্য হয়, তবে অন্বয়বোধের অপ্রমাত্ব, অথবা পদার্থকেই সপ্তম প্রমাণ স্বীকার করিতে হইবে। অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করেন—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি। বাক্যার্থ-বোধ শব্দপ্রমাণজন্য না হইলে, প্রমাণাজন্য জ্ঞান প্রমিতি হইবে

২৬ ····ন। অনুমানাদর্থাপত্তের্বা তত্র সংসর্গাবগমাৎ। তথাহি। এষাং পদার্থানামেকাধিকরণত্বয়াবগতানাং প্রত্যায়কত্বেনানুমানানতিরেকঃ, বিশকলিতাবগতানাং বার্থান্তরাভাবে নিশ্চিতেঽর্থাপত্তিরেব পরিশিষ্যতে। অনিশ্চিতে অনধ্যবসায়এব—তত্ত্বঃ প্র° পৃ° ১৮৮

কিরূপে ? আর বাক্যার্থবোধ প্রমিতি হইলে তাহা শব্দ প্রমাণ জন্য নহে ইহা ভট্টই স্বীকার করিতেছেন এবং এই বাক্যার্থবোধ যে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণজন্য নহে, তাহা সর্ব্বসিদ্ধই বটে। আর ভট্ট পদার্থ হইতেই বাক্যার্থবোধ স্বীকার করেন। সুতবাং বাক্যার্থ প্রমিতির করণ সপ্তম প্রমাণ ইহাই স্বীকার করিতে হইবে।[২৭]

আরও দোষ এই যে পদ দ্বারা অনভিহিত পদার্থের সংসর্গবোধকত্ব কোনও মতেই হইতে পারে না। ইহা কেহ স্বীকারও কবেন না। এ জন্য পদাভিহিত পদার্থেরই সংসর্গবোধকত্ব স্বীকাব কবিতে হইবে। আর তাহাতে পদার্থের সংসর্গজ্ঞানজনন সামর্থ্য (শক্তি) এবং পদের পদার্থে সংসর্গপ্রত্যয়জননসামর্থ্যাধানসামর্থ্য এই দুইটি শক্তি কল্পনা কবিতে হইবে। এইরূপে পদনিষ্ঠ ও পদার্থনিষ্ঠ দুইটি শক্তি কল্পনা করিতে হইবে। ভট্টমতে শক্তি অতিরিক্ত পদার্থ। এই শক্তি দ্বিবিধ, সহজ শক্তি ও আধেয় শক্তি। পদার্থের যে সংসর্গবোধজননশক্তি আছে, ইহা সহজশক্তি নহে; কিন্তু আধেয়শক্তি। পদার্থমাত্রই সংসর্গবোধের জনক হয় না। কিন্তু পদাভিহিত পদার্থ ই সংসর্গবোধের জনক হইয়া থাকে। সুতরাং পদার্থে যে শক্তি আহিত হয়. পদই সেই শক্তির আধায়ক হয়। সুতরাং পদে পদার্থনিষ্ঠ শক্তির আধান সামর্থ্য স্বীকাব করিতে হইবে। আর পদার্থে সংসর্গ-প্রত্যয়-জনন-সামর্থ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে দুইটি সামর্থ্য কল্পনা করিতে হয় বলিয়া অভিহিতান্বয়বাদীর মতে কল্পনা গৌরব দোষ হয়।[২৮] কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদীর মতে কল্পনা গৌরব দোষ হয় না। মাত্র পদে যোগ্য ইতরান্বিত স্বার্থাভিধান সামর্থ্যই কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং পদ নিষ্ঠ একটি সামর্থ্য কল্পনা করিলেই অন্বিতাভিধানবাদীর মতে বাক্যার্থ-প্রতীতির উপপত্তি হইতে পারে। পদার্থ নিষ্ঠ অন্য সামর্থ্য

২৭…সপ্তমং প্রমাণমভ্যুপেয়ং স্যাৎ—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৮

২৮ কিং চ পদার্থানামনভিহিতানাং সংসর্গবোধকত্বাভাবাদভিহিতানামেব তদেষ্টব্যং তথাচ…কল্পনাগৌরবমভিহিতান্বয়বাদিনঃ—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৮-৪৯

কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। এজন্য কল্পনা-লাঘব প্রযুক্ত অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করাই সঙ্গত।[২৯]

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—অভিধায়ক পদ হইতে অভিধেয় পদার্থের স্মরণ ব্যতীত পদার্থের অন্বয়রূপ বাক্যার্থের প্রতীতি হয় না। ইহা অন্বিতাভিধানবাদিগণও স্বীকার করেন। সুতরাং অবশ্য অপেক্ষণীয় অভিধেয় অর্থের স্মরণ বা স্মৃত অভিধেয় অর্থই অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রযুক্ত বাক্যার্থের বোধক হইয়া থাকে ইহাই স্বীকার করা উচিত।[৩০] আর ইহাই অভিহিতান্বয়। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—বিশকলিত পদার্থ মাত্রের স্মৃতি হইতে পদার্থের পরস্পর অন্বয়-বোধ কোনও স্থলেই দেখা যায় না বলিয়া, পদার্থ স্মৃতির বা স্মৃত পদার্থের অন্বয়-বোধকত্ব অপ্রামাণিক। এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে—যাদৃচ্ছিক পদার্থ-স্মরণ-মাত্র হইতে অন্বয় বোধ না হইলেও সমভিব্যাহৃত পদসমূহ হইতে উৎপন্ন পদার্থ স্মৃতি সমূহের সহকারিতা বিশেষ প্রযুক্ত পদার্থ স্মৃতির বা স্মৃত পদার্থেরও অন্বয় বোধকতা আছে স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হইতে যে কার্য্য হয় না, সহকারি বিশেষ প্রযুক্ত তাহা হইতেই সেই কার্য্য হইতে দেখা যায়। সহকারি বিশেষ বিরহিত যাদৃচ্ছিক পদার্থ স্মৃতি বাক্যার্থ প্রতীতির জনক না হইলেও সহকারি বিশেষ সম্বলিত পদার্থ স্মৃতি বাক্যার্থ বোধের জনক হইবে।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—পদার্থ স্মৃতির বা স্মৃত পদার্থের অন্বয় বোধ জনকত্ব অন্যত্র অদৃষ্ট। যাহা অন্যত্র অদৃষ্ট তাহার

২৯ অন্বিতাভিধানবাদিনস্তু পদানাং যোগ্যেতরান্বিতস্বার্থাভিধানসামর্থ্যমেক মেব কল্পনীয়মিতি কল্পনালাঘবমিত্যন্বয়মেব শব্দঃ প্রেরানিতি—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৭

৩০ অত্রাভিহিতান্বয়বাদিনঃ প্রত্যবতিষ্ঠন্তে—

বিনাভিধেয়স্মরণমন্বয়াপ্রতিপত্তিতঃ।

তত্তৎপদার্থস্মৃতয়স্তেবান্বয়বোধিকাঃ॥

....অন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং পদার্থস্মৃতীনাং

বাক্যার্থ প্রত্যয়হেতুত্বং অবসীয়তে— তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৪৯

কল্পনা কিরূপে করা যাইতে পারে? ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন—যাহা প্রমাণসিদ্ধ, তাহাই কল্পিত হইতে পারে। ইহাতে অন্যত্র দৃষ্টত্বের কোনও অপেক্ষা নাই। অন্যত্র দৃষ্ট নহে বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ বস্তুর পরিত্যাগ করা যায় না। অন্যত্র দৃষ্ট হইলেই প্রমাণ সিদ্ধ হইবে এরূপ কখনও বলা যায় না। অন্যত্র অদৃষ্ট যদি কল্পিত হইতে না পারিত, তবে কর্ণ, নাসিকাদি রূপের গ্রাহক নহে বলিয়া চক্ষুরিন্দ্রিয়ের রূপ গ্রাহকত্ব কল্পনা করা যাইত না। এইরূপ নাসিকা জিহ্বাদিরও গন্ধ-রসাদি-গ্রাহকত্ব কল্পনা করা যাইত না। আর তাহাতে সর্ব্ববিধ ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া যাইত।

বিশেষ কথা এই যে—অন্বিতাভিধানবাদীও প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষ স্বীকার করেন। সংস্কার সহকৃত ইন্দ্রিয় প্রত্যভিজ্ঞারূপ প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ সংস্কার স্মৃতির এবং সংস্কার নিরপেক্ষ ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞা-প্রত্যক্ষের জনক হইয়া থাকে—ইহাই সর্বত্র দৃষ্ট হয়। সংস্কার ও ইন্দ্রিয় পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া জ্ঞানের জনক হয় না। অথচ সংস্কার সাপেক্ষ ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যভিজ্ঞাতে পরস্পর সংগতার্থবিষয়ই ভাসমান হইয়া থাকে। পুর্বাপর দেশ-কাল সংসৃষ্ট একটি বস্তু প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়। সংস্কার জন্য জ্ঞান অর্থাৎ স্মৃতি পুর্বদেশ কাল সংসৃষ্ট বস্তু বিষয়ক এবং ইন্দ্রিয় জন্য অভিজ্ঞা, বিদ্যমান দেশ-কাল সংসৃষ্ট বস্তু বিষয়ক। কিন্তু প্রত্যভিজ্ঞা পুর্ব্বাপর দেশকাল সংসৃষ্ট এক বস্তু বিষয়ক। সংস্কার ও ইন্দ্রিয়ের সহকারিতাবিশেষ প্রযুক্ত এতাদৃশ বিজাতীয় প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ইহা অন্বিতাভিধানবাদীকেও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ প্রকৃত স্থলেও সহকারিবিশেষ প্রযুক্ত পদার্থস্মৃতি বা স্মৃত পদার্থ অন্বয়বোধের জনক হইতে পারিবে।[১]

১……কথমন্যথা সংস্কারেন্দ্রিয়য়োরন্যত্র পরস্পরসংগতার্থাবিষয়য়োঃ প্রত্যভি-জ্ঞায়াং পূর্বাপরদেশকালসংসৃষ্টৈকবস্তুবোধকত্বং……প্রকৃতেপি তুল্যম্—

তত্ত্ব॰ প্র॰ পৃ॰ ১৪৯

যদি বলা যায়—স্মৃত পদার্থের অন্বয়বোধকত্ব স্বীকার করিলে অর্থ-সপ্তম প্রমাণ হইয়া পড়িবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্বিতাভিধান-বাদীও বিনিয়োগ বিধির সহকারী শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা এই ছয়টি প্রমাণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এই ছয়টি প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি বাক্য ও সমাখ্যা শব্দরূপ হইলেও লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থান শব্দরূপ নহে। অথচ লিঙ্গ, প্রকরণ ও স্থানকে শব্দ প্রমাণ হইতে অতিরিক্ত প্রমাণ বলিয়া অন্বিতাভিধানবাদীও স্বীকার করেন না। লৈঙ্গিক বিনিয়োগ, প্রাকরণিক বিনিয়োগ প্রভৃতি শব্দ প্রমাণ-প্রমিত বলিয়াই অন্বিতাভিধানবাদী স্বীকার করেন। লিঙ্গ, প্রকরণাদি অশব্দরূপ হইয়াও যেমন শব্দ প্রমাণের অন্তর্গত, এইরূপ স্মৃত পদার্থ অশব্দরূপ হইয়াও শব্দ প্রমাণেরই অন্তর্গত হইবে[১]।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—বিনিয়োগ বিধিব সহকারী লিঙ্গাদি পাঁচটি প্রমাণই শ্রুতি কল্পনা করিয়াই বিনিয়োগের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। আর শ্রুতি ত শব্দরূপই বটে। সুতরাং লৈঙ্গিক, প্রাকরণিক বিনিয়োগের অশাব্দত্ব হইবে কেন? অভিহিতা-ন্বয়বাদী ত স্মৃত পদার্থেরই অন্বয়বোধজনকত্ব স্বীকার করিতেছেন। সুতরাং পদার্থ হইতে উৎপন্ন অন্বয়বোধের শাব্দত্ব থাকিবে কিরূপে? সুতরাং অভিহিতান্বয়বাদী যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিষম। প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সমদৃষ্টান্ত হয় নাই। ইহাতে যদি অভিহিতা-ন্বয়বাদী এরূপ বলেন যে—শব্দ হইতে অবগত পদার্থ হইতেই অন্বয়-প্রতীতি হইয়া থাকে বলিয়া অন্বয়-প্রতীতির শাব্দত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে, তবে আমরাও বলিব চক্ষু দ্বারা অবগত ধূম জন্য বহ্নি-জ্ঞানেরও চাক্ষুষত্ব হইতে পারিবে।[২]

১……লিঙ্গপ্রকরণস্থানানামিব শব্দপ্রমাণান্তর্ভাবোপপত্তেঃ—
তত্ত্ব° প্র° পৃ° ১৪৯

২ ননু লিঙ্গাদিষু শ্রুতিং কল্পয়িত্বৈব বিনিয়োগপ্রতীতেঃ স্বীকারাচ্ছাব্দত্বং ন বিরুদ্ধ্যতে….বহ্নিজ্ঞানস্য চাক্ষুষত্বপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ…—তত্ত্ব° প্র° পৃ° ১৪৯-৫০

এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে—পদই অন্বয়-প্রতীতির জনক। পদার্থ-স্মৃতি অবান্তর ব্যাপার মাত্র। সুতরাং অন্বয়-প্রতীতির করণ পদ। করণের ব্যাপার পদার্থ স্মৃতি। ব্যাপার-ব্যবধান প্রযুক্ত করণের করণত্ব ব্যাহত হয় না। কিন্তু তাহাতে বহ্ন্যনুমিতির চাক্ষুষত্ব হইতে পারে না। চক্ষুরূপ করণের ব্যাপার সন্নিকর্ষ কিন্তু লিঙ্গ-জ্ঞান নহে। সুতরাং অন্বয়-বোধের অশাব্দত্ব প্রসঙ্গ নাই।[১] এই স্থলে লক্ষ্য করিতে হইবে যে—অভিহিতান্বয়বাদী এস্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রচলিত ন্যায় মতের অনুরূপ। তাৎপর্য্য-টীকাকার ভট্ট প্রদর্শিত এই মতটি গ্রহণ করায় ন্যায়মতে ইহাই প্রচলিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা "অভিহিতান্বয়" নহে। ইহাই অভিহিতান্বয় হইলে ভট্টের "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং" এই কারিকার অবতারণাও হইতে পারে না। এবং এই মতটিও বাক্যাধিকরণের ভট্টবার্ত্তিকেই বলা হইয়াছে—

"সাক্ষাৎ যদ্যপি কুর্বন্তি পদার্থপ্রতিপাদনম্।
বর্ণাস্তথাপি নৈতস্মিন্ পর্য্যবস্যন্তি নিষ্ফলে॥
বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌ নান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থপ্রতিপাদনম্॥"

বাক্যের ঘটকীভূত পদগুলি যদিও সাক্ষাৎ শুদ্ধপদার্থেরই প্রতিপাদন করিয়া থাকে, তথাপি পরস্পর অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থের প্রতিপাদন সর্বথা নিষ্ফল। অনন্বিত পদার্থ জ্ঞান দ্বারা কোনও ব্যবহারই উৎপন্ন হইতে পারে না। এজন্য ব্যবহারের জনক বাক্য ব্যবহারের অজনক শুদ্ধ পদার্থ মাত্র প্রতিপাদন করিয়া পর্য্যবসিত হইতে পারে না। বাক্যের ঘটক পদগুলি বাক্যার্থ বিষয়ক প্রমিতি উৎপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সাক্ষাৎভাবে পদ বাক্যার্থের প্রতিপাদক হইতে পারে না বলিয়া বাক্যার্থ প্রতীতির সহায়করূপে পদগুলি পদার্থসমূহেরও প্রতিপাদন করিয়া থাকে। যেমন কাষ্ঠ সাক্ষাৎভাবে

১। নৈবম্ অন্বয়প্রতীতিং জনয়তাং পদানামবান্তরব্যাপারত্বাৎপদার্থস্মরণানাম্ ......ন চ চক্ষুষো লিঙ্গজ্ঞানমবান্তরব্যাপারঃ—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৫০

পাক ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পারে না বলিয়া পাক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য কাষ্ঠ, বহ্নি জ্বালার উৎপাদন করিয়া থাকে।

বার্ত্তিককার "তদ্ ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" (জৈঃ সূঃ ১।১।২৫) এই সূত্রের বার্ত্তিকে তিন প্রকারের অভিহিতান্বয়বাদ দেখাইয়াছেন। অভিহিতান্বয়বাদে প্রধান রূপে তিনটি পক্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রদর্শিত পক্ষটি নহে। বস্তুতঃ অভিহিতান্বয়বাদেব ইহা মুখ্য স্বরূপই নহে। ইহা ভাষ্যকার শবর স্বামীর উক্তিব অনুগুণ নহে। অন্যান্য আচার্য্যগণও এই পক্ষটিকে অভিহিতান্বয়বাদ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। চিৎসুখাচার্য্য এস্থলে সংক্ষেপে বিচারের অবসান করিবাব জন্যই প্রদর্শিত কারিকা দ্বাবাই অভিহিতান্বয়বাদেব অবসান ঘটাইয়াছেন। কুমারিল ভট্টেব সম্মত অভিহিতান্বয়বাদ এই গ্রন্থেই আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। এস্থলে মাত্র চিৎসুখাচার্য্য অভিহিতান্বয়বাদ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহারই কিঞ্চিৎ পবিচয় প্রদান করিলাম। প্রদর্শিত অভিহিতান্বয়বাদ জৈমিনিসূত্র ও শাবর-ভাষ্যের অনুগুণ নহে। সূত্রকার "অর্থস্য তন্নিমিত্তত্বাৎ" বলিয়া পদার্থকেই বাক্যার্থ-প্রতীতির কারণ বলিয়াছেন। পদকে বাক্যার্থ-প্রতীতির কারণ বলেন নাই। শবরস্বামীও বলেন নাই। চিৎসুখাচার্য্য কি অভিপ্রায়ে "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং" এই ভট্টবার্ত্তিকের অবতারণা করিয়াছিলেন ?

চিৎসুখাচার্য্য অভিহিতান্বয়বাদ সমর্থন করিবার জন্য বাক্যাধিকরণ বার্ত্তিক (জৈঃ সূঃ ১।১।৭) হইতে "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং" ইত্যাদি কারিকাটি উদ্ধৃত করিয়া "পদার্থই অন্বয়-বোধের জনক" এই অভিহিতান্বয়বাদের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন। পরে তাহা পরিত্যাগ করিয়া বাক্যাধিকরণীয় বার্ত্তিকে প্রদর্শিত অন্য একটি পক্ষ অবলম্বন করিয়া অভিহিতান্বয়বাদের বিচার শেষ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ মহামতি জয়ন্ত ভট্ট ন্যায়মঞ্জরীতে স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—"মতদ্বয়মপীদন্তু

নাস্মভ্যং রোচতেতরাম্। কুতোঽন্বিতাভিধানং বা কুতো বাভিহিতান্বয়ঃ॥" (৩৭০ পৃঃ) জয়ন্তভট্ট এই উভয় মত প্রত্যাখ্যান করিয়া স্বীয় ন্যায়সিদ্ধান্ত প্রদর্শন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"তদুক্তম্-বাক্যার্থমিতয়ে তেষাং প্রবৃত্তৌনান্তরীয়কম্।
পাকে জ্বালেব কাষ্ঠানাং পদার্থ-প্রতিপাদনম্॥"

ইহা ভট্টবার্ত্তিকের কারিকা। এই কারিকা দ্বারাই চিৎসুখাচার্য্য অভিহিতান্বয়বাদ দেখাইয়াছেন। জয়ন্তভট্টও অভিহিতান্বয়বাদ খণ্ডন কবিয়া এই কারিকাদ্বারাই ন্যায়মত দেখাইয়াছেন। আর এজন্যই "নৈয়ায়িকগণ অভিহিতান্বয়বাদী" এইরূপ প্রবাদ বিদ্বৎ সমাজে প্রচলিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অভিহিতান্বয়বাদের অনুসারী এই শ্লোক নহে। এই শ্লোক অভিহিতান্বয়বাদের সমর্থক হইলে জয়ন্তভট্ট অভিহিতান্বয়বাদের খণ্ডন করিতেন না। ভট্ট যাহা বলিবেন, তাহাই অভিহিতান্বয়বাদ ইহা মারাত্মক ভ্রম। অভিহিতান্বয়বাদ ভট্ট উদ্ভাবন করেন নাই; সূত্রকার, ভাষ্যকার অভিহিতান্বয়বাদী। ভট্ট এই মতের সমর্থক মাত্র। ভট্ট স্বতন্ত্রভাবে যে মতটি দেখাইয়াছেন, তাহা অভিহিতান্বয়বাদ নহে। এই মতটি জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ গ্রহণ করায় ন্যায়শাস্ত্রে ভট্টের এই স্বতন্ত্র মতটি প্রবেশ লাভ করিয়াছে। আর ইহাতেই বিদ্বৎ সমাজও ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। এই মতটিকেই অভিহিতান্বয়বাদ বলিয়া গ্রহণ করিলে সমস্ত আচার্য্যগণের অভিহিতান্বয়বাদ খণ্ডন প্রয়াসের জলাঞ্জলি দিতে হইবে। কারণ জয়ন্তভট্ট, উদয়নাচার্য্য, তত্ত্বচিন্তামণিকার প্রভৃতি আচার্য্যগণ অভিহিতান্বয়বাদ বুঝিতে পারেন নাই ইহাই বলিতে হইবে। তাঁহারা অভিহিতান্বয়বাদ না বুঝিয়াই খণ্ডন করিয়াছেন ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। মহামতি প্রভাকর মিশ্র, শালিকনাথ, ভবনাথ প্রভৃতি অন্বিতাভিধানবাদের সমর্থক আচার্য্যগণ অভিহিতান্বয়বাদ না বুঝিয়াই খণ্ডন করিয়াছেন ইহা স্বীকার করিতে হইবে। চিৎসুখাচার্য্য-প্রদর্শিত অভিহিতান্বয়বাদ যথার্থ অভিহিতান্বয়বাদ বলিয়া গৃহীত হইলে অভি-

হিতান্বয়বাদের সমর্থন ও খণ্ডন, যাহাতে দর্শনশাস্ত্র পরিপূর্ণ, সেই সমস্তই বৃথা হইয়া যাইবে। এজন্য চিৎসুখাচার্য্য-প্রদর্শিত বাদটি অভিহিতান্বয়বাদই নহে। এই বাদটি নৈয়ায়িকগণ সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া নৈয়ায়িকগণকেও অভিহিতান্বয়বাদী বলা নিতান্তই অসঙ্গত।

অতি প্রামাণিক সংক্ষেপ-শারীরককার সর্বজ্ঞাত্মমুনি সংক্ষেপ-শারীরকের ১।৩৭০ শ্লোকে অভিহিতান্বয়বাদের স্বরূপ দেখাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"যৎ কেচিদাহুরভিধায় নিজান্ পদার্থান্, এতাবতোপরতবন্তি
পদানি তেভ্যঃ।
পশ্চাদ্ বিশেষণবিশেষ্যতয়াপি তেষাং সংসর্গবুদ্ধিরপরাবতরিষ্যতীতি ॥"

এই শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে—অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন—বাক্যের ঘটক পদগুলি স্ব স্ব অভিধেয় অর্থ প্রতিপাদন করিয়া উপরত ব্যাপার হইয়া থাকে। পরে অভিহিত পদার্থসমূহ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবে অন্য সংসর্গ বুদ্ধির বিষয় হইয়া থাকে। এই পক্ষটি সূত্র ও ভাষ্যের সম্মত। আর বার্ত্তিককারও ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। চিৎসুখাচার্য্য যেরূপ সংক্ষেপে অন্বিতাভিধানবাদীর হাত হইতে নিস্তার পাইয়াছেন, অন্বিতাভিধানবাদী পূর্ব্বে একথা জানিলে বোধহয় বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন না। এই চিৎসুখাচার্য্য আবার বলিয়াছেন যে—অন্বিতাভিধানবাদিগণ, লিঙ্গ, প্রকরণাদির বিনিযোজকত্ব দেখাইতে শ্রুতি কল্পনা করেন না। শ্রুতি কল্পনা না করিয়াই লিঙ্গ, প্রকরণাদি অর্থেরই বিনিযোজকত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। অথচ লিঙ্গ, প্রকরণাদিকে শব্দ প্রমাণের অন্তর্গতও স্বীকার করেন।[১] বিনিযোজক লিঙ্গ প্রকরণাদি অর্থ হইতে যে বিনিযোগ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই বুদ্ধির শাব্দত্ব অন্বিতাভিধানবাদিগণ স্বীকার করেন। সেইরূপ

১ গুরুমতানুসারিভিরপি লিঙ্গপ্রকরণাদীনামন্তরেণৈব শ্রুতিকল্পনং বিনিযোজকানাং শব্দপ্রমাণান্তর্ভাবাভ্যুপগমাচ্চ—তত্ত্ব° প্র°, পৃ° ১৫০

আমরাও পদার্থ হইতে উৎপন্ন বাক্যার্থ বুদ্ধির শাব্দত্ব স্বীকার করি। সুতরাং পদার্থজন্য বাক্যার্থবুদ্ধির অশাব্দত্ব বলা অন্বিতাভিধানবাদীর সঙ্গত নহে। লিঙ্গ, প্রকরণাদি স্থলে অন্বিতাভিধানবাদীও অর্থজন্য বুদ্ধির শাব্দত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। চিৎসুখাচার্য্যের এই উক্তিদ্বারা অর্থজন্যই যে বাক্যার্থবুদ্ধি হয় ইহা সুস্পষ্ট। এই বিচার অতি গহন বলিয়া এস্থলে বিবৃত হয় নাই। আমরা ইতঃপর ইহার বিশদ আলোচনা দেখাইব।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী শঙ্কা করেন যে অভিহিতান্বয়বাদীর মতে তিনটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়; (১) পদের শুদ্ধ পদার্থানুভবজননশক্তি, (২) পদার্থের পরস্পর অন্বয়ানুভবজননশক্তি, (৩) পদে অর্থগত অন্বয়ানুভবজননশক্তির আধানশক্তি। একথা পূর্বেও বলা হইয়াছে। এইরূপে অভিহিতান্বয়বাদীকে ত্রিবিধ শক্তি কল্পনা করিতে হইবে। যদি অভিহিতান্বয়বাদী পদের শুদ্ধ পদার্থানুভবজনন শক্তি স্বীকার না করিয়া সাহচার্য্যপ্রযুক্ত পদ শুদ্ধ অর্থের স্মারক হইয়া থাকে—এইরূপ স্বীকার করেন, তাহা হইলেও দুইটি শক্তি কল্পনাই করিতে হইবে। পদার্থের অন্বয়বোধন শক্তি এবং পদের পদার্থগত অন্বয়বোধনশক্তির আধানশক্তি। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিলে পদে পরস্পরান্বিত স্বার্থাভিধানশক্তি এই একটি মাত্র শক্তিই কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং কল্পনালাঘব প্রযুক্ত অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করাই উচিত।[১]

এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও শক্তি-কল্পনা-গৌরব অপরিহার্য্য। পদে অর্থান্তরান্বিত স্বার্থের অভিধানশক্তি স্বীকার করিলে অর্থান্তরে (১), অর্থান্তরের অন্বয়ে (২),

১ নন্বয়াপ্যভিহিতান্বয়বাদে তিস্রঃ শক্তয়ঃ কল্পনীয়াঃ…কল্পনালাঘবমিতি চেৎ…তত্ত্ব০ প্র০, পৃ০ ১৫০-৫১

ও স্বার্থে (৩) এই তিনটি বিষয়ে পদশক্তি কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও শক্তিকল্পনা গৌরব হইবেই।[১] যদি অন্বিতাভিধানবাদী এইরূপ বলেন যে—পদ অর্থান্তরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইলেও পদ স্বার্থেরই বাচক হয়; কিন্তু অর্থান্তর ও তাহার অন্বয়ের বাচক হয় না। যেমন জাতিবাচক পদদ্বারা ব্যক্তি ও জাতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ প্রতীত হইলেও পদ জাতিমাত্রেরই বাচক হয়; কিন্তু ব্যক্তি ও জাতি-ব্যক্তির অন্বয়ের বাচক হয় না। এইরূপ পদ স্বার্থমাত্রেরই বাচক, কিন্তু অর্থান্তর ও অন্বয়ের বাচক নহে। ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে অন্বিতাভিধানবাদীর প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় নাই। জাতিবাচক পদদ্বারা জাতির আশ্রয় ব্যক্তি যেমন লক্ষ্য হইয়া থাকে, এইরূপ স্বার্থবাচক পদদ্বারা অর্থান্তর ও অন্বয লক্ষ্য হইয়া থাকে—এইরূপ বলিলে পদের অন্বিতাভিধানই ভঙ্গ হইয়া যাইবে। আর যদি পদার্থান্তর ও অন্বয় পদের বাচ্য হয় বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে পদার্থান্তরে ও অন্বয়ে পদের শক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া শক্তি কল্পনাগৌরব থাকিয়াই যাইবে।

আরও কথা এই যে—অন্বিতাভিধানবাদীর মতে বাক্যের ঘটক এক একটি পদ শ্রূয়মাণ বা স্মর্য্যমাণ হইলে সেই শ্রূয়মাণ বা স্মর্য্যমাণ পদে শুদ্ধ পদার্থের স্মরণজনন শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। আবার সমূহালম্বন এক স্মরণের বিষয় পদগুলির পরস্পরান্বিত অর্থের অভিধানশক্তি স্বীকার করিতে হইবে এবং বাক্যের ঘটক সমস্ত পদবিষয়ক সমূহালম্বন স্মরণের বিষয়ীভূত প্রত্যেকটি পদে, অন্বিতা-ভিধানশক্তির আধানশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে তিনটি শক্তি অন্বিতাভিধানবাদীর মতে অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে অভিহিতান্বয়বাদেও

১ মৈবম্। ত্বয়াপ্যর্থান্তরে তদন্বয়ে স্বার্থেচ পদশক্তীনাং কল্পনীয়ত্বাৎ—তত্ত্ব০ প্র০ পৃ০ ১৫১

শক্তিকল্পনা গৌরব তুল্যই রহিয়াছে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার না করিয়া অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করিবার যুক্তি কি? এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে—বিশিষ্টার্থ প্রতিপাদনের জন্যই বাক্য প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাক্য পদসমূহরূপ; পদসমূহরূপ বাক্যে পদগুলির পরস্পর সমভিব্যাহার অর্থাৎ পরস্পর সাহিত্যের অন্যথা অনুপপত্তি প্রযুক্ত পদস্মারিত পদার্থগুলির পরস্পর অন্বয় লক্ষণালভ্য হইয়া থাকে। পদার্থের অন্বয় লক্ষণালভ্য হইতে পারে বলিয়া অন্বয়াংশে পদের শক্তি কল্পনা করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা অন্য প্রকারে লব্ধ হইতে পারে না, তাহাই পদের শক্যার্থ। "অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ" ইহাই শব্দার্থনির্ণায়ক ন্যায়। পদার্থের পরস্পর অন্বয় লক্ষণাদ্বারা লব্ধ হইতে পারে বলিয়া অন্বয়াংশ অনন্যলভ্য নহে। এজন্য অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত নহে। এই যুক্তি অনুসারেই ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকার করা হয় না। পদ লক্ষণাদ্বারা ব্যক্তির প্রতিপাদক হইতে পারে বলিয়া ব্যক্তিতে পদের শক্তি নাই। যাহা হউক, এইভাবে অভিহিতান্বয়বাদ বর্ণন করিতে গিয়া চিৎসুখাচার্য্য পদ, শক্তিদ্বারা শুদ্ধ পদার্থের স্মারক হইয়া পরে স্মৃত পদার্থের অন্বয়, স্মারক পদই লক্ষণাদ্বারা প্রতিপাদন করিয়া থাকে এইরূপ বলিয়াছেন। পদের পদার্থান্বয়ে লক্ষণা স্বীকার করিলে লক্ষণার লক্ষণটি কিরূপ হইবে—ইহা লইয়া চিৎসুখাচার্য্য অনেক কথা বলিয়াছেন। জয়ন্তভট্ট পদার্থের অন্বয়ে পদের তাৎপর্য্যশক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, চিৎসুখাচার্য লক্ষণা বলিয়াছেন। এইটুকু মাত্রই ভেদ। বস্তুতঃ চিৎসুখাচার্য্যের সম্মত অভিহিতান্বয়বাদ প্রচলিত ন্যায় মতেরই অনুরূপ। পদাভি-হিতান্বয়বাদ পদ-স্মারিত পদার্থান্বয়বাদই হইল। পদস্মারিত ও পদাভিহিত একই কথা, ইহাই চিৎসুখাচার্য্যের মত। একটি বস্তু অপর বস্তুর স্মারক হইলে স্মারক বস্তুটিকে অভিধায়ক ও স্মৃত বস্তুটিকে অভিধেয় এইরূপ নূতন নামে আখ্যাত করিবার প্রয়োজন কি?—ইহার দিকে চিৎসুখাচার্য্য ত লক্ষ্য করেনই নাই, পণ্ডিতদিগের মধ্যেও

অনেকেই লক্ষ্য করেন নাই। পদার্থও পদের স্মারক হয় বলিয়া পদার্থকে পদের অভিধায়ক, পদকে অভিধেয় এবং পদার্থের অভিধা-ব্যাপার স্বীকার করিতে এই জাতীয় গ্রন্থকারগণের আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। স্মৃতি, স্মারক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদ থাকিতে অভিধা, অভিধায়ক প্রভৃতি নূতন নামকরণের কি সার্থক্য থাকিতে পারে, ইহার প্রতি পরবর্তী গ্রন্থকারগণ লক্ষ্য করেন নাই। গ্রন্থকারগণের এই গজনিমীলিকা শাস্ত্রার্থে অব্যুৎপন্ন হইবার প্রধান কারণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুসুমাঞ্জলিকার উদয়নের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধান সমীক্ষা

কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের তৃতীয় স্তবকে পঞ্চদশ কারিকার বিবরণ প্রসঙ্গে আচার্য্য উদয়ন অন্বিতাভিধান ও অভিহিতান্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এ সম্বন্ধে যে সমস্ত আলোচনা পূর্বে দেখাইয়াছি, তাহার পরে এই উদয়নাচার্য্যের আলোচনা পূর্বোক্ত মত দুইটিতে কিছু অধিক আলোক-সম্পাত করিবে - ইহা মনে করিয়া এস্থলে আমরা উদয়নাচার্য্যের মত প্রদর্শন করিব।

প্রাভাকর মতানুসারে পদের যে অন্বিতাভিধান স্বীকার করা হয়, এই অন্বিতাভিধান কথার অর্থ কি? যদি প্রাভাকরগণ বলেন—অন্বিত প্রতিপাদনমাত্রই পদের অন্বিত অভিধান, তাহা হইলে এতাদৃশ অন্বিতাভিধান, আমরাও (নৈয়ায়িকেরাও) স্বীকার করি। আমাদের মতে পদ সাক্ষাৎ বাক্যার্থের অভিধায়ক না হইলেও বাক্যের ঘটক পদগুলি অনন্বিত শুদ্ধ স্বার্থের অভিধানদ্বারা অন্বিতজ্ঞানের উৎপাদক হইয়া থাকে বলিয়া, পদ অন্বিত অর্থের প্রতিপাদন করে। সুতরাং অন্বিত প্রতিপাদনমাত্রই পদের অন্বিতাভিধান হইলে, ন্যায়মতের সহিত প্রভাকরমতের কোনও বৈলক্ষণ্য নাই।[১] যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে স্বার্থে পদের যে শক্তি অর্থাৎ অভিধা তাহার অন্বিত অর্থ প্রতিপাদনে তাৎপর্য্যই অন্বিতাভিধান, তবে তদুত্তরে বক্তব্য এই

১ কিঞ্চেদমন্বিতাভিধানং নাম? ন তাবদন্বিতপ্রতিপাদনমাত্রম্, অবিবাদাৎ —কু॰ অ॰ পৃ॰ ৪৭১

....অবিবাদাদিতি। পদানাং সাক্ষাদ্বাক্যার্থানভিধায়কত্বেঽপ্যন্বিতস্বার্থাভিধানদ্বারাঽন্বিতজ্ঞানোৎপাদকত্বাঙ্গীকারাদিত্যর্থঃ—কু॰ অ॰ প্র॰, পৃ॰ ৪৭১-৭২

যে—এতাদৃশ অন্বিতাভিধানে কাহারও বিবাদ নাই। স্বার্থে যে পদের অভিধা, তাহার ইতরান্বিত স্বার্থ প্রতিপাদনই প্রয়োজন। ইহা অভিহিতান্বয়বাদীরাও স্বীকার করেন।[২] যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে—অন্বিত অর্থে পদের শক্তিগ্রহ বশতঃই পদ অন্বিত অর্থের প্রতিপাদক হইয়া থাকে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পদেব শক্তি-গ্রহ কি ব্যাকার্থে হয় ? অথবা শুদ্ধ পদার্থমাত্রে হয় ? বাক্যার্থে পদেব শক্তিগ্রহ হয় ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ বাক্যার্থের উপস্থিতি, বাক্যজন্য বাক্যার্থ-প্রতীতির পূর্বে অসম্ভব। কারণ বাক্যার্থ অপূর্ব, বাক্যজন্য অর্থজ্ঞানের পূর্বে জ্ঞাত ছিল না। সুতরাং অনুপস্থিত বাক্যার্থে পদের শক্তিগ্রহ হইবে কিরূপে ? উপস্থিত অর্থেই পদের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। বাক্যজন্য শাব্দবোধের পূর্বে, বাক্যার্থের উপস্থিতি নাই ; তবে কোথায় পদের শক্তিগ্রহ হইবে ? আর যদি শুদ্ধ পদার্থমাত্রে পদের সঙ্কেতগ্রহ হয়, তবে পদ, শক্তিদ্বারা শুদ্ধ পদার্থমাত্রকেই উপস্থাপিত করিবে। কিন্তু অন্বিত পদার্থকে উপস্থাপিত করিতে পারিবে না।[৩] পদের যাহাতে শক্তিগ্রহ হয় নাই, পদ তাহার উপস্থাপকই হইতে পারে না। অগৃহীত শক্তি পদ, অর্থের উপস্থাপক হইলে, যে কোনও পদ, যে কোনও অর্থের উপস্থাপক হইয়া পড়িত। সুতরাং পদার্থমাত্রে গৃহীত শক্তি পদ হইতে, অন্বিত পদার্থের উপস্থিতি হইতে পারে না।

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে—শুদ্ধ স্বার্থে, পদের শক্তি গৃহীত হইলেও শুদ্ধ স্বার্থে গৃহীত শক্তি পদ হইতে স্বার্থ ও তদন্বয়ের উপস্থিতি হইতে পারিবে। শুদ্ধ স্বার্থে গৃহীত শক্তি পদই স্বার্থ ও অন্বয়ের উপস্থাপক হইবে। অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ

২…স্বার্থে পদানাং শক্তিস্তস্যা ইতরান্বিতস্বার্থপ্রতীতিপ্রয়োজনকত্বস্যাভি-হিতান্বয়পক্ষেঽপ্যুপগমাদিত্যর্থঃ —কু॰ অ॰ প্র॰, পৃ॰ ৪৭২

৩…পদার্থশক্ত্যা তন্মাত্রমুপস্থাপয়েন্নত্বন্বিতমিত্যর্থঃ—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭২

বলা অসঙ্গত। কারণ স্বার্থমাত্রে গৃহীত শক্তি পদ, স্বার্থমাত্রের উপস্থাপন করিয়াই বিরতব্যাপার হইয়া যাইবে।[৪] অন্বয়ের আর উপস্থাপক হইতে পারিবে না। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন স্বার্থমাত্রে পদের সঙ্গতি (শক্তি) গৃহীত হইলেও সেই গৃহীত সঙ্গতি-পদই স্বার্থ ও অন্বয় উভয়ের প্রতিপাদক হইতে পারিবে। ইতরান্বিত স্বার্থই পদ প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। স্বার্থে গৃহীত সঙ্গতি যেমন স্বার্থের প্রতিপাদক, এইরূপ ইতরান্বিত অর্থেরও প্রতিপাদক হইবে। এইরূপে স্বার্থসঙ্গতিই উভয়ের প্রতিপাদক।[৫] এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্বিতাভিধানবাদীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ এরূপ বলিলে স্বার্থপ্রতীতি ও অন্বয়প্রতীতির যৌগপদ্য হইয়া পড়িবে, ক্রমিক প্রতীতি হইতে পারিবে না।[৬] কিন্তু স্বার্থ-প্রতীতির পরে, প্রতীত স্বার্থেব অন্বয়-প্রতীতি হইয়া থাকে। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে উভয় প্রতীতিরই যৌগপদ্যের আপত্তি হইবে। সম্বন্ধীর প্রতীতিপূর্ব্বক সম্বন্ধের প্রতীতি হইয়া থাকে। সম্বন্ধীর প্রতীতি ও সম্বন্ধের প্রতীতি দুইটি যুগপৎ হইতে পারে না। পদের স্বার্থসঙ্গতি যদি উভয়ের প্রতিপাদক হয়, তবে অন্য অপেক্ষণীয় কারণ নাই বলিয়া, স্বার্থ সঙ্গতি বশতঃ পদ হইতে পদার্থস্মৃতিকালেই অন্বিতপ্রতীতিও হইবে। কিন্তু পদার্থপ্রতীতি ও অন্বয়প্রতীতি যুগপৎ হইতে পারে না। জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য বিরুদ্ধ।

যদি ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী ইষ্টাপত্তি করেন অর্থাৎ প্রদর্শিত জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করেন, তবে অতিপ্রসঙ্গ দোষ ঘটিবে। কারণ পদার্থস্মৃতির অনন্তর স্মৃত পদার্থে যোগ্যতাদি জ্ঞান হইলে, অন্বিতবিষয়ক অনুভব উৎপন্ন হয়। পদ হইতে পদার্থস্মৃতি উৎপন্ন

৪ নাপি স্বার্থসঙ্গতিবলেন, তস্য স্বার্থএবোপক্ষয়াৎ—কু০ অ০, পৃ০ ৪৭২

৫ নাপি সৈব সঙ্গতিরুভয়প্রতিপাদিকা…কু০ অ০ পৃ০ ৪৭২

৬…প্রতীতিক্রমানুপপত্তেঃ…কু০ অ০ পৃ০ ৪৭২

হইতে যোগ্যতাদিজ্ঞানের অপেক্ষা নাই। কিন্তু স্মৃত পদার্থের অন্বিতরূপে অনুভব হইতে অর্থাৎ স্মৃত পদার্থের অন্বয়ানুভব হইতে, যোগ্যতাদি জ্ঞানের অপেক্ষা আছে। সুতরাং অন্বয়ানুভবের অপেক্ষণীয় যোগ্যতাদিজ্ঞান, পদার্থস্মৃতির পূর্বে বা পদার্থস্মৃতিকালে, সম্ভাবিত নহে বলিয়া, যুগপৎ পদার্থস্মৃতি ও অন্বয়ানুভব হইতে পারে না। যোগ্যতাদিজ্ঞান-নিরপেক্ষই যদি অন্বয়ানুভব হইতে পারিত, তবে অযোগ্য পদার্থেরও অন্বয়ানুভব অপরিহার্য্য হইয়া পড়িত। পদার্থ-প্রতীতি যোগ্যতাদি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে না। কিন্তু বাক্যার্থ-প্রতীতি, যোগ্যতাদি জ্ঞান সাপেক্ষ। কিন্তু অপেক্ষিত যোগ্যতাদি জ্ঞান, পদার্থস্মৃতিকালে সম্ভাবিত নহে। এজন্য জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্য স্বীকার করিলেও পদার্থস্মৃতি ও অন্বয়বোধ, যুগপৎ হইতে পারে না। অন্বয় প্রতীতির জনক যোগ্যতাদি জ্ঞান নাই বলিয়াই হইতে পারে না।[৭]

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদী এরূপ বলেন যে—পদার্থে পদের গৃহীত সঙ্গতি, নিরপেক্ষভাবে স্বার্থ-স্মৃতির জনক এবং সেই গৃহীত সঙ্গতিই অন্বিত জ্ঞান জননে পদার্থস্মৃতিকে অপেক্ষা করে। সুতরাং একই সঙ্গতি, নিরপেক্ষভাবে পদার্থস্মৃতির এবং অন্বয়ানুভবে পদার্থ উপস্থিতির অপেক্ষা করে। সুতরাং সঙ্গতি পদার্থস্মৃতিরূপ ব্যাপার দ্বারা অন্বয়ানুভবের জনক হইয়া থাকে। ইহাতে পদার্থস্মৃতি ও অন্বয়ানুভবের ক্রম রক্ষিত থাকে এবং জ্ঞানদ্বয়ের যৌগপদ্যও স্বীকার করিতে হয় না।[৮] এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—অন্বিতাভিধানবাদীর এরূপ কথা নিতান্ত অসঙ্গত হইয়াছে। কারণ পদার্থে পদের গৃহীত

৭. যৌগপদ্যাভ্যুপগমেতু…প্রসঙ্গাৎ—কু॰ অ॰ পৃ॰ ৪৭২…ন চেষ্টাপত্তিঃ… যৌগপদ্যেতি—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭২

৮ নাপি সৈব সঙ্গতিঃ স্বার্থে নিরপেক্ষা বাক্যার্থে তু পদার্থপ্রতিপাদনাবান্তর-ব্যাপারেতি যুক্তম…কু॰ অ॰ পৃ॰ ৪৭৩

সঙ্গতিই যদি পদার্থস্মৃতিদ্বারা বাক্যার্থপ্রতীতির জনক হইত, তবে পদার্থ সঙ্গতিই শব্দ প্রমাণ হইয়া পড়িত। পদার্থসঙ্গতি বাক্যার্থ-প্রতীতির করণ নহে[৯]; কিন্তু পদার্থে সঙ্গত পদই বাক্যার্থ প্রতীতির করণ। বাক্যার্থ প্রতীতিতে সঙ্গত পদেরই করণত্ব, অন্বয়-ব্যতিরেক সিদ্ধ; কিন্তু সঙ্গতির নহে। করণেরই অবান্তর ব্যাপার কল্পনা করা হয়। সুতরাং পদার্থ স্মৃতি, করণ পদের ব্যাপার হইতে পারে; কিন্তু অকরণ সঙ্গতির ব্যাপার হইতে পারে না।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—সঙ্গত পদের করণতা স্বীকার করিলে, সঙ্গতিরও করণতা অপরিহার্য্যই হইবে। কারণ সঙ্গতিবিশিষ্ট পদই সঙ্গত পদ। সঙ্গত পদ করণ হইলে সঙ্গতিরও করণ কোটিতে অন্তর্ভাব আছে বলিয়া, সঙ্গতিরও অবান্তর ব্যাপার কল্পনা করা যাইতে পারে। আর পদার্থস্মৃতিই সঙ্গতির অবান্তর ব্যাপার, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।[১০] অন্বিতাভিধানবাদিগণের এইরূপ উক্তিতে জিজ্ঞাসা এই যে অর্থাৎ পদার্থে সঙ্গত পদের বাক্যার্থ-প্রতীতিকরণত্ব আছে বলিয়া সঙ্গতিরও বাক্যার্থপ্রতীতির অনুকূলত্ব স্বীকার করিলে জিজ্ঞাসা এই যে—সঙ্গতির বাক্যার্থজ্ঞানানুকূলত্ব কি (১) সাক্ষাৎ বাক্যার্থধীজনকত্ব ? (২) অথবা বাক্যার্থজ্ঞানানুকূলব্যাপাব-বত্ত্ব ? (৩) অথবা বাক্যার্থজ্ঞানানুকূল পদার্থস্মৃতিহেতুত্ব ?[১১] প্রদর্শিত তিনটি পক্ষের প্রথম পক্ষটী সঙ্গত নহে; কারণ এই পদের

৯…তস্যাঃ স্বয়মকরণত্বাৎ সঙ্গতানি পদানি হি করণং নতু সঙ্গতিঃ —কু০ অ০ পৃ০ ৪৭৩ ; ন চ সঙ্গতিঃ (শক্তিগ্রহঃ) করণং, কিন্তু পদানি। তেষামন্বয়াদ্য-নুবিধানাদিত্যর্থঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৩

১০ তথাপি তৎপ্রতিপাদনানুগুণসঙ্গতিশালীনি পদানি ইতি চেৎ কু০ অ০, পৃ০ ৪৭৩ ; তথাচ সঙ্গতেঃ করণকোটাবন্তর্ভাব ইতি—তস্যা—অবান্তর-ব্যাপারযোগ ইতি ভাবঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৩

১১ সঙ্গতের্বাক্যার্থজ্ঞানানুকূলত্বং সাক্ষাদ্বাক্যার্থধীজনকত্বং, বাক্যার্থজ্ঞানানু-কূলব্যাপারবত্ত্বং বা, তদনুকূলপদার্থস্মৃতিহেতুত্বং বা ?—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৩

এই অর্থ বাচ্য এইরূপে, পদার্থ অবলম্বন করিয়াই পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে। বাক্যার্থ পুর্ব্বে অনুপস্থিত। সুতরাং বাক্যার্থপ্রতীতির পুর্ব্বে বাক্যার্থে, পদের সঙ্গতিগ্রহ হইবে কিরূপে?[১২] এই বাক্যার্থ এই পদেব বাচ্য এইরূপ সঙ্গতিগ্রহ হইতে পারে না। পদের সঙ্গতি-গ্রহকালে বাক্যার্থ অনুপস্থিত বলিয়া বাক্যার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ অসম্ভব। বাক্যার্থে সঙ্গতি গৃহীত না হইলেও সংগতি বাক্যার্থের বোধক হইবে এরূপ বলা যায় না। যে অর্থে সঙ্গতি গৃহীত হয় নাই, সঙ্গতি সেই অর্থের বোধক হইলে যে কোনও অর্থেরই বোধের অপত্তি হইয়া পড়িত। পদের সঙ্গতি, গোত্বাদি জাতিমাত্রে, অথবা জাতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রে গৃহীত হইয়া থাকে। গবাদি পদের সঙ্কেত গ্রহ-দশাতে গোত্বাদি জাতি কিম্বা গোত্বাদি জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রমাণান্তর দ্বারা উপস্থিত বলিয়া, তাহাতেগবাদি পদের সঙ্গতি গ্রহ হইতে পারে। কিন্তু বাক্যার্থ অনুপস্থিত বলিয়া, তাহাতে সঙ্গতি গ্রহ হইতে পারে না। মীমাংসকগণ কেবলমাত্র জাতিতে এবং নৈয়ায়িকগণ জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে সঙ্গতিগ্রহ স্বীকার করিয়া থাকেন বলিয়া আচার্য্য উদয়ন উভয় পক্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষটিও অসঙ্গত। সঙ্গতি বাক্যার্থ প্রতীতির করণই নহে। এজন্য বাক্যার্থানুকুল ব্যাপাব সঙ্গতির স্বীকার করা যাইতে পারে না। সঙ্গতিবিশিষ্ট পদের, বাক্যার্থ প্রতীতির করণত্ব থাকিলেও পদের বিশেষণ সঙ্গতিমাত্রে করণত্ব নাই। এজন্য অর্থাৎ বিশিষ্ট পদে করণত্ব থাকিলেও বিশেষণ সঙ্গতিতে করণত্ব নাই বলিয়া সঙ্গতির ব্যাপার স্বীকার করা যায় না।[১৩] করণেরই ব্যাপার থাকে। ব্যাপারবৎ কারণই করণ। সঙ্গতি করণ নহে; এজন্য তাহার ব্যাপার

১২……অস্য পদস্যেদং বাচ্যমিতি পদার্থাশ্রয়ত্বেন সঙ্গতেগ্র্হাম্ন বাক্যার্থা-শ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৩

১৩……বিশিষ্টস্য করণত্বেহপি বিশেষণমাত্রস্যাতত্ত্বাদিতি ভাবঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৩

নাই। আর যদি তৃতীয় পক্ষটি স্বীকার করা যায় অর্থাৎ সঙ্গতিতে বাক্যার্থজ্ঞানানুকূল পদার্থস্মৃতি হেতুত্ব আছে—এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহাতে আমাদের সহিত কোনও বিবাদ নাই।[১৪] আমরাও (নৈয়ায়িকগণও) বাক্যার্থজ্ঞানের অনুকূল যে পদার্থস্মৃতি, তাহার হেতুত্ব সঙ্গতিতে স্বীকার করিয়া থাকি।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী শঙ্কা করেন যে—বৃদ্ধ-ব্যবহারাধীন অর্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। বৃদ্ধ ব্যবহারের জনক বাক্যার্থজ্ঞান অর্থাৎ অন্বিত পদার্থজ্ঞান; কিন্তু শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান নহে। অনন্বিত শুদ্ধ পদার্থজ্ঞানদ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং বৃদ্ধ ব্যবহারদ্বারা অন্বিত পদার্থেই পদের সঙ্গতি গৃহীত হইয়া থাকে। শুদ্ধ পদার্থে হয় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে—পদের সঙ্গতিগ্রহকালে বাক্যার্থ অনুপস্থিত—অজ্ঞাত।[১৫] অজ্ঞাত অর্থাৎ অনুপস্থিত বাক্যার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইবে কিরূপে? সুতরাং বৃদ্ধব্যবহারাধীন বাক্যার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ অসম্ভব। ইহাও বলা হইয়াছে যে পদার্থের স্মৃতি হইয়া পদার্থের অন্বয়ের বোধ হইয়া থাকে। পদ হইতে পদার্থস্মৃতি ও পদার্থের অন্বয়ানুভব ক্রমিক হইয়া থাকে; যুগপৎ হইতে পারে না। সুতরাং পদার্থপ্রতীতি ও পদার্থের অন্বয়-প্রতীতি ক্রমশালিনী। যুগপৎ অর্থাৎ এক সময়ে হয় না। অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতি গৃহীত হইলে, পদার্থ প্রতীতি ও অন্বয়-প্রতীতির যৌগপদ্যের আপত্তি হইত।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—আমাদের মতে প্রদর্শিত

১৪……অন্যে তু বিবাদপর্যবসানমিত্যাহ…কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৩

১৫ ‥অন্বিত এব শক্তিরিতি চেৎ। উক্তমত্র বাক্যার্থস্যাপূর্বত্বাৎ প্রতীতি-ক্রমানুপপত্তেশ্চেতি—কু০ অ০ পৃ০ ৪৭৪

……ননু বৃদ্ধব্যবহারাদন্বিত এব পদানাং শক্তিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তযুক্ত্যা…… কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৪

দোষের সম্ভাবনা নাই। যদিও পদের অন্বয়ে শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি অন্বয়বিশেষে পদের শক্তি গৃহীত হয় না। কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারাধীন অন্বয় সামান্যে, পদের শক্তি গৃহীত হয়। তাহার কারণ ক্রিয়া ও কারকের পরস্পর অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে। ক্রিয়ানিরপেক্ষ কারক হয় না ও কারক নিরপেক্ষ ক্রিয়া হইতে পারে না। কারক ক্রিয়ার জনক ও ক্রিয়া কারকজন্য হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্যতঃ ক্রিয়া ও কারকের অবিনাভাব সম্বন্ধ আছে বলিয়া বাক্যার্থপ্রতীতির পূর্বেই সামান্যতঃ কারকান্বিত ক্রিয়াতে ক্রিয়া-পদের ও সামান্যতঃ ক্রিয়ান্বিত কারকে কারক-পদের, সঙ্গতিগ্রহ হইতে পারে। অবিনাভাব সম্বন্ধ প্রযুক্তই ক্রিয়া কারকসামান্যের ও কারক ক্রিয়াসামান্যের উপস্থাপক হইয়া থাকে।[১৬] সুতরাং সামান্যরূপে অন্বিত পদার্থ-বোধের জন্য, বাক্যার্থ-প্রতীতির অপেক্ষা নাই। বাক্যার্থ-প্রতীতির পূর্বেই, অবিনাভাব সম্বন্ধ প্রযুক্ত, অন্বয়সামান্যের উপস্থিতি হইয়া থাকে। সামান্যতঃ উপস্থিত অন্বয়েই, পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে। সামান্যভাবে ক্রিয়ান্বিত কারকে কারক-পদের সঙ্গতিগ্রহ হয় এবং ক্রিয়াবিশেষান্বিত কারক বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং পদজন্য অন্বয় সামান্যের উপস্থিতি হয় ও অন্বয়বিশেষবিষয়ক বাক্যার্থবোধ হয়। সুতরাং বাক্যার্থবোধের বিষয়—অন্বয়বিশেষ, এই অন্বয়বিশেষ পদের সঙ্গতিগ্রহ কালে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং আমাদের মতেও বাক্যার্থের অপূর্বত্ব রক্ষিতই হইল।[১৭] যে অন্বয়বিশেষ বাক্যার্থপ্রতীতির বিষয়, তাহা সঙ্গতিগ্রহকালে অজ্ঞাতই ছিল।

১৬…ক্রিয়াকারকয়োরন্যোন্যাবিনাভাবাদন্বয়সামান্যমুপস্থিতমিতি তত্রৈব শক্তিগ্রহঃ—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭৪

১৭…ক্রিয়াকারকান্বয়বিশেষস্তু চ বাক্যার্থত্বাম তদপূর্বত্বভঙ্গ ইত্যর্থঃ—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭৪

ইহাতে আপত্তি এই যে—কারক পদের যদি ক্রিয়ান্বিত কারকে শক্তিগ্রহ হয় এবং কারক পদ হইতে ক্রিয়ান্বিত কারকের উপস্থিতি হয় এবং ক্রিয়াপদও যদি কারকের উপস্থাপক হয়, তবে ক্রিয়াপদ ও কারক-পদ একার্থক হইয়া পড়িবে[১৮]। ঘট, কুম্ভ, কলসাদি পদের মত অথবা পাণি, হস্ত, কর ইত্যাদি পদের মত, ক্রিয়াপদ ও কারক-পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি হইবে। একার্থক পদান্তরকেই পর্য্যায় বলে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদীর মতে, ক্রিয়া-পদ ও কারক-পদের পর্য্যায়ত্বাপত্তি দোষ হইবে। এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—আমাদের মতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। যদিও ক্রিয়াপদ কারকের ও কারক পদ ক্রিয়ার অভিধায়ক হইয়া থাকে বটে, তথাপি ক্রিয়াপদ কারকের বিশেষ্যরূপে ক্রিয়ার অভিধায়ক হইয়া থাকে। কারকান্বিত ক্রিয়াই ক্রিয়াপদের অভিধেয়। এই অভিধেয়-প্রতীতিতে সামান্যভাবে কারক বিশেষণরূপে ও ক্রিয়া বিশেষ্যরূপে ভাসমান হইয়া থাকে। এইরূপ কারক-পদ, ক্রিয়ার অভিধায়ক হইলেও ক্রিয়াকে বিশেষণ-রূপে ও কারককে বিশেষ্যরূপে অভিধান করিয়া থাকে। ক্রিয়ান্বিত কারকই কারকপদের অভিধেয়। সুতরাং ক্রিয়া বিশেষণ ও কারক বিশেষ্য। ক্রিয়াশূন্য কারক ও কারকশূন্য ক্রিয়ার প্রতীতিই হইতে পারে না।

অতএব প্রদর্শিতরূপে বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের ভেদ প্রযুক্ত, ক্রিয়া-পদার্থ ও কারক-পদার্থেরও ভেদ হইবে।[১৯] সুতরাং প্রদর্শিত পর্য্যায়তা দোষের আপত্তি হইতে পারিবে না। ক্রিয়া-পদার্থ ও কারক-পদার্থ প্রদর্শিতরূপে ভিন্ন। বিশেষণ অপ্রধান ও বিশেষ্য প্রধান হইয়া থাকে।

১৮…নাপি পর্যায়তাঽঽপত্তিঃ প্রাধান্যেন নিয়মাৎ—কু০ অ০ ৪৭৪

নন্বেবং ক্রিয়াকারকপদয়োঃ পর্যায়তাঽঽপত্তিঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৪

১৯ প্রাধান্যেনেতি। ক্রিয়াপদং কারকমভিদধদপি কারকবিশেষ্যাং ক্রিয়ামাহ, কারকপদঞ্চ ক্রিয়ামপ্যভিদধৎ ক্রিয়াবিশেষ্যং কারকমাহেতি বিশেষণবিশেষ্যভাবভেদেনার্থভেদাদিত্যর্থঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৪

কারক-পদ বিশেষ্যরূপে কারকের ও ক্রিয়াপদ বিশেষ্যরূপে ক্রিয়ার অভিধায়ক হইয়া থাকে।

ইহাতে আপত্তি এই যে ক্রিয়া-পদই যদি কারকান্বিত ক্রিয়ার অভিধায়ক হয়, তবে কারক-বিশেষের অভিধায়ক কারক-পদ পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে। যেমন "গচ্ছতি" বলিলে কর্মকারকান্বিত গমনই "গমি" ক্রিয়ার অর্থ, তাহা হইলে আবার কর্মরূপে "গ্রাম" পদের উল্লেখ করিলে অর্থাৎ "গ্রামং গচ্ছতি" এইরূপ বলিলে "গ্রাম" পদটি পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে। কারণ "গমি" ক্রিয়াদ্বারাই কর্মকারকান্বিত গমন উপস্থিত হইয়াছে ; পুনর্বার "গ্রাম" পদদ্বারা কর্মকারকের প্রতিপাদন করিলে 'গ্রাম' পদ অবশ্যই পুনরুক্ত হইয়া পড়িবে।[২০] এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে – ক্রিয়া-পদ দ্বারা সামান্যরূপে কারকের জ্ঞান হইলেও কারকবিশেষ জ্ঞাপনের জন্যই বিশেষ কারক-পদ, অপেক্ষিত হইবে। সুতরাং পুনরুক্ততা দোষ হইবে না। সামান্যরূপে জ্ঞাত বস্তুর বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিলে পুনরুক্ততা দোষ হয় না।[২১]

অন্বিতাভিধানবাদিগণের এইরূপ উক্তিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য। কারণ কারক-পদ দ্বারা কারক পদার্থের উপস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়াই ক্রিয়া-পদ, কারক বিশিষ্ট ক্রিয়া-পদার্থের উপস্থাপক হইয়া থাকে। কারক-পদার্থের উপস্থিতি না হইলে ক্রিয়া-পদদ্বারা কারকবিশিষ্ট ক্রিয়া-পদার্থ উপস্থাপিতই হইতে পারে না। এইরূপ ক্রিয়া-পদ হইতে ক্রিয়া পদার্থের উপস্থিতিকে অপেক্ষা করিয়াই

---

২০ নম্ন ক্রিয়াকারকবিশেষবাচকং পদং পুনরুক্তম্। কারকোপহিত-ক্রিয়াদেরিতরপদৈনৈবোপস্থাপনাদিত্যত আহ। নাপীতি।

কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৪

২১ সামান্যজ্ঞানেঽপি তদ্বিশেষজ্ঞাপনায় বিশেষপদমিত্যর্থঃ—

কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৪

কারক-পদ, ক্রিয়া-বিশিষ্ট কারকের উপস্থাপক হইয়া থাকে। আর এইরূপে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ অপরিহার্য্য।[২২] কারকার্থের উপস্থিতি সাপেক্ষ কারকান্বিত ক্রিয়া-পদার্থের উপস্থিতি এবং ক্রিয়া-পদার্থের উপস্থিতি সাপেক্ষ ক্রিয়ান্বিত কারকার্থের উপস্থিতি।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—শুদ্ধ স্বার্থমাত্রের স্মৃতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই।[২৩] পদ শুদ্ধ অর্থের স্মারক ও অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। একথা আমরা চিৎসুখাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে অতি বিস্তৃতভাবে দেখাইয়াছি। পুনরুক্তি ভয়ে এস্থলে তাহার আর উল্লেখ করিলাম না। আচার্য্য উদয়নও বলিয়াছেন যে—সামান্যরূপে অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতি গৃহীত হইয়াছিল। যেরূপে সঙ্গতি গৃহীত হইয়াছিল, সেইরূপে স্মৃতি হইতে আপত্তি কি? গৃহীত বস্তুর স্মৃতিতে অন্যোন্যাশ্রয় দোষের কোনও সম্ভাবনা নাই। ক্রিয়াপদদ্বারা সামান্যতঃ কারকান্বিত ক্রিয়ার স্মৃতি হইতে কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু কারকবিশেষান্বিত ক্রিয়ার স্মৃতি হয় না। কিন্তু কারকবিশেষের বাচক পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্ত কারকবিশেষান্বিত ক্রিয়ার অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। চিৎসুখাচার্য্য যে অন্বিতাভিধানবাদীর মতেও পদ হইতে শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতি হয় বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তদপেক্ষা আচার্য্য উদয়ন যাহা বলিয়াছেন তাহা অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। কারণ উদয়নাচার্য্যের প্রদর্শিত রীতিতে, পদ হইতে আর শুদ্ধ পদার্থের স্মৃতি পৃথক্ কল্পনা করিবার অবশ্যকতা নাই। কিন্তু চিৎসুখাচার্য্য, শালিকনাথ-প্রদর্শিত রীতি অনুসারেই ঐরূপ বলিয়াছেন, উহা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত নহে। যাহা হউক, ক্রিয়া কারকাদি পদ, প্রথমতঃ শুদ্ধ অনন্বিত অর্থেরই স্মারক

২২ ননু কারকপদাৎ কারকোপস্থিতিমপেক্ষ্য ক্রিয়াপদেন তদ্বিশিষ্টা·· ইত্যন্যোন্যাশ্রয়ঃ·····...কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৪-৭৫

২৩ নাপীতরেতরাশ্রয়ত্বম্, স্বার্থস্মৃতাবনপেক্ষণাৎ—কু০ অ০ পৃ০ ৪৭৫

হউক, অথবা সামান্যরূপে অন্বিত অর্থেরই স্মারক হউক, উভয় পক্ষেই প্রদর্শিত অন্যোন্যাশ্রয় দোষের সম্ভাবনা নাই।

ইহাতে আপত্তি এই যে—"ঘটমানয়" এই বাক্যের অন্তর্গত "ঘট" পদ, আনয়নান্বিত ঘটের ও "আনয়" পদ ঘটান্বিত আনয়নের বোধক হইলে, বিশেষণ-বিশেষ্যভাবের ভেদ প্রযুক্ত বাক্যার্থের ভেদ হইবে। আর তাহাতে বাক্যভেদেরই আপত্তি হইবে।[২৪] "ঘটমানয়" ইহা একটি বাক্য নহে; কিন্তু দুইটি বাক্য ইহাই হইবে। অর্থভেদ প্রযুক্তই বাক্যের ভেদ হইয়া থাকে এবং অর্থের একত্ব প্রযুক্তই বাক্যের একত্ব হইয়া থাকে। "অর্থৈকত্বাদেকং বাক্যম্" ইহাই জৈমিনির অনুশাসন।

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে—প্রদর্শিত বাক্যভেদ দোষ হইবে না। কারণ সেই স্থলেই বাক্য ভেদ হয় যে স্থলে বাক্যের একটি অর্থ পর্য্যবসিত হইলে, সেই বাক্য হইতে যদি অর্থান্তরের বোধ হয়। প্রকৃত স্থলে তাহা হয় না। বিশেষণ—বিশেষ্য মাত্রের ভেদ থাকিলেও ঘটানয়নাত্মক অর্থ একটিই বটে; দুইটি নহে।[২৫] বাক্যের পর্য্যবসিত অর্থ একটিই মাত্র; পর্যবসিত অর্থ প্রকৃত স্থলে দুইটি হয় না। ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—অন্বিতাভিধানবাদিগণ যে বলেন অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতি গ্রহ হয় অর্থাৎ ইতর পদার্থান্বিত স্বার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে—ইহার অভিপ্রায় কি? তাঁহারা কি ইহাই বলিতে চাহেন, যে পদার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হয়, সেই পদার্থটি বস্তুগত্যা পদার্থান্তরান্বিত, এরূপ বলিলে পদের অন্বিত অর্থে সঙ্গতি সিদ্ধ হয় না। কারণ যেমন যে দ্রব্য চাক্ষুষ জ্ঞানের

২৪ নাপি বাক্যভেদাপত্তিঃ—কু০ অ০ পৃ০ ৪৭৫;

নন্বেবং ঘটান্বিতমানয়নমানয়নান্বিতো ঘট ইতি বিশেষণবিশেষ্যভাবভেদাদর্থভেদে বাক্যভেদঃ স্যাৎ—কু০ অ০ প্র০ ৪৭৫

২৫ ···যত্রৈকস্মিন্‌বাক্যার্থে পর্যবসন্নে বাক্যার্থান্তরবোধস্তত্র বাক্যভেদোঽত্র তু ন তথা, বিশেষণবিশেষ্যমাত্রভেদেঽপি ঘটানয়নাত্মকার্থস্যাভেদাদিত্যর্থঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৫

বিষয়ীভূত, যে দ্রব্যের প্রত্যক্ষে চক্ষুর সামর্থ্য অবগত হওয়া গিয়াছে, সেই দ্রব্যটি বস্তুগত্যা স্পর্শবৎ, এইরূপ হইলেও যেমন সেই দ্রব্যের স্পর্শবত্তা, চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় হয় না, সেইরূপ প্রকৃত-স্থলেও যে পদার্থে পদের শক্তি আছে, সেই পদার্থটি বস্তুগত্যা অন্বিত এরূপ সিদ্ধ হইলেও অন্বয়, শক্তির বিষয় হয় না। সুতরাং অন্বিত পদার্থে পদের সঙ্গতিই অসিদ্ধ। পদশক্য পদার্থ বস্তুতঃ অন্বিত হইলেও অন্বয় পদশক্য নহে। যেমন চাক্ষুষ দ্রব্য বস্তুগত্যা স্পর্শবৎ হইলেও দ্রব্যের স্পর্শবত্তা চাক্ষুষ প্রতীতির বিষয় নহে।

যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে—যে পদার্থে পদের সঙ্গতিগ্রহ হয়, সেই পদার্থ বস্তুগত্যা ইতর পদার্থান্বিত—এরূপ আমরা বলি না ; কিন্তু অন্বিতরূপেই পদার্থে পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। অন্বয়াংশও পদশক্য। এতদুত্তরে আচার্য্য উদয়ন বলিয়াছেন যে—অন্বিতাভিধানবাদিগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। অন্বয়াংশও পদশক্য হইবে ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। এ স্থলে টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় অনেক কথা বলিয়াছেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এস্থলে তাঁহার পিতা গঙ্গেশোপাধ্যায়ের মতটিই সংক্ষেপে বলিয়াছেন

এ স্থলে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—প্রযোজ্য বৃদ্ধের ব্যবহার হইতেই অব্যুৎপন্ন পুরুষের অর্থবিশেষে পদের সঙ্গতিগ্রহ হইয়া থাকে। শাস্ত্রে এই প্রযোজ্য বৃদ্ধকেই মধ্যমবৃদ্ধ বলা হইয়াছে। প্রযোজক বৃদ্ধকে উত্তমবৃদ্ধ বলা হয়। গৃহীত সঙ্কেত পুরুষই বৃদ্ধ। অগৃহীতসঙ্কেত পুরুষ বালক। এ স্থলে শাস্ত্রে বালক-বৃদ্ধ ব্যবহার বয়স লইয়া নহে, কিন্তু পদের সঙ্কেতগ্রহ থাকা ও না থাকা লইয়া। এ জন্য যে ভাষা আমরা জানি না, সেই ভাষাতে আমরাও বালক ও সেই ভাষা যে জানে, তাদৃশ বালকও আমাদের নিকট বৃদ্ধ। উত্তমবৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া মধ্যমবৃদ্ধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ইহা অব্যুৎপন্ন বালক অবলোকন করে। বালক মধ্যমবৃদ্ধের ব্যবহার দর্শন

করিয়া ঐ ব্যবহার দ্বারা মধ্যমবৃদ্ধের ব্যবহর্ত্তব্য বিষয়ক জ্ঞানের অনুমান করিয়া থাকে। মধ্যমবৃদ্ধের অন্বিত পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান না হইলে সেই জ্ঞান মধ্যমবৃদ্ধের ব্যবহারের জনক হইতে পারিত না। অনন্বিত পদার্থ-মাত্র বিষয়ক জ্ঞান ব্যবহারের জনক হইতে পারে না। বালক দ্বারা অনুমিত ব্যবহর্ত্ত-মধ্যমবৃদ্ধনিষ্ঠ ইতরপদার্থান্বিত পদার্থের জ্ঞান, উত্তম-বৃদ্ধ প্রযুক্ত পদ হইতেই হইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ অন্বিত পদার্থ-জ্ঞানে পদ—করণকত্ব-নিশ্চয় বালকের হইয়া থাকে এবং বালকের অনুমিত ইতরপদার্থান্বিত পদার্থজ্ঞানেই উত্তমবৃদ্ধ প্রযুক্ত পদের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। অন্বিত পদার্থজ্ঞানই উপস্থিত অর্থাৎ অনুমিত; শুদ্ধ পদার্থজ্ঞানমাত্র অনুপস্থিত। অনুপস্থিত শুদ্ধ পদার্থজ্ঞানে, পদের শক্তিগ্রহ না হইয়া, উপস্থিত ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানেই পদের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান অনুপস্থিত ও অন্বিত পদার্থজ্ঞান উপস্থিত এইরূপ বলিবার অভিপ্রায় এই যে—ব্যবহার কার্য্যদ্বারা ব্যবহারজনক জ্ঞানের অনুমিতি হইয়া থাকে। যাহা অনুমিত, এস্থলে তাহাই উপস্থিত এবং যাহা অননুমিত, তাহা অনুপস্থিত। সুতরাং শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান, ব্যবহারের জনক নহে বলিয়া ব্যবহারের অজনক শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান, ব্যবহারদ্বারা অনুমিত হয় নাই। কিন্তু অন্বিত পদার্থজ্ঞানই ব্যবহারের জনক বলিয়া ব্যবহাররূপ কার্য্যদ্বারা অন্বিতপদার্থের জ্ঞানরূপ কারণই অনুমিত হইয়া থাকে। এ স্থলে যাহা অনুমিত, তাহাই উপস্থিত যাহা অননুমিত, তাহা অনুপস্থিত। সুতরাং উপস্থিত ইতরান্বিত পদার্থ জ্ঞানে পদের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। কিন্তু অনুপস্থিত শুদ্ধ পদার্থজ্ঞান মাত্রে, পদের শক্তিগ্রহ হয় না।[২৬]

অন্বিতাভিধানবাদীর এইরূপ সমাধানের উত্তরে বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন যে—ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞান একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। বিশিষ্ট

---

২৬ নমু বৃদ্ধব্যবহারেণানুমিতেতরান্বিতপদার্থজ্ঞানে পদকরণত্বগ্রহাদু-পস্থিতত্বাচ্চ তত্রৈব শক্তিগ্রহো ন পদার্থজ্ঞানমাত্রে, তস্য ব্যবহারাহেতুতয়া ততোহনুপস্থিতেঃ—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃঃ ৪৭৫

জ্ঞানমাত্রই নিয়ত বিশেষ্য-বিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানরূপ বিশিষ্টের উপস্থিতিতে পদার্থজ্ঞানরূপ বিশেষ্যেরও উপস্থিতি হইয়াছে। ইতরান্বিতত্ব অংশ বিশেষণ ও পদার্থজ্ঞান বিশেষ্য। সুতরাং বিশিষ্টের উপস্থিতিতে বিশেষ্যেরও উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। উপস্থিত বিশিষ্টে, পদের শক্তি স্বীকার করা অপেক্ষা উপস্থিত বিশেষ্যাংশেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত। বিশিষ্ট হইতে বিশেষ্য মাত্র লঘু ; সুতরাং লাঘব প্রযুক্ত বিশেষ্য ভাগই পদশক্য ; কিন্তু বিশিষ্ট নহে। বিশিষ্ট ভাগে পদশক্যত্ব স্বীকার করিলে গৌরব দোষই হইবে।[২৭]

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদী এরূপ বলেন যে—অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার না করিলে অন্বিত পদার্থের বোধই হইতে পারিবে না। সুতরাং অন্বয়াংশ অনন্যলভ্য বলিয়া অন্বয়াংশেও পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদার্থশক্তস্বরূপে জ্ঞাত পদ, অর্থস্মৃতি দ্বারা আকাঙ্ক্ষাদি সহকারী কারণবশতঃ সমভিব্যাহৃত পদের অর্থের সহিত স্বার্থের অন্বয়ানুভবের জনক হইতে পারিবে, পদের এইরূপ স্বভাবই কল্পনা করা উচিত। তাহাতে অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার না করিলেও অন্বয়ানুভবের উপপত্তি হইতে পারে। এজন্য অন্বয়ানুভব অনন্যলভ্য নহে। যদি প্রকারান্তরে অন্বয়ানুভব হইতে না পারিত, তবে বাধ্য হইয়াই অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু পদই যখন স্বার্থস্মৃতি দ্বারা আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে সমভিব্যাহৃত পদার্থের সহিত স্বার্থের অন্বয়ের অনুভাবক হইতে পারে, তখন আর অন্বয়াংশে

২৭ মৈবম্। বিশিষ্টজ্ঞানস্য বিশেষ্যবিষয়ত্বনিয়মেনেতরান্বিত পদার্থ-জ্ঞানোপস্থিতৌ বিশেষ্যস্য পদার্থজ্ঞানস্যাপ্যুপস্থিতেস্তত্রৈব, শক্তিগ্রহাৎ লাঘবাৎ
—কু০ অ০ প্র০ পৃঃ ৪৭৫-৭৬

পদের শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাতে গৌরবই হইবে।[২৮]

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—যাহা বলা হইল, তাহাতে ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে—পদার্থের অন্বয় পদের শক্য নহে। অন্বয় পদের অশক্য ; সুতরাং অপদার্থ। এই অশক্য অপদার্থ অন্বয়, শাব্দবোধে ভাসমান হইবে কিরূপে? অশক্য অপদার্থ শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারে না। অন্বিতাভিধানবাদিগণ ইহা স্বীকার করেন না। অপদার্থ শাব্দবোধে ভাসমান হইলে যে কোনও বস্তুই শাব্দবোধে ভাসমান হইতে পারিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে অন্বয়ও পদশক্যই বটে ; তাহা অশক্য নহে। কিন্তু অন্বয় শক্য হইলেও অন্বয়াংশে পদশক্যত্ব জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। যাঁহারা অন্বয়াংশে পদশক্যত্ব জ্ঞান অপেক্ষিত বলেন, তাঁহারাও অন্বয়-বিশেষজ্ঞানের জন্য, অবশ্যই আকাঙ্ক্ষাদিরও অপেক্ষা করিয়া থাকেন। পদের অন্বিতজ্ঞানজনকত্ব-বাদীও যেমন জাতিবাচক পদের ব্যক্তিতেও সেই একটি শক্তি স্বীকার করেন, কেবল সেই শক্তি,জাত্যংশে জ্ঞাত হইয়া এবং ব্যক্ত্যংশে সেই শক্তি, স্বরূপসত্তামাত্র দ্বারা অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়া জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তির বোধের জনক হইয়া থাকে, সেইরূপ পদের একই শক্তি, অন্বয়াংশে স্বরূপ-সতী অর্থাৎ অজ্ঞাতা ও পদার্থাংশে জ্ঞাতা হইয়া অন্বিত পদার্থের বোধের জনক হইয়া থাকে। এজন্য অন্বয়াংশে শক্তি থাকিলেও তাহার জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। পদের জ্ঞাত শক্তি জন্য জ্ঞানবিষয়কেই শক্য বলা যায়। অন্বয়াংশ জ্ঞানবিষয় হইলেও জ্ঞাতশক্তি জন্য জ্ঞানবিষয় নহে ; অজ্ঞাতা স্বরূপসতী শক্তিজন্য জ্ঞানবিষয় হইয়াছে। এজন্য জাতিশক্তিবাদীর মতে ব্যক্তি, শক্তি জন্য জ্ঞানবিষয় হইলেও জ্ঞাতশক্তি জন্য জ্ঞানবিষয় হয় নাই। এ জন্য জাতিবাচক পদকে, ব্যক্তিবাচক

২৮ … ন :চানন্যলভ্যত্বাত্তত্র শক্তিঃ, ……স্বার্থান্বয়ানুভাবকত্বস্বভাবকল্পনাৎ—কৃ০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৬

বলা হয় না। অথচ জাতি ও ব্যক্তি উভয়ই পদ হইতে প্রতীত হইয়া থাকে। এইরূপ অন্বয়াংশ পদদ্বারা প্রতীত হইলেও অন্বয় পদশক্য নহে।[২৯]

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে অন্বিত পদার্থে, পদের শক্তি স্বীকার না করিলে পদ হইতে অন্বিত পদার্থের বোধই হইতে পারিবে না।পদ হইতে অন্বিত পদার্থের বোধে অনুপপত্তি হয় বলিয়াই অন্বিত পদার্থে পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পদের অনন্বিতাভিধান স্বীকার করিলেও অর্থাৎ পদ, শুদ্ধ পদার্থের অভিধায়ক হইলেও আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে পদ অন্বিত পদার্থের বোধক হইতে পারে ইহা বলাই হইয়াছে। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে আকাঙ্ক্ষাদিবশতঃ অন্বিত পদার্থের বোধ হইবে এরূপ বলাই যায় না। কারণ আকাঙ্ক্ষাই অনুপপন্ন। পদ যদি সামান্যতঃ অন্বিত পদার্থের অভিধায়ক হয় অর্থাৎ পদ হইতে সামান্যতঃ ইতরপদার্থান্বিত স্বার্থের বোধ যদি হয়, তবেই বিশেষভাবে অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষা উৎপন্ন হয়। পদ হইতে সামান্যতঃ অন্বিত পদার্থের বোধই না হইলে, বিশেষভাবে অন্বয়ের আকাঙ্ক্ষাই উৎপন্ন হইবে না। জিজ্ঞাসাকেই আকাঙ্ক্ষা বলা যায়। জিজ্ঞাসারূপ আকাঙ্ক্ষা সামান্যতঃ জ্ঞাত ও বিশেষতঃ অজ্ঞাত বস্তুতে হইয়া থাকে। পদদ্বারা সামান্যতঃ অন্বয় জ্ঞাত না হইলে বিশেষভাবে অন্বয় জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইবে কেন?[৩০] আকাঙ্ক্ষার কারণই নাই বলিয়া আকাঙ্ক্ষা উৎপন্নই হইবে না। এজন্য সামান্যতঃ অন্বিত পদার্থেই পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর অভিপ্রায়।

২৯ …ন চাশক্যান্বয়ানুভবেঽতিপ্রসঙ্গঃ, শক্যান্বয়ত্বস্য স্বরূপসতো নিয়ামকাৎ। অন্বয়সামান্যশক্তাবপি অন্বয়বিশেষজ্ঞানার্থমাকাঙ্ক্ষাদেরবশ্যমপেক্ষণাৎ।……ইতি নান্বয়াংশেঽপি শক্তিঃ—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭৬

৩০ ……ন হি সামান্যতোঽন্বিতানবগমেঽন্বয়বিশেষে জিজ্ঞাসা স্যাৎ—কু॰ অ॰ পৃ॰ ৪৭৭

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কোনও একটি ফল চক্ষুদ্বারা দেখিলে সেই ফলের রসবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। চক্ষুদ্বারা ফল ও ফলের রূপ গৃহীত হইলেও সামান্যতঃও রস গৃহীত হয় নাই। অথচ রসবিশেষে জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে, এই ফলটির কি রস? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। এতাদৃশ স্থলে চক্ষুদ্বারা গৃহীত লোহিত পীতাদি রূপবিশেষ, রসসামান্যের ব্যাপ্য বলিয়া, চক্ষুদ্বারা গৃহীত রূপ-বিশেষ দ্বারা, রস সামান্যতঃ অনুমিত হইয়া থাকে। রস-সামান্য গৃহীত হইলে রসবিশেষেও জিজ্ঞাসা হইতে পারে। কিন্তু চক্ষু দ্বারাই সামান্য গৃহীত হইলে বিশেষে জিজ্ঞাসা হইবে এইরূপ কোনও নিয়ম নাই। যে কোনও প্রমাণ দ্বারা বস্তু, সামান্যরূপে গৃহীত হইলে, বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে। যেমন ফলেব রূপবিশেষ জ্ঞান হইতে, রসবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে। রসসামান্য চক্ষুরিন্দ্রিয়যোগ্য নহে। এজন্য রসসামান্য অনুমিত হইবার পরে রসবিশেষে জিজ্ঞাসা হইয়া থাকে।[৩১] এইরূপ পদ হইতে পদার্থমাত্র উপস্থিত হইলেও উপস্থিত পদার্থ বস্তুগত্যা অন্বয়সামান্যের ব্যাপ্য বলিয়া অন্বয়সামান্যের জ্ঞান হইতে পারে এবং অন্বয় সামান্য জ্ঞান হইলে অন্বয়বিশেষে জিজ্ঞাসাও হইতে পারে।[৩২]

এতদুত্তরে অন্বিতাভিধানবাদিগণ বলেন যে প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত সঙ্গত নহে। ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ যে—"পচতি" এইরূপ শব্দ দ্বারা, পাকের উপস্থিতির পরে প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উপস্থাপিত তণ্ডুলাদিব পাকের সহিত অন্বয়বোধ হয় না; কিন্তু পদোপস্থাপিত তণ্ডুলাদিরই পাকাদি শব্দ দ্বারা উপস্থিত পাকাদির সহিত অন্বয় হইয়া থাকে।

৩১ ন, দৃষ্টে ফলবিশেষে রসবিশেষজিজ্ঞাসাবদাক্ষেপতোঽপ্যুপপত্তেঃ—
কু॰ অ॰, পৃ॰ ৪৭৭

৩২ ...তথা পদার্থমাত্রস্য কোষ্ঠগত্যাঽন্বয়মাত্রব্যাপ্তেরন্বয়সামান্যজ্ঞানোপপত্তে-রিত্যর্থঃ—কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭৭

সুতরাং অন্বয় বিশেষে শব্দের উপযোগ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে[৩৩]। অন্বয়-বিশেষে শব্দের উপযোগ স্বীকার না করিলে, যে কোনরূপে উপস্থিত পদার্থেরও অন্বয়-প্রতিতীর আপত্তি হইবে। কিন্তু যে কোনরূপে উপস্থিত পদার্থের অন্বয়-প্রতীতি হয় না। সুতরাং অন্বয়-বিশেষে শব্দের উপযোগ অপরিহার্য বলিয়া অন্বয়-সামান্যেও শব্দের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। অন্বয়-সামান্য আক্ষেপলভ্য ও অন্বয়-বিশেষ শাব্দ —এরূপ হইতে পারে না। অন্বয়ের সামান্যরূপ অর্থাৎ সামান্যতঃ অন্বয় শব্দেতর প্রমাণ দ্বারা ও অন্বয়ের বিশেষরূপ অর্থাৎ বিশেষতঃ অন্বয় শব্দ প্রমাণ দ্বারা গৃহীত হইতে পারে না।

আর যে বলা হইয়াছে—পদ হইতে উপস্থিত শুদ্ধ পদার্থ, বস্তুগত্যা অন্বয় সামান্যের ব্যাপ্য বলিয়া ব্যাপ্যের উপস্থিতি দ্বারা ব্যাপক অন্বয়-সামান্যেরও জ্ঞান হইতে পারিবে ইত্যাদি, ইহাও অসঙ্গত। কারণ অন্বয়-সামান্যের ব্যাপ্যরূপে পদার্থ গৃহীত না হইলে, মাত্র পদার্থের উপস্থিতি দ্বারা ব্যাপক অন্বয় সামান্যের জ্ঞান হইতে পারে না। ধূম বস্তুগত্যা বহ্নির ব্যাপ্য হইলেও ধূম বহ্নির ব্যাপ্যরূপে গৃহীত না হইলে, ব্যাপ্যরূপে অগৃহীত ধূম দ্বারা বস্তুগত্যা ব্যাপক বহ্নির জ্ঞান হইতে পারে না। আর যদি পদ হইতে উপস্থিত পদার্থ, অন্বয় সামান্যের ব্যাপ্যরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে ত অন্বয় সামান্যে পদের শক্তি স্বীকার করাই হইয়াছে। যে পদার্থে যে পদের শক্তি নাই, সেই পদ হইতে সেই পদার্থের উপস্থিতি হয় না। অন্বয় সামান্যে পদের শক্তি স্বীকার না করিলে অন্বয় সামান্যের উপস্থিতির কোনও উপায়[৩৪] নাই। এজন্য বাধ্য হইয়াই সকলকে অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই অন্বিতাভিধানবাদীর চূড়ান্ত কথা।

৩৩ কু॰ অ॰ প্র॰ পৃ॰ ৪৭৮

৩৪ ....ততঃ শব্দশক্তিরবশ্যং কল্পনীয়েতি...কু॰ অ॰ পৃ॰ ৪৭৮

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদীর উক্তি সঙ্গত নহে। কারণ কবিরা যে কাব্য রচনা করেন, তাহা কিরূপে রচনা করেন? পদার্থ সমূহের সংসর্গবিশেষ না জানিয়া বাক্য রচনা করা যায় না[৩৫]। এজন্য কবিগণের কাব্য রচনার পূর্ব্বে তাঁহাদের, সংসৃষ্ট নানা পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে স্বীকার করিতে হইবে। সংসৃষ্ট নানা পদার্থ জ্ঞানই অন্বয়-বিশেষ জ্ঞান। এই অন্বয় বিশেষের জ্ঞান, কবিগণের বাক্য রচনার পূর্ব্বে আবশ্যক। যদিও অকবি পুরুষেরও বাক্যরচনাতে পদার্থের সংসর্গবিশেষ প্রতীতি আবশ্যক; সংসর্গবিশেষের প্রতীতি না হইলে কবি বা অকবি কেহই বাক্য রচনা করিতে পারে না, তথাপি অকবির বাক্য একান্তভাবে লৌকিকার্থ-বিষয়ক। এজন্য লৌকিকার্থসমূহ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবেদ্য। আর এজন্য প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা পদার্থের সংসর্গবিশেষ জানিয়া অকবি-গণ বাক্য রচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু কবিগণের কাব্য, লৌকিকার্থ-বিষয়ক নহে। সূর্য্য উঠিতেছে, জল পড়িতেছে, ধান ভানিতেছে, ইহা কাব্য নহে। কাব্য রচনার পূর্ব্বে, কবি নিজে কাব্যার্থ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারেন না। জানিতে পারিলে তাহা আর কাব্য হইত না। তাহাও লৌকিক বাক্যেই পর্য্যবসিত হইত। কবি যাহা দ্বারা, বাক্যরচনার পূর্ব্বে বাক্যার্থ জানিয়া থাকেন অর্থাৎ কবির নানা পদার্থের বিশেষ সংসর্গের প্রতীতি হইয়া থাকে তাহাই কবিপ্রতিভা। এই প্রতিভা যাহার নাই, সে কবি নহে। এই কবিপ্রতিভা বস্তুটি কি, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিতে হইলে প্রতিভা সম্বন্ধেই স্বতন্ত্র প্রবন্ধের আবশ্যক। কোনও প্রবন্ধের অঙ্গরূপে কবিপ্রতিভার নিরূপণ করিলে প্রতিভার মর্যাদাই নষ্ট হয়। প্রতিভা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু আলোচনা আছে। ইহা আমরা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

৩৫...কুতস্তর্হি কবিকাব্যানি বিলসন্তি। নহি সংসর্গবিশেষমপ্রতীত্য বাক্যরচনা নাম। ন্যা° অ° পৃ° ৪৭৮

এই কবি প্রতিভাকে এস্থলে অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট কবির উৎপ্রেক্ষা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভট্ট বলেন—কাব্যরচনার পূর্ব্বে কবির চিন্তাবশতঃ পদার্থসমূহ উপস্থিত হইয়া, উপস্থিত পদার্থ সমূহই সংসর্গ বিশেষের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। কবির চিন্তাবশতঃ পদার্থের উপস্থিতি ভিন্ন, পদার্থের সংসর্গ বিশেষের প্রতীতি, প্রত্যক্ষ-প্রমাণ দ্বারা, অনুমান প্রমাণ দ্বারা, বা শব্দ প্রমাণ দ্বারা কিম্বা প্রত্যক্ষা ভাস দ্বারা, অনুমানাভাস দ্বারা বা শব্দাভাসদ্বারা সম্ভাবিত নহে। কেবলমাত্র কবির চিন্তাবশতঃ উপস্থিত পদার্থ দ্বারাই পদার্থের সংসর্গ-বিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে[৩৬]। এরূপ বলা যায় না যে—পদার্থের সংসর্গবিশেষই কবির চিন্তাবশতঃ উপস্থিত হয়। পদার্থমাত্র উপস্থিত হইয়া পরে সেই উপস্থিত পদার্থ হইতেই সংসর্গবিশেষের প্রতিপত্তি জন্মায় এরূপ না বলিয়া সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট পদার্থগুলিই চিন্তাবিশেষবশত কবির নিকট উপস্থিত হইয়া থাকে। এরূপ বলা সঙ্গত নহে কি ?

কিন্তু ইহা বলা অসঙ্গত। সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট পদার্থ, চিন্তাবশতঃ কবির নিকট উপস্থিত হয় বলিলে সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট পদার্থজ্ঞান পূর্ব্বে কবির অপেক্ষিত হইবে। কোনও প্রমাণ বা প্রমাণাভাসদ্বারা, কবি যদি পূর্ব্বে তাদৃশ সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট পদার্থসমূহ জানিয়া থাকেন, তবেই চিন্তাবিশেষ দ্বারা তাদৃশ পদার্থের উপস্থিতি হইতে পারিবে ; নচেৎ নহে কবি যদি প্রমাণ বা প্রমাণাভাস-প্রতীতঅর্থের প্রতিপাদনের জন্য বাক্য রচনা করেন, তবে তিান কবি না হইয়া অকবি এবং সাধারণ পুরুষের মধ্যে পরিগণিত হইবেন। প্রমাণ বা প্রমাণাভাসদ্বারা উত্থাপিত অর্থের প্রতিপাদক বাক্যকে কবির কাব্য বলা যায় না। কবিপ্রতিভা দ্বারা সংসর্গবিশেষবিশিষ্ট-পদার্থ, কবির নিকটে উপস্থাপিত হইতে পারে কিনা ইহা অন্য কথা। কিন্তু অভিহিতান্বয়বাদী ভট্ট ইহা স্বীকার করেন না।

৩৬.. ন চ স্বোৎপ্রেক্ষায়াং প্রত্যক্ষমনুমানং শব্দস্তদাভাসা বা সম্ভবন্তি অন্যত্র চিন্তাবশেন পদার্থস্মরণেভ্যঃ—কু॰ অ॰, পৃ॰ ৪৭৮-৭৯

তাঁহার মতে সর্ব্ববিধ প্রমাণ ও প্রমাণাভাস দ্বারা অগৃহীত, সংসর্গবিশেষ-বিশিষ্ট পদার্থকে কবি-প্রতিভা স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি বলেন— কবির চিন্তাবিশেষ দ্বারা প্রথমতঃ অসংসৃষ্ট পদার্থসমূহই উপস্থিত হয়। পরে উপস্থিত পদার্থসমূহ হইতে, সংসর্গবিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। আর তাহাতে অভিহিতান্বয়বাদই সিদ্ধ হয়। অন্য কবির কাব্যার্থের প্রতিপাদনের জন্য নূতন শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাব্যার্থ চোরই বলা হয়। এ সকল কথা ধ্বন্যালোকেও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—অসংসৃষ্ট পদার্থমাত্রের প্রতীতি হইলেই বাক্য রচনা করা যায় না। সংসৃষ্টরূপে পদার্থের জ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞান। বাক্যার্থের জ্ঞান, বাক্যরচনাতে কারণ। যাহার বাক্যার্থ জ্ঞান নাই, সে বাক্য রচনা করিতে পারে না। সুতরাং চিন্তা-বশতঃ উপস্থিত পদার্থ হইতে পদার্থের সংসর্গবিশেষের প্রতীতি হইলে, তাদৃশ সংসৃষ্ট পদার্থ প্রতিপাদনের জন্য কবি, বাক্য রচনা করিয়া থাকেন। তাহাই কাব্য। কবির এই কাব্যরচনা হইতে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে-কবির যে পদার্থ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা চিন্তাবশতঃই হইয়াছে। কিন্তু পদ হইতে নহে। চিন্তাবশতঃ উপস্থিত পদার্থই অন্বয়বিশেষের প্রতিপত্তি জন্মাইয়া থাকে। এ জন্য যে স্থলে পদ হইতেও পদার্থের উপস্থিতি হয়, সে স্থলেও পদার্থই অন্বয়বিশেষের বোধক ; কিন্তু পদ নহে। পদই যদি সংসর্গবিশেষের প্রতিপাদক হইত তবে কবির বাক্যরচনার পূর্ব্বে অন্বিত পদার্থের জ্ঞানই সম্ভাবিত হইত না। সুতরাং পদ যে স্থলে পদার্থের উপস্থাপক হইয়া থাকে, সে স্থলেও পদার্থ-উপস্থাপন মাত্রেই পদ, বিরত ব্যাপার হইয়া থাকে। অন্বয় প্রতীতির জনক পদার্থ। পদ অন্যথাসিদ্ধ।[৩৭] কবির কাব্যাদি

৩৭… যত্রাপি পদাৎপদার্থোপস্থিতিস্তত্রাপি পদার্থা এবান্বয়বোধকা ন তু পদান্যপি। পদার্থস্মৃত্যৈবান্যথাসিদ্ধত্বাৎ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৮

স্থলে, পদ ব্যতিরেকেই পদার্থ, অন্বয়বিশেষের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। সুতরাং পদ হইতে অন্বয়-বিশেষের প্রতীতি হয় এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত।

আরও কথা এই যে—শ্বেতরূপ দর্শন, হ্রেষা-শব্দ শ্রবণ ও খুরনিক্ষেপ শব্দ শ্রবণ হইতে "শ্বেতাশ্বো ধাবতি" এইরূপ বিশিষ্টবুদ্ধি সর্বানুভবসিদ্ধ। পদার্থগুলিই প্রমাণান্তর দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে। এ স্থলে কোনও পদার্থেরই প্রতিপাদক পদশ্রবণ নাই। এস্থলে পদ হইতে একটি পদার্থও উপস্থিত হয় নাই। অথচ পদশ্রবণ ব্যতিরেকেই প্রমাণান্তর দ্বারা অর্থমাত্রের উপস্থিতি হইয়া, অন্বয়বিশেষের প্রতীতি জন্মাইয়া থাকে। পদ দ্বারাই যদি অন্বয়বিশেষের প্রতীতি হইত, তবে শ্বেত রূপের দর্শনাদি দ্বারা "শ্বেতোঽশ্বো ধাবতি" এইরূপ অন্বয়বিশেষের প্রতীতি হইতে পারিত না।[৩৮] এজন্য অন্বয়প্রতীতি পদকরণক নহে; কিন্তু পদার্থকরণক। পদ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অন্বয় প্রতীতিতে পদ কারণই নহে। সুতরাং কারণ-বিশেষ-রূপ-করণ পদ হইতেই পারে না। যাহা কারণই নহে, তাহা করণ হয় না। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদিগণ যে বলিয়াছিলেন পদ হইতেই অন্বয়প্রতীতি হয়, তাহা নিতান্তই অসঙ্গত।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—"পচতি" এরূপ পদদ্বারা পাক পদার্থের উপস্থিতি হইলে প্রত্যক্ষাদি দ্বারা উপস্থিত ওদনাদি পদার্থের সহিতও তাহার অন্বয়বোধ হওয়া উচিত। যে কোনও রূপে উপস্থিত পদার্থ ইত অন্বয়বোধের জনক হইয়া থাকে। পদজন্য পদার্থ উপস্থিতির আবশ্যকতা অভিহিতান্বয়বাদিগণত স্বীকারই করেন না। সুতরাং পদোপস্থাপিত অর্থের সহিত পদদ্বারা অনুপস্থাপিত ও প্রকারান্তরে উপস্থাপিত অর্থের অন্বয়বোধ হওয়া উচিত। কিন্তু

৩৮ ...কথমন্যথা শ্বেতরূপদর্শনাদ্ধ্রেষাশব্দশ্রবণাৎ খুরবিক্ষেপশব্দশ্রবণাৎ শব্দং বিনা শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীঃ—কু০ অ০ প্র০, পৃ০ ৪৭৮

তাহাত কখনও হয় না। এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদী বলেন যে শব্দোপস্থিত পদার্থে শব্দোপস্থাপিত পদার্থান্তরেরই অন্বয় হইয়া থাকে; শব্দানুপস্থাপিত অর্থের অন্বয় হয় না। এজন্য শব্দোপস্থিত পাকরূপ পদার্থে, শব্দানুপস্থাপিত ওদনাদি পদার্থের অন্বয় হইবে না। কারণ শাব্দী আকাঙ্ক্ষা শব্দ দ্বারাই পূর্ণ হইয়া থাকে—"শাব্দী হি আকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব পূর্য্যতে"। এজন্য শাব্দ অর্থে অশাব্দ অর্থের অন্বয় হইতে পারে না। শাব্দ অর্থ অশাব্দ অর্থের সহিত সাকাঙ্ক্ষই নহে। শাব্দ অর্থের আকাঙ্ক্ষা শাব্দ অর্থদ্বারাই পূর্ণ হয়। এজন্য শ্রুতার্থাপত্তি দ্বারা শব্দই কল্পনা করিতে হয়।[৩৯] অর্থমাত্রের কল্পনা করিলে, কল্পিত অর্থের সহিত শ্রুত (পদোপস্থাপিত) অর্থের অন্বয় হইতে পারে না। আর এজন্যই "বিশ্বজিতা যজেত" এরূপ বাক্যে "স্বর্গকামঃ" পদেরই অধ্যাহার করিতে হইবে।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—কবির চিন্তাদ্বারা উপস্থাপিত পদার্থ হইতে অন্বয়-প্রতীতি হয় না। পদার্থ, অন্বয়-বোধের জনকই নহে। এজন্য কবির চিন্তাদ্বারা উপস্থাপিত পদার্থসমূহের সংসর্গ (অন্বয়) গ্রহ হইতে না পারিয়া অসংসর্গাগ্রহমাত্র হয়। কবির চিন্তাদ্বারা উত্থাপিত পদার্থসমূহের অসংসর্গাগ্রহই কাব্যরচনার হেতু।[৪০] পদদ্বারা অনুপস্থাপিত পদার্থ, সংসর্গবিষয়ক প্রতীতি জন্মাইতে পারে না। এতদুত্তরে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—আমাদের মতে পদদ্বারা অপ্রতিপাদিত পদার্থের সংসর্গ-প্রমা-জনকত্ব আছে। ইহা আমরা স্বীকার করি। এজন্য চিন্তাবশতঃ উত্থাপিত পদার্থেরও অন্বয়-প্রতীতি

৩৯ ...ন চৈবং পচতীত্যুক্তে... শব্দোপস্থিতে পদার্থে শব্দোপস্থাপিত-পদার্থান্তরেণৈবান্বয়াৎ। শাব্দীহ্যাকাঙ্ক্ষা শব্দেনৈব পূর্য্যতে ইতি ন্যায়াৎ। অতএব শ্রুতার্থাপত্তিস্থলেঽপি শব্দ এব কল্প্যতে ইত্যর্থঃ

—কু° অ° প্র° পৃ° ৪৭৮—৭৯

৪০ অসংসর্গাগ্রহোঽসাবিতি চেৎ—কু° অ° প্র° পৃ° ৪৭৯

জনকত্ব সম্ভাবিতই বটে। সুতরাং আমরা অসংসর্গাগ্রহকে কাব্যরচনার হেতু না বলিয়া সংসর্গজ্ঞানকেই কাব্যরচনার হেতু বলিয়া স্বীকার করি।[৪১] অশাব্দ পদার্থের অসংসর্গাগ্রহকে কাব্যরচনার হেতু বলা অপেক্ষা অশাব্দ পদার্থের সংসর্গগ্রহকেই কাব্যরচনার হেতু বলা উচিত। অসংসর্গাগ্রহ অপেক্ষা সংসর্গগ্রহ লঘুশরীর। এজন্য আমাদের মতে লাঘব ও অন্বিতাভিধানবাদীর মতে গৌরব হইবে। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা অপেক্ষা অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার করাই উচিত।

এতদুত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদের মত অভিহিতান্বয়বাদও অসঙ্গত। পদার্থ, অন্বয়বোধের করণ হইতে পারে না। পদার্থ সর্বত্র বিদ্যমানরূপ হয় না; কিন্তু অতীতরূপ বা অনাগতরূপও হইয়া থাকে। অতীত ও অনাগত বস্তু কারণ হইতে পারে না। কারণের কার্য্য-প্রাক্‌কালিকত্ব অপেক্ষিত। যাহা কার্যের প্রাক্‌কালে বিদ্যমান থাকে না, তাহা কারণ হইতে পারে না। এজন্য অতীত ও অনাগত পদার্থ, ইদানীন্তন অন্বয়-প্রতীতির জনক হইতে পারে না। আর যাহা কারণই নহে, তাহা কারণবিশেষ করণ কখনই হইতে পারে না।[৪২] সুতরাং পদার্থকরণক অন্বয়-প্রতীতি অসম্ভব। অভিহিতান্বয়বাদী যে যে স্থলে পদ ব্যতীতই পদার্থজ্ঞান হইতে সংসর্গজ্ঞান হইয়া থাকে দেখাইয়াছেন, আর তাহাতেই পদার্থকরণক অন্বয়-প্রতীতি হয় মনে করিয়াছেন, প্রদর্শিত সেই সমস্ত স্থলেই প্রমাণান্তর দ্বারাই অন্বয়-প্রতীতি হইয়া থাকে বলিয়া পদার্থের অন্বয়বোধকরণত্বই নাই অর্থাৎ পদার্থকরণক অন্বয়বোধ হয় না। কিন্তু প্রমাণান্তরকরণক অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। কবির কাব্যাদি স্থলে উৎপ্রেক্ষাদি সহকৃত

৪১ মম তাবৎ সংসর্গগ্রহ এবাসৌ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৭৯

৪২ ন চৈবং সতি পদার্থা এব করণং,……কারকত্বানুপপত্তৌ তদ্বিশেষস্য করণত্বস্যাযোগাৎ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮১—৮২

মনই তাদৃশ স্থলে অন্বয়ানুভবে করণ এবং পদার্থজ্ঞানই মনের ব্যাপার।[৪৩] সুতরাং কবি-কাব্যাদি স্থলে অন্বয়-প্রতীতি অর্থকরণক নহে। আর ইহাতে এরূপও শঙ্কা করা যায় না যে—কবি-কাব্যাদি স্থলে মনকে যেমন অন্বয়ানুভবে করণ বলা হইয়াছে অর্থাৎ অন্বয়ানুভবের করণ মন যেমন প্রমাণ, এইরূপ উৎপ্রেক্ষাও একটি পৃথক্ প্রমাণ হইবে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—ইন্দ্রিয়, লিঙ্গ প্রভৃতিতে যেমন প্রমাকরণতাবচ্ছেদকরূপ "নির্দ্দোষ ইন্দ্রিয়ত্ব", "সল্লিঙ্গত্ব" প্রভৃতি ধর্ম আছে, এইরূপ উৎপ্রেক্ষাতে প্রমাকরণতাবচ্ছেদকরূপ ধর্ম নাই। উৎপ্রেক্ষাত্ব-ধর্ম প্রমাকরণতাবচ্ছেদকরূপ নহে। সর্বত্র উৎপ্রেক্ষা হইতে অন্বয়-প্রমিতি উৎপন্ন হয় না। উৎপ্রেক্ষাতে এমন কোনও ধর্ম নাই, যে ধর্ম পুরস্কারে উৎপ্রেক্ষা নিয়ত অন্বয়-প্রমিতিরই জনক হইতে পারে। সুতরাং উৎপ্রেক্ষাকে পৃথক্ প্রমাণ বলা যায় না।[৪৪] আর যে অভিহিতান্বয়বাদী পদার্থকরণক অন্বয়-প্রতীতি প্রদর্শনের জন্য "পশ্যতঃ শ্বেতিমারূপং হ্রেষাশব্দঞ্চ শৃণ্বতঃ" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহাও অসঙ্গত। সে স্থলেও পদার্থকরণক অন্বয়-প্রতীতি হয় না। তাদৃশ স্থলে "শ্বেতঃ অশ্বঃ ধাবতি" এইরূপ ধী লিঙ্গজন্যা অনুমিতি।[৪৫] সুতরাং কোনও স্থলেই পদার্থকরণক অন্বয়ধী সিদ্ধ হয় না।

ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ আপত্তি করেন যে—নৈয়ায়িকগণ যে অভিহিতান্বয়বাদ স্বীকার না করিয়া পদকরণক অন্বয়ধী স্বীকার করিয়াছেন, তাহাও ত অসঙ্গত। কারণ অন্বয়প্রতীতির পূর্বক্ষণে,

---

৪৩ ...তথাহি, কাব্যস্থলে পদার্থজ্ঞানব্যাপারকমুৎপ্রেক্ষাদিসহকৃতং মন এবান্বয়ানুভবে করণম্—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮২

৪৪ ন চৈবমুৎপ্রেক্ষায়া মানান্তরত্বং ব্যভিচারজাতীয়তয়া লিঙ্গাদাবিব প্রমাকরণতাবচ্ছেদকরূপাভাবাৎ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮২

৪৫ শ্বেতোঽশ্বো ধাবতীতি ধীশ্চ লিঙ্গজেত্যর্থঃ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮২

পদও বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বিনষ্ট পদে, অন্বয়ধীর করণত্ব থাকিবে কিরূপে? ইহাতে যদি নৈয়ায়িকগণ বলেন যে—পদ অন্বয়-প্রতীতির করণ নহে; কিন্তু পদস্মরণই অন্বয়ধীর করণ। অন্বয়ধীর পূর্বক্ষণে পদ না থাকিলেও পদস্মরণ আছে। সুতরাং পদস্মরণকে অন্বয়ধীর করণ বলিলে কোনও দোষ হয় না। ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে যদি অতীত পদেরও অন্বয়ধীর পূর্বক্ষণে স্মরণ আছে বলিয়া পদস্মরণকে অন্বয়ধীর করণ বলা যায়, তবে অতীতাদি পদার্থেরও অন্বয়ধীর পূর্বক্ষণে স্মরণ আছে বলিয়া পদার্থস্মরণকেই অন্বয়প্রতীতির করণ বলা যাইতে পারে।[৪৬] পদস্মরণকে করণ না বলিয়া পদার্থস্মরণকে অন্বয়প্রতীতির করণ বলিলে দোষ কি? অভিহিতান্বয়বাদিগণ পদার্থস্মরণকেই অন্বয়-প্রতীতির করণ বলিয়া থাকেন।

এতদুত্তরে নৈয়ায়িকগণ বলেন যে—পদার্থস্মরণ ব্যাপার-রহিত বলিয়া তাহা অন্বয়-প্রতীতির করণ হইতে পারে না। ব্যাপারবৎ কারণই করণ হইয়া থাকে। পদার্থস্মরণ করণ হইতে পারে না। পদার্থস্মরণ, পদস্মরণের ব্যাপার। পদজ্ঞান পদার্থস্মরণরূপ ব্যাপার দ্বারা, অন্বয়ানুভবের করণ হইয়া থাকে। পদার্থস্মরণ, পদজ্ঞানের ব্যাপার বলিয়া ব্যাপার দ্বারা ব্যাপারী অন্যথাসিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ এরূপ বলা যায় না যে—পদার্থস্মরণই করণ, পদজ্ঞান অন্যথাসিদ্ধ। ব্যাপার দ্বারা ব্যাপারীর অন্যথাসিদ্ধি হইলে করণমাত্রেরই উচ্ছেদ হইয়া যাইত। ব্যাপার দ্বারা যে কারণ হইয়া থাকে, তাহাকেই করণ বলে। যাহা হউক, পদার্থস্মরণ নির্ব্যাপার বলিয়া তাহা করণ হইতে পারে না। পদজ্ঞান সব্যাপার বলিয়া তাহা অন্বয়ানুভবে করণ হইতে পারে।[৪৭]

৪৬ ননু পদানামপ্যতীতত্বাৎ কথং সংসর্গধীকরণত্বম্? অথ পদস্মরণং করণং, তর্হি পদার্থস্মরণমেব করণমস্ত্বাবশ্যকত্বাৎ···কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮২

৪৭ পদার্থস্মরণস্য নির্ব্যাপারত্বেনাকরণত্বাৎ ······ — কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮২

আরও কথা এই যে—অন্বয়বোধের পূর্বে শব্দের উপস্থিতি ও শব্দজন্য অর্থের উপস্থিতি উভয়ই স্বীকার করিতে হইবে। শব্দের উপস্থিতি ও অর্থের উপস্থিতির পরেই অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। ইহাতে সংশয় হয় এই যে—শব্দ ও অর্থের উপস্থিতির পরে জায়মান অন্বয়-বোধে অন্বয়-জ্ঞানানুকূল শক্তি শব্দ-উপস্থিততে আছে কি অর্থ-উপস্থিতিতে আছে? এইরূপ সংশয়ে শব্দজ্ঞানের প্রাথম্যপ্রযুক্ত শব্দজ্ঞানেই অন্বয়জ্ঞানের কারণত্ব অবধারণ করা হয়। শব্দজ্ঞানের প্রাথম্য ও অর্থ-উপস্থিতির পরভাবিত্ব আছে। সুতরাং প্রথমোপস্থিত শব্দজ্ঞানে কারণত্ব পরিত্যাগ করিবার কোনও হেতু না থাকায় চরমভাবী পদার্থোপস্থিতিতে কারণত্ব কল্পনা করা যায় না।[৪৮] আরও কথা এই যে—"অগ্নিঃ করণম্, ওদনঃ কর্ম্ম, পাকঃ কৃতিঃ ইষ্টসাধনম্" এইরূপে সাতটি পদার্থ উপস্থিত হইলেও "অগ্নিনা ওদনং পচেৎ" এরূপ বাক্যজন্য যাদৃশ বোধ হয়, তাদৃশ বোধ হয় না কেন? প্রমাণান্তর দ্বারা প্রদর্শিত সাতটি পদার্থ ইত উপস্থিত হইয়াছে। যাঁহারা পদার্থকবণক অন্বয়বোধ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে প্রমাণান্তর দ্বারা প্রদর্শিত সাতটি পদার্থের উপস্থিতি হইলে, অবশ্যই "অগ্নিনা ওদনং পচেৎ" এইরূপ অন্বয়বোধ হওয়া উচিত ছিল। পদ দ্বারা প্রদর্শিত সাতটি পদার্থের উপস্থিতি বা প্রকারান্তরে সাতটি পদার্থের উপস্থিতিতে পদার্থ উপস্থিতির কোনও বৈলক্ষণ্য নাই। পদার্থ-উপস্থিতিই যদি অন্বয়বোধের জনক হইত, তবে প্রদর্শিত স্থলেও অন্বয়বোধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ইহা কাহারও হয় না।[৪৯] ইহাতে অভিহিতান্বয়বাদিগণ বলেন যে—প্রকারান্তরে উপস্থিত প্রদর্শিত সাতটি

৪৮ ···শব্দতদর্থয়োরুপস্থিতযোরন্বয়বোধাৎ কুত্রান্বয়জ্ঞানশক্তত্বমিতি সংশয়ে প্রাথম্যাচ্ছব্দানামেব কারণত্বমবধারয়তি—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮৩

৪৯ কিঞ্চাগ্নিঃ করণতৌদনঃ কর্মতা পাকঃ কৃতিরিষ্টসাধনমিতি জ্ঞানেঽপ্যগ্নি-নৌদনং পচেতেত্যত্রেব কুতো নান্বয়বোধঃ, তাবৎপদার্থোপস্থিতেরবিশেষাৎ—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮৩

পদার্থে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়াই অন্বয় বোধ হয় না। তদুত্তরে বক্তব্য এইযে—পদ দ্বারাউপস্থিত হইলেই পদার্থে আকাঙ্ক্ষা থাকে, নতুবা থাকে না ; ইহাতে বুঝা যায় যে—সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ উপস্থিতিতে পদ-বিশেষজন্যত্বই কারণ। পদবিশেষজন্য সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ উপস্থিতি হইতে অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। অন্বয়বোধরূপ কার্য্যে পদবিশেষজন্য সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ উপস্থিতি কারণ। এই কারণ শরীরে "পদবিশেষজন্যত্ব" অংশ বিশেষণ ও "সাকাঙ্ক্ষ পদার্থ উপস্থিতি" বিশেষ্য। "নাগৃহীত-বিশেষণাবুদ্ধির্বিশেষ্যে চোপজায়তে" এই ন্যায় অনুসারে পদবিশেষও অন্বয়বোধে কারণ হইবে। সুতরাং পদবিশেষের অন্বয়বোধে কারণত্ব নিরাকৃত হইতে পারে না।[৫০]

আরও বিশেষ কথা এই যে—"পদ হইতেই এই বিশিষ্ট অর্থটি বুঝিতেছি" ইহাই সকলের অনুভব হইয়া থাকে। এই অনুভব, প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিতও নহে।[৫১] এজন্য পদের বা পদজ্ঞানের করণত্ব, অন্বয়বোধে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অন্বয়বোধ, অর্থকরণক বা অর্থস্মৃতিকরণক নহে ; কিন্তু পদকরণক বা পদজ্ঞানকরণক ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ইহাই নৈয়ায়িকগণের সিদ্ধান্ত। প্রদর্শিত বিচারে উদয়নাচার্য্য অন্বিতাভিধানবাদ অতি সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়া অভিহিতান্বয়বাদীর মত অবলম্বন পূর্বক অন্বিতাভিধানবাদীর মত খণ্ডন করিয়াছেন ও পরে নৈয়ায়িক মত অবলম্বন পূর্বক অভিহিতান্বয়-বাদীর মতও খণ্ডন করিয়াছেন এবং নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারা যায় যে—অন্বিতা-

৫০ তত্র পরস্পরমাকাঙ্ক্ষৈব নেতি চেৎ? তর্হি সাকাঙ্ক্ষপদার্থোপস্থিতৌ পদবিশেষজন্যত্বং তন্ত্রমিতি নাগৃহীতবিশেষণান্যায়াৎ পদবিশেষোঽপ্যন্বয়বোধেঽঙ্গ-মিতি কথং ন তস্য করণত্বম্—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮৩

৫১ পদাদমুমর্থং প্রত্যেমীত্যনুব্যবসায়ে বাধকাভাবাচ্চেতি সঙ্ক্ষেপঃ—

—কু০ অ০ প্র০ পৃ০ ৪৮৩

ভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ ইহার কোনটিই নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। নৈয়ায়িকগণ প্রদর্শিত দুইটি পক্ষ হইতে অতিরিক্ত একটি তৃতীয় পক্ষ স্বীকার করিয়াছেন। তাহা অন্বিতাভিধানবাদও নহে, অভিহিতান্বয়বাদও নহে। অনেকে মনে করেন নৈয়ায়িকগণ অভি-হিতান্বয়বাদী। কিন্তু ইহা তাঁহাদের প্রমাদ মাত্র। ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। বরং নৈয়ায়িকগণকে অনন্বিতাভিধানবাদী বলা যাইতে পারে

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের অভিহিতান্বয় ও অন্বিতাভিধান-বাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ

সম্প্রতি আমরা তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখণ্ড হইতে অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিব। ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে—অন্বিতাভিধানবাদ প্রভাকর-সম্মত ও অভিহিতান্বয়বাদ কুমারিল-সম্মত। নৈয়ায়িকগণ এই দুইটি পক্ষের একটি পক্ষও স্বীকার করেন না। এজন্য কুসুমাঞ্জলি, তত্ত্বচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদ পূর্ব্বপক্ষরূপেই গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু সিদ্ধান্তরূপে নহে। প্রভাকরমিশ্র. শালিকনাথমিশ্র প্রভৃতি প্রাচীন আচার্য্যগণ যেরূপে অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিতেন, তাহা আমরা চিৎসুখাচার্য্যের উক্তি দ্বারা দেখাইয়াছি এবং সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রভাকরমিশ্রের বৃহতী, শালিকনাথমিশ্রের ঋজুবিমলা ও বাক্যার্থমাতৃকা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ প্রদর্শন করিব। বাক্যার্থমাতৃকা গ্রন্থখানি প্রকরণপঞ্জিকারই অন্তর্গত একটি প্রকরণ। পরবর্তী প্রাভাকর আচার্য্য ভবনাথ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "নয়বিবেক" গ্রন্থে যে অন্বিতাভিধানবাদের স্বরূপ দেখাইয়াছেন, তাহার আলোচনাও আমরা প্রদর্শন করিব। নয়বিবেক প্রণেতা ভবনাথ বাঙ্গালার সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসক ভবদেব ভট্টের সমসাময়িক। এজন্য উভয়েই একাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন ইহা ঐতিহাসিকগণ বলেন। চিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রাভাকর সিদ্ধান্ত প্রদর্শন প্রসঙ্গে, যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই নব্য প্রাভাকর আচার্য্যগণের সম্মত। প্রাচীন আচার্য্য সম্মত নহে। চিন্তামণিতে উদ্ধৃত প্রাভাকর সিদ্ধান্তের আলোচনা করিলে ইহা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। অদ্বৈতসিদ্ধির সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার ব্রহ্মানন্দসরস্বতী একথা স্পষ্টভাবে

নির্দেশ করিয়াছেন। পরিচ্ছিন্নত্ব হেতু নিরুক্তিতে ব্রহ্মানন্দ বলিয়াছেন যে—চিন্তামণিকার প্রভৃতি দ্বারা উক্ত নব্য প্রাভাকর মতেই জ্ঞানকে স্ববিষয়ক ও স্বাশ্রয়বিষয়ক বলা হইয়া থাকে। "মণিকারাত্যুক্তনব্য-প্রাভাকরমতে এব হি জ্ঞানং স্বস্ব শ্রয়বিষয়কমুচ্যতে" [১০৫ পৃঃ, লঘুচন্দ্রিকা কুম্ভকোণ সং]।

চিন্তামণিকাব নব্য প্রাভাকবগণের কোন্ কোন্ গ্রন্থ হইতে প্রাভাকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিযাছিলেন, তাহ নির্দ্দেশ করা কঠিন। কাবণ প্রাভাকর সম্প্রদায়ের গ্রন্থবাশি প্রায় বিলুপ্ত। বর্ত্তমান সময়ে প্রভাকরমিশ্র-বিরচিত শাবরভাষ্যেব তর্কপাদের টীকা বৃহতী, শালিকনাথ-মিশ্র-বিরচিত টীকাব বিবরণ, ভবনাথমিশ্র-বিরচিত নয়বিবেক, রামানুজ-বিরচিত তন্ত্ররহস্য মুদ্রিত হইয়াছে এবং শালিকনাথ-বিরচিত প্রকরণ-পঞ্জিকা অনেক দিন পূর্ব্বেই মুদ্রিত হইযাছে। এ সকল গ্রন্থে চিন্তামণিকার প্রদর্শিত প্রাভাকর সিদ্ধান্ত পাওযা যায় না। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন—মীমাংসামহার্ণব এবং শ্রীকব প্রভৃতি আচার্য্য-গণেব বিরচিত গ্রন্থ হইতেই চিন্তামণিকার প্রাভাকর মত সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত গ্রন্থ না দেখিলে স্থিররূপে কোনও কথা বলা যায় না। যাহা হউক, আমরা চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে পূর্ব্ব-পক্ষরূপে গৃহীত উক্ত দুইটি বাদেব স্বরূপ দেখাইব। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে আচার্য্য উদয়ন ঐ দুইটি বাদ সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, চিন্তামণিকার তাহা হইতে অতিরিক্ত বেশী কিছু বলিতে পারেন নাই। এস্থলে চিন্তামণি গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে কুসুমাঞ্জলিরই অনুরূপ। স্থানে স্থানে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেব টীকা-স্বরূপ মাত্র। অনেকে চিন্তামণি গ্রন্থের প্রতি বহুমান প্রদর্শন করেন বলিয়া, আমরা চিন্তামণি গ্রন্থ হইতে এই দুইটি বাদের স্বরূপ দেখাইব। তবে একথা বলা বাহুল্য যে—চিন্তামণি গ্রন্থের আলোচনা করিলে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের আশয় আরও অধিকতর সুস্পষ্ট হইবে।

প্রভাকর-সম্মত অন্বিতাভিধানবাদ দুই ভাগে বিভক্ত ; (১) কার্য্যান্বিত স্বার্থাভিধান ও (২) ইতরান্বিত স্বার্থাভিধান। প্রভাকর মতানুসারী আচার্য্যগণের ইহাই মুখ্য সিদ্ধান্ত ছিল যে - পদমাত্রই কার্য্যান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। ইহাতে অপর বাদিগণ, বহু আপত্তি প্রদর্শন করায় প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণ, পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া, পদ ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে, ইহা স্বীকার করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ পদ, কার্য্যান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক ও ইতরান্বিত স্বার্থের অভিধায়ক এই দুইটি মতই প্রাচীন কাল হইতেই পাওয়া যায়। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে এই অন্বিতাভিধানবাদই দেখান হইয়াছে এবং অদ্বৈত-বেদান্তের সুপ্রসিদ্ধ "বিবরণ" গ্রন্থে ইতরান্বিতাভিধানবাদই সিদ্ধান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং প্রভাকর মতে কার্য্যান্বিত স্বার্থাভিধান ও ইতরান্বিত স্বার্থাভিধান এই দুইটি পক্ষই প্রচলিত ছিল। চিন্তামণিকারও প্রথমতঃ কার্য্যান্বিত স্বার্থাভিধানবাদ খণ্ডন করিয়া পরে ইতরান্বিত স্বার্থাভিধানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন অর্থাৎ কার্য্যান্বিত স্বার্থে পদের শক্তি এবং ইতরান্বিত স্বার্থে পদের শক্তি এই দুইটি সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া ন্যায়মতানুসারে সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে কুমারিল-ভট্ট-সম্মত অভিহিতান্বয়বাদও খণ্ডন করিয়াছেন। চিন্তামণিকার শব্দখণ্ডে প্রভাকর সম্মত অপূর্ব্ববাদ খণ্ডন করিয়া অন্বিতাভিধানবাদের খণ্ডন করিয়াছেন ও তাহার পর জাতিশক্তিবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং এই অন্বিতাভিধানবাদ ও অভিহিতান্বয়বাদের আলোচনা চিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখণ্ডে শক্তিবাদ পরিচ্ছেদের অন্তর্গত।

প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণ মনে করেন যে—বাক্য সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত ;—বিধি-সমভিব্যাহৃত বাক্য ও বিধ্যসমভিব্যাহৃত বাক্য। কার্য্যতাবাচী বিধিলিঙাদি (লোট্, তব্য, অনীয়) সমভিব্যাহৃত বাক্যকে বিধিবাক্য বলা হয় এবং বিধিলিঙাদি অসমভিব্যাহৃত বাক্যকে অর্থবাদবাক্য বলা হয়। বিধিলিঙাদি অসমভিব্যাহৃত বাক্যের বিশিষ্ট

শাব্দানুভবজনকত্ব আছে কিনা ইহাই বিচার্য্য। "ঘটোঽস্তি," "পটোঽস্তি" ইত্যাদি বাক্যের এবং বস্তুস্বরূপ প্রতিপাদনমাত্রে পর্য্যবসিত কাব্য-নাটকাদির এবং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি উপনিষদের, বিশিষ্ট শাব্দানুভবজনকত্ব নাই। যেহেতু উক্ত বাক্যগুলি সিদ্ধার্থক—সিদ্ধ অর্থের প্রতিপাদক। কিন্তু কোনও সাধ্য অর্থের প্রতিপাদক নহে। সাধ্য অর্থের প্রতিপাদক একমাত্র বিধিসমভিব্যাহৃত বাক্য। সিদ্ধার্থক বাক্য প্রমাণ নহে। অর্থাৎ সিদ্ধার্থক বাক্য, বিশিষ্ট শাব্দ অনুভবের জনক নহে। সিদ্ধার্থক বাক্যের ঘটক পদসমূহ হইতে অর্থের স্মৃতি ও স্মৃত পদার্থের অসংসর্গের অগ্রহ মাত্র হইয়া থাকে; কিন্তু সংসর্গের গ্রহ হইতে পারে না। সংসর্গবিষয়ক বোধই বিশিষ্টবিষয়ক বোধ। বিশিষ্টবোধে বিশেষ্য ও বিশেষণের সম্বন্ধ ভাসমান হইয়া থাকে। অসংসর্গের অগ্রহমাত্র হইলে তাহাতে সংসর্গ ভাসমান হয় না। সিদ্ধার্থক বাক্য, পদদ্বারা স্মৃত পদার্থের অসংসর্গাগ্রহমাত্রে পর্য্যবসিত হয়; সংসর্গজ্ঞানের জনক হয় না।[১]

এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—প্রাভাকর সিদ্ধান্তে সিদ্ধার্থক বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি যে পদার্থের স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে, এই পদার্থ-স্মৃতি পদের শক্তি প্রযুক্ত নহে। শুদ্ধ পদার্থে পদের শক্তিই নাই। পদ শক্তি দ্বারা পদার্থের স্মৃতি জন্মায় না। কিন্তু সংসর্গবিষয়ক অনুভব জন্মাইয়া থাকে। অন্বয়ানুভাবকত্বই পদের শক্তি। পদ যে পদার্থের স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে, তাহা শক্তিপ্রযুক্ত নহে। কিন্তু সম্বন্ধিতা-প্রযুক্ত। এক সম্বন্ধী জ্ঞান অপর সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে। ইহা

১ নন্বর্থপদাদীনাং সিদ্ধার্থতয়া ন প্রামাণ্যম্। কার্যান্বিত এব পদানাং শক্ত্যবধারণাৎ—তত্ত্ব° চি°—[কার্যান্বিতশক্তিবাদ] পৃঃ ৪৬০

..."অর্থপদাদীনামিতি পটোঽস্তি ঘটোঽস্তীত্যাদিবাক্যানাং......কিন্তু পদার্থোপস্থিতি — তদসংসর্গা— গ্রহমাত্র—জনকত্বমিতি—মাথুরী—[কার্যান্বিত-শক্তিবাদরহস্ত] পৃঃ ৪৬০

পদ ও পদভিন্ন সর্ব্বসাধারণ। হস্তীর জ্ঞান হস্তিপকের এবং গুরুর জ্ঞান শিষ্যের স্মারক হইয়া থাকে। স্মার্য্যবস্তুর সম্বন্ধী বলিয়াই স্মারক হইয়া থাকে। কিন্তু শক্তি-প্রযুক্ত নহে। এইরূপ পদও সম্বন্ধিতা-প্রযুক্তই পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে। শক্তি দ্বারা পদ পদার্থের স্মৃতির জনক হয় না। কিন্তু পদার্থ সংসর্গবিষয়ক অর্থাৎ ইতর পদার্থান্বিত পদার্থবিষয়ক অনুভবের জনক হইয়া থাকে। পদ অনুভাবক, স্মারক নহে। পদ প্রমাণ, কিন্তু অপ্রমাণ নহে; অনুভাবকই প্রমাণ, কিন্তু স্মারক প্রমাণ নহে। অনুভূতিই প্রমা, কিন্তু স্মৃতি প্রমা নহে। সুতরাং পদ পদার্থসংসর্গবিষয়ক শাব্দবোধেরই জনক হইয়া থাকে। অন্বয়ানুভাবকত্বই পদশক্তি। শক্তি দ্বারা পদ অন্বয়বিষয়ক অর্থাৎ সংসর্গবিষয়ক শাব্দ অনুভবের জনক হইয়া থাকে। এজন্য পদ প্রমাণ। শাব্দানুভব প্রমিতি ও প্রমিতির জনক পদ প্রমাণ। স্মৃতি প্রমিতি নহে। পদ, স্মৃতির জনক হইলে অপ্রমাণ হইয়া পড়িত। প্রভাকর মতে বাক্যও যেমন প্রমাণ, পদও সেইরূপ প্রমাণ। এজন্য পদের অনুভাবকত্বই স্বীকার করিতে হইবে; কিন্তু স্মারকত্ব মাত্র নহে।

যদি কেহ মনে করেন—পদ অযথার্থ অনুভবের জনক হইলেও কি প্রমাণই হইবে? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রভাকর মতে অনুভবমাত্রই প্রমা অর্থাৎ যথার্থ। প্রভাকর মতে ভ্রমজ্ঞান স্বীকারই করা হয় না। সুতরাং অনুভবের জনক পদ অবশ্যই প্রমাণ হইবে। স্মৃতি প্রমা নহে, এজন্য পদ স্মারক হইলে প্রমাণ হইতে পারিত না।

শক্তি দুই প্রকার;—কারক ও জ্ঞাপক। দণ্ড চক্র প্রভৃতিতে ঘটের কারক শক্তি এবং ধূমজ্ঞানে বহ্নির জ্ঞাপক শক্তি আছে। দণ্ড-চক্রাদি ঘটকে উৎপন্ন করে, এজন্য তাহা ঘটের উৎপাদক। উৎপাদককে কারক বলে। কিন্তু দণ্ডাদি ঘটের জ্ঞাপক নহে। জ্ঞানের জনককেই জ্ঞাপক বলা যায়। দণ্ডাদি ঘটের জ্ঞান জন্মায় না; কিন্তু ঘট বস্তুটিকেই জন্মাইয়া থাকে। ধূমজ্ঞান বহ্নিকে জন্মায় না; ধূমজ্ঞান হইতে বহ্নি

উৎপন্ন হয় না ; কিন্তু বহ্নির জ্ঞান জন্মে। ধূমজ্ঞান বহ্নিজ্ঞানের জনক। কিন্তু বহ্নির জনক নহে। এজন্য ধূমজ্ঞানে বহ্নির জ্ঞাপিকা শক্তি আছে ; কিন্তু বহ্নির কারক শক্তি ধূমজ্ঞানে নাই। মীমাংসকগণ কার্য্যানুকুলশক্তিমৎকেই কারণ বলেন। যাহাতে যে কার্য্যের অনুকূল শক্তি নাই, তাহা সেই কার্য্যের কারণ হয় না। ভট্ট, প্রভাকর উভয় মীমাংসকই শক্তি স্বীকার করেন। এই শক্তিকে মীমাংসকগণ অতিরিক্ত পদার্থ বলেন অর্থাৎ বৈশেষিকমতসিদ্ধ দ্রব্য, গুণাদি সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক মতানুসারী বলিয়া তাঁহারা দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থ হইতে অতিরিক্ত শক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। স্বীকার করিলে অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান হয়। এজন্য উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ কারণতাকেই শক্তি বলিয়াছেন। আলঙ্কারিকগণ, “হেতু” নামক একটি অলঙ্কার স্বীকার করিয়াছেন। এই হেতু অলঙ্কার কারকহেতু ও জ্ঞাপক-হেতু ভেদে দ্বিবিধ। যাহাতে যে বস্তুর কারকশক্তি আছে, তাহা কারকহেতু এবং যাহাতে যাহার জ্ঞানজননশক্তি আছে, তাহাকে জ্ঞাপকহেতু বলা হয়। ইহাই মীমাংসকগণের অভিপ্রায়। সুতরাং মীমাংসকমতে কারকহেতু ও জ্ঞাপকহেতুতে শক্তি স্বীকার করিতে হইবে। অশক্ত কারকও হয় না ; জ্ঞাপকও হয় না।

পদার্থে যে পদের শক্তিগ্রহ হয়, এই শক্তিটি কি ? ইহা কি জ্ঞাপক শক্তি ? অথবা কারকশক্তি ? নৈয়ায়িকগণের মতে পদে পদার্থের জ্ঞাপকশক্তি আছে। পদ পদার্থের জ্ঞাপক হইয়া থাকে। ন্যায়মতে পদ পদার্থের স্মারক। গৃহীতশক্তিক পদ হইতে পদার্থের স্মৃতি জন্মে। এজন্য পদার্থজ্ঞাপিকা শক্তি পদে আছে। নৈয়ায়িকগণ এই জ্ঞানকে স্মৃতিই বলেন। হস্তী যেমন হস্তিপকের স্মারক, পদও সেইরূপ পদার্থের স্মারকমাত্র। অপর স্মারক বস্তুর সহিত পদার্থস্মারক পদের মাত্র ইহাই বৈলক্ষণ্য যে অপর স্মারক বস্তু নিয়ত স্মৃতির জনক হয় না।

কিন্তু পদার্থে গৃহীতশক্তিক পদ, পদার্থের নিয়ত স্মারক হইয়া থাকে। কিন্তু প্রভাকরমতে পদে পদার্থস্মারক শক্তি স্বীকার করা হয় না। কিন্তু কারক শক্তি স্বীকার করা হয়। ন্যায়মতে শক্ত পদ যেমন শক্য অর্থের স্মৃতি জন্মাইয়া থাকে, ন্যায়মতে শক্য পদার্থবিষয়ক স্মৃতি-জনকত্বই পদের শক্তত্ব, প্রভাকর মতে এরূপ নহে। প্রভাকরমতে শক্ত পদ, শক্য শব্দানুভবের জনক হইয়া থাকে। অন্বিতবিষয়ক শাব্দানুভব-জনকত্বই পদের শক্তত্ব। পদ কার্য্যান্বিত স্বার্থের অনুভাবক হইয়া থাকে। অর্থাৎ অনুভবের জনক হইয়া থাকে। কিন্তু অনুভবের জ্ঞাপক নহে এবং পদার্থেরও স্মারক নহে। বহ্নি যেমন দাহের জনক, পদও সেইরূপ শাব্দানুভবের জনক। বহ্নিতে যেমন দাহের কারকশক্তি, পদেও সেইরূপ শাব্দানুভবের কারকশক্তি; কিন্তু জ্ঞাপকশক্তি নহে। পদ অনুভবের জ্ঞাপক নহে, অনুভবের কারক। অন্বিতার্থানুভাবকত্বই পদের শক্তত্ব। অনুভাবক বলিয়াই পদ প্রমাণ; কিন্তু স্মারক বলিয়া অপ্রমাণ নহে। ন্যায় মতে পদ স্মারক; পদার্থের স্মৃতির জনক। প্রভাকর মতে তাহা নহে। প্রভাকর মতে পদ অনুভবের কারক। যদিও স্মৃতিকারকত্ব ও অনুভব-কারকত্বরূপে উভয় মতেই পদকে কারক বলা যাইতে পারে, তথাপি ন্যায়মতে পদার্থের সহিত পদের জ্ঞাপ্য-জ্ঞাপকভাবই গৃহীত হয়, স্মার্য্য-স্মারকভাবই গৃহীত হয়; পদার্থের সহিতই পদের সঙ্কেতগ্রহ হয়; পদার্থের সহিত পদের সঙ্কেত গৃহীত হইয়া পদ দ্বারা পদার্থের স্মৃতি হয়; ইহাই নৈয়ায়িকগণের মত।

আর প্রভাকর মতে পদ সাক্ষাৎ অনুভবের জনক; অন্বিতপদার্থের অনুভাবক। গৃহীতসঙ্কেত পদ হইতে অন্বিত পদার্থবিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। গৃহীত সঙ্কেত শ্রুত পদ, অন্বিতার্থবিষয়ক অনুভবের করণ। এজন্যই পদ প্রমাণ। নৈয়ায়িকের মতে পদ প্রমাণ নহে। আমরা চিৎসুখাচার্য্য প্রদর্শিত যুক্তির আলোচনাতে স্পষ্টভাবে অন্বিতাভিধানবাদী প্রাভাকর আচার্য্যগণের অভিপ্রায় প্রদর্শন প্রসঙ্গে

দেখাইয়াছি—পদে যে অনুভবজননানুকূল শক্তি আছে, তদ্দ্বারাই পদ শক্তিমৎ হইয়া থাকে। পদ যে শুদ্ধ পদার্থেরও স্মারক হয়, তাহার জন্য পদে কোনও বিশেষ শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। স্মারক হয় বলিয়া পদ শক্ত নহে। সম্বন্ধী মাত্রই অপর সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে। হস্তী যে হস্তিপকের স্মারক হয়, পুত্র যে পিতার স্মারক হয়, তদ্দ্বারা হস্তী হস্তিপক শক্ত, পুত্র পিতৃশক্ত এরূপ ব্যবহার হয় না। নৈয়ায়িকগণ যে—স্মারককেই শক্ত বলিয়াছেন, ইহা প্রভাকর স্বীকার করেন না। পদ পদার্থের স্মারক হয় বলিয়া যদি শক্ত হয়, তবে হস্তীও হস্তিপকের স্মারক হয় বলিয়া শক্ত হইবে না কেন? নৈয়ায়িকের মতে ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি, সম্মাত্রবিষয়িণী। হস্তী হইতে যখন হস্তিপকের স্মৃতি হয়, তখন হস্তী হইতে হস্তিপকের স্মৃতি হউক এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাও আছে। এইরূপ পদার্থ হইতেও পদের স্মৃতি হয়; গৃহীতসঙ্কেত পুরুষের পদার্থদর্শনজন্য নিয়তভাবে পদের স্মৃতি হইয়া থাকে বলিয়া পদার্থও শক্ত হইবে না কেন? এজন্য পদ শুদ্ধ পদার্থের স্মারক হয় বলিয়া পদকে পদার্থশক্ত বলা যায় না। সম্বন্ধী রূপেই পদ ইতর সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে। একথা চিৎসুখাচার্য্যের মতের আলোচনা প্রসঙ্গে দেখান হইয়াছে। সুতরাং প্রভাকর মত প্রদর্শন-প্রসঙ্গে নৈয়ায়িক-গণ যে বলিয়াছেন—প্রভাকরমতে জাতিতেই পদের স্মারক শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা সঙ্গত নহে। "[জাতাবেব ঘটাদিপদানাং স্মারকশক্ত্যভ্যু-পগমাৎ"—মাথুরী ৪৬১ পৃঃ শব্দমণি।] স্মারক শক্তি নৈয়ায়িকগণই স্বীকার করিয়া থাকেন। অর্থে পদের সঙ্কেতরূপ শক্তি—স্মারকশক্তি[২]। এক সম্বন্ধীর জ্ঞান যে অপর সম্বন্ধীর স্মারক হয়, তাহাতে সঙ্কেতরূপ শক্তির আবশ্যকতা নাই। সাহচর্য্যজ্ঞান প্রযুক্তই এক সম্বন্ধী অপর সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে। প্রভাকরমতে ঘটপদের জ্ঞান কার্য্যত্বান্বিত

২ …শক্তির্দ্বিবিধা একা কারণতারূপা, অন্যা পদসঙ্কেতরূপা ইয়মেব স্মারিকা শক্তিরিতি গীয়তে—মাথুরী [কার্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃঃ ৪৬০-৬১

ঘট-শাব্দবুদ্ধির প্রতি জনক হইয়া থাকে। কার্য্যত্বান্বিত ঘট শাব্দবুদ্ধি জন্য ও ঘটপদজ্ঞান জনক। বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা এই জন্য-জনকভাবের অবধারণ হইয়া থাকে। সুতরাং প্রভাকরমতে যে পদশক্তি বিচার করা হইয়াছে, তাহা অনুভাবক শক্তিরই বিচার করা হইয়াছে। কিন্তু স্মারক শক্তির বিচার করা হয় নাই। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত পদার্থেই পদের অনুভাবকশক্তি অবধৃত হইয়া থাকে।

যদি বলা যায়—ঘটাদি পদজ্ঞান কার্য্যত্বান্বিত ঘটাদি শাব্দবুদ্ধির জনক নহে। কিন্তু কার্য্যত্বাবচ্ছেদক ধর্ম্মের লাঘবপ্রযুক্ত কেবল ঘটাদি শাব্দবুদ্ধিরই জনক হইবে। কার্য্যত্বান্বিত ঘটাদি শাব্দবুদ্ধিত্ব অপেক্ষা ঘটাদি শাব্দবুদ্ধিত্ব লঘুভূত ধর্ম্ম[৩]। এতদুত্তরে কার্য্যত্বান্বিতবাদী বলেন যে—বৃদ্ধব্যবহারাধীন সমস্ত পুরুষের প্রথম ব্যুৎপত্তি এইরূপই হইয়া থাকে যে—পদ, কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনক। পদত্ব কারণতাবচ্ছেদক ও কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিত্ব কার্য্যতাবচ্ছেদক। সুতরাং পদমাত্রই কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনক হয় ইহাই বৃদ্ধব্যবহারদ্বারা আদ্য-ব্যুৎপত্তিতে নিশ্চিত হইয়া থাকে। যাঁহারা পদকে স্মারক বলেন, তাঁহারা পদে, সঙ্কেতরূপ স্মারিকা শক্তির অবধারণই বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাভাকর মতে বৃদ্ধব্যবহারদ্বারা কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনকত্বই পদসামান্যে গৃহীত হইয়া থাকে। বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তি হইবার পরে অর্থাৎ সামান্যভাবে কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইবার পরে, বিশেষভাবে ঘটাদি পদে, কার্য্যত্বান্বিত ঘটাদি শাব্দবুদ্ধির জনকতা গৃহীত হইয়া থাকে। বিশেষভাবে তৎ তৎ পদের শাব্দবুদ্ধিজনকতা, পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিজনকতার অবধারণ পূর্ব্বক হইয়া থাকে। সামান্য-ভাবে কার্য্যকারণভাবগ্রহের পরে, বিশেষভাবে কার্য্যকারণভাবগ্রহ

---

৩ ...ননু ঘটপদাদিজ্ঞানস্য কার্য্যত্বান্বিতঘটাদিশাব্দবুদ্ধিত্বং ন কার্য্যতা-বচ্ছেদকমপি তু লাঘবাদ্ ঘটাদিশাব্দবুদ্ধিত্বমিতি—মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদ-রহস্য] পৃ০ ৪৬৩

হয়। যাহার আদ্য-ব্যুৎপত্তি হয় নাই, তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও হইতে পারে না। উপায়ান্তর দ্বারা গো, ঘটাদি পদবিশেষের ব্যুৎপত্তি বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তির অধীন[৪]। উপায়ান্তর দ্বারা পদবিশেষের ব্যুৎপত্তি ইহাতে "উপায়ান্তর" কথার অর্থ রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে—প্রসিদ্ধার্থক পদ-সামানাধিকরণ্য, বাক্যশেষ, ব্যাকরণ, কোষ, আপ্তোপদেশ, উপমানাদি[৫]। "শক্তিগ্রহং" ইত্যাদি কারিকা লক্ষ্য করিয়াই রুচিদত্ত এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু মথুরানাথ তাহা করেন নাই। তিনি "উপায়ান্তর" পদের অর্থ—বিশেষতঃ ঘটাদি পদের ঘটাদি-শাব্দবুদ্ধি-জনকতা-গ্রাহক বলিয়াছেন।[৬] বিশেষতঃ ঘটাদি পদের ঘটাদি-শাব্দবুদ্ধি-জনকতা-গ্রাহক বাক্যকেই উপায়ান্তর বলিয়াছেন। সামান্যতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহে কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিই কার্য্য বলিয়া বিশেষতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহেও কার্য্যত্বান্বিত ঘটাদি শাব্দবুদ্ধিই কার্য্য হইয়া থাকে।

ইহাতে জিজ্ঞাসা এই যে—বৃদ্ধব্যবহারাধীন বালকের প্রথমতঃ পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিজনকত্বগ্রহ হইল কিরূপে? এতদুত্তরে কার্য্যত্বান্বিতবাদী বলেন যে—প্রযোজক বৃদ্ধের "ঘটমানয়" এইরূপ বাক্যোচ্চারণের অনন্তর প্রযোজ্য বৃদ্ধের ঘটানয়নাদিবিষয়ক প্রবৃত্তি [আত্মগত ধর্ম্ম] উপলব্ধি করিয়া [অনুমিতি করিয়া] সমীপস্থ অব্যুৎপন্ন বালক, সামান্য ভাবে "বুদ্ধিমান্ মাত্রের ব্যবহার সপ্রয়োজন হইয়া থাকে বলিয়া বুদ্ধিমানের বাক্যোচ্চারণরূপ ব্যবহারও সপ্রয়োজন"

৪ কার্য্যান্বিত এব পদানাং শক্ত্যবধারণাৎ বৃদ্ধব্যবহারাদেব সর্বেষামাদ্যা ব্যুৎপত্তিঃ উপায়ান্তরস্য শব্দব্যুৎপত্ত্যধীনত্বাৎ—তত্ত্ব° চি°, পৃ° ৪৬২-৬৩

৫ উপায়ান্তরস্যেতি প্রসিদ্ধার্থপদসামানাধিকরণ্যবাক্যশেষ—ব্যাকরণ-কোষাপ্তোপদেশোপমানাদেরিত্যর্থঃ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬৩ [পাদটীকা দ্রষ্টব্য]

৬ উপায়ান্তরস্যেতি বিশেষতো ঘটাদিপদানাং ঘটাদিশাব্দবুদ্ধিজনকতাগ্রাহকস্যেত্যর্থঃ-মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃ° ৪৬৩

এইরূপ বাক্যোচ্চারণের প্রয়োজনবত্তা অনুমান করিয়া বালক প্রয়োজনবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করে। তাহাতে বালক ইহাই জানিতে পারে যে প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি, প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণান্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়ী অর্থাৎ প্রযোজক বৃদ্ধ বাক্যোচ্চারণ করিলেই প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হয়; প্রযোজক বৃদ্ধ বাক্যোচ্চারণ না করিলে প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হয় না, এইরূপে প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তিতে প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের অন্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়িত্ব গৃহীত হয়। এবং প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের অনন্তর উপস্থিত আছে বলিয়া উপস্থিত প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি, প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের প্রয়োজনবিশেষ। প্রযোজক বৃদ্ধ দ্বারা উচ্চারিত বাক্যের প্রয়োজনবিশেষ প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি। এই প্রয়োজন-সিদ্ধির অনুকূল কোনও কিছু, অবশ্যই উচ্চারিত শব্দ করিয়া থাকে। যদি উচ্চারিত শব্দ, প্রবৃত্তির অনুকূল কিছুই না করিত, তবে প্রবৃত্তি, শব্দোচ্চারণের প্রয়োজন হইতে পারিত না। যে যাহার জন্য কিছুই করে না, সে তাহার প্রয়োজনও হইতে পারে না। তাহা হইতে পারিলে সমস্তই সমস্তের প্রয়োজন হইতে পারিত। এজন্য প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তিরূপ প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য, প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণ, অবশ্যই কিছু করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ বালক কল্পনা [অনুমান] করে। প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তির অনুকূল প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্য, প্রযোজ্য বৃদ্ধের অবশ্যই কার্য্যতাজ্ঞান জন্মাইয়াছে এইরূপ বালক কল্পনা করে। বালক নিজের স্তন্যপানাদি প্রবৃত্তিতে, স্তন্যপানাদির কার্য্যতাজ্ঞানকেই হেতু বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছে। বালকের যাহাতে কার্য্যতাজ্ঞান নাই, তাহাতে বালক প্রবৃত্ত হয় না।[৭] বালক

৭ …তথা হি প্রযোজকবাক্যোচ্চারণানন্তরং প্রযোজ্যপ্রবৃত্তিমুপলভমানো বালঃ প্রেক্ষাবদ্বাক্যোচ্চারণস্য প্রযোজনজিজ্ঞাসায়াং তদন্বয়-ব্যতিরেকানুবিধায়িত্বাদু-পস্থিতত্বাচ্চ প্রযোজ্যবৃদ্ধপ্রবৃত্তিমেব প্রয়োজনমবধারয়তি। ন চাকিঞ্চিৎকুর্বতস্তাদর্থ্যং

নিজের প্রবৃত্তিতে কার্য্যতাজ্ঞান ভিন্ন অন্য কাহাকেও কারণ বলিয়া অবধারণ করে নাই।[৮]

সম্ভবতীতি তজ্জন্যং প্রবৃত্ত্যনুকূলং কার্য্যতাজ্ঞানমেব কল্পয়তি, স্বপ্রবৃত্তৌ চ তেন কার্য্যতাজ্ঞানস্য হেতুত্বাবধারণাৎ, নান্যৎ প্রবৃত্তেঃ কার্য্যতাজ্ঞানাবরুদ্ধত্বাৎ,—তত্ত্বং চি° পৃ° ৪৬৩—৬৪

৮ এ স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—সমস্ত প্রামাণিকগণের ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে প্রবৃত্তির জনক ইচ্ছা। ইহাকে চিকীর্ষা বলে। কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক ইচ্ছাই চিকীর্ষা এবং চিকীর্ষার জনক জ্ঞান। জ্ঞান না থাকিলে চিকীর্ষা হইতে পারে না। চিকীর্ষা না থাকিলে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। আর এই কথাই উদয়নাচার্য্য, কুসুমাঞ্জলির পঞ্চম স্তবকে বলিয়াছেন যে—"প্রবৃত্তিঃ কৃতিরেবাত্র সা চেচ্ছাতো যতশ্চ সা। তজ্‌জ্ঞানং বিষয়স্তস্য বিধিস্তজ্‌জ্ঞাপকোঽথবা॥" [আপ্তাভিপ্রায়ো বিধ্যর্থঃ] এই কারিকা দ্বারা উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে—প্রবৃত্তির জনক ইচ্ছা, ইচ্ছার জনক জ্ঞান। এই জ্ঞানের বিষয় কি? এই জ্ঞানের তাহাই বিষয় হইবে—যদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হইলেই সেই জ্ঞান হইতে চিকীর্ষা দ্বারা প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইতে পারে। এই জ্ঞানের বিষয় ইষ্টসাধনত্ব। ইহাই সুপ্রাচীন তার্কিকগণের সিদ্ধান্ত। আচার্য্য উদয়ন, ইষ্টসাধনত্বের জ্ঞাপক আপ্তাভিপ্রায়কেই তাদৃশ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আর তাহাই বিধিপ্রত্যয়ের [তব্য, অনীয় প্রভৃতির] অর্থ ইহাও বলিয়াছেন। কিন্তু উদয়নাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এইরূপ বলিলেও প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় কে হইবে, ইহা লইয়া শাস্ত্রে বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। কুমারিলভট্ট বিধিপ্রত্যয়ের ব্যাপার শব্দভাবনাকেই প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। কেহ শব্দকেই প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। কেহ বা ব্যাপারকেই প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। আচার্য্য উদয়ন পুরুষাভিপ্রায়কে প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। কেহ বা ইষ্টসাধনতাকেই প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। প্রভাকর কর্ত্তব্যতাকেই প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন। এই কর্ত্তব্যতাই কার্য্যতা। "কর্ত্তব্যমিতি প্রতিপত্তেঃ প্রবৃত্তিঃ" [বিধিবিবেক, ২৪৪ পৃঃ] প্রভাকর কেন কর্ত্তব্যতাজ্ঞানকে প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় বলিয়াছেন, ইষ্টসাধনতা কেন প্রবর্ত্তক জ্ঞানের বিষয় নহে, তাহা আমরা অন্য প্রবন্ধে আলোচনা করিব। আর ইষ্টসাধনতা যে কর্ত্তব্যতা

বালক প্রবৃত্তিমাত্রই, কার্য্যতাজ্ঞানমাত্র-জন্য বলিয়া অবধারণ করিয়াছে। বালকের স্তন্যপানাদিবিষয়িণী প্রবৃত্তি, কার্য্যতাজ্ঞানমাত্র জন্য ইহাই তাহার পূর্বে অবধারণ হইয়াছে। প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যোচ্চারণের পরে, প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই প্রবৃত্তি প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানজন্য। কিন্তু এরূপ বলা যায় না যে প্রযোজক বৃদ্ধের উচ্চারিত শব্দই প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞান উৎপাদন দ্বারা প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে, প্রযোজক বৃদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দ প্রযোজ্যবৃদ্ধ কর্তৃক শ্রুত হইয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞান উৎপাদন দ্বারা প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু হইয়া থাকে— এইরূপই বালক অবধারণ করিতে পারিবে এরূপ বলা যায় না। কারণ সর্বথা অব্যুৎপন্ন বালক, স্বীয় প্রবৃত্তিতে এপর্য্যন্ত বাক্য জ্ঞানের, কার্য্যতাজ্ঞানজনকত্ব অবধারণ করিতে পারে নাই। বালক সর্বথা অগৃহীতসঙ্কেত বলিয়া, শব্দ যে প্রবৃত্তির হেতু হয়, ইহা সে এপর্য্যন্ত জানিতেই পারে নাই। সুতরাং প্রযোজক বৃদ্ধের উচ্চারিত শব্দ. প্রযোজ্য বৃদ্ধের প্রবৃত্তির হেতু হইবে ইহা বালক কল্পনা করিতে পারে না। বাক্যের প্রবৃত্তি জনকতা, অগৃহীত সঙ্কেত বালকের সর্বথা অপরিজ্ঞাত। এপর্য্যন্ত বালকের শাব্দবোধাত্মক কার্য্যতাজ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হয় নাই। সুতরাং বালক শাব্দবোধাত্মক কার্য্যতাজ্ঞানে, প্রবৃত্তিজনকতা গ্রহণই করিতে পারে না। যদিও শাব্দবোধাত্মক কার্য্যতাজ্ঞানে প্রবৃত্তিজনকতা বালক জানিতে পারে না, তথাপি কার্য্যতাজ্ঞান যে শব্দজন্য হইয়া থাকে—শব্দও যে কার্য্যতাজ্ঞানের হেতু হয়, ইহা বালক অবধারণ করিতে পারে। যদিও এপর্য্যন্ত বালকের বাক্যাত্মক শব্দ হইতে, বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, তথাপি জ্ঞান যে—প্রত্যক্ষাদি

নহে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া দেখাইব। মহা-বৈয়াকরণ ভগবান্ ভর্ত্তৃহরি এই কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি সম্বন্ধে একটি অপূর্ব্ব আলোচনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আমার "প্রতিভা" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

[ইন্দ্রিয়াদি] নানা উপায়সাধ্য হয়, ইহা বালক জানিতে পারিয়াছে। বালকের প্রত্যক্ষপ্রমাণজন্য জ্ঞান, অনুমানপ্রমাণজন্য জ্ঞান, শব্দ-সঙ্কেতগ্রহের পূর্বেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য জ্ঞান প্রত্যক্ষাদি নানা উপায়সাধ্য হয় ইহা বালকের নিশ্চয় আছে। জ্ঞান নানা উপায়-সাধ্য বলিয়া, প্রযোজক বৃদ্ধের উচ্চারিত বাক্যরূপ শব্দও প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানের হেতু হইতে পারিবে ইহা বালক অবধারণ করে। আর এইরূপ অবধারণ করিয়া বালক প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানে, প্রযোজক বৃদ্ধের শব্দের শক্তির অর্থাৎ শব্দে কার্য্যতাজ্ঞানের হেতুতার কল্পনা করিয়া থাকে। প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানের হেতু, উপস্থিত প্রযোজক বৃদ্ধ-বাক্যই বটে। অনুপস্থিত কারণান্তর কল্পনা করা অপেক্ষা উপস্থিত প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যকেই প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যতাজ্ঞানের হেতু বলিয়া কল্পনা করা লঘু। বালক সামান্যভাবে বাক্যে কার্য্যতাজ্ঞানের হেতুতা কল্পনা করিয়া অর্থাৎ বাক্যের সহিত কার্য্যতাজ্ঞানের সামান্য কার্য্যকারণভাব কল্পনা করিয়া পরে, বাক্যের অন্তর্গত পদের আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারা ক্রিয়া-কারকাদি বিশেষ পদের কার্য্যান্বিত তৎ তৎ বিশেষ অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিতে কারণতা কল্পনা করিয়া থাকে। সামান্যভাবে কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইবার পরে বিশেষভাবে কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়।[৯]

প্রাভাকর মতে পদের শক্তিনিশ্চয় পদের শাব্দবুদ্ধির কারণ-তাবধারণ। পদের সহিত কার্য্যত্বান্বিতবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির কার্য্যকারণভাব, সামান্যতঃ গৃহীত হইবার পরে ক্রিয়া-কারকাদি বিশেষ পদের কার্য্যত্বান্বিত

৯ …ন চৈবং শব্দস্য জ্ঞানদ্বারা প্রবৃত্তিহেতুত্বং, স্বপ্রবৃত্তৌ বালেন শব্দাহিত-বিশেষস্য কার্য্যতাজ্ঞানস্য হেতুত্বেনানবধারণাৎ। 'জ্ঞানে চ প্রত্যক্ষাদিনানোপায়কত্ব-দর্শনাৎ শব্দোঽপি কার্য্যতাজ্ঞানহেতুরিত্যবধার্য্য তত্রৈব শক্তিং কল্পয়তি উপস্থিতত্বাৎ পশ্চাদাবাপোদ্ধারেণ ক্রিয়াকারকপদানাং কার্য্যান্বিততত্তদর্থেষু শক্তিং গৃহ্লাতি প্রথমগৃহীতসামান্যশক্ত্যনুরোধাৎ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬৪—৬৬

তৎ তৎ অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনকতা গৃহীত হইয়া থাকে। সামান্য কার্য্যকারণভাবে কার্য্যত্বান্বিতত্বের প্রবেশ আছে বলিয়া বিশেষ কার্য্যকারণভাবেও কার্য্যত্বান্বিতত্বের প্রবেশ থাকে। কিন্তু কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত বিশেষবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনকতা কোনও বিশেষ পদে গৃহীত হইতে পারে না। বালকের প্রথম গৃহীত, সামান্য কার্য্যকারণভাবের অনুরোধে, বিশেষ কার্য্যকারণভাব গ্রহেও কার্য্যত্বান্বিতত্বের প্রবেশ থাকিবে। প্রথম কার্য্যকারণভাবগ্রহে, পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকতা গৃহীত হইয়াছে, এজন্য ক্রিয়া কারকাদি পদ বিশেষেও কার্য্যত্বান্বিত তৎ তৎ অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকতা গৃহীত হইবে। আর ইহাই বিশেষ কার্য্যকারণভাব। পদবিশেষের সহিত বিশেষবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকতার অবধারণই বিশেষ কার্য্যকারণভাব অবধারণ।

যদি বলা যায়—বালকের যে প্রথম কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইয়া থাকে, তাহাতে কার্য্যত্বান্বিতত্ব অংশের প্রবেশের আবশ্যকতা কি? যদিও বালকের বৃদ্ধব্যবহারদর্শনজন্য কার্য্যত্বান্বিতত্ববুদ্ধি অনুমিত হইয়াছে, তথাপি সামান্য কার্য্যকারণভাবে অর্থাৎ পদসামান্যে অন্বিত মাত্রবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকতা স্বীকার করাই উচিত। পদ মাত্রই অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হইয়া থাকে। কার্য্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্তই পদ হইতে আকাঙ্ক্ষাদিবিশেষ বশতঃ কার্য্যত্বান্বিতবিষয়ক শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারিবে। অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক পদই কার্য্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হইবে। সুতরাং পদমাত্রের কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনকতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? অন্বিতার্থ-মাত্র বিষয়ক শাব্দবুদ্ধিত্ব অপেক্ষা কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিত্ব গুরু ধর্ম্ম বলিয়া তাহা কোনও মতে কার্য্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না।[১০]

১০ স্যাদেতৎ, যদ্যপি বৃদ্ধব্যবহারাদৌ কার্যান্বিতধীরনুমিতা তথাপ্যন্বিত-মাত্রশক্ত্যৈব কার্য্যতাবাচকপদ সমভিব্যাহারাদাকাঙ্ক্ষাদিমহিম্না কার্য্যান্বিতধী-সম্ভাবাৎ ন কার্য্যাংশেঽপি শক্তিঃ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬৬—৬৭

যদি বলা যায়—প্রামাণিক গৌরবত দোষ নহে। প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান কার্য্যত্বান্বিত অর্থ বিষয়ক না হইলে প্রবৃত্তির জনকই হইতে পারিবে না। সুতরাং প্রামাণিক গৌরব সকলেরই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রবর্ত্তক জ্ঞান কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়কই বটে, কিন্তু এজন্য সমস্ত পদে কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থবিষয়ক-জ্ঞান-জনকতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। তাদৃশ জনকতা স্বীকার না করিলেও, পদ-জন্য শাব্দবুদ্ধিতে কার্য্যত্বাংশের ভান হইতে পারিবে। শাব্দবুদ্ধিতে কার্য্যত্বাংশের ভান, প্রকারান্তর লভ্য। যাহার প্রকারান্তরে লাভ হইতে পারে, তাহার জন্য শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহা প্রকারান্তরে লব্ধ হইতে পারে না, তাহাই পদশক্য। কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনকতা পদে স্বীকার না করিলেও পদ কার্য্যতাবাচক পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইতে পারিবে। পদ কার্য্যতাবাচী পদের সহিত আকাঙ্ক্ষাবিশেষ বশতঃই কার্য্যত্বান্বিত অর্থ-বিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হইতে পারিবে। সুতরাং যাদৃশ শাব্দবুদ্ধি আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞান সহকারে সম্পন্ন হইতে পারে, তাদৃশ শাব্দবুদ্ধির কারণতা পদসামান্যে স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবোধজনকতা, পদে স্বীকার না করিলেও আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞান সহকারে পদ, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হইতে পারিবে। সুতরাং তাদৃশ শাব্দবুদ্ধি, অন্য [আকাঙ্ক্ষা] লভ্য বলিয়া অর্থাৎ পদের শক্তি স্বীকার না করিলেও লব্ধ হইতে পারে বলিয়া, কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব পদে স্বীকার করা যায় না। মনে রাখিতে হইবে—প্রভাকর মতে শাব্দবুদ্ধিজনকত্বই পদের শক্তি। পদের শক্তি স্বীকার করার অর্থই—শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব স্বীকার করা। যদি প্রাভাকরগণ এরূপ বলেন যে "প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্য জন্য জ্ঞানের প্রবর্ত্তকত্বই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে, যদি ঐ জ্ঞান কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক না হয়"—প্রাভাকরগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। এইরূপ অর্থাপত্তি দ্বারা

পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব, পদের স্বীকার না করিলেও কার্য্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, কার্য্যবাচি-পদ-সাকাঙ্ক্ষ পদ হইতে, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনকত্ব সিদ্ধ হইবে। সুতরাং অন্যথা উপপত্তি হয় বলিয়া অন্যথা অনুপপত্তিরূপ অর্থাপত্তির সম্ভাবনা নাই।[১১]

যদি বলা যায়—শাব্দবুদ্ধির প্রতি আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞানের পৃথক্ কারণত্ব কল্পনা করাই গৌরব দোষ হইবে। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকতা, পদের স্বীকার করিলেও আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞানাদির কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা উভয় পক্ষেরই অবশ্য স্বীকার্য, তাহাতে অন্যতর পক্ষে গৌরব-দোষের উদ্ভাবন করা যায় না। আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞানাদি না থাকিলে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিও কখনই হইতে পারিবে না। সুতরাং শাব্দবুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞানাদির পৃথক্ কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞানাদি থাকিলে, কার্যত্বান্বিত জ্ঞানের অভাবপ্রযুক্ত শাব্দবুদ্ধির অভাব কোনও স্থলেই হয় না।[১২] সুতরাং শাব্দবুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষাদি-জ্ঞানের পৃথক্ কারণতা উভয় মতে স্বীকার্য্য। প্রকারান্তরলভ্য অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিতেও যদি পদের কারণতা স্বীকার করা যায়, তবে জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকমতে, ব্যক্তিতেও শক্তি স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িবে। ব্যক্তি প্রকারান্তরলভ্য বলিয়াই মীমাংসকগণ ব্যক্তিতে

১১ …পরম্পরয়াপি শব্দস্য কার্য্যান্বিতজ্ঞানানুকূলত্বাদর্থাপত্তৌ অন্যথোপপত্তিরপি—তত্ত্ব০ চি০, পৃ০ ৪৬৭

…নন্ন প্রামাণিকং গৌরবং ন দোষায়েত্যত আহ, পরম্পরয়েত্যতি। মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃ০ ৪৬৭

১২ অবশ্যাপ্তাকাঙ্ক্ষাদেঃ কারণত্বং কার্য্যাংশে শক্তাবপি তদ্ব্যতিরেকাদন্বিতাভিধানব্যতিরেকনিয়মাৎ—তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৬৭—৬৮

শক্তি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু জাতিশক্ত পদ হইতে ব্যক্তির উপস্থিতি হয় না—এরূপ কেহই বলিতে পারেন না। জাতিশক্ত পদ হইতেই, ব্যক্তির প্রকারান্তরে উপস্থিতি হয় বলিয়া প্রাভাকরগণ ব্যক্তির স্মারিকা শক্তি পদে স্বীকার করেন নাই। অন্যলভ্য বিষয়েও যদি পদের শক্তি স্বীকার করিতে হয়, তবে জাতিশক্ত পদেরও ব্যক্তিতে স্মারিকা শক্তি স্বীকারের আপত্তি হইয়া পড়িবে।[১৩]

যদি বলা যায়—জাতিশক্তি জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিবিষয়ক সংস্কার হইতেই, ব্যক্তির উপস্থিতি অর্থাৎ স্মৃতি হইতে পারে বলিয়া জাতিশক্ত পদের, ব্যক্তিতে স্মারিকা শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। ইহাতে বক্তব্য এই যে—তবে অন্বিতার্থশক্তপদ, কার্য্যতাবাচক পদ-সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, কার্য্যান্বিত স্বার্থবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইতে পারিবে। পদসামান্যে কার্য্যত্বাংশের অনুভাবক শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কার্য্যত্ববাচক পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই, পদ কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবোধের জনক হইতে পারিবে। পদসামান্যে আর কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। কার্য্যত্বাংশের অন্বয়, প্রকারান্তরেই লব্ধ হইয়া থাকে। এজন্য তদংশে, পদশক্তির আবশ্যকতা নাই।[১৪]

ইহাতে প্রাভাকরগণ আপত্তি করেন যে—পদ-সামান্যেই কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকশক্তি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বৃদ্ধ-ব্যবহারে ইহাই গৃহীত হইয়াছে যে—কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক বোধ হইতেই প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তি হইয়াছে। কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক বোধ না হইলে, প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। সুতরাং প্রযোজ্য-

১৩ সতি চাকাঙ্ক্ষাদৌ কার্য্যব্যতিরেকদর্শনাদন্বিতাভিধানব্যতিরেকো ন কাপ্যস্তি…তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬৮

১৪ …সংস্কারাদেব ব্যক্তিলাভদর্শনান্ন তথেতি যদি তদা কার্য্যবাচক-পদাদেব কার্য্যান্বিতলাভ ইতি কিং শক্ত্যা—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬৮

বৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনক, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক বোধ, প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। সুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত শব্দে, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভবের জনকতারূপ শক্তি অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে।[১৫]

ইহাতে আপত্তি এই যে—বৃদ্ধব্যবহারানুসারে কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদী যদি পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভবের জনকতারূপ শক্তি কল্পনা করেন, তবে অন্বিতাভিধানবাদীর মতে অপসিদ্ধান্তের আপত্তি হইয়া পড়িবে। কারণ বৃদ্ধব্যবহারে ইহাও দৃষ্ট হইয়া থাকে যে—শব্দোপস্থাপিত অর্থের সহিতই অন্বয়বোধ হইয়া থাকে বলিয়া শব্দজন্য পদার্থোপস্থিতিই অন্বয়বোধের হেতু। আর তাহাতে "দ্বারং" এই মাত্র শব্দ প্রয়োগ করিলে অর্থাৎ "পিধেহি" পদের উচ্চারণ না করিয়া কেবল "দ্বারং" এইমাত্র বলিলে "পিধেহি" শব্দেরই অধ্যাহার করা উচিত। কারণ বৃদ্ধব্যবহারে ইহাই দেখা গিয়াছে যে—পদজন্য উপস্থিত পদার্থের সহিতই অন্বয়বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং "পিধেহি" শব্দজন্য "পিধান" অর্থের উপস্থিতি না হইলে কেবল "দ্বারং" এই শব্দজন্য দ্বারকর্ম্মত্বের উপস্থিতি হইলেও দ্বার-কর্ম্মক পিধানের ইষ্টসাধনত্ববোধ হইতে পারিবে না। অথচ অন্বিতাভিধানবাদিগণ অসম্পূর্ণ বাক্যে, পদাধ্যাহার না করিয়া সাক্ষাৎ পদার্থমাত্রের অধ্যাহার করিয়াই অন্বয়বোধ সম্পাদন করিয়া থাকেন।[১৬] অসম্পূর্ণবাক্যস্থলে আকাঙ্ক্ষিত পদার্থের অধ্যাহারই তাঁহাদের সিদ্ধান্ত।[১৭] কিন্তু বৃদ্ধব্যবহারানুসারে তাঁহাদেরও

১৫ বৃদ্ধব্যবহারে নিয়মতঃ 'কার্য্যান্বিতজ্ঞানং তত্র দৃষ্টমিতি···তত্ত্ব॰ চি॰ পৃ॰ ৪৬৮

১৬ ···তত্র শক্তিকল্পনে বৃদ্ধব্যবহারে শব্দোপস্থাপিতেনৈবান্বয়বোধ-দর্শনাচ্ছব্দসন্নিধেরেবান্বয়বোধহেতুত্বকল্পনে দ্বারমিত্যাদৌ শব্দ এবাধ্যাহ্রিয়েত··· তত্ত্ব॰ চি॰ পৃ॰ ৪৬৮—৬৯

১৭ অন্বিতাভিধানবাদিগণের এই সিদ্ধান্ত শব্দচিন্তামণির "আসত্তিবাদে" বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। [৩০০—৩০৯ পৃঃ শব্দচিন্তামণি দ্রষ্টব্য]।

পদেরই অধ্যাহার করা উচিত। আর যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ বৃদ্ধ-ব্যবহারানুসারে অসম্পূর্ণ বাক্য স্থলে পদের অধ্যাহার স্বীকার করেন, তবে তাঁহাদের অপসিদ্ধান্ত নামক নিগ্রহস্থান হইবে।

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদিগণ এরূপ বলেন যে—কোনও স্থলে বৃদ্ধব্যবহার হইতেও আদ্য-ব্যুৎপত্তি অসম্পূর্ণ বাক্য হইতেও হইয়া থাকে অর্থাৎ অন্বয়ের প্রতিযোগী সমস্ত পদার্থের উপস্থাপক পদ না থাকিয়াও অসম্পূর্ণ বাক্য হইতেও কোনও স্থলে আদ্য-ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং শব্দজন্য উপস্থিত পদার্থের সহিতই অন্বয়বোধ হয় এরূপ নিয়ম নাই। এরূপ নিয়ম বৃদ্ধব্যবহারেই কদাচিৎ ব্যভিচারী হইয়াছে। সুতরাং "দ্বারং" এই অসম্পূর্ণ বাক্যে "পিধেহি" শব্দের অধ্যাহার করিবার আবশ্যকতা নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কদাচিৎ বৃদ্ধব্যবহার হইতে আদ্য-ব্যুৎপত্তিতেও শব্দসন্নিধি ব্যভিচারী বলিয়া যদি "শব্দোপস্থাপিত অর্থের সহিতই অন্বয়বোধ হয়" এই নিয়ম স্বীকার করা না যায়, তাহা হইলে আমরাও বলিব—কার্য্যত্বের উপস্থাপক লিঙাদি না থাকিলেও লিঙাদি রহিত বাক্য হইতেও অন্বয়-প্রতীতি হয় বলিয়া "শব্দ, কার্য্যত্বান্বিত অর্থেরই অনুভাবক হইয়া থাকে" এরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না অর্থাৎ "শাব্দবোধমাত্রই কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক হইবে" এরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না। লিঙাদিরহিত বাক্য হইতেও অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে।[১৮]

আসত্তিবাদ-সিদ্ধান্তে এই অর্থাধ্যাহার পক্ষও খণ্ডিত হইয়াছে। অন্বিতাভি-ধানবাদিগণ অসম্পূর্ণ বাক্যে পদের অধ্যাহার না করিয়া অর্থের অধ্যাহার কেন করেন, তাহা শব্দচিন্তামণি গ্রন্থে যাহা দেখান হইয়াছে, তাহাতে তাঁহাদের আশয় পরিস্ফুট হয় নাই। আমরা অদ্বৈতসিদ্ধি গ্রন্থ হইতে এবং লঘুচন্দ্রিকা হইতে অন্বিতাভিধানবাদিগণের অভিপ্রায় আরও বিশদ করিয়া দেখাইব। অদ্বৈতসিদ্ধি-৭০২ পৃঃ।

১৮ ক্বচিদসম্পূর্ণবাক্যে বৃদ্ধব্যবহারাদাদ্যব্যুৎপত্তেঃ শব্দসন্নিধির্ব্যভিচরতীতি চেৎ, তর্হি, সিদ্ধার্থেঽপ্যন্বয়প্রতীতিদর্শনাৎ কার্য্যত্বমপি ব্যভিচারি—তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৬৯

ইহাতে যদি অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—লিঙাদিরহিত বাক্য হইতে যে স্থলে অন্বয়-বোধ হয়, সে স্থলে লিঙাদিরহিত বাক্যের অন্তর্গত যে কোনও পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হইবে। সুতরাং শাব্দবোধমাত্রই কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক হইয়া থাকে; ইহাতে কোনও ব্যভিচার নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কার্য্যত্বোপস্থাপক লিঙাদিরহিত বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি স্বশক্তি দ্বারাই শাব্দবোধজনক হইতে পারিবে,—তাহাতে কোনও বাধক নাই। আর বাধক নাই বলিয়াই লক্ষণাও স্বীকার করা যায় না। একটি পদের নানা অর্থে, নানা শক্তি কল্পনার ভয়েই পদের একটি অর্থে শক্তি ও অপর অর্থে লক্ষণা স্বীকার করা হইয়া থাকে। গঙ্গা-পদ হইতে প্রবাহ ও তীর এই দুইটি অর্থ প্রতীত হইলেও, গঙ্গা-পদের প্রবাহে শক্তি ও তীরে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। তীরেও গঙ্গা-পদের শক্তি স্বীকার করিলে গঙ্গা-পদের নানা শক্তি স্বীকার করিতে হয়। এই নানা শক্তি কল্পনার ভয়েই গঙ্গা-পদের প্রবাহে শক্তি ও তীরে লক্ষণা স্বীকার করা হয়। কিন্তু প্রকৃত স্থলে কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধি ও কার্য্যত্বানন্বিত শাব্দবুদ্ধি এই উভয় শাব্দবুদ্ধি-সাধারণ অন্বিত-পদার্থ শাব্দবুদ্ধিমাত্রের প্রতি পদ-সামান্যের অনুভাবকশক্তি স্বীকার করিলে এই লঘীয়সী শক্তি দ্বারাই কার্য্যত্বোপস্থাপক লিঙাদি পদরহিত সিদ্ধার্থবোধক বাক্য হইতেও শাব্দবোধের উপপত্তি হইতে পারিবে। এজন্য লক্ষণা আশ্রয় করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই।[১৯]

আরও কথা এই যে—কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থে, সাক্ষাৎ কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের অনুভাবকত্ব-শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে না। কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদ কার্য্যত্বান্বিত কার্য্যত্বের অনুভাবক হইতে

১৯ ন চ তত্র লক্ষণা, বাধকাভাবাৎ। শক্তিকল্পনাভিয়া হ্যন্যত্র লক্ষণানুমতা ইহ তু লঘীয়স্যা উভয়সাধারণপদার্থমাত্রশক্ত্যা মুখ্যস্যোবোচিতত্বাৎ

—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬৯—৭০

পারে না। কার্য্যত্বান্বিত কার্য্যত্বের অন্বয়-বোধ অসম্ভব। এজন্য কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের, আকাঙ্ক্ষিত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের অনুরোধে, আকাঙ্ক্ষিত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব পদের স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদ ভিন্ন, ঘট-পটাদি পদেরও আকাঙ্ক্ষিত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব স্বীকার করাই উচিত। কার্য্যত্ববাচী পদ ভিন্ন অন্য পদের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থবোধকত্ব এবং কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের আকাঙ্ক্ষিত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব—এইরূপ বিশেষভাবে, পদবিশেষে বিভিন্ন শক্তি স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। আকাঙ্ক্ষিত পদার্থান্বিত স্বার্থবোধকত্ব, কার্য্যত্ববাচী ও অকার্য্যত্ববাচী পদ-সাধারণ একরূপ শক্তি স্বীকার করা যাইতে পারে এবং তাহাতে লাঘবও হয়। কার্য্যত্ববাচী পদের জন্য একরূপ শক্তি ও অকার্য্যত্ববাচী পদের জন্য অন্যরূপ শক্তি স্বীকার করা কোনও মতেই সঙ্গত নহে। পদভেদে শক্তিভেদ স্বীকার করিলে গৌরব হয়। সর্ব্বত্র একরূপ শক্তি স্বীকার করাই লাঘব।[২০] ইহাই কার্য্যান্বিত শক্তি-বাদিগণের প্রতি অন্যবাদিগণের আক্ষেপ।

এস্থলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—প্রাভাকর মতে লিঙাদি পদের কার্য্যত্ববাচিতা স্বীকার করা হয় না। চিন্তামণিকার স্বমতানুসারেই লিঙাদি পদের কার্য্যত্ববাচিতা স্বীকার করিয়া প্রাভাকর মতে দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রাভাকর মতে লিঙাদি পদ কার্য্যবাচী। কার্য্যত্ব ও কার্য্য ভিন্ন বস্তু। কার্য্যত্বান্বিত কার্য্যত্বের অন্বয়বোধ অসম্ভব হইলেও কার্য্যত্বান্বিত কার্য্যের অন্বয়বোধ অসম্ভাবিত নহে। কার্য্যত্ব—ধর্ম্ম ও কার্য্য—ধর্ম্মী। সুতরাং লিঙাদি পদের

২০ কিঞ্চ কার্য্যবাচিলিঙাদীনাম্ আকাঙ্ক্ষাদ্যুপেতপদার্থান্বিতস্বার্থবোধকত্ব-মবশ্যং বাচ্যমতো বিশেষাৎ পদান্তরাণামপি তথাত্বমস্ত লাঘবাদিতি

—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭°

কার্য্যত্বান্বিত কার্য্যবোধকত্ব সম্ভাবিত বলিয়া চিন্তামণিকারের প্রদর্শিত পরের আপত্তিটি প্রভাকর মতে সঙ্গত হয় না। ইহাই মথুরানাথ তাঁহার টীকাতে বলিয়াছেন।[২১]

চিন্তামণিকার পদের, "আকাঙ্ক্ষিত পদার্থান্তরান্বিত স্বার্থানুভাবকত্ব" পক্ষ আপাততঃ মানিয়া লইয়া, পদের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থানুভাবকত্ববাদী প্রাভাকরগণের মতে যে সমস্ত দোষ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত দোষের উদ্ধার করিবার জন্য সম্প্রতি প্রাভাকরগণ স্বপক্ষের সমর্থন করিতেছেন। প্রাভাকরগণ বলেন—বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দর্শন করিয়া ব্যবহারের জনক প্রবৃত্তির কারণ, কার্য্যতাজ্ঞানের অনুমান করে ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কার্য্যতাজ্ঞান ব্যতীত প্রবৃত্তি হইতে পারে না। প্রযোজ্যবৃদ্ধের যে কার্য্যান্বিত জ্ঞান হইয়াছে, এই জ্ঞানের কারণ, প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য। ইহাও পূর্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তিতে কার্য্যান্বিত শাব্দবুদ্ধিমাত্রের প্রতি শব্দেরই সাক্ষাৎ কারণতা, বালক অবধারণ করিয়া থাকে। প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্য, তাদৃশ কার্য্যান্বিত শাব্দবুদ্ধির অন্বয়-ব্যতিরেকসিদ্ধ কারণ। প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যান্বিত জ্ঞানে প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্যই সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু এরূপ বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না যে—প্রথমতঃ প্রযোজ্যবৃদ্ধের অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানের প্রতি, প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্যের কারণতা অবধারণ করিয়া, বালক পরে কার্য্যবাচক লিঙাদি পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত, কার্য্যান্বিত জ্ঞানে, প্রযোজক-বৃদ্ধের বাক্যের কারণতা কল্পনা করিবে। প্রথমতঃ অন্বিতবুদ্ধির জনক বলিয়া শব্দকে নিরূপণ করিবে এবং পরে লিঙাদি-পদ-সমভিব্যাহার প্রযুক্ত কার্য্যান্বিত বিষয়ক জ্ঞানের জনক বলিয়া শব্দকে কল্পনা করিবে। এইরূপ

২১ ইদঞ্চ স্বমতানুসারেণোক্তং তন্মতে লিঙাদেঃ কার্য্যে ধর্মিণি শক্ত্যা কার্য্যত্বান্বিতস্বার্থবোধকত্বস্য লিঙাদেরপি সম্ভবাদিতি ধ্যেয়ম্—মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃঃ ৪৭০

পরম্পরাক্রমে প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যের কল্পনা কোনও মতেই হইতে পারে না।[২২]

এস্থলে রুচিদত্ত চিন্তামণির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে—প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যান্বিত জ্ঞানের সাক্ষাৎজনক প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য; ইহাই বালক অবধারণ করে। কিন্তু বাক্যের ঘটকপদগুলি পদার্থস্মৃতিদ্বারা কার্যান্বিত অর্থের অনুভাবক হইয়া থাকে এরূপ নহে। পদার্থস্মৃতিদ্বারা শব্দকে অনুভাবক বলিলে শব্দ, পরম্পরারূপে অনুভাবক হয় ইহাই সিদ্ধ হয়। কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। শব্দ সাক্ষাৎ অনুভবের জনক হইয়া থাকে। শব্দের সাক্ষাৎ অনুভাবকত্বই স্বীকার করা উচিত; কিন্তু পরম্পরা অনুভাবকত্ব স্বীকার করা উচিত নহে। শব্দের সাক্ষাৎ অনুভাবকত্ব ও পরম্পরা অনুভাবকত্ব, যাহা চিন্তামণিকার বলিয়াছেন, তাহার ইহাই রুচিদত্তসম্মত অর্থ।[২৩] মথুরানাথ যেরূপ অর্থপ্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতঃপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। রুচিদত্ত মথুরানাথের সম্মত ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। বিস্তর-বোধে তাহা আর এস্থলে প্রদর্শন করিলাম না। যাহা হউক, কার্য্যান্বিত জ্ঞানে শব্দের সাক্ষাৎ কারণতা সম্ভাবিত হইলে পরম্পরা কারণতা গৃহীত হইতে পারে না। কারণতার সাক্ষাত্ত্ব ঔৎসর্গিক অর্থাৎ কার্য্যকারণভাবগ্রহ-দশাতে কার্য্যবৃত্তিরূপে উপস্থিত ধর্ম্ম, কার্য্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে, যদি ঐ ধর্ম্মের কার্য্যতাবচ্ছেদকতাতে কোনও বাধক না থাকে। সুতরাং বাধক না থাকিলে কার্য্যকারণভাবগ্রহ-দশাতে কার্য্য-বৃত্তিরূপে উপস্থিত ধর্ম্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক হইয়া থাকে।[২৪]

২২ ···ব্যবহারহেতুত্বয়ানুমিতে হি কার্য্যান্বিতজ্ঞানেঽন্বয়—ব্যতিরেকাভ্যাং শব্দস্য সাক্ষাৎকারণত্বমবধারয়তি ন পরম্পরয়া,······পরম্পরায়া অন্যায্যত্বাদিতি—
তত্ত্ব° চি°, পৃ° ৪১০—১১

২৩ তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৬১—১২—টিপ্পণী দ্রঃ

২৪ ···বাধকাভাবে সতি···কার্য্যবৃত্তিতয়োপস্থিতত্বস্য·· মাথুরী
[কার্য্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃ° ৪১১

প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য, প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞানের জনক এবং প্রযোজ্য-বৃদ্ধের জ্ঞান, কার্য্যান্বিতবিষয়ক জ্ঞান। সুতরাং কার্য্যান্বিতবিষয়কত্ব-বিশিষ্ট জ্ঞানের জনক, প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য। প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য কারণ; প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞান কার্য্য। এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। প্রবৃত্তির জনকরূপে বালক দ্বারা অনুমিত জ্ঞান অবশ্যই কার্য্যান্বিত-বিষয়ক। সুতরাং জ্ঞানে কার্য্যান্বিতবিষয়কত্ব উপস্থিতই আছে। এই উপস্থিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানত্বকে প্রথমতঃ কার্য্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিয়া পরে কার্য্যতাবাচী পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত উক্ত বৃদ্ধবাক্যের কার্য্যান্বিত-বিষয়ক-বোধকত্ব কল্পনা করা অসঙ্গত। প্রযোজ্যবৃদ্ধের, কার্য্যান্বিত-বিষয়কবোধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু উক্ত বোধ প্রবৃত্তির জনক। প্রবৃত্তির জনক বোধের কার্য্যান্বিতবিষয়কত্ব উপস্থিতই আছে। এই উপস্থিত কার্য্যান্বিতবিষয়কত্ব পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অন্বিতবিষয়কত্বরূপে উক্ত বোধের জন্যতা স্বীকার করিয়া, পরে কার্য্যতাবাচী লিঙাদিপদের সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, উক্ত বোধের কার্য্যান্বিত-অর্থবিষয়কত্ব কল্পনা করা অসঙ্গত। এজন্য কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির প্রতিই শ্রুত বৃদ্ধবাক্যের কারণতা, বালক অবধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু অন্বিত শাব্দবুদ্ধির প্রতি বৃদ্ধবাক্যের কারণতার অবধারণ, বালক করে না। অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির অথবা বিষয়বিশেষ দ্বারা অবিশেষিত কেবল শাব্দবুদ্ধির প্রতি, প্রযোজকবৃদ্ধবাক্যের কারণতা বালক কখনও অবধারণ করে না। এরূপ কারণতা অবধারণ নিতান্ত ব্যর্থ। কারণ উক্তরূপ জ্ঞান হইতে প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তিই হইতে পারে না। অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধি অথবা বিষয়বিশেষ দ্বারা অবিশেষিত শাব্দবুদ্ধি প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনকই নহে। প্রযোজ্যবৃদ্ধের চেষ্টা দ্বারা বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানেরই অনুমান করে। প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির অজনক জ্ঞানের অনুমিতিই

হইতে পারে না। প্রবর্ত্তক জ্ঞানমাত্রই কার্য্যত্ববিষয়ক। কার্য্যত্বা-বিষয়ক জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক নহে। সুতরাং কার্য্যত্বাবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনকতা প্রযোজকবৃদ্ধবাক্যে বালক কখনই অবধারণ করিতে পারে না। প্রবৃত্তি, স্বকারণ জ্ঞানেরই অনুমাপক। প্রদর্শিত জ্ঞান দুইটি প্রবৃত্তির কারণ নহে। সুতরাং প্রবৃত্তি দ্বারা প্রবৃত্তির অকারণ জ্ঞান দুইটির অনুমিতিই হইতে পারে না। সুতরাং শব্দে, অন্বিত শাব্দবুদ্ধির জনকত্ব কল্পনা করা অপেক্ষা "কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনকত্ব কল্পনা করায় গৌরব দোষ হইবে" এইরূপ বলাই যায় না। কার্য্যত্বান্বিত শাব্দ-বুদ্ধিত্বই উপস্থিত। এই উপস্থিত ধর্ম্মকে, বিনা বাধকে পরিত্যাগ করিয়া, অনুপস্থিত অন্বিত শাব্দবুদ্ধিত্বকে কার্য্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করা যায় না। কার্য্যকারণ-ভাব-গ্রহ-দশাতে উপস্থিত গুরুভূত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিত লঘুভূত ধর্ম্মকে কার্য্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করা যায় না। লঘুভূত ও গুরুভূত উভয় ধর্ম্ম যুগপৎ উপস্থিত হইলেই গুরুভূত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া লঘুভূত ধর্ম্মকে কার্য্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু অনুপস্থিত ধর্ম্মের লঘুত্ব অকিঞ্চিৎকর। লঘুভূত ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকিলে, অপর ধর্ম্মের গৌরব-প্রতিসন্ধানই হইতে পারে না। লঘুত্ব গুরুত্ব-সাপেক্ষ বস্তু। সুতরাং এস্থলে লাঘব তর্কের কোনও অবকাশ নাই। প্রযোজ্যবৃদ্ধের চেষ্টা দ্বারা অনুমিত প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির, জনকরূপে বালক দ্বারা অনুমিত প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞান, অবশ্যই কার্য্যত্বান্বিত বিষয়ক হইবে এবং কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বই প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যে গৃহীত হইয়াছে। কার্য্যত্বাবিষয়ক, প্রবৃত্তির অজনক, অনুভব বালক দ্বারা অনুমিতই হয় নাই। এস্থলে বালক দ্বারা যাহা অনুমিত, তাহাই উপস্থিত। এস্থলে যাহা বালক দ্বারা অননুমিত, তাহা অনুপস্থিত। সুতরাং অনুপস্থিত ধর্ম্মের লঘুত্ব প্রযুক্ত উপস্থিত ধর্ম্মের গুরুত্ব প্রযুক্ত গুরুভূত ধর্ম্মের ত্যাগ অর্থাৎ কার্য্যতাবচ্ছেদক-রূপে অগ্রহণ এবং লঘুভূত ধর্ম্মের উপাদান অর্থাৎ কার্য্যতাবচ্ছেদকরূপে

গ্রহণ হইতে পারে না। সুতরাং নৈয়ায়িকগণের এরূপ বলা অসঙ্গত হইয়াছে যে "প্রযোজ্যবৃদ্ধের অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের জনকত্বই প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যে লাঘব প্রযুক্ত অর্থাপত্তি দ্বারা কল্পিত হইবে। কিন্তু কার্য্যত্বান্বিত অনুভবের জনকত্ব অর্থাপত্তি দ্বারা প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যে কল্পিত হইবে না। যেহেতু জ্ঞানের কার্য্যত্ববিষয়কত্ব অন্যলভ্য অর্থাৎ কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই প্রয়োজক বাক্যে কার্য্যত্বান্বিত অনুভবের জনকত্ব হইয়া থাকে।" যেহেতু এস্থলে উক্ত অর্থাপত্তি এইরূপ হইবে যে—"প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য, যদি প্রযোজ্যবৃদ্ধের অন্বিতার্থবিষয়ক অনুভবের জনক না হইত, তবে প্রযোজকবৃদ্ধের বাক্য প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির জনক হইতে পারিত না।" এইরূপ অর্থাপত্তি দ্বারা প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যের অন্বিতার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্ব গৃহীতই হইতে পারে না। কারণ উপপাদক ব্যতিরেকে অনুপপন্ন উপপাদ্য দ্বারা উপপাদকের কল্পনাই অর্থাপত্তি। অর্থাপত্তি দ্বারা অনুপপাদকের কল্পনা হইতে পারে না। উপপাদ্যের যাহা সাক্ষাৎ উপপাদক, তাহাই উপপাদ্য দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে। অন্বিতার্থবিষয়ক অনুভব বা বিষয়বিশেষ দ্বারা অবিশেষিত অনুভব হইতে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় না। এজন্য তাদৃশ অনুভব, প্রবৃত্তির উপপাদকই নহে। প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদকরূপে, প্রযোজ্যবৃদ্ধের জ্ঞান কল্পিত হইয়াছে। সেই কল্পিত জ্ঞান, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়কই হইবে। যেহেতু কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানই প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক। সুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যের, প্রযোজ্য-বৃদ্ধগত কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধি-জনকত্ব না থাকিলে অন্য উপায়ান্তর নাই বলিয়া প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যের প্রবর্ত্তকতাই অনুপপন্ন হইয়া পড়িবে। সুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যের, প্রবর্ত্তকত্ব উপপাদন করিবার জন্যই, কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব, প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যে, অর্থাপত্তি দ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে। অর্থাপত্তি প্রমাণ, যাদৃশ কার্য্যের প্রতি যাহার

কারণতার গ্রাহক হইয়া থাকে, সেই কারণতা-শরীরের অন্তর্গত কোনও অংশ পরিত্যাগ করিয়া অথবা কারণতা-শরীরে অনপেক্ষিত কোনও অধিক অংশের গ্রহণ করিয়া অর্থাপত্তি প্রমাণ, উপপাদকের কল্পনা করে না এবং করিতে পারেও না। অর্থাপত্তি দ্বারা, সাক্ষাৎ উপপাদকই কল্পিত হইয়া থাকে। প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যের প্রবর্ত্তকত্ব তবেই উপপন্ন হইতে পারে, যদি তাহা, প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক হয়। প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানে অপেক্ষিত কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া অথবা অনপেক্ষিত কোনও অতিরিক্ত অংশ গ্রহণ করিয়া তাদৃশ জ্ঞানের জনকত্ব, প্রবর্ত্তক বাক্যে গৃহীতই হইতে পারে না। সুতরাং প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের জনকত্বই, প্রযোজকবৃদ্ধ বাক্যে গৃহীত হইয়া থাকে অর্থাৎ বালক তাদৃশ জনকতার অনুমান করিয়া থাকে।[২৫]

আর যে প্রভাকরমতের বিরোধে বলা হইয়াছিল—যাহা অনন্যলভ্য, তাহাই শব্দার্থ হওয়া উচিত। অন্যলভ্য শব্দার্থ হয় না। এজন্য প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিতে যে কার্য্যত্বাংশ ভাসমান হইয়াছে—প্রযোজ্যবৃদ্ধের শাব্দজ্ঞান যে কার্য্যত্ব-বিষয়ক হইয়াছে, তাহা কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই হইয়াছে। সুতরাং পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্ব স্বীকার করা যায় না। কার্য্যতাবাচী লিঙাদি পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্ব, পদের উপপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং পদসামান্যে অর্থাৎ কার্য্যতাবাচী লিঙাদি পদাতিরিক্ত পদসমূহে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধিজনকত্ব স্বীকার করা যায় না। যদিও প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধি হইয়া থাকে, তথাপি শাব্দবুদ্ধিতে কার্য্যত্বাংশ কার্য্যতাবাচী লিঙাদি পদলভ্য।

---

২৫ ···তত্রৈব শক্তিং কল্পয়তি নান্বিতজ্ঞান···শক্তিঃ কল্প্যতে—

তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৭১—৭৩

সুতরাং যাহা অন্যলভ্য, তাহা পদার্থ হইতে পারে না অর্থাৎ অন্যলভ্য শাব্দবুদ্ধির জনকতা, পদসামান্যে কল্পনা করা যায় না। এজন্য বালকের অন্যলভ্যত্বরূপ বাধকতর্কের প্রতিসন্ধানই, পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তিগ্রহে বাধক। চিন্তামণিকার অন্যলভ্যত্বকে তর্ক বলিয়াছেন।[২৬] মথুরানাথ অন্যলভ্যত্বকে বাধকমাত্র বলিয়াছেন; তর্ক বলেন নাই।[২৭] বস্তুতঃ অন্যলভ্যত্ব তর্ক বলিয়া প্রসিদ্ধও নহে। তথাপি প্রমাণমূলক কল্পনাতে যেমন গৌরব-প্রতিসন্ধান বাধক হইয়া থাকে, এইরূপ অন্যলভ্যত্ব-প্রতিসন্ধানও বাধক হইয়া থাকে। গৌরবাদির মত প্রমাণসহকারিত্ব আছে বলিয়া অন্যলভ্যত্বকেও চিন্তামণিকার এস্থলে তর্ক বলিয়াছেন। তর্কের প্রমাণসহকারিত্ব আছে কিনা এসমস্ত বিচার ন্যায়দর্শনের আকর গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য।

যাহা হউক, এস্থলে কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদীর বিরোধে ইহাই বক্তব্য যে—কার্য্যত্বাংশ অন্যলভ্য বলিয়া কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি, পদসামান্যে স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে কার্য্যত্বান্বিত-শক্তিবাদী বলেন যে—অন্যলভ্যত্ব তর্ক প্রদর্শন করা পূর্বপক্ষীর অত্যন্ত অসঙ্গত হইয়াছে। বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তিতে কার্য্যত্বাংশের অন্যলভ্যত্ব-প্রতিসন্ধান অত্যন্ত অসঙ্গত। আদ্য-ব্যুৎপত্তি-দশাতে বালকের কার্য্যত্ব অর্থে লিঙাদি পদের শক্তির জ্ঞানই হয় নাই। সুতরাং যাহার জ্ঞানই হয় নাই, তাহার প্রতিসন্ধান, বালকের হইবে কিরূপে? ব্যুৎপন্ন পুরুষের এইরূপ প্রতিসন্ধান হইতে পারে বটে, কিন্তু বালকের লিঙাদি পদের শক্তিজ্ঞান নাই বলিয়া অন্যলভ্যত্ব-প্রতিসন্ধান সম্পূর্ণ অসম্ভব। বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তিই বিচার্য্য স্থল। এস্থলে অন্যলভ্যত্ব-প্রতিসন্ধান বালকের সম্পূর্ণ অসম্ভব।[২৮]

---

২৬ তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৩

২৭ মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃ° ৪৭২

২৮ …অন্যলভ্যত্বতর্কস্যাপ্যভাবাৎ বা আদ্যব্যুৎপত্তেবিচার্য্যত্বাৎ—
তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৩

আরও কথা এই যে—প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির কারণরূপে অনুমিত কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া অননুমিত অতএব অনুপস্থিত অন্বিত বিষয়ক জ্ঞানমাত্রে, পদের শক্তি কল্পনা অত্যন্ত অসঙ্গত। যাহা অনুমিত অর্থাৎ উপস্থিত, তাহারই জনকতা পদে কল্পিত হইতে পারে। যাহা অননুমিত অর্থাৎ অনুপস্থিত, তাদৃশ জ্ঞানের জনকতা পদে কল্পিত হইতে পারে না বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির কারণ, প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিতবিষয়ক জ্ঞানেরই অনুমান করিয়া থাকে। কিন্তু কেবল অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের অনুমান করিতে পারে না। কার্য্যত্বাবিষয়ক শুদ্ধ অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান, প্রবৃত্তির জনকই নহে। প্রবৃত্তিরূপ কার্য্যদ্বারা প্রবৃত্তির কারণীভূত জ্ঞানেরই অনুমান হইতে পারে। কিন্তু প্রবৃত্তির অজনক জ্ঞানের অনুমান হইতে পারে না। অজনক জ্ঞানের সহিত প্রবৃত্তির ব্যাপ্তিগ্রহ অসম্ভব। বালক "কার্য্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক" ইহা স্বীয় স্তন্যপানাদিতে অবধারণ করিয়াছে। সুতরাং অনুমিত কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান পরিত্যাগ করিবার কোনই কারণ নাই। আর অননুমিত অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দ জ্ঞানের উপস্থিতি কল্পনা করিলে গৌরবই হইবে। উপস্থিত পরিত্যাগ করিয়া অনুপস্থিতের কল্পনা অত্যন্ত দোষাবহ। সুতরাং উপস্থিত কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক বোধের জনকত্ব, বৃদ্ধবাক্যে কল্পনা করা উচিত। কিন্তু অনুপস্থিত অন্বিতার্থ-বিষয়ক বুদ্ধির জনকত্ব বৃদ্ধবাক্যে কল্পনা করা যায় না। ইহাতে যদি এরূপ বলা যায় যে—কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের উপস্থিতি দশাতে অন্বিতার্থ-বিষয়ক জ্ঞানেরও উপস্থিতি আছে; যাহা কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান, তাহা অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানও বটে। কার্য্যত্বান্বিতবিষয়ক জ্ঞানে যেমন কার্য্যত্বাংশ ভাসমান হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্বয়াংশওত ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং অন্বিতবিষয়ক জ্ঞান অনুপস্থিত এরূপ বলা যায় না। সুতরাং অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি আছে বলিয়া, লাঘব প্রযুক্ত কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্বিতাংশেই শক্তি গৃহীত

হওয়া উচিত।[২৯] অর্থাৎ অন্বিতার্থবিষয়ক বোধের জনকত্বই বৃদ্ধবাক্যে গৃহীত হওয়া উচিত। পদে অনুভাবকত্বই শক্তি; কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক পদ অন্বিত অর্থেরও অনুভাবক বটে।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্বপক্ষীর প্রদর্শিত যুক্তি সঙ্গত নহে। প্রাভাকর মতে জ্ঞানই শক্য। শক্যত্ব কথার অর্থ—জন্যত্ব। পদজন্য অনুভবই পদশক্য। কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভব পদশক্য ইহাই সিদ্ধান্ত। কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞান ও অন্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন। বিষয়ভেদে জ্ঞান ভিন্ন হয়। জ্ঞানে বিষয় বিশেষণ, বিশেষণভেদে বিশিষ্ট ভিন্ন হয়। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতত্ববিশিষ্ট শাব্দজ্ঞান ও অন্বিতত্ববিশিষ্ট শাব্দজ্ঞান অত্যন্ত ভিন্ন। বিশেষ্য, বিশেষণ ও বিশেষ্য-বিশেষণের সম্বন্ধ এই তিনটি বস্তু হইতে বিশিষ্ট বস্তু ভিন্ন। বিশিষ্ট বস্তু বিশেষণাদি হইতে অতিরিক্ত। এজন্য কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান ও অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান ভিন্ন। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতিতে অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানেরও উপস্থিতি আছে এরূপ বলা যায় না। আর একথা প্রত্যক্ষ-চিন্তামণির অভাববাদে বলাই হইয়াছে যে—ভূতলজ্ঞান আর ঘটবদ্‌ভূতলজ্ঞান দুইটি ভিন্ন। "অত্র প্রাভাকরাঃ ঘটবদ্‌ভূতলবুদ্ধির্ভিন্না ভূতলবুদ্ধিরভাবব্যবহারকারণম্"—চিন্তামণি, প্রত্যক্ষখণ্ড ২৯৬ পৃঃ শেষ পঙ্‌ক্তি। ভূতলত্ব প্রকারক জ্ঞানই ভূতলজ্ঞান এবং ঘটপ্রকারকত্ববিশিষ্ট ভূতলজ্ঞানই ঘটবদ্‌ভূতলজ্ঞান। বিশেষণের ভেদপ্রযুক্ত এই জ্ঞান দুইটি ভিন্ন। সুতরাং অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অনুপস্থিত বলিয়া তাহার পৃথক্ উপস্থিতি

২৯ ...কিঞ্চ প্রবৃত্তিকারণতয়োপস্থিতং কার্য্যান্বিতজ্ঞানমপহায়ানুপস্থিতান্বিতজ্ঞানমাত্রে শক্তিকল্পনমযুক্তং হেত্বভাবাদুপস্থিত্যন্তরেচ গৌরবাৎ। অথ কার্য্যান্বিতজ্ঞানোপস্থিতাবপ্যন্বিতজ্ঞানমপ্যুপস্থিতমিতি লাঘবাৎ কার্য্যাংশমপহায়ান্বিতে শক্তির্গৃহ্যতামিতি চেৎ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৪

স্বীকার করিতে হইবে। অনুপস্থিতের উপস্থিতি কল্পনা করিয়া তাহাতে শক্তিগ্রহ স্বীকার করা অত্যন্ত গৌরব দোষগ্রস্ত।[৩০]

যদি বলা যায়—কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অপেক্ষা অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান লঘু। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানই শক্য; আর যাহা শক্য, তাহাই প্রভাকরমতে কার্য্য। শক্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মই—কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম; সুতরাং লঘুভূতধর্ম্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক সম্ভাবিত হইলে, গুরুভূত ধর্ম্ম কার্য্যতাবচ্ছেদক হয় না।[৩১] সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব, পদের শক্যতাবচ্ছেদক নহে; কিন্তু অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্বই শক্যতাবচ্ছেদক। যেহেতু তাহা লঘুভূত ধর্ম্ম। কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব অপেক্ষা অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানত্ব লঘুভূত ধর্ম্ম বলিয়া এই লঘুভূত ধর্ম্মকেই পদের শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম বলা উচিত অর্থাৎ অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানই পদশক্য হওয়া উচিত।

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—পূর্বপক্ষী যাহা বলিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত অসঙ্গত। লঘুভূত ও গুরুভূত ধর্ম্মদ্বয়ের যুগপৎ উপস্থিতি থাকিলে, লাঘব-গৌরব প্রতিসন্ধান হইতে পারে। লঘুভূত ধর্ম্মের অনুপস্থিতি দশাতে বস্তুগত্যা গুরুভূত ধর্ম্মেও গুরুত্বের প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি দশাতে অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি নাই। এস্থলে উপস্থিতি কথার অর্থ—বালককর্তৃক অনুমিতি। অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের অনুমিতি বালকের হয় না। কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান হইতে অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞান অত্যন্ত ভিন্ন। এজন্য কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি দশাতে অন্বিতার্থবিষয়ক

৩০ …ন, জ্ঞানে হি পদানাং শক্তিঃ শক্যত্বাম্নার্থেষু অন্যচ্চ কার্য্যান্বিতজ্ঞানং অন্যদেবান্বিতজ্ঞানং বিষয়ভেদেন জ্ঞানভেদাৎ। তদুক্তমভাববাদে অন্যদ্‌ভূতল-জ্ঞানমন্যচ্চ ঘটবদ্ভূতলজ্ঞানমিতি অন্বিতজ্ঞানমুপস্থাপ্য তত্র শক্তিগ্রহ ইতি গৌরবমেব—তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৭৪—৭৫

৩১ …লঘুনি শক্যে·· গুরু ন তথেতি চেৎ…তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৭৫

জ্ঞানের উপস্থিতিই নাই। সুতরাং প্রদর্শিত জ্ঞানদ্বয়ের যুগপৎ উপস্থিতি নাই বলিয়া গুরুত্ব প্রতিসন্ধান বাধক ও লঘুত্ব প্রতিসন্ধান অনুকূল হইতে পারে না। অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি যে বালকের হইতে পারে না, যেহেতু তাহা প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান নহে, তাহা বলাই হইয়াছে।[৩২]

যদি এরূপ বলা যায় যে—কোনও বালকের দোষবিশেষপ্রযুক্ত, প্রবর্ত্তক জ্ঞানরূপে, অন্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানেরই অনুমিতি হইবে। এরূপ বলাও অসঙ্গত। আদ্যব্যুৎপত্তিতে সর্বপুরুষ-সাধারণরূপে কার্য্যত্বান্বিতার্থবিষয়ক জ্ঞানেরই অনুমিতি হইয়া থাকে। ইহাতে পূর্বপক্ষিগণ আপত্তি করেন যে—কার্য্যত্বান্বিতশক্তিবাদিগণ এরূপ বলিলেও পদমাত্রেরই কার্য্যাত্বান্বিতে শক্তি আছে এরূপ স্বীকার করা যায় না। পদমাত্রই কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থবোধক হইবে এরূপ বলা যায় না। কারণ কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি প্রত্যয় কার্য্যত্বের বাচক হইলেও কার্য্যত্বান্বিত অর্থের বাচক নহে। সুতরাং কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের কার্যত্বান্বিত অর্থবাচকত্ব নাই বলিয়া পদমাত্রই কার্য্যত্বান্বিত অর্থের বাচক এরূপ বলা যায় না।[৩৩]

এতদুত্তরে কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদী বলেন যে—সমস্ত পদই কার্য্যত্ববিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। অকার্য্যবাচী পদের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থ প্রতিপাদকত্ব আছে এবং কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদেরও ইতরান্বিতস্বার্থ কার্য্যত্ববিশিষ্ট কার্য্যপ্রতিপাদকত্ব আছে।[৩৪] এস্থলে যে চিন্তামণিকার "ইতরান্বিত" অংশটি বলিয়াছেন, ইহা স্বরূপ-কথন মাত্র।

৩২ …ন, যুগপদুপস্থিতৌ তথাত্বাৎ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৫

৩৩ …তথাপি ন কার্য্যান্বিতে শক্তিঃ কার্য্যবাচিলিঙাদীনাং ব্যভিচারাদিতি চেৎ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৬

৩৪ …ন, সর্বপদানাং কার্য্যত্ববিশিষ্টধীজনকত্বাৎ। তচ্চ কার্য্যান্বিতস্বার্থপ্রতিপাদকতয়েতরান্বিতস্বার্থকার্য্যপ্রতিপাদকতয়া চেতি—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৬

বস্তুতঃ কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদও স্বার্থকার্য্যত্ববিশিষ্ট কার্য্যের প্রতিপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং লিঙাদি পদেরও কার্য্যত্ববিশিষ্ট-ধীজনকত্ব আছে বলিয়া সর্বপদেরই কার্য্যত্ববিশিষ্টধীজনকত্ব স্বীকার করা যায়। মথুরানাথ এইরূপ চিন্তামণির অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন।[৩৫] বস্তুতঃ এ স্থলে মথুরানাথ "ইতরান্বিত" অংশ স্বরূপকথনমাত্র বলিয়া চিন্তামণির যে তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন ও কার্য্যত্বান্বিতশক্তিবাদিগণের যে অভিপ্রায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সঙ্গত মনে হয় না। চিন্তামণি গ্রন্থে যে আপত্তিটির উদ্ভাবন করা হইয়াছে, এই আপত্তি প্রাচীন প্রাভাকর গ্রন্থেও আছে। শালিকনাথ, ভবনাথ প্রভৃতি প্রাচীন প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণও এই আপত্তির উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। আর তাহার সমাধানও তাঁহারা বলিয়াছেন। শালিকনাথ বলিয়াছেন— "কার্য্যান্বয়ান্বিতে" পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। ভবনাথ বলিয়াছেন —"কার্য্যপর পদার্থান্বিতে" পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য অকার্য্যার্থক ও কার্য্যার্থক পদের শক্তিগ্রহে দ্বিবিধ প্রযোজক স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা চিৎসুখী গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদে [৮৬ পৃষ্ঠায়] বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে।

পদমাত্রেরই কার্য্যত্বান্বিত শাব্দজ্ঞানে শক্তি অবধৃত হইয়াছে বলিয়া, নিরাকাঙ্ক্ষ শব্দ হইতে তাদৃশ শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না কেন? কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবোধের জনক নিরাকাঙ্ক্ষ পদ থাকিয়াও কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির উৎপত্তি হয় না। এজন্য কারণ সত্ত্বে কার্য্যের অনুৎপত্তিতে অন্বয়ব্যভিচারই হইবে। আর এই অন্বয়-ব্যভিচার-প্রযুক্ত পদমাত্রকে কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধির জনক স্বীকার করা যায় না। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবোধে গৃহীতশক্তিক পদমাত্রই কারণ নহে; আকাঙ্ক্ষাদি-জ্ঞানও কারণ। সুতরাং পদজ্ঞান ভিন্ন কার্য্যত্বান্বিত

---

৩৫ …'ইতরান্বিতেতি' স্বরূপকথনম্—মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদপূর্বপক্ষ-রহস্য] পৃ০ ৪৭৬

শাব্দবুদ্ধির যাবৎ কারণ-সাকল্য-দশাতে, পদজ্ঞান থাকিয়াও যদি কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, তবেই প্রদর্শিত অন্বয়-ব্যভিচার হইতে পারে। নিরাকাঙ্ক্ষ পদ হইতে যে শাব্দবুদ্ধির উৎপত্তি হয় নাই, তাহা শাব্দবুদ্ধির কারণান্তরের অভাব প্রযুক্তই হয় নাই। কারণান্তরের অভাবপ্রযুক্ত কার্য্যাভাব হইলে সে স্থলে অন্বয়-ব্যভিচার হয় না। আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান যে শাব্দবুদ্ধির জনক ইহা সর্বসম্মত। সুতরাং শাব্দবুদ্ধির জনক আকাঙ্ক্ষাদি-জ্ঞানের বিষয় আকাঙ্ক্ষাদি প্রযোজক। আকাঙ্ক্ষাদির জ্ঞান কারণ ও কারণীভূত জ্ঞানের বিষয় আকাঙ্ক্ষাদি শাব্দবুদ্ধির কারণ নহে, কিন্তু শাব্দবুদ্ধির প্রযোজক। এই প্রযোজকত্বকেই এস্থলে চিন্তামণিকার উপাধিত্ব বলিয়াছেন। কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিতে আকাঙ্ক্ষাদির কারণত্ব না থাকিলেও আকাঙ্ক্ষাদিতে উপাধিত্ব অর্থাৎ প্রযোজকত্ব আছে।[৩৬]

ব্যবহারাধীন বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিদশাতে, পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্ব গৃহীত হইয়াছে। এই সামান্য কার্য্যকারণভাবগ্রহের অনন্তর, পদের আবাপ উদ্বাপ দ্বারা ক্রিয়া-কারকাদি পদবিশেষের কার্য্যত্বান্বিত ক্রিয়া-কারকাদিরূপ স্বার্থের অনুভাবকত্ব গৃহীত হইয়া থাকে। সামান্যরূপে কার্য্যকারণভাবগ্রহের পরে বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাবগ্রহ হয়। বিশেষরূপে কার্য্যকারণভাবগ্রহ উপজীবী ও প্রাথমিক সামান্যতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহ উপজীব্য। এই উপজীব্য প্রাথমিক কার্য্যত্বান্বিত ব্যুৎপত্তির অনুরোধে, ক্রিয়াকারকাদি পদের ব্যুৎপত্তিতেও কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থেরই অনুভাবকত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এজন্য কোনও পদই কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত স্বার্থের অনুভাবক হইতে পারে না। এজন্য কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের যে স্থলে শ্রবণ নাই, সে স্থলেও কার্য্যত্বের অধ্যাহার করিতে হইবে।

৩৬ এবঞ্চ কার্য্যান্বিতব্যুৎপত্তৌ সত্যামনাকাঙ্ক্ষাদৌ ব্যভিচারাদাকাঙ্ক্ষাদেরুপাধিত্বম্—তত্ত্ব০ চিং পৃ০ ৪৭৬—৭৭

অধ্যাহার না করিলে কার্য্য অর্থে পদের লক্ষণা স্বীকার করিতে হইবে। যে স্থলে লক্ষণাও স্বীকৃত হয় না, সে স্থলে বিধিশূন্য বাক্য হইতে অন্বয়বোধই হয় না। কেবল পদার্থের উপস্থিতি হইয়া উপস্থিত পদার্থে অসংসর্গের অগ্রহমাত্র হইয়া থাকে অর্থাৎ সংসর্গগ্রহ হয় না। সুতরাং কেবল সিদ্ধার্থক পদসমূহ হইতে শাব্দবোধই অসম্ভব। বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি, যাহা পরভাবী ব্যুৎপত্তির উপজীব্য, তাহাতে পদমাত্রের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থানুভাবকত্বই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং কেবল সিদ্ধার্থক পদসমূহ হইতে শাব্দবোধ হইতে পারে না। এজন্য যাঁহারা এরূপ বলেন—"কেবল সিদ্ধার্থক পদসমূহ হইতেওত পরবর্ত্তী কালে শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিতেও অন্বিতার্থের অনুভাবকত্ব স্বীকার করা উচিত। অথবা প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিতে যে কার্য্যান্বিত স্বার্থানুভাবকত্বের গ্রহ [জ্ঞান] হইয়াছিল, তাহার ভ্রমত্ব কল্পনা করা উচিত। "পদমাত্রে কার্য্যত্বান্বিত-স্বার্থানুভাব-কত্বগ্রহো ভ্রমঃ" এইরূপে প্রাথমিক কার্য্যকারণভাবজ্ঞানে ভ্রমত্ব কল্পনা করা উচিত। কারণ পরবর্ত্তী কালে সিদ্ধার্থবিষয়কও শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। পরবর্ত্তী কালে সিদ্ধার্থবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির অনুরোধে পদমাত্রে কার্য্যত্বানিত স্বার্থবোধকত্ব-জ্ঞানের ভ্রমত্বই কল্পনা করা উচিত। প্রথম যে বালকের জ্ঞান হইয়াছিল, তাহা অপ্রমা, এরূপ কল্পনা করা উচিত।" ইত্যাদি কথাও নিরস্ত হইল। কারণ সিদ্ধার্থক পদসমূহ হইতে শাব্দবোধ উৎপন্নই হয় না। সুতরাং অন্বিত অর্থমাত্রে শক্তি কল্পনা করার কোনও আবশ্যকতা নাই। আর পূর্বজ্ঞানেরও অপ্রমাত্ব কল্পনা করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। পদমাত্রের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থানুভাবকত্ব কল্পনা করিয়া পরে আবার অন্বিতার্থানুভাবকত্ব কল্পনা করিলে কল্পনান্তরের প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। অর্থাৎ একরূপ কল্পনা করিয়া পরে আবার অন্যরূপ কল্পনা করার প্রসঙ্গ হইয়া পড়ে। কার্য্যত্বান্বিত-শক্তিবাদীর মতে এই কল্পনান্তর প্রসঙ্গ হয় না। পরবর্ত্তী কালে যে সিদ্ধার্থক-

পদের প্রযোগ হইয়া থাকে, সেই স্থলেও অধ্যাহার বা লক্ষণাদ্বারা বা অসংসর্গাগ্রহ দ্বারা কথঞ্চিৎ উপপত্তি হইতে পারে। সুতরাং পরবর্ত্তী সিদ্ধার্থবিষয়ক বোধ অন্যথাসিদ্ধ, অনন্যথাসিদ্ধ নহে। অন্যথাসিদ্ধ পরবর্ত্তী বোধ দ্বারা আদ্য-ব্যুৎপত্তির বাধ হইতে পারে না। অন্যথাসিদ্ধ পরবর্ত্তী বোধ, আদ্য-ব্যুৎপত্তির বাধকই নহে। পরবর্ত্তী সিদ্ধার্থবিষয়ক জ্ঞান, লক্ষণাদি দ্বারা উপপন্ন হয় বলিয়া তাহা অনন্যথাসিদ্ধ নহে। আরও বিশেষ কথা এই যে—প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিগ্রহ উপজীব্য; পরবর্ত্তী জ্ঞান উপজীবী; উপজীবী দ্বারা উপজীব্যের বাধ হইতে পারে না।[৩৭]

ইহাতে পদের সিদ্ধার্থকত্ববাদী শঙ্কা করেন যে—কার্য্যত্বান্বিতশক্তিবাদী যে বলিয়াছেন—বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি কার্য্যত্বান্বিত অর্থেই হইয়া থাকে অর্থাৎ পদমাত্র কার্য্যত্বান্বিত অর্থেরই অনুভাবক হয়, ইহা সঙ্গত নহে। কারণ বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থেও হইতে পারে। যদি বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থে সম্ভাবিত হয়, তবে কার্য্যত্বান্বিত-শক্তিবাদী প্রাথমিকত্ব, উপজীব্যত্বাদি যে সমস্ত যুক্তি দেখাইয়াছেন, সেই সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এজন্য ভট্টমতানুসারী মীমাংসকগণ সিদ্ধার্থেও প্রথম ব্যুৎপত্তি বালকের হইতে পারে অর্থাৎ অগৃহীতসঙ্কেত—অব্যুৎপন্ন পুরুষেরও প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি, সিদ্ধার্থে হইতে পারে ইহা দেখাইবার জন্য বহু প্রয়াস করিয়াছেন। "বিধিবিবেক" গ্রন্থের টীকা ন্যায়কণিকাতে বাচস্পতিমিশ্র অগৃহীত সঙ্কেত পুরুষের সিদ্ধার্থেও আদ্য-ব্যুৎপত্তি হইতে পারে ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। বাচস্পতি-প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণ যে ব্যভিচার শঙ্কা করিয়া থাকেন, তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন এবং অব্যভিচার প্রদর্শনের জন্য উপায়ান্তরেরও উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং তাহাতেও ব্যভিচার শঙ্কা করায়

৩৭ ···তথাচোপজীব্যপ্রথমভাবিকার্য্যান্বিতব্যুৎপত্ত্যনুরোধেন বিধ্যশ্রুতাবপি কার্য্যাধ্যাহারঃ ··নিরস্তম্।···অনন্যথাসিদ্ধত্বাভাবেন প্রাচীনজ্ঞানাবাধকত্বাৎ উপজীব্যব্যাঘাতাচ্চ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৭—৭৮

প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন। [বিধিবিবেক—২৮০ পৃঃ]। আর "তত্তু সমন্বয়াৎ" এই সূত্রের ভাষ্যে "অত্রাপরে প্রত্যবতিষ্ঠন্তে" বলিয়া যে প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণের অভিপ্রায়, ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ-প্রসঙ্গে ও প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণের মতের খণ্ডন-প্রসঙ্গে "ভামতী" নিবন্ধেও পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তিও যে সিদ্ধার্থে সম্ভাবিত হয়, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্য-টীকাতেও সিদ্ধার্থে পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি সমর্থিত হইয়াছে। চিৎসুখ প্রভৃতি আচার্য্যগণও সিদ্ধার্থে পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে চিন্তামণিকারও "অথ সিদ্ধার্থেঽপি ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি" এইরূপ বলিয়াছেন।[৩৮] চিন্তামণির এই "ব্যুৎপত্তি" শব্দের অর্থ আদ্য-ব্যুৎপত্তি। এজন্য মথুরানাথ "ব্যুৎপত্তিরিতি প্রথমজনকতাগ্রহ ইত্যর্থঃ"—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সমস্ত রহস্য না জানিয়া মুক্তাবলীকার ও তাহার টীকাকার দিনকর "অতএব চৈত্র! পুত্রস্তে জাতঃ কন্যা তে গর্ভিণী ইত্যাদৌ মুখপ্রসাদমালিন্যাভ্যাং সুখদুঃখে অনুমায়" ইত্যাদি কতকগুলি অসম্বদ্ধ প্রলাপ করিয়াছেন। [সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ৩৬৬ পৃঃ শব্দখণ্ড]। আর আমাদের দেশের পণ্ডিত ও ছাত্রগণও মুক্তাবলীর কথা বেদবাক্য মনে করিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে পঠন-পাঠন করিয়া আসিতেছেন। বস্তুতঃ কথা এই যে—এই স্থলে "অতএব" এই মুক্তাবলীর পাঠ ভুল। এস্থলে "অতএব" এইরূপ পাঠ না হইয়া "অথবা" এইরূপ পাঠ হইবে। অভিপ্রায় এই যে—সিদ্ধার্থেও পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাচীন ও নবীন ভট্টমতানুসারী মীমাংসকগণ, উত্তরমীমাংসকগণ ও নৈয়ায়িকগণ বহু প্রয়াস করিয়া গিয়াছেন; যাহা প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং "পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি সিদ্ধার্থে-

৩৮ তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৮

সম্ভাবিত” ইহার প্রতিপাদন মুক্তাবলী বা দিনকরীর গোপন ঘরোয়া কথা নহে। ইহা লইয়া ন্যায়, মীমাংসা ও বেদান্ত শাস্ত্রে মহা তোলপাড় হইয়া গিয়াছে। অবশ্য কোনও শাস্ত্রের সংবাদ না রাখিলে কোনও বালাই নাই। পদের সিদ্ধার্থে আদ্য-ব্যুৎপত্তি প্রদর্শনের জন্য ভগবৎপাদ রামানুজাচার্য্য যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অত্যধিক সমীচীন এবং নূতন। আর তাঁহার যুক্তি “পরিমল” গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত অনুকরণ করিয়াছেন। “চতুর্ম্মত-সার-সংগ্রহ” গ্রন্থে অপ্যয়দীক্ষিত রামানুজের সিদ্ধান্ত প্রদর্শন প্রসঙ্গে সিদ্ধার্থে পদের আদ্য-ব্যুৎপত্তি গ্রহণের নূতন যুক্তি যাহা রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহা অতি বিশদভাবে দেখাইয়াছেন।*

*প্রবর্ত্তকবাক্যজন্য বৃদ্ধব্যবহার হইতে বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য প্রাভাকর মীমাংসকগণ কার্য্যান্বিত অর্থে পদের শক্তি গৃহীত হয় এইরূপ বলিয়াছেন। কার্য্যের সহিত অনন্বিত অর্থের বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারেনা। ইহাই প্রাভাকরগণের অভিপ্রায়। আর এজন্য বেদের সিদ্ধরূপ অর্থবোধকত্ব নাই, সিদ্ধার্থক বাক্য প্রমাণ হইতে পারেনা —এইরূপ বলিয়াছেন। বেদান্তিগণ সিদ্ধার্থক বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেন। ভাট্ট মতানুসারী মীমাংসকগণ এবং নৈয়ায়িকগণও তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু ইঁহারা সকলেই প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি গ্রহ কার্য্যান্বিত অর্থেই হয় ইহা কথঞ্চিৎ মানিয়াই লইয়াছেন। ‘পুত্রস্তে জাতঃ’ ইত্যাদি অপ্রবর্ত্তক বাক্যদ্বারা সিদ্ধ অর্থেও পদের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিগ্রহ হইতে পারে—ইহা দেখাইবার জন্য প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজাচার্য্য অন্যরূপে সিদ্ধার্থেও বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিগ্রহ হইয়া থাকে—ইহাই দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামানুজের বহুপূর্বে ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট রামানুজ-প্রদর্শিত যুক্তিটি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। জয়ন্তভট্ট বলিয়াছেন যে—অঙ্গুল্যগ্রেণ নির্দ্দিশ্য কঞ্চিদর্থং পুরস্থিতম্। ব্যুৎপাদয়ন্তো দৃশ্যন্তে বালান্ অস্মদ্‌বিধা অপি॥ ইহার অভিপ্রায় এই যে প্রবর্ত্তক বাক্যজন্য বৃদ্ধব্যবহার ব্যতীতই বালকের জনক জননী প্রভৃতি বালককে কোলে লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা বস্তুর নির্দ্দেশপূর্ব্বক পদের সঙ্কেত গ্রহ করাইয়া থাকেন।

বালকের যদি প্রথম ব্যুৎপত্তিতে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক বোধ-জনকত্ব পদ সামান্যে গৃহীত হইয়া থাকে, তবে পদসামান্যে গৃহীত কার্য্যত্বান্বিত শক্তির উপজীব্যত্বপ্রযুক্ত, পরবর্ত্তী কালে উপজীব্যের বাধা করিয়া সিদ্ধার্থবিষয়ক অনুভাবকত্ব, পদে গৃহীত হইতে পারে না। সিদ্ধার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্ব পরবর্ত্তী কালে কল্পনা করিলে, কল্পনান্তর প্রসঙ্গও হয়। কিন্তু যদি প্রথমতঃই বালকের সিদ্ধার্থানুভাবকত্ব পদে গৃহীত হইতে পারে, তবে উপজীব্য-ব্যাঘাত বা কল্পনান্তর-প্রসঙ্গ কোনও দোষই হইবে না। এজন্য চিন্তামণিকার বালকের সিদ্ধার্থেও যে পদের প্রথম ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে ইহাই প্রদর্শন করিবার জন্য বলিয়াছেন যে "অথ সিদ্ধার্থেঽপি ব্যুৎপত্তিঃ সম্ভবতি।" এস্থলে "ব্যুৎপত্তি" কথার অর্থ—বালকের প্রথমজনকতাগ্রহ। "সিদ্ধার্থবিষয়ক বোধের প্রথম-জনকতাগ্রহ বালকের হইতে পারে" ইহাই মথুরানাথ সম্মত ব্যাখ্যা।[৩৯] বালকের প্রথমেই সিদ্ধার্থবিষয়ক বোধের জনকতাগ্রহ পদে হইতে পারে ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য চিন্তামণিকার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং এই দৃষ্টান্তটি মীমাংসক, নৈয়ায়িক ও বেদান্তী সকলেই প্রদর্শন করিয়াছেন। এজন্য এই দৃষ্টান্তটি অতি প্রাচীন ও অতি

বালকের মস্তক, হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গুলি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া বালকের পিতা-মাতা মস্তক হস্তাদি শব্দের সঙ্কেত গ্রহ করাইয়া থাকেন। এতাদৃশ সঙ্কেত গ্রহণ রীতি অতি প্রসিদ্ধ এবং প্রযোজক বৃদ্ধের প্রবর্ত্তক বাক্যজন্য প্রযোজ্য বৃদ্ধের ব্যবহার ইহাতে অপেক্ষিত নহে। এজন্য এই প্রদর্শিত রীতিতে পদের সঙ্কেত গ্রহ হইলে কার্য্যান্বিত অর্থে পদের সঙ্কেতগ্রহ স্বীকার করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। এস্থলে আমাদের ইহাই বিশেষ বক্তব্য যে রামানুজ প্রদর্শিত রীতি নবম শতকের জয়ন্তভট্টও রামানুজের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১০১৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আচার্য্য রামানুজ বিদ্যমান ছিলেন॥ [বোম্বে মুদ্রিত পরিমলে ১৩২ পৃষ্ঠায় এই বিষয় বিবৃত হইয়াছে।]

৩৯ মাথুরী [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদরহস্য] পৃ০ ৪৭৮

সুপ্রসিদ্ধ। সকলেই এই দৃষ্টান্তটি গ্রহণ করিলেও প্রত্যেক গ্রন্থেই এই দৃষ্টান্তটির চমৎকারিতা আছে। ভামতী গ্রন্থে এই দৃষ্টান্তটি যেমন সুস্পষ্ট ও সমীচীন, অন্যত্র সেইরূপ নহে। যাহা হউক, আমরা চিন্তামণি গ্রন্থেরই অভিপ্রায় দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া চিন্তামণি গ্রন্থে যাহা আছে. তাহাই এস্থলে প্রদর্শন করিব।

কোনও বালক চৈত্রের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এইরূপ দেখিয়া পরে গৃহান্তরস্থিত চৈত্রের নিকট এই সংবাদ দিবার জন্য যখন কোনও লোক এই বালকটিকে সঙ্গে করিয়া যায় এবং সংবাদদাতা চৈত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া যখন বলে "চৈত্র! তোমার একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে", তখন এই সংবাদদাতার বাক্য শ্রবণমাত্র চৈত্র অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করে। তাহাতে চৈত্রের মুখপ্রসাদ, চক্ষুর উৎফুল্লতা, গণ্ডদেশের রোমাঞ্চ প্রভৃতি আনন্দসূচক দেহবিকার পরিস্ফুট হইয়া থাকে। সংবাদদাতার সহিত উপস্থিত সেই বালকও সংবাদদাতার বাক্যটি শ্রবণ করে এবং ইহাও লক্ষ্য করে যে এই বাক্য শ্রবণমাত্র, চৈত্রের নিরতিশয় হর্ষব্যঞ্জক মুখ-নেত্রাদি-বিকার উৎপন্ন হইয়াছে। চৈত্রের মুখ-নেত্রাদির অতিমাত্র প্রসন্নতা দ্বারা চৈত্রের হর্ষের অনুমান বালক করে। চৈত্রের মুখপ্রসাদাদি দ্বারা বালক বুঝিতে পারে যে চৈত্রের অতিশয় হর্ষ হইয়াছে এবং হর্ষের কারণ বালক দ্বারা উপলব্ধ পুত্র জন্ম। কারণ চৈত্রের পুত্র জন্মই বালকের নিকট উপস্থিত অর্থাৎ বালককর্তৃক পরিদৃষ্ট এবং পুত্রজন্মের জ্ঞান হর্ষের জনক হইতে পারে। বালকের নিকট উপস্থিত পুত্রজন্মের জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোনও জ্ঞানকে চৈত্রের হর্ষের হেতু কল্পনা করিলে গৌরব হইবে। এজন্য বালক চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানই চৈত্রের হর্ষের হেতু এইরূপ অনুমান করে। চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানের কারণ সংবাদদাতার বাক্য। সংবাদদাতার বাক্য শ্রবণের পরেই চৈত্রের হর্ষ অনুমিত হইয়াছে। জ্ঞান ব্যতীত হর্ষ হইতে পারে না। এস্থলে পুত্রজন্ম জ্ঞানই হর্ষের কারণ। পুত্রজন্ম জ্ঞানের

কারণ সংবাদদাতার বাক্য, যাহা চৈত্র শ্রবণ করিয়াছে। সংবাদদাতার বাক্য ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুকে চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানের কারণ কল্পনা করিলে গৌরব হইবে। এজন্য চৈত্র কর্তৃক শ্রুত সংবাদদাতার বাক্যই চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানের কারণ এইরূপ বালক অনুমান করে। সংবাদদাতার বাক্যই উপস্থিত বলিয়া তাহাকে কারণ কল্পনা করিলে লাঘব হয়। চৈত্রের পুত্রজন্মজ্ঞানের শ্রুত সংবাদদাতার বাক্যেরই লাঘব প্রযুক্ত বালক কারণতা কল্পনা করে[৪০] এবং গৌরবরূপ বাধক প্রযুক্ত অনুপস্থিত অন্য কোনও বস্তুতে কারণতা কল্পনা করে না। এইরূপে অব্যুৎপন্ন বালক পুত্রজন্মরূপ সিদ্ধ বিষয়ের অনুভাবকত্ব সংবাদদাতার বাক্যে প্রথম গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং বালকের সিদ্ধ বিষয়ে প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি হইতে পারে। আর এই কথাই ভামতী গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে—"কার্য্যবোধে যথা চেষ্টা লিঙ্গং হর্ষাদয়স্তথা। সিদ্ধবোধে"[৪১]।

এস্থলে সিদ্ধার্থবাদীর [কল্পান্তরবাদীর] অভিপ্রায় এই যে—অব্যুৎপন্ন বালক পরপুরুষের জ্ঞানের অনুমান করিতে না পারিলে কোনও শব্দেরই ব্যুৎপত্তি অবধারণ করিতে পারিত না। পর পুরুষের চেষ্টা দ্বারা যেমন তাহার জ্ঞানের অনুমান করা যায়, এইরূপ মুখপ্রসাদাদি বিকার হইতেও পর পুরুষের হর্ষ ও হর্ষহেতু জ্ঞানের অনুমান করা যায়। আনয়ন, অপসারণাদি চেষ্টার হেতু প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তির হেতু—চিকীর্ষা, চিকীর্ষার হেতু—জ্ঞান। এই জ্ঞানের বিষয় সিদ্ধ বস্তু হইতে পারে না। সিদ্ধ বস্তু বিষয়ক জ্ঞান চিকীর্ষা দ্বারা প্রবৃত্তির জনক হয় না। কিন্তু

---

৪০ ‥তথাহি উপলব্ধচৈত্রপুত্রজন্মা বালস্তাদৃশেনৈব বার্ত্তাহারেণ সমং চৈত্রসমীপং গতশ্চৈত্র পুত্রস্তে জাত ইতি বার্তাহারবাক্যং শৃণ্বন্ চৈত্রস্য মুখপ্রসাদং পশ্যন্ শ্রোতুর্হর্ষমনুমিনোতি লাঘবাদিতি চেৎ—তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৭৮-৮৯

৪১ ভামতী পৃ০ ১৩১

পরপুরুষের মুখপ্রসাদাদি দ্বারা অনুমিত হর্ষ হেতুজ্ঞানের বিষয় সিদ্ধ বস্তু হইতে পারে। সুতরাং অব্যুৎপন্ন বালক পরপুরুষের মুখপ্রসাদাদি দ্বারা সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন করিতে পারে। কেবল পরপুরুষবৃত্তি কার্য্যজ্ঞানেরই উন্নয়ন করা যায়; কিন্তু পরপুরুষবৃত্তি সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন করা যায় না। পরপুরুষের সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উন্নায়ক অর্থাৎ অনুমাপক কোনও লিঙ্গ নাই বা অনুমাপক লিঙ্গ অব্যুৎপন্ন বালক জানিতে পারে না—এরূপ নহে। অব্যুৎপন্ন বালকও পরপুরুষবৃত্তি হর্ষ-বিষাদাদির উন্নয়ন করিতে পারে এবং হর্ষ-বিষাদাদির হেতু সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানেরও উন্নয়ন করিতে পারে। পরপুরুষের সিদ্ধ বস্তুবিষয়ক জ্ঞানের উন্নয়ন করিতে পারিলে বালক অনায়াসে শব্দে তাদৃশ জ্ঞানের জনকতারও অবধারণ করিতে পারে। ইহাই এস্থলে কল্পান্তরবাদীর অভিপ্রায়।

ইহাতে কার্য্যান্বিতবাদিগণ [কার্য্যান্বিত অর্থের বোধকত্বই শব্দে আছে এইরূপ-বাদিগণ] বলেন যে—পূর্ব্বপক্ষিগণের প্রদর্শিত দৃষ্টান্ত অত্যন্ত অসমীচীন। কারণ অব্যুৎপন্ন বালক চৈত্রের মুখ-চক্ষুঃ প্রভৃতির প্রসাদ দর্শন দ্বারা চৈত্রের হর্ষের অনুমান করিতে পারে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চৈত্রের হর্ষের হেতু পুত্রজন্মজ্ঞান—চৈত্রের হর্ষ দ্বারা চৈত্রের পুত্রজন্ম বিষয়ক জ্ঞান হইয়াছে ইহা বালকত কোনও মতেই অনুমান করিতে পারে না। অবশ্যই হর্ষ কোনও বিষয়ক জ্ঞানজন্য ইহা বালক অনুমান করিতে পারে; কিন্তু এস্থলে চৈত্রের হর্ষ চৈত্রের পুত্রজন্ম-জ্ঞানজন্য ইহা বালক অনুমান করিবে কিরূপে? হর্ষের হেতু যদি একটি মাত্রই হইত, যদি কেবল পুত্রজন্ম জ্ঞান হইতেই হর্ষ হইত, তবে অবশ্যই হর্ষ দ্বারা পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান বালক করিতে পারিত। কিন্তু হর্ষের হেতুত অসংখ্য। অন্য কোনও প্রিয় বিষয়ের জ্ঞান হইতে যে চৈত্রের হর্ষ হয় নাই—ইহা বালক বুঝিবে কিরূপে? বহু প্রিয় বিষয়ক জ্ঞান সম্ভাবিত বলিয়া পুত্রজন্ম জ্ঞান হইতেই হর্ষ হইয়াছে ইহা অবধারণ

করা যায় না। যদি বলা যায়—পুত্রজন্ম ভিন্ন অন্য প্রিয়বস্তু-জ্ঞানের অভাবকালীন যে হর্ষ, তাহা পুত্রজন্ম জ্ঞানজন্যই বটে; সুতরাং বালক পুত্রজন্ম জ্ঞানকেই হর্ষের হেতু বলিয়া অবধারণ করিবে। তবে এইরূপ বালকের অনুমান করিতে হইবে যে—মুখপ্রসাদাদি দ্বারা অনুমিত চৈত্রের হর্ষ [পক্ষ], চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানজন্য [সাধ্য], যেহেতু এই হর্ষ চৈত্রের পুত্রজন্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞানের অভাবকালীন হর্ষ। প্রিয়ান্তর জ্ঞানের অভাবকালীন হর্ষ দ্বারাই হর্ষের পুত্রজন্মজ্ঞানজন্যত্ব অনুমান করা যায়। কিন্তু চৈত্রের এই হর্ষ যে প্রিয়ান্তর জ্ঞানের অভাবকালীন অর্থাৎ পুত্রজন্ম ভিন্ন অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞানের অভাবকালীন ইহা বালক নিশ্চয় করিবে কিরূপে? সুতরাং প্রদর্শিত অনুমানে যাহা হেতু, তাহার নিশ্চয় বালকের হইতে পারে না।[৪২]

যদি বলা যায়—চৈত্রের যে পুত্রজন্ম জ্ঞান হইয়াছে ইহা বালক অনুমান করিতে পারিবে। কারণ পুত্রজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী অবশ্যানুষ্ঠের ক্রিয়া-কলাপের অনুষ্ঠান যখন চৈত্র করিবে, তখন বালকের অনুমিতি হইবে যে—চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞান হইয়াছে। আর্য্য-রীতি অনুসারে পুত্রজন্ম জ্ঞানের পর পিতা বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এই অনুষ্ঠান দর্শন দ্বারা বালক পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান করিতে পারিবে। পুত্রজন্ম, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি নানা বৃদ্ধিকর্ম্ম-নিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধও নানাবিধ। পুত্রজন্মনিমিত্তক বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। এই বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান দেখিয়া বালক চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান করিবে।[৪৩]

৪২ …ন, হর্ষহেতূনাং বহূনাং সম্ভবাৎ হর্ষেণ লিঙ্গেন পুত্রজন্মজ্ঞানস্য বালেনানুমাতুমশক্যত্বাৎ……পরিশেষয়িতুমশক্যত্বাচ্চ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৯

৪৩ …অথ পুত্রজন্মজ্ঞানাব্যভিচারিবৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদিক্রিয়াবিশেষদর্শনাৎ পুত্রজন্ম-জ্ঞানানুমানমিতি চেৎ—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৯

এস্থলে চিন্তামণিকার চৈত্রের পুত্রজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে পুত্রজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী লিঙ্গ বটে। কিন্তু এই লিঙ্গ দ্বারা বালকের যদি পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমিতি করিতে হয়, তবে বালককে একটি স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য হইতে হইবে। দুই চারি বৎসর স্মৃতির অধ্যাপকের নিকট বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিলে বালক বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান দ্বারা পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান করিতে পারে। কিন্তু সর্বথা অব্যুৎপন্ন শিশুর পক্ষে ইহা কি সম্ভব? মহানৈয়ায়িক গঙ্গেশোপাধ্যায় যে ভাষায় এই উদাহরণটি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অব্যুৎপন্ন বালক কেন, বালকের পিতামহও বিশেষ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ দ্বারা পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমান করিতে পারে কিনা সন্দেহ। চিন্তামণিকার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া বিশেষেরই উল্লেখ করিয়াছিলেন। টীকাকার মথুরানাথ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধবিশেষ বলিয়াছেন। স্মৃতির ব্যবস্থা অনুসারে মথুরানাথ ঠিকই বলিয়াছেন। কিন্তু বালকের পক্ষে তাহা কি সম্ভব? এস্থলে আমরা পাঠকগণকে ভামতী প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটির প্রতি লক্ষ্য করিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। তাহাতে প্রদর্শিত অসামঞ্জস্য নাই। ন্যায়কণিকা টীকাতেও বাচস্পতিমিশ্র এই উদাহরণটি সমঞ্জস করিয়া বলিয়াছেন। কিন্তু ভামতী গ্রন্থে যে দৃষ্টান্তটি বলিয়াছেন, তাহা সর্বাঙ্গসুন্দর।

মহামতি শালিকনাথমিশ্র প্রভাকরমতানুসারী আচার্য্যগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। তিনি অতি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে—পুত্রজন্মজ্ঞান ব্যতীত আরও অসংখ্য প্রিয়বিষয়ক জ্ঞান আছে, যে সমস্ত জ্ঞান হইতে হর্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বালক ইহা কিছুতেই অবধারণ করিতে পারে না যে—পুত্রজন্ম জ্ঞান হইতেই চৈত্রের হর্ষ হইয়াছে। চিন্তামণি গ্রন্থেও এই আশঙ্কাই প্রদর্শিত হইয়াছে। ভামতী, ন্যায়কণিকা প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্টান্তটি যেভাবে দেখান হইয়াছে, তাহাতে

পুত্রজন্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও জ্ঞান হইতে হর্ষ হওয়া কঠিন। তথাপি প্রাভাকর সম্প্রদায় সে স্থলেও আপত্তি করিতে বিরত হন নাই। ইহাতে বাচস্পতিমিশ্র অসহিষ্ণু হইয়া প্রাভাকর আচার্য্যগণের প্রতি কটূক্তি করিয়াছেন—"এবংবিধ বিষয়ে হর্ষজনকং হেত্বন্তরং শঙ্কমানা জননীজার-শঙ্কয়াত্মনোঽপি ব্রাহ্মণ্যং প্রতি সন্দিহানা নাধিকারভাজো ব্রাহ্মণোচিতাসু ক্রিয়াস্বিতি কৃতং মীমাংসাভ্যাসপরিশ্রমেণ তেষাম্। [ন্যায়-কণিকা ২৮০ পৃ০]।

কার্য্যান্বিতবাদিগণ আরও বলেন যে পুত্রজন্ম জ্ঞানের অব্যভিচারী বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবিশেষ দর্শনরূপ লিঙ্গ জন্য পুত্রজন্ম জ্ঞানের অনুমিতি হইতে পারিলেও "পুত্রস্তে জাতঃ" এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর বালক যদি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান দর্শন করে, তবেত বালক অনায়াসেই ইহা বুঝিতে পারিবে যে—শ্রুতবাক্য ক্রিয়াবিশেষ কর্ত্তব্যতা-পর। কারণ চৈত্র, বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রিয়াবিশেষেরই অনুষ্ঠান করিয়াছে। আর ক্রিয়াবিশেষে প্রবৃত্তি, কার্য্যতাজ্ঞান না হইলে হইতে পারে না। সুতরাং "পুত্রস্তে জাতঃ" এই শ্রুত বাক্য কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেরই জনক। শ্রুত বাক্যের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্বই বালক প্রথম অবধারণ করিবে। পরে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান দর্শন দ্বারা পুত্রজন্মের অনুমিতি করিবে। সুতরাং শব্দের ব্যুৎপত্তি কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেই হইবে। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্বই শব্দে প্রথম অবধৃত হইবে। কোনও মতেই বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত অর্থে গৃহীত হইতে পারে না অর্থাৎ কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানজনকত্ব পদে গৃহীত হইতে পারে না।[৪৪]

যদি বলা যায়—পদমাত্রের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তির অবধারণ হইতে

৪৪ ...তর্হি পুত্রস্তে জাত ইতি বাক্যং তৎ ক্রিয়াকর্ত্তব্যপরমেবেতি কার্য্যান্বিতজ্ঞানজনকত্বমেব তস্য প্রথমতো গৃহ্যতে......ন ব্যুৎপত্তিঃ কার্য্যং জহাতি—তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৭৯—৮০

পারে না। কারণ একটি বাক্যের অন্তর্গত যতগুলি পদ থাকে, তাহার প্রায় সমস্তগুলির শক্তি যদি পূর্ব্বে অবধৃত হইয়া থাকে এবং বাক্যের অন্তর্গত যে কোনও একটি পদের শক্তি যদি গৃহীত না হইয়া থাকে, তবে তাদৃশ বাক্য প্রয়োগ করিলে গৃহীত শক্তিক পদগুলির সাহচর্য্য প্রযুক্ত কার্য্যত্বান্বিতার্থে অগৃহীত শক্তিক পদ হইতেও কার্য্যত্বাবিষয়ক শাব্দবোধজনকত্ব শক্তি পদের গৃহীত হইতে পারে। যেমন "ইহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি" এইরূপ বাক্য, বক্তা প্রয়োগ করিলে এই বাক্যের অন্তর্গত প্রায় সমস্তগুলি পদের, অর্থবিশেষে স্মারকশক্তি যাহার গৃহীত আছে, কেবল বাক্যান্তর্গত "পিক" পদের শক্তি অগৃহীত আছে, তাদৃশ পুরুষ যখন আম্রবৃক্ষে মধুর রবকারী পক্ষিবিশেষকে দর্শন করে, তখন সে "পিক" শব্দের কোকিলরূপ অর্থে শক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে। যাহার ইহ, সহকার প্রভৃতি পদের শক্তি গৃহীত ছিল, তাহার প্রসিদ্ধার্থক পদগুলির সমভিব্যাহার প্রযুক্ত, অগৃহীত শক্তিক "পিক" পদেরও কোকিলত্ব বিশিষ্ট বিজাতীয় পক্ষি বিশেষে শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। অথচ "পিক" পদের কোকিলত্ববিশিষ্ট বিজাতীয় পক্ষিবিশেষে শক্তি গৃহীত হইলেও কার্য্যত্বান্বিত অর্থে "পিক" পদের শক্তি গৃহীত হয় নাই; অথবা কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক শাব্দবোধের জনকত্বরূপ শক্তিও পিক পদে গৃহীত হয় নাই। সুতরাং পদমাত্রের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে।[৪৫]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্য্য প্রযুক্ত যে অপ্রসিদ্ধার্থক পদেরও শক্তি গৃহীত হয়, তাহা প্রাথমিক ব্যুৎপত্তি নহে। "ইহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি" এইরূপ বাক্য, ব্যবহারের জনকই নহে। সর্ব্বথা অব্যুৎপন্ন বালক, ব্যবহারের

---

৪৫ ...যত্রাপীহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতীতি......তত্রাপি ব্যবহারাধীনব্যুৎপত্তিপূর্ব্বিকা কার্য্যান্বিত এব যুক্তা পিকপদশক্তিঃ—

তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮০

অজনক প্রদর্শিত বাক্য হইতে কোনও শক্তি অবধারণ করিতে পারে না। বহু শব্দের শক্তিগ্রহের অনন্তর ব্যুৎপন্ন পুরুষেরই প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্য্য প্রযুক্ত অগৃহীতশক্তিক কোনও বিশেষ পদের, শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। প্রদর্শিত বাক্য দ্বারা বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তি হইতেই পারে না। বৃদ্ধব্যবহারাধীন পদসামান্যে বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তি কার্য্যত্বান্বিত অর্থেই গৃহীত হইয়াছে। এই আদ্য-ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্য্যপ্রযুক্তও পিকাদি পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থেই শক্তি গৃহীত হইবে। ইহা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে যে—বৃদ্ধব্যবহারাধীন বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তিতে কার্য্যত্বান্বিত অর্থে বোধজনকত্বরূপ শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। এজন্য পরে পদ-বিশেষের ব্যুৎপত্তিও ব্যাকরণ, উপমান, কোষ প্রভৃতি হইতে হইলেও আদ্য-ব্যুৎপত্তি অনুসারে কার্য্যত্বান্বিত অর্থের বোধকত্বরূপ শক্তিই গৃহীত হইবে। কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত অর্থের বোধজনকত্বরূপ শক্তি কোনও পদে, পরেও গৃহীত হইতে পারে না।[৪৬]

যদি বলা যায়—বৃদ্ধব্যবহার দ্বারা ঘটাদি পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ সম্ভাবিত হইলেও কার্য্যত্বান্বিত অর্থে পিক-পদের শক্তিগ্রহ সম্ভাবিত নহে। সুতরাং পিক-পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থে শক্তি গৃহীতই হইবে না। এরূপ বলা নিতান্ত অসঙ্গত। "পিকমানয়" এইরূপ বৃদ্ধ বাক্য জন্য ব্যবহারাধীন কোনও বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তিতেও কার্য্যত্বান্বিত কোকিল-পদার্থবিষয়ক অনুভবজনকত্বরূপ শক্তি গৃহীত হইতে পারে।[৪৭] সুতরাং বালকের আদ্য-ব্যুৎপত্তিতে কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত কোকিল-পদার্থেই পিক-পদের শক্তি অবধৃত হইবে—এরূপ বলা

৪৬ .. তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮০

৪৭ . ন, তত্র পিকমানয়েত্যাদৌ কস্যচিৎ কার্য্যান্বিত এব ব্যুৎপত্তেঃ- তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮০

যায় না। পিক-পদ ঘটিত বাক্য জন্য ব্যবহার অসম্ভাবিত নহে। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেই পদমাত্রের শক্তি ইহাই সিদ্ধ হইতেছে।

এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—প্রাচীন ও নবীন সমস্ত গ্রন্থকারেরাই পিক-পদের শক্তি কিরূপে গৃহীত হইল, পিক-পদ কোন্ অর্থের স্মারক বা কোন্ অর্থের অনুভাবক, ইহা লইয়া বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। পিক-পদের এমন কি চমৎকারিতা আছে যে—প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারগণ আন্য পদ পরিত্যাগ করিয়া "পিক" পদের শক্তি অবধারণে তৎপর হইয়াছেন। ইহার কারণ এই যে—পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে "চোদিতং তু প্রতীয়েত অবিরোধাৎ প্রমাণেন" [জৈ০ ১৷৩৷৫] এই সূত্রের ব্যাখ্যাতে ভাষ্যকার শবরস্বামী ও তাহার বিবরণকার প্রভৃতি বলিয়াছেন—পিক, নেম, তামরসাদি শব্দ আর্য্য-গণের নিকট কোনও অর্থবিশেষে প্রসিদ্ধ নাই; অথচ বেদে "পিকমালভেত" সোমাপৌষ্ণং চরুং নির্ব্বপেৎ" "নেমপিষ্টং পশুকামঃ" এইরূপ পিক, নেমাদি শব্দের প্রয়োগ আছে। পিক, নেমাদি বৈদিক পদের কোকিল, অর্দ্ধ এইরূপ অর্থে ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধিও আছে। আর্য্য প্রসিদ্ধি না থাকিলেও ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধি আছে। এই ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধি শাস্ত্রে গৃহীত হইতে পারে কি না ইহাই ভাষ্যকার শবরস্বামী প্রভৃতি বহু বিচার করিয়া বলিয়াছেন যে—কল্প্য আর্য্য-প্রসিদ্ধি অপেক্ষা ক্লৃপ্ত ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধিও প্রবল। এজন্য ক্লৃপ্ত ম্লেচ্ছ প্রসিদ্ধি অনুসারে বৈদিক পিক-পদের কোকিল অর্থ ও নেম-পদের অর্দ্ধ অর্থ শাস্ত্রে গৃহীত হইবে।

যাহা হউক, এতদুত্তরে কার্য্যত্বান্বিতবাদিগণ আরও বলেন যে—প্রথম ব্যুৎপত্তি পরবর্ত্তী সমস্ত ব্যুপত্তির উপজীব্য। এজন্য উপজীব্য ব্যুৎপত্তি অনুসারে পরবর্ত্তী উপজীবি ব্যুৎপত্তিতেও কার্য্যত্বান্বিত অর্থেই পদের অনুভাবকত্ব শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। আরও কথা এই যে—"ইহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি" এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসিদ্ধার্থক পদের সাহচর্য্য প্রযুক্ত যাহার "পিক" পদের শক্তি গৃহীত হয়, তাদৃশ

পুরুষেরও প্রথমতঃ কার্য্যত্বান্বিত অর্থেই "পিক" পদের শক্তি গৃহীত হয়। তাদৃশ পুরুষের প্রথমতঃ এইরূপ অনুমান হয় যে—এই পিক-পদ-কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক, যেহেতু ইহা একটি পদ। পদ মাত্রই কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক হইয়া থাকে। এইরূপ সামান্য-ভাবে অবগত হইয়া অর্থাৎ "পিক" পদ কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিশেষেরই অনুভাবক এইরূপ অনুমান করিয়া "পিক-পদের অর্থবিশেষটি কি," ইহা অনুমানকালে জানিতে না পারিলেও পরে "ইহ সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি" এইরূপ সুহৃদ্বাক্য দ্বারা কার্য্যত্বান্বিত কোকিলের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি পিক-পদে অবধারণ করিয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি, সুহৃদুপদেশ দ্বারাও পিক-পদে গৃহীত হয় না।[৪৮]

সুতরাং এই সুদীর্ঘ বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে—সমস্ত শব্দই প্রবৃত্তিপর। পুরুষান্তরকে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই নাম, কারক, বিভক্তি, ধাতু, আখ্যাত প্রভৃতি পদ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং নাম, কারকাদি সমস্ত পদই প্রবৃত্তিপর বলিয়া, পদসামান্যে প্রবৃত্তিব জনক জ্ঞানের জনকত্ব স্বীকার করিতে হইবে। প্রবৃত্তির জনক জ্ঞান, সমস্ত পদ হইতে উৎপন্ন হইলেও অর্থাৎ কার্য্যত্বান্বিত অর্থ বিষয়ক জ্ঞানের জনক হইলেও কোনও পদ সাক্ষাদ্‌ভাবে কার্য্যত্বান্বিত অর্থবিষয়ক জ্ঞানের জনক এবং নামাদি পদ পরম্পরায় কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থবিষয়ক জ্ঞানের জনক হইয়া থাকে। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থ বিষয়ক জ্ঞানের জনক সমস্ত পদই হইয়া থাকে বলিয়া বিধিশেষ-অর্থবাদ বাক্য সমূহের অন্তর্গত সমস্ত পদের এবং "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বিধিবাক্যের অন্তর্গত স্বর্গাদি পদেরও প্রবৃত্তিপরত্ব আছে বলিয়া সাক্ষাৎ কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক হইতে না পারিলেও পরম্পরা

৪৮…উপজীব্যজাতীয়তয়া চ তস্যা বলবত্ত্বম্……স ইদানীং সুহৃদুপদেশাভিন্ন-বগম্যতে— তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৮১-৮২

কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবক হইয়া থাকে। পুরাণ, মহাভারতাদি পাঠে যে ফলশ্রুতি আছে, সেই ফলশ্রুতিরূপ অর্থবাদ বাক্যগুলি হইতেও বিধিবাক্যের কল্পনা করিতে হইবে। কল্পিত বিধিবাক্যের অঙ্গ স্বরূপ এই ফলশ্রুতিরূপ অর্থবাদ। এই অর্থবাদ বাক্যও প্রবৃত্তিপর। সুতরাং এই অর্থবাদ বাক্য দ্বারা বিধি কল্পনা করিয়া, অতি পরম্পরা ক্রমে পুরাণ, ভারতাদি পাঠের ফলশ্রুতিরূপ অর্থবাদ বাক্যও কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের বোধক হইয়া থাকে। বস্তুস্বরূপ মাত্রের বর্ণনাতে পর্য্যবসিত কাব্য, নাটকাদি যদি অতি পরম্পরাক্রমেও কার্য্যত্বের সহিত অন্বয় লাভ করিতে না পারে, তবে তাহা শাব্দবোধের জনকই হইবে না। কাব্য, নাটকাদি বাক্যের অন্তর্গত পদগুলি হইতে পদার্থের স্মৃতি হইয়া সেই স্মৃত পদার্থগুলির অসংসর্গের অগ্রহ মাত্র হইবে। কিন্তু পদার্থের পরস্পর সংসর্গের অনুভাবক হইবে না। পদার্থের অসংসর্গাগ্রহেই লোকের সংসর্গ ব্যবহার হইয়া থাকে মাত্র। কিন্তু সংসর্গবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।[৪৯]

এস্থলে মীমাংসকগণ কাব্য, নাটকাদির বাক্যসমূহকে প্রবৃত্তিপর বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু বস্তুর স্বরূপাখ্যানমাত্রেই উক্ত বাক্যগুলি পর্য্যবসিত এইরূপ বলিয়াছেন। আর এজন্য কাব্য-নাটকাদির বাক্য হইতে পদার্থের পরস্পর সংসর্গগ্রহও স্বীকার করেন নাই। কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক নহে বলিয়া কাব্য-নাটকাদির বাক্য শাব্দবোধের জনকই নহে ইহাই কার্য্যত্বান্বিতবাদী প্রাভাকরগণ এস্থলে বলিয়াছেন। কিন্তু কাব্যপ্রকাশকার প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণ

৪৯। অতঃ সিদ্ধং প্রবৃত্তিপরাণাং শব্দানাং
প্রবর্ত্তকজ্ঞানজনকত্বম্, তচ্চ কচিৎ সাক্ষাৎ
কার্য্যান্বয়াৎ…স্বরূপাখ্যানপরাণান্তু কাব্য-
নাটকাদীনাং পদার্থাসংসর্গাগ্রহেণ
সংসর্গব্যবহারো ন সংসর্গগ্রহ ইতি— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮২—৮৩

মীমাংসকগণের এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নাই। কাব্য-নাটকাদিও যে প্রবর্তক বাক্য, তাহা "কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা কাব্য-নাটকাদিরও উপদেশকত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিধি-বাক্যকেই উপদেশ বাক্য বলে। এজন্য ভগবান্ জৈমিনিও "তস্য জ্ঞানমুপদেশঃ" এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে—সেই ধর্মের জ্ঞাপক প্রমাণ উপদেশ অর্থাৎ বিধিবাক্য। জৈমিনির "জ্ঞান" শব্দটির অর্থ—জ্ঞাপক। ধর্মের জ্ঞাপক প্রমাণকে অর্থাৎ বিধিবাক্যকে আজ্ঞা, অনুজ্ঞা, প্রার্থনা না বলিয়া উপদেশ বলিলেন কেন? বিধিবাক্য-ত আজ্ঞাদিরূপও হইয়া থাকে। অথচ বিধিবাক্যকে কেন উপদেশ-স্বরূপ বলিলেন। ইহার অতি অপূর্ব ব্যাখ্যা "বিধিবিবেক" গ্রন্থে [২৩৮ পৃঃ] মণ্ডনমিশ্র—

"উপদেশো নিয়োজ্যার্থঃ কর্মাঽপ্রস্থিত চোদনা।
প্রথিতো গুরুবৈদ্যাদৌ নিত্যোঽপি ন ন কল্পতে॥"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা-বিবৃতি প্রসঙ্গে সুবিশদভাবে বলিয়াছেন। এ স্থলে বিস্তর ভয়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিতে বিরত রহিলাম। [ন্যায়কণিকা-উত্তরকণিকা]।

গঙ্গেশোপাধ্যায়কৃত তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের শব্দখণ্ডের
কার্য্যান্বিত-শক্তিবাদের পূর্বপক্ষ সমাপ্ত॥
(৪৬০—৪৮৩ পৃ০)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তত্ত্বচিন্তামণিকার প্রদর্শিত কার্য্যান্বিত শক্তিবাদ-সিদ্ধান্ত

পূর্বপক্ষগ্রন্থে কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদিগণ যে বলিয়াছেন—প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তির জনক বাক্যই প্রমাণ, অপ্রবর্ত্তক বা অনিবর্ত্তক বাক্য প্রমাণই নহে। "ঘটমানয়" ইত্যাদি প্রবর্ত্তক বাক্যের ঘটক সমস্ত পদ অর্থাৎ নাম, কারক, বিভক্তি, ধাতু আখ্যাতাদি কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থেরই অনুভাবক হইয়া থাকে, প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক বাক্যের অন্তর্গত কোন পদই কার্য্যত্বানন্বিত স্বার্থের অনুভাবক হইতে পারে না, ইত্যাদি, তাহা নিতান্ত অসঙ্গত। অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের প্রবৃত্তির অনুমান করিয়া সামান্যতঃ প্রবৃত্তিমাত্রের প্রতি সামান্যতঃ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানই জনক এইরূপ অনুমান করিয়া থাকে এবং কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান সামান্যের জনকতা উপস্থিত পদসামান্যে গৃহীত হইয়া থাকে ইত্যাদি, কিন্তু বৃদ্ধ-ব্যবহার দ্বারা বালকের এইরূপ সামান্যতঃ শক্তিগ্রহ কখনও হইতে পারে না। প্রবর্ত্তক-নিবর্ত্তক বাক্যমাত্রের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্বগ্রহের কোন আবশ্যকতাই নাই এবং এইরূপ সামান্যতঃ শক্তিগ্রহ সম্ভাবিতও নহে। এজন্য প্রমাণবাক্যমাত্রে সামান্যভাবে কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞান-জনকত্বগ্রহ সর্বথা অপ্রামাণিক। এজন্য চিন্তামণিকার প্রদর্শিত কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদ খণ্ডন করিবার জন্য বলিতেছেন যে বৃদ্ধব্যবহারে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে যে—ঘট-পদ কার্য্যত্বান্বিত ঘটের অনুভাবক। বালকের কার্য্যত্বান্বিত ঘটবিষয়ক অনুভবজননশক্তি, বৃদ্ধব্যবহারাধীন ঘট-পদে গৃহীত হইয়াছে; কিন্তু পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্ব গৃহীত হয় নাই। কারণ "ঘটমানয়" প্রযোজকবৃদ্ধের এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর, প্রযোজ্যবৃদ্ধের ঘটানয়নবিষয়ক প্রবৃত্তি দ্বারা, এই প্রবৃত্তির বিষয় ঘটানয়নেরই কার্য্যতাজ্ঞান, বালক দ্বারা অনুমিত হইয়া থাকে। কিন্তু সামান্যতঃ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান, বালকের অনুমিত হয় না। যেহেতু

ঘটানয়নবিষয়ক প্রবৃত্তিতে, ঘটানয়নবিষয়ক কার্য্যতাজ্ঞানই কারণ; কিন্তু সামান্যতঃ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান, তাদৃশ প্রবৃত্তির কারণ নহে। প্রভাকরমতে অন্বিতজ্ঞান ও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান এই দুইটি যেমন ভিন্ন, এইরূপ ঘটানয়নের কার্য্যতাজ্ঞান ও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানও সেইরূপ ভিন্ন। একথা পূর্ব্বেই বিশদভাবে বলা হইয়াছে। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান ও অন্বিত জ্ঞান, বিষয়ভেদ প্রযুক্ত ভিন্ন। সুতরাং প্রবৃত্তিবিশেষের অজনক সামান্যতঃ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমিতি বালকের হইতে পারে না।[১]

আরও কথা এই যে—আবাপ-উদ্বাপ দ্বারা বিশেষভাবে, প্রত্যেক ঘটাদি পদের সেই সেই অর্থে শক্তিগ্রহে, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান নিতান্ত অনুপযোগী। বস্তুতঃ অব্যুৎপন্ন বালক প্রযোজকবৃদ্ধের "ঘটমানয়" এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর, প্রযোজ্যবৃদ্ধের ঘটানয়নবিষয়ক প্রবৃত্তি দ্বারা ঘটানয়নবিষয়ক কার্য্যতাজ্ঞানেরই অনুমান করিয়া থাকে। উক্ত বাক্যের অন্তর্গত পদবিশেষের বিভাগবোধ, বালকের নাই। সুতরাং কোন্ পদের কোন্ অর্থ, তাহা বালক জানিতে পারে না এজন্য শ্রুত, সমুদিত বাক্যকেই ঘটানয়ন কার্য্যতাজ্ঞানের জনকরূপে অনুমান করে। তাহার পরে "ঘটমানয়" এই বাক্যের ঘটক ঘট-পদ, দ্বিতীয়া বিভক্তি, আ+নী ধাতু ও বিধি প্রত্যয়ের [লোট-হি] প্রত্যেকের আবাপ-উদ্বাপ দ্বারা যথাক্রমে ঘট-পদ ঘটরূপ অর্থজ্ঞানের জনক, দ্বিতীয়া বিভক্তি কর্ম্মত্ববিষয়ক জ্ঞানের জনক, আ+নী ধাতু আনয়ন বিষয়ক জ্ঞানের জনক এবং বিধিপ্রত্যয় কার্য্যত্বজ্ঞানের জনক এইরূপে প্রত্যেক পদের বিভিন্ন জ্ঞানের জনকত্বরূপ শক্তি কল্পনা করিয়া থাকে।[২] প্রত্যেক পদে গৃহীত শক্তি হইতে, যথাক্রমে ঘট-শাব্দবুদ্ধি, কর্ম্মত্ব-শাব্দবুদ্ধি, আনয়ন-শাব্দবুদ্ধি ও

---

১ অত্রোচ্যতে, ঘটমানয়েতি বাক্যশ্রবণানন্তরং প্রযোজ্যস্য ঘটানয়নগোচর-প্রবৃত্ত্যা .... বালেননতু কার্য্যান্বিতজ্ঞানং, প্রবৃত্তিবিশেষে তস্যাহেতুত্বাদ্......

তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৪

২ ..... ঘটাদিপদশক্তিগ্রহে তস্যানুপযোগাচ্চ..... তত্র তজ্জ্ঞানবিশেষে ... ..কারণত্বমবগম্য শক্তিং কল্পয়তি —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৪-৮৫

কার্য্যত্ব-শাব্দবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। গৃহীতশক্তিক পদগুলি, প্রদর্শিত শাব্দবুদ্ধিগুলির জনক। প্রদর্শিত শাব্দবুদ্ধিগুলির জনকতাই পদের শক্তি। প্রভাকরমতে অনুভাবকত্বই শক্তি।

ইহাতে কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদী আপত্তি করেন যে—প্রবর্ত্তক বাক্য-জন্য ব্যবহারাধীনই বালকের শক্তিগ্রহ হইযা থাকে। আনয়ন, অপসারণাদি ক্রিয়াবিশেষে কার্য্যত্বজ্ঞান না হইলে আনয়ন-অপসারণাদি বিষয়ক বিশেষ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এজন্য "যদ্বিশেষয়োঃ কার্য্য-কারণভাবঃ অসতি বাধকে তৎসামান্যয়োরপি সঃ" এই ন্যায়ানুসারে প্রবৃত্তিসামান্যের প্রতি, সামান্যতঃ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানই কারণ বলিয়া বালক অনুমান করে। এরূপ সামান্য কার্য্যকারণভাব গ্রহণের পরে, বাক্যের ঘটক ঘটাদি পদবিশেষেরও কার্য্যত্বান্বিত ঘটবিষয়ক অনুভবের জনকত্বই ঘটাদি পদে কল্পনা করিয়া থাকে। আর ইহাই সমীচীন।[৩]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রবৃত্তি-সামান্যের প্রতি প্রবৃত্তিবিষয়ের কার্য্যত্বান্বিতত্ব জ্ঞান কারণ বলিয়া প্রথমতঃ অনুমিত হইলেও পরে আবাপ-উদ্বাপ দ্বারা বিধি প্রত্যয়ের কার্য্যত্বজ্ঞানে শক্তি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া কার্য্যাংশে বালকের অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান হয় অর্থাৎ ঘটপদ কার্য্যত্বান্বিত ঘটের অনুভাবক নহে; কার্য্যত্বাংশ বিধিপ্রত্যয়-লভ্য। এজন্য বিধিপ্রত্যয়লভ্য কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া বালক অন্বিত ঘটের অনুভাবকত্বই ঘট-পদে অবধারণ করিয়া থাকে। বিধিপ্রত্যয়লভ্য কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্বিতজ্ঞানজনকত্বরূপ শক্তিই, বিধিপদ ব্যতিরিক্ত পদসামান্যে গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং অবিধি পদসামান্যে অন্বিতজ্ঞানজনকত্বরূপ শক্তি বালক কল্পনা করিয়া থাকে। কার্য্যত্বাংশের অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান হইলেও, বালক যদি তদংশের পরিত্যাগ না করিয়া শক্তি গ্রহণ করে অর্থাৎ কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞানেই পদের শক্তি গ্রহণ করে, তবে প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানের বিষয় যেমন কার্য্যত্ব, এইরূপ ঘটঃ-

৩ তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৫

নয়নাদিওত বটে। এজন্য ঘটান্বিত অর্থে পদের শক্তি গৃহীত হইল না কেন? এইরূপ আনয়নান্বিত অর্থে পদের শক্তি গৃহীত হইল না কেন? পদসামান্যে ঘটান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব। পদসামান্যে আনয়নান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বও বালকের কল্পনা করা উচিত ছিল। কেবল অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই বালক তাহা কল্পনা করে নাই। সুতরাং কার্য্যত্বাংশও অন্যলভ্য বলিয়া কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব পদ-সামান্যে বালক কল্পনা করে না। "ঘটমানয়" এই বাক্য, ঘটানয়ন-কার্য্যতাজ্ঞানের জনক এইরূপ বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহের পূর্বে, বাক্য মাত্রই কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানমাত্রের জনক এইরূপ সামান্য কার্য্যকারণ-ভাব কল্পনা বালক করে না।[৪]

যদি বলা যায়—বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের ঘটানয়ন চেষ্টাদ্বারা, প্রযোজ্য-বৃদ্ধের প্রবৃত্তিমাত্রের অনুমান করিয়া থাকে। যাহা চেষ্টা, তাহা প্রবৃত্তি-জন্য। এজন্য ঘটানয়ন চেষ্টাও প্রবৃত্তিজন্যই হইবে। সুতরাং ঘটানয়ন চেষ্টার কারণ প্রবৃত্তির অনুমান বালক করে। আর প্রবৃত্তির প্রতি কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান কারণ বলিয়া, অনুমিত প্রবৃত্তি দ্বারা বালক প্রবৃত্তির জনক কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান করিয়া থাকে এবং অনুমিত কার্য্যত্বা ন্বতজ্ঞানে, বাক্যমাত্রের হেতুতার অবধারণ করে। বাক্যে কার্য্য-ত্বান্বিত জ্ঞানের জনকত্বই শক্তি। বাক্য—জনক ও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান—জন্য। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত শাব্দজ্ঞানত্বই জন্যতাবচ্ছেদক। এইরূপ বালক কল্পনা করে। বালক বাক্যমাত্রে কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবোধের জনকত্ব গ্রহণ করিবার পরে, বিশেষভাবে কার্য্যকারণভাব গ্রহণ করে। "ঘটমানয়" এই বাক্য, ঘটানয়নকার্য্যতাবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক।

৪ ......প্রবৃত্তিসামান্যেনানুমিতকার্য্যান্বিতজ্ঞানে ......কার্য্যাংশমপহায়ান্বিত-জ্ঞানমাত্রে শক্তিং কল্পয়তি......বাক্য মাত্রস্য কার্য্যান্বিতজ্ঞানমাত্রহেতুত্বকল্পনম্

—তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৫

প্রথমতঃ বাক্যসামান্যে কারণতাগ্রহের পরে বাক্যবিশেষে কারণতা গৃহীত হইয়া থাকে।[৫]

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কার্য্যত্বান্বিতশক্তিবাদী যাহা বলিয়াছেন, তাহা অসঙ্গত ; কারণ বালকের প্রথমতঃ প্রবৃত্তিমাত্রের অনুমান ও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান ক্রমশঃ হইয়া থাকে—ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহে প্রবৃত্তিসামান্যের অনুমান ও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান নিতান্ত অনপেক্ষিত। এজন্য প্রবৃত্তিমাত্রের ও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান ব্যতীতই বালকের ঘটাদি পদে শক্তিগ্রহ হইতে পারে। সুতরাং চেষ্টাত্বরূপ লিঙ্গ দ্বারা প্রবৃত্তিসামান্যের ও অনুমিত প্রবৃত্তিসামান্য দ্বারা কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমান করিবার কোনওই আবশ্যকতা নাই।[৬]

ইহাতে যদি বলা যায় ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহে প্রদর্শিত অনুমান দুইটি অনপেক্ষিত হইলেও প্রদর্শিত অনুমান দুইটির সামগ্রী আছে বলিয়া অনুমান দুইটি হইবে। সুতরাং সামগ্রী-সত্তাই অনুমানে প্রমাণ। সামগ্রী থাকিলে অনুমান হইবে না কেন ? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—প্রদর্শিত অনুমান দুইটির সামগ্রী আছে এরূপ বলা যায় না ; কারণ ব্যাপ্তি স্মৃতিও অনুমানের সামগ্রী। বালকের তৎকালে অনপেক্ষিত ব্যাপ্তিস্মৃত না হইতেও পারে। সুতরাং সামান্যানুমান দুইটির জন্য বালকের ব্যাপ্তিস্মৃতি হইয়াছে ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং

৫ ......অথ ঘটানয়নক্রিয়ায়াঃ প্রথমং ক্রিয়াত্বজ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিমাত্রানুমানং তেন চ কার্য্যান্বিতজ্ঞানমনুমায় তত্র বাক্যমাত্রস্য হেতুত্বং কল্পয়িত্বা......কার্য্যকারণভাবধীরিতি চেৎ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৫-৮৬

৬ ......ন, প্রথমং প্রবৃত্তিমাত্র-কার্য্যান্বিতজ্ঞানমাত্রয়োরনুমানং বালস্য ক্রমশো ভবতীত্যত্র মানাভাবাৎ ঘটাদিপদশক্তিগ্রহস্য তেন বিনাপি সম্ভবাৎ —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৬

অনুমানের সামগ্রী আছে একথা বলা যায় না। সুতরাং সামগ্রী-সত্তাই অনুমানে প্রমাণ হইবে একথাও বলা যায়:না।[৭]

ইহাতে কার্য্যত্বান্বিতবাদী বলেন যে—বিশেষ কার্য্যকারণভাব গ্রহে সামান্য কার্য্যকারণভাবগ্রহ হেতু। সুতরাং "ঘটমানয়" এই বাক্য-বিশেষে ঘটানয়ন-কার্য্যতা-জ্ঞান-জনকত্বরূপ বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহে, সামান্য কার্য্যকারণভাবগ্রহ কারণ বলিয়া, সামান্য কার্য্যকারণভাবগ্রহ পূর্বে অপেক্ষিত হইবে। বাক্যবিশেষ, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানবিশেষের জনক হয় বলিয়া, বাক্যসামান্য কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানসামান্যের কারণ, ইহা জানিতে হইবে। বাক্যসামান্যের, কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিসামান্যের জনকতা গৃহীত না হইলে, বাক্যবিশেষের কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধিবিশেষের জনকতা গৃহীত হইতে পারে না। সামান্যতঃ কার্য্যকারণভাব গৃহীত না হইলে বিশেষতঃ কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয় না। সুতরাং বিশেষতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহই সামান্যতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহে প্রমাণ। সামান্যতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহ কারণ ও বিশেষতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহ কার্য্য। কারণ না থাকিলে কার্য্য হইতে পারে না।[৮]

যদি বলা যায়—বিশেষতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহের কারণ বলিয়া, সামান্যতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহ আবশ্যক হইলেও কার্য্যত্বান্বিত শাব্দবুদ্ধি-মাত্রের প্রতি পদসামান্যই কারণ এইরূপ সামান্য কার্য্যকারণভাবে কোনও প্রমাণ নাই। অন্বিত শাব্দবুদ্ধিমাত্রের প্রতি, পদসামান্যই কারণ এইরূপ সামান্য কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইয়াও বিশেষ কার্য্য-কারণভাব গৃহীত হইতে পারিবে অর্থাৎ অন্বিত বিশেষ শাব্দবুদ্ধির প্রতি

---

৭ ……ন চ তদনুমানসামগ্রী তদাবৃত্তেতি বাচ্যম্। তদা ব্যাপ্ত্যাদিস্মৃতৌ মানাভাবাৎ —তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৮৬

৮ ……সামান্যয়োঃ কার্য-কারণভাবগ্রহো বিশেষয়োস্তথাত্বগ্রহে হেতুরিতি চেৎ —তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৮৭

পদবিশেষ কারণ।[৯] ইহাতে কার্য্যত্বান্বিতবাদী বলেন যে—এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ প্রবৃত্তির হেতুরূপে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানসামান্যই উপস্থিত। অন্বিত জ্ঞানসামান্য প্রবৃত্তির হেতু নহে বলিয়া, অন্বিত জ্ঞানসামান্য অনুপস্থিত। অনুপস্থিত জ্ঞানের জনকতা পদে গৃহীত হইবে কিরূপে ?[১০]

কার্য্যত্বান্বিতবাদীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ সামান্য কার্য্য-কারণভাবগ্রহ পূর্বক বিশেষের কার্য্যকারণভাবগ্রহ হয় এরূপ বলা যায় না। প্রথমতঃই বিশেষ কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইতে পারে। সুতরাং বিশেষ-কার্য্যকারণভাবগ্রহের জন্য সামান্য-কার্য্যকারণভাবগ্রহের প্রাথমিকত্ব স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। যাহার ঘটসামান্যের প্রতি দণ্ডসামান্যের কারণতা গৃহীত হয় নাই, তাহারও অন্বয়-ব্যতিরেক প্রযুক্ত তদ্দণ্ডে, তদ্‌ঘটের জনকতা গৃহীত হইতে কোনও বাধা নাই।[১১] সুতরাং বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহের কারণ বলিয়া, বিশেষ কার্য্যকারণ-ভাবগ্রহের পূর্বে সামান্য কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইতে হইবে এরূপ বলা যায় না। এতদুত্তরে কার্য্যান্বিতশক্তিবাদী বলেন যে—বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহের অনুরোধে সামান্য কার্য্যকারণভাব, পূর্বে গৃহীত না হইলেও বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহ কালে সামান্য কার্য্যকারণভাবও গৃহীত হইবে। বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহ কালে, সামান্য কার্য্যকারণ-ভাবগ্রহ অনুপস্থিত এরূপ বলা যায় না। যে অন্বয়-ব্যতিরেক প্রযুক্ত বিশেষ কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়, সেই অন্বয়-ব্যতিরেক প্রযুক্তই সামান্য

৯ ……ন চ তাবতা সামান্য-কার্য-কারণ-ভাবপরিগ্রহস্যাবশ্যকত্বেঽপি …·পদজ্ঞানত্বেনৈব সামান্য-কার্য-কারণ-ভাবসম্ভবাদিতি বাচ্যম্—মাথুরী, [কার্য্যান্বিতশক্তিবাদসিদ্ধান্তরহস্য] পৃ০ ৪৮৭

১০ ………মাথুরী, পৃ০ ৪৮৭

১১ ……ন, বিশেষয়োরন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যামেব তদ্‌গ্রহাৎ

—তত্ত্ব০ চি০, পৃ০ ৪৮৭

কার্য্যকারণভাবও গৃহীত হয়। বিশেষ কার্য্যকারণভাবের সহিত সামান্য কার্য্যকারণভাবের তুল্যবিত্তি-বেদ্যতা আছে। যদি বিশেষ কার্য্যকারণ-ভাব-জ্ঞানে, সামান্য কার্য্যকারণভাব ভাসমান না হইত, তবে ধূমবিশেষ ও বহ্নিবিশেষের কার্য্যকারণভাবগ্রহে ধূম-সামান্যের সহিত বহ্নি-সামান্যের কার্য্যকারণভাবও গৃহীত হইতে পারিত না। আর তাহাতে ধূম-বিশেষের সহিত বহ্নি-বিশেষের সকৃৎ সাহচর্য্যজ্ঞান দ্বারা সামান্যতঃ ব্যাপ্তিও গৃহীত হইতে পারিত না। অথচ বিপক্ষ-বাধক তর্কের উত্থিতিতে সকৃৎ সাহচর্য্য গ্রহণেও ধূম-সামান্যের সহিত বহ্নি-সামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষতঃ কার্য্যকারণভাবগ্রহদশাতে সামান্যতঃ কার্য্য-কারণভাব গৃহীত না হইলে সকৃৎ সহচারদর্শনজন্য ধূম-সামান্যে বহ্নি-সামান্যের ব্যাপ্তি গৃহীত হইতে পারিত না। বিশেষ ব্যাপ্তিগ্রহে যেমন সামান্য ব্যাপ্তিও ভাসমান হয়, এইরূপ বিশেষ কার্য্যাকরণভাবগ্রহে, সামান্য কার্য্যকারণভাবও ভাসমান হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ কার্য্য-কারণভাব-বিত্তি-বেদ্য সামান্য কার্য্যকারণভাব ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।[১২] সুতরাং পূর্ব্বপক্ষী যে বলিয়াছিলেন প্রবৃত্তি সামান্যে কার্য্যতাজ্ঞান সামান্যের কারণতা বালকের প্রথমতঃ গৃহীত হয় না, ইহা সঙ্গত নহে। বিশেষ কার্য্য-কারণভাব-গ্রহই সামান্য-কার্য্য-কারণভাব-বিষয়কও বটে। বিশেষ কার্য্যকারণভাবের সহিত সামান্য-কার্য্য-কারণভাবের তুল্য-বিত্তি-বেদ্যতা আছে। যেমন বিশেষতঃ ব্যাপ্তির সহিত সামান্যতঃ ব্যাপ্তির তুল্য-বিত্তি-বেদ্যতা আছে। সুতরাং বিশেষ জ্ঞান ও সামান্য জ্ঞানের যুগপৎ উপস্থিতি স্বীকার করিতে হইবে। এস্থলে জ্ঞানদ্বয়ের ক্রমিকতা না থাকিলেও যৌগপদ্য আছে। অর্থাৎ তুল্য-বিত্তি-বেদ্যতা প্রযুক্ত বিশেষ বিষয়ক জ্ঞানই সামান্য-বিষয়কও হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্যজ্ঞান অনুপস্থিত নহে।

---

১২ যথা ধূম-বহ্নিবিশেষয়োঃ কার্যকারণভাবগ্রহে তৎসামান্যয়োরপি হেতু-হেতুমদ্ভাবো ভাসতে, অন্যথা ন সকৃদ্দর্শনগম্যা ব্যাপ্তিঃ স্যাৎ তথাত্রাপি······ সামান্যয়োস্তথাভাব ইতি চেৎ— তত্ত্ব° চিং° পৃ° ৪৮৭

এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে—কার্য্যত্বান্বিতবাদী সঙ্গত কথা বলেন নাই। কারণ যেস্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা বিশেষ গৃহীত হয়, সে স্থলে যোগ্যতা প্রযুক্ত সামান্যও গৃহীত হয়। বিশেষ-বিষয়ক প্রত্যক্ষে, যোগ্যতা প্রযুক্ত সামান্যও ভাসমান হইয়া থাকে। ধূম-বিশেষ ও বহ্নি-বিশেষের প্রত্যক্ষে যোগ্যতা প্রযুক্ত ধূমত্ব-সামান্য ও বহ্নিত্ব-সামান্য ভাসমান হইয়া থাকে। কিন্তু বিশেষ-বিষয়ক অনুমিত্যাদিতে সামান্যও ভাসমান হইবে এরূপ বলা যায় না। এজন্য কার্য্য বিশেষ দ্বারা কারণ বিশেষের অনুমিতিতে সামান্যও ভাসমান হইবে এরূপ বলা যায় না। বিশেষ-বিষয়িণী অনুমিতি, সামান্য বিষয়িণী নহে। সুতরাং সামান্য ও বিশেষের যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভাবিত নহে। ক্রমিক উপস্থিতিও যে সম্ভাবিত নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব ও ঘটানয়ন কার্য্যতা জ্ঞানত্ব এই দুইটি সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মের যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভাবিত নহে।[১৩] প্রবৃত্তি সামান্যদ্বারা কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান সামান্যের অনুমিতিতে কোনও প্রমাণ নাই। কারণ বালকের এই সামান্যানুমিতি সর্ব্বথা অনপেক্ষিত। ঘটানয়ন প্রবৃত্তি দ্বারা ঘটানয়ন কার্য্যতাজ্ঞানের অনুমিতি অপেক্ষিত। কিন্তু প্রবৃত্তি-সামান্য দ্বারা কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান-সামান্যের অনুমিতির আবশ্যকতা কোথায়? সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্ত যে—যেস্থলে সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি ধর্ম্মের যুগপৎ উপস্থিতি হইয়া থাকে, সেই স্থলেই বিশেষ-কার্য্য-কারণভাবগ্রহ, সামান্য-কার্য্যকারণভাব-বিষয়ক হইয়া থাকে। কিন্তু যে স্থলে বিশেষ ধর্ম্মের উপস্থিতি দশাতেও সামান্য ধর্ম্ম উপস্থিত নহে, সে স্থলে বিশেষ কার্য্য-কারণ-ভাবগ্রহ, সামান্য-কার্য্যকারণ-ভাববিষয়ক হইতেই পারে না। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতবাদী যে সামান্য কার্য্য-কারণ-ভাবগ্রহ মূলে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান-সামান্যের উপস্থিতি কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা

১৩ ……ন, প্রত্যক্ষেণ বিশেষগ্রহে যোগ্যত্বাৎ সামান্যমপি ভাসতে…… ন সামান্যমিতি ন যুগপদুপস্থিতিঃ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৭-৮৮

অসঙ্গত। সুতরাং পদ-সামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব সিদ্ধই হইতে পারে না।

যদি বলা যায় যে—যে দুইটি বিশেষে কার্যাকারণভাব গৃহীত হইয়া থাকে, বাধক ব্যতিরেকে তদ্‌গত সামান্যরূপেও কার্য্যকারণভাব গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং বিশেষ-কার্য্যকারণ-ভাব দ্বারা সামান্য কার্য্য-কারণভাবের অনুমিতি হইতে পারিবে। আর তাহাতে প্রথমতঃ বিশেষ-কার্য্যকারণভাব-গ্রহ ও পরে সামান্য-কার্য্যকারণভাবগ্রহ হইবে। কার্য্যত্বান্বিতবাদী এরূপ বলাতে তিনিই স্বীকার করিলেন যে—বিশেষ কার্য্যকারণভাবগ্রহই প্রাথমিক। সুতরাং প্রাথমিক কার্য্যকারণভাবগ্রহ মূলে, পদবিশেষের শক্তিগ্রহই প্রথম হইবে এবং পদবিশেষের শক্তি-গ্রহই বালকের অপেক্ষিত। পদসামান্যের শক্তিগ্রহ বালকের অপেক্ষিতই নহে। "ঘটমানয়" এই বাক্য শ্রবণের অনন্তর প্রযোজ্য-বৃদ্ধের ঘটানয়ন-প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমিত ঘটানয়ন-কার্য্যতা-জ্ঞানের জনকত্ব বৃদ্ধ বাক্যে গৃহীত হইবে। তাহাতে পদসামান্যে কার্য্যান্বিত-জ্ঞান-জনকত্বের প্রসঙ্গ কোথায়? সুতরাং বিশেষ-কার্য্য-কারণভাব দ্বারা সামান্য-কার্য্য-কারণভাবের অনুমিতি বালকের নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া হইতেই পারে না।[১৪]

আর যে কার্য্যত্বান্বিতবাদী বলিয়াছিলেন-প্রবৃত্তিসামান্যের কারণরূপে অনুমিত কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া, কেবল অন্বিতবিষয়ক জ্ঞান-মাত্র কল্পনা করিয়া অন্বিতবিষয়কজ্ঞানে পদের শক্তি কল্পিত হইলে উপস্থিত কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের পরিত্যাগ ও অনুপস্থিত অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানের কল্পনাতে উভয়থা গৌরব হইবে অর্থাৎ উপস্থিত ত্যাগ ও অনুপস্থিত কল্পনা উভয়ই অসঙ্গত ইত্যাদি, কার্য্যত্বান্বিতবাদীর এরূপ

১৪ ......অথ বিশেষয়োঃ কার্য—কারণভাবাৎ......অনুম্যাপয়তীতি চেৎ, তর্হি বিশেষয়োঃ কার্য—কারণভাবাবগমঃ প্রাথমিক ইতি......নিষ্‌প্রয়োজন—কত্বেন...অনুমিতৌ মানাভাবাৎ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৮

বলা অসঙ্গত। কারণ, কার্য্যত্বান্বিতবিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতিতে অন্বিত-বিষয়ক জ্ঞানের উপস্থিতি আছে। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান বিশিষ্ট জ্ঞান; বিশিষ্টের উপস্থিতিতে বিশেষ্যেরও উপস্থিতি অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। বিশিষ্ট জ্ঞান যদি বিশেষ্যবিষয়ক না হয় অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান যদি বিশেষণ-বিশেষ্য ভিন্ন-বিষয়ক হয়, বিশিষ্ট বস্তুকে যদি বিশেষণ-বিশেষ্য হইতে অতিরিক্ত স্বীকার করা যায়, তবে বিশিষ্ট জ্ঞান যেমন বিশেষ্যবিষয়ক নহে, এইরূপ বিশেষণবিষয়কও নহে। সুতরাং বিশিষ্ট জ্ঞান নির্ব্বিষয়ক ইহাই বলিতে হইবে; এজন্য বিশিষ্ট বস্তু বিশেষণ-বিশেষ্য হইতে অতিরিক্ত নহে ইহাই বলিতে হইবে। আর তাহাতে কার্য্যত্বান্বিত বিষয়ক জ্ঞান, অন্বিতবিষয়কও বটে; এজন্য কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের উপস্থিতিতে অন্বিতবিষয়ক জ্ঞানেরও উপস্থিতি স্বীকার করিতেই হইবে। আর তাহাতে অনুপস্থিত কল্পনারূপ গৌরব দোষও হইবে না। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে, অন্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম আছে বলিয়া পূর্বপক্ষি-প্রদর্শিত গৌরব দোষের সম্ভাবনা নাই। যেমন নীলঘটের জ্ঞান "ঘটবিষয়ক জ্ঞান নহে" এরূপ বলা যায় না, এইরূপ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান অন্বিতবিষয়ক জ্ঞান নহে এরূপ বলা যায় না। কার্য্যত্বান্বিত বিষয়ক জ্ঞান, অন্বিত বিষয়ক জ্ঞান বিশেষ; সুতরাং লাঘবপ্রযুক্ত অন্বিতজ্ঞানেই পদের শক্তি গৃহীত হইবে, কিন্তু কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে নহে। কার্য্যত্বাংশ অন্তর্ভাবে পদের শক্তি কল্পনা করিলে গৌরব দোষ হইবে। বিশিষ্টজ্ঞান যে বিশেষ্যবিষয়ক হইয়া থাকে ইহা পূর্বপক্ষীরও সম্মত। এজন্যই পূর্বপক্ষী অভাববাদে বলিয়াছেন যে ঘটবদ্ভূতলজ্ঞান ভিন্ন, ভূতলজ্ঞানই অভাব-ব্যবহারে কারণ। [৬৯৬ পৃঃ চিন্তামণি প্রত্যক্ষ-খণ্ড] ঘটবদভূতলজ্ঞানে যদি ভূতলজ্ঞানত্ব ধর্মই না থাকিত, তবে "ঘটবদ্ভূতলজ্ঞান ভিন্ন" এইরূপ বলিবার কোনই আবশ্যকতা হইত না। ঘটবদ্ভূতলজ্ঞান যদি ভূতল-জ্ঞানই না হইত, তবে ভূতলজ্ঞানকেই অভাবব্যবহারের কারণ বলিলেই হইত। ঘটবদ্ভূতলজ্ঞান ভিন্ন ভূতলজ্ঞান বলিবার কোনও আবশ্যকতা

হইত না।[১৫] সুতরাং পূর্বপক্ষীও ইহা স্বীকার করেন যে বিশিষ্ট জ্ঞানে বিশেষ্যজ্ঞানত্বও আছে। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে, অন্বিতজ্ঞানত্বও আছে। সুতরাং অন্বিতজ্ঞান অনুপস্থিত এরূপ বলা যায় না। সুতরাং লাঘবপ্রযুক্ত অন্বিতবিষয়ক অনুভবের জনকত্বই পদে গৃহীত হইবে। ইহাতে কার্য্যত্বান্বিতাভিধানবাদ স্বীকার না করিয়া কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকার করা উচিত হয়।

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে—চিন্তামণিকার কার্য্যত্বান্বিতাভিধান-বাদ খণ্ডন করিবার জন্য, আপাততঃ অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করিতেছেন। আপাততঃ অন্বিতাভিধানবাদ অবলম্বন করিয়া কার্য্য-ত্বান্বিতাভিধানবাদের খণ্ডন করিতেছেন। কার্য্যত্বান্বিতাভিধানবাদীর মত খণ্ডন করিবার জন্যই এ স্থলে চিন্তামণিকার অন্বিতাভিধানবাদের সমর্থন করিতেছেন। বস্তুতঃ অন্বিতাভিধানবাদও চিন্তামণিকারের সম্মত নহে। এই পরিচ্ছেদের শেষভাগেই চিন্তামণিকার এই আপাততঃ সমর্থিত অন্বিতাভিধানবাদের ও ভট্টমতসিদ্ধ অভিহিতান্বয়বাদের খণ্ডন করিয়া অনন্বিত অর্থমাত্রের স্মারকত্বরূপ শক্তি পদে স্বীকার করিবেন। ইহা আমরা পরে অতিসুস্পষ্টভাবে প্রতিপাদন করিব। এস্থলে চিন্তামণিকার অন্বিতাভিধানবাদের সমর্থন করিতেছেন বলিয়া কেহ যেন এরূপ মনে না করেন যে—চিন্তামণিকার অন্বিতাভিধানবাদী। চিন্তামণিকার অনন্বিত অর্থের স্মারকত্ববাদী। পদ অনন্বিত অর্থের স্মারক, কিন্তু অনুভাবক নহে, ইহাই চিন্তামণির শক্তিবাদের সার কথা।

যাহা হউক, কার্যত্বান্বিতবাদী বলেন যে—অন্বিতজ্ঞানে শক্তি সমর্থন করিবার জন্য চিন্তামণিকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত নহে। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে, অন্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম থাকিলেও অন্বিতজ্ঞানত্বরূপে কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞানের অনুমিতি বালকের হয় নাই, হইতেও পারে না।

---

১৫ যচ্চোক্তং প্রবৃত্তিকারণতয়োপস্থিতং......উভয়থা গৌরবাদিতি ; তন্ন......অতএব ঘটবদ্‌ভূতলজ্ঞানে...... স্বীকৃতম্—তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৮৮-৮৯

অন্বিতজ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের অনুমিতির কোনও সামগ্রীই নাই। প্রবৃত্তি-দ্বারা প্রবৃত্তির জনক জ্ঞানেরই অনুমিতি হইবে। অন্বিতজ্ঞানত্বরূপে জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক নহে; কিন্তু কার্যত্বান্বিত জ্ঞানত্বরূপেই জ্ঞান প্রবৃত্তির জনক হইয়া থাকে। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞানে অন্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম থাকিলেও অন্বিতজ্ঞানত্ব উপস্থিতির বিষয় নহে। সুতরাং অন্বিতজ্ঞানত্ব-রূপে উপস্থিত্যন্তর অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে।[১৬] সুতরাং অনুপস্থিত কল্পনারূপ গৌরব অপরিহার্য্য।

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন—পূর্বপক্ষীর এরূপ বলা অসঙ্গত। কারণ কার্য্যত্বানিতজ্ঞানে অন্বিতজ্ঞান বিশেষ্য অংশ। বিশিষ্টের উপস্থিতিতে বিশেষ্যের উপস্থিতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষ্য ভাসমান হয় না এরূপ বলা যায় না।[১৭] বিশিষ্ট-জ্ঞানের সামগ্রী হইতে উৎপন্ন জ্ঞানে, বিশেষ্য অংশই ভাসমান হইয়া থাকে।[১৮]

প্রভাকরমতে আরও দোষ এই যে—তাঁহারা জাতিপ্রকারক জ্ঞানকেই পদশক্য বলিয়া স্বীকার করেন। বিশিষ্টজ্ঞান, বিশেষণ ও

১৬ অন্যোবং কিন্তু...... ইতি তস্যৈবোপস্থিত্যন্তরং কল্প্যমিতি চেৎ,......
তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৯

১৭ ...... ন, ...বিশিষ্টজ্ঞানসামগ্রীতো বিশেষ্যভানাবশ্যম্ভাবাৎ
তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৮৯-৯০

১৮ এস্থলে চিন্তামণির উক্তিতে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে—পূর্ব্বপক্ষী কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানকে পদশক্য বলেন নাই। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব পদের শক্যতাবচ্ছেদক নহে। প্রত্যক্ষাদি দ্বারাও কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান হইয়া থাকে। এজন্য কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম, পদের শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব ধর্ম্ম পদশক্যতার ব্যভিচারী। ব্যভিচারী ধর্ম্ম অবচ্ছেদক হয় না। কিন্তু কার্য্যত্বান্বিত-শাব্দত্বই পদশক্যতার অবচ্ছেদক। এই অবচ্ছেদক কার্য্যত্বান্বিতশাব্দত্ব প্রবৃত্তিহেতুক অনুমানের দ্বারা উপস্থিতই হয় নাই। সুতরাং চিন্তামণিকার যে ভাবে দোষ দিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। ইহাই মথুরানাথ বলিয়াছেন।—বস্তুতস্তু......ইত্যেব তত্ত্বম্-মাথুরী, পৃ° ৪৮৯-৯০

বিশেষ্য হইতে অতিরিক্ত বিষয়ক হইলে তাঁহাদের এই জাতি-শক্তিবাদ সিদ্ধান্তও থাকিবে না। কারণ জাতিপ্রকারক জ্ঞান হইতে, ব্যক্তি-বিশেষ্যক জাতিপ্রকারক জ্ঞান ভিন্ন। অথচ ব্যক্তি বিশেষ্যক জ্ঞান ভিন্ন জাতি প্রকারক জ্ঞান হইতে পারে না। যে জ্ঞানে ব্যক্তিবিশেষ্যকত্ব ধর্ম নাই সেই জ্ঞানে জাতিপ্রকারকত্ব ধর্মও নাই। সুতরাং ব্যক্তিবিশেষ্যক-জ্ঞানত্ব পরিত্যাগ করিয়া জাতিপ্রকারকজ্ঞানত্ব কোনও জ্ঞানেই উপস্থিত নাই। সুতরাং অনুপস্থিত জাতি-প্রকারক-জ্ঞানত্বরূপে জাতি-প্রকারক-জ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হইবে কিরূপে? অনুপস্থিত ধর্মপ্রকারে জ্ঞানে, পদের শক্তি গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং জাতিপ্রকারক জ্ঞানই পদশক্য এই সিদ্ধান্ত আর থাকিবে না।[১৯] কারণ কেবল জাতিপ্রকারকজ্ঞানত্ব অনুপস্থিত। প্রভাকরমতে জাতিবিশিষ্ট জ্ঞান ব্যতীত কেবল জাতিজ্ঞান হইতে পারে না। আর জাতিবিশিষ্ট জ্ঞানের উপস্থিতি স্বীকার করিলে, বিশিষ্টের উপস্থিতি, বিশেষণের উপস্থিতি নহে বলিয়া অর্থাৎ জাতিবিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞান, জাতিবিষয়ক জ্ঞান নহে বলিয়া জাতিবিষয়ক জ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হইবে কিরূপে? জাতিবিশিষ্ট জ্ঞানেও জাতির ভান স্বীকার করিলে বিশিষ্টের অতিরিক্ততা সিদ্ধান্ত থাকে না। বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণের ভান স্বীকার করিলে বিশেষ্যের ভান স্বীকার না করিবার যুক্তি কি? সুতরাং জাতিশক্তিবাদ রক্ষা করিবার জন্য প্রভাকরমতে অবশ্যই বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষণের ভান স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ জাতিবিশিষ্টজ্ঞানে, জাতির ভান স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ কার্যাত্বান্বিত জ্ঞানেও, বিশেষ্য অন্বিতের ভান স্বীকার করিতে হইবে। কার্যত্বান্বিতজ্ঞানে অন্বিতজ্ঞানই বিশেষ্য। সুতরাং বিশেষ্যাংশের উপস্থিতি অপরিহার্য।

আর যদি প্রাভাকারগণ এরূপ বলেন যে—কেবল জাতিবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান ব্যক্তি-বিষয়ক না হইয়া কেবল জাতিবিষয়ক

১৯ অন্যথা অনুজ্জাতিজ্ঞানং অন্যচ্চ জাতিবিশিষ্টজ্ঞানমিতি......ন তব জাতিরেব পদার্থঃ স্যাৎ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯০; মাথুরী, পৃ° ৪৯০ দ্রষ্টব্য

হইয়াছে, সেই জ্ঞানে জাতিজ্ঞানত্বও উপস্থিত আছে। সুতরাং লাঘব প্রযুক্ত জাতিজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারিবে। এইরূপ বলিলে জাতির, ব্যক্তি-বিত্তি-বেদ্যত্ব নিয়ম থাকিবে না। ব্যক্তির অবিষয়ক জ্ঞানের বিষয় জাতি হয় না—এই নিয়ম থাকিবে না। সুতরাং কেবল জাতিবিষয়ক জ্ঞান সম্ভাবিত নহে। যদি বলা যায়—ব্যক্তি-বিশেষ্যক জাতিপ্রকারক জ্ঞানে, ব্যক্তিবিশেষ্যকত্ব থাকিলেও অর্থাৎ তাহা বিশেষ্য ব্যক্তি বিষয়ক জ্ঞান হইলেও গৌরবপ্রযুক্ত এবং ব্যক্তির অন্ত-লভ্যত্বপ্রযুক্ত জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিজ্ঞান, পদের শক্য নহে। জাতিবিশিষ্ট-ব্যক্তিজ্ঞানত্ব পদের শক্যতাবচ্ছেদক নহে। কিন্তু জাতিজ্ঞানই পদের শক্য; জাতিজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক। ইহাই অনন্যলভ্য ও লঘুভূত। প্রভাকরমতে যদি এইরূপই স্বীকার করা হয় অর্থাৎ যাহা লঘুভূত ও অনন্যলভ্য, তাহাই পদের শক্য, তাহা হইলে আমরাও বলিব —কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের উপস্থিতিতে অন্বিতজ্ঞানেরও উপস্থিতি আছে। কার্য্যত্বাংশ অন্যলভ্য অর্থাৎ বিধিপ্রত্যয়লভ্য। সুতরাং অন্যলভ্য অংশ পরিত্যাগ করিয়া অনন্যলভ্য অন্বিতজ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হওয়া উচিত। এইরূপ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব অপেক্ষা অন্বিত জ্ঞানত্ব লঘুভূত ধর্ম;[২০] এজন্য লঘুভূত অন্বিতজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক হওয়া উচিত অর্থাৎ অন্বিতজ্ঞানই পদশক্য হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান পদশক্য হওয়া উচিত নহে।

ইহাতে যদি প্রাভাকরগণ এরূপ বলেন যে—কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্বের উপস্থিতি হইলে, অন্বিতজ্ঞানত্বেরও উপস্থিতি হইয়া থাকে এবং কার্য্য-ত্বান্বিতজ্ঞানত্ব অপেক্ষা অন্বিতজ্ঞানত্ব লঘুভূতও বটে এবং লঘুভূত ধর্মই শক্যতাবচ্ছেদক হওয়া উচিত; কিন্তু লাঘবতর্কের অবতারণা সেই স্থলেই

২০ ......জাতেঃ কেবলোপস্থিতৌচ ব্যক্তিসমানসংবিৎসংবেদ্যত্বং ন স্যাৎ। অথ......জাতিবিশিষ্টজ্ঞানত্বং ন শক্যতাবচ্ছেদকং কিন্তু জাতিজ্ঞানত্বং লাঘবাদিতি মতং তর্হি তুল্যম্— তত্ত্ব॰ চি॰ পৃ॰ ৪৯০-৯১

হইতে পারে, যে স্থলে গুরুভূত ও লঘুভূত ধর্ম দুইটি যুগপৎ উপস্থিত হয়। কিন্তু যে স্থলে গুরুভূত ও লঘুভূত ধর্ম দুইটি যুগপৎ উপস্থিত হয় না, সে স্থলে লাঘবতর্কের অবতারণাই, হইতেও পারে না। প্রকৃত স্থলে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব ও অন্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম দুইটি যুগপৎ উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং লাঘবতর্কের অবসর নাই। প্রাভাকরগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। বিশিষ্টজ্ঞানের বিশেষ্যবিষয়কত্ব নিয়ম আছে।[২১] বিশেষ্য'বিষয়ক বিশিষ্টবিষয়ক জ্ঞানই অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং অন্বিতজ্ঞান বিশেষ্য; এজন্য কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানরূপ বিশিষ্টের উপস্থিতিতে, অন্বিত-জ্ঞানরূপ বিশেষ্যের উপস্থিতিও অনিবার্য্য। সুতরাং বিশিষ্ট ও বিশেষ্য যুগপৎ উপস্থিত বলিয়া অবশ্যই লাঘবতর্কের অবতারণা হইবে। আর তাহাতে লঘুভূত অন্বিতজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক অন্বিতজ্ঞানই পদশক্য ইহাই সিদ্ধ হইবে। কিন্তু কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞান পদশক্য নহে।

আরও কথা এই যে—বালকের যে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের উপস্থিতি হয়, তাহা অনুমিতিরূপ। প্রবৃত্তির কারণরূপে কার্য ত্বান্বিত জ্ঞানের অনুমিতি হইয়া থাকে। কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান, চিকীর্ষা দ্বারা প্রবৃত্তির জনক হয়। জ্ঞান কৃতির সাক্ষাৎ জনক নহে। এজন্য প্রবর্ত্তক জ্ঞানকে প্রবৃত্তির উপপাদক বলা যাইতে পারে। কিন্তু সাক্ষাৎ জনক বলা যাইতে পারে না। প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ জনক চিকীর্ষা; আর তাহা কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছা, ইহাও পূর্বে বলা হইয়াছে। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক জ্ঞান, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান নহে; কিন্তু "মমেদং কার্য্যং" "আমার কৃতিদ্বারা ইহা সাধ্য" এইরূপ জ্ঞানই প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক। যে জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক, প্রবৃত্তিদ্বারা তাহারই অনুমিতি হইতে পারে। "মমেদং কার্য্যং" এইরূপ জ্ঞানই চিকীর্ষাদ্বারা কৃতির জনক হইয়া

২১ ... নচ যুগপদুপস্থিতৌ লাঘবাবতারো ন চাত্র যুগপদুপস্থিতিরিতি বাচ্যম্। বিশিষ্টজ্ঞানস্য বিশেষ্যবিষয়ত্বনিয়মাৎ— তত্ত্ব০ চিং০ পৃ০ ৪৯১

থাকে। সুতরাং যাহা প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক জ্ঞান, তাহাই প্রবৃত্তিদ্বারা, প্রবৃত্তির কারণত্বরূপে অনুমিত হইতে পারে। এজন্য বালক প্রযোজ্যবৃদ্ধের যে জ্ঞানের অনুমিতি করে, সেই জ্ঞানের স্বরূপ "মমেদং কার্য্যং" অর্থাৎ "আমার কৃতি দ্বারা ইহা সাধ্য"। সুতরাং প্রযোজ্যবৃদ্ধের "মমেদং কার্য্যং" এই জ্ঞানই বালকদ্বারা অনুমিত হয়। এই অনুমিত অর্থাৎ উপস্থিত জ্ঞানে, প্রযোজক-বৃদ্ধ-বাক্যের শক্তি অর্থাৎ জনকতা গৃহীত হয়। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতবাদীর মতে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে, প্রযোজক-বৃদ্ধ-বাক্যের জনকতা গৃহীত না হইয়া মৎকার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি গৃহীত হওয়া উচিত। "মমেদং কার্য্যং" এইরূপ জ্ঞানই উপস্থিত। সুতরাং প্রাভাকরমতে কার্য্যত্বাংশও যেরূপ শক্য, এইরূপ মদংশও শক্য হওয়া উচিত। প্রবৃত্তির উপপাদকরূপে যেমন কার্য্যত্বাংশের উপস্থিতি আছে, এইরূপ প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদকরূপে মদংশেরও উপস্থিতি আছে। সুতরাং মদংশও পদশক্য হওয়া উচিত। "মমেদং কার্য্যং" এইরূপ জ্ঞানেরইত অনুমিতি হইয়াছে। "ইদং কার্য্যং" এই জ্ঞান অপেক্ষা "মমেদং কার্য্যং" এই জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক। "ইদং কার্য্যং" এইরূপ জ্ঞান হইয়াও যদি "মমেদং কার্য্যং" এইরূপ জ্ঞান না হয়, তবে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। "ইহা কৃতিসাধ্য", কিন্তু "ইহা আমার কৃতির অসাধ্য" এইরূপ জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং প্রবৃত্তিদ্বারা, প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক "মমেদং কার্য্যম্" এইরূপ অনুমিতিই হইবে। কিন্তু পরম্পরা উপপাদক "ইদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞানের অনুমিতি হইবে না। সুতরাং প্রবৃত্তিদ্বারা অনুমিত, মৎকার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেই শক্তিগ্রহ হওয়া উচিত। কিন্তু মদংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হওয়া উচিত নহে। "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞান "মমেদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানের "উপপাদক। সুতরাং প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক "মমেদং কার্য্যং" এই জ্ঞান এবং সাক্ষাৎ উপপাদক জ্ঞানের উপপাদক "ইদং কার্য্যং" এই

জ্ঞান। সুতরাং "ইদং কার্য্যং" এই জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদকের উপপাদক।[২২] প্রবৃত্তিদ্বারা সাক্ষাৎ উপপাদকেরই অনুমিতি হইবে। কিন্তু সাক্ষাৎ উপপাদকের উপপাদকের অনুমিতি হইবে না। মৎকৃতি-সাধ্যতা জ্ঞানরূপবিশিষ্ট জ্ঞানের, বিশেষণজ্ঞানাদিরূপ "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞান উপপাদক হইয়া থাকে। সুতরাং "ইদং কার্যাম্" এই জ্ঞান উপপাদকের উপপাদক। সুতরাং প্রভাকর যে যুক্তির অনুসরণ করিয়া, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা সেই যুক্তির অনুসরণ করিয়াই মৎকার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিতে বলি। তাহা হইলেই প্রভাকর মত, আরও সমীচীনতর হইবে। চিন্তামণিকার প্রাভাকরকে উপহাস করিবার জন্যই এই কথাটি বলিযাছেন। মৎ-কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান যেমন শক্য হওয়া উচিত নহে, এইরূপ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানও শক্য হওয়া উচিত নহে। কিন্তু অনন্যলভ্য অন্বিতজ্ঞানই পদের শক্য হওয়া উচিত।

ইহাতে যদি প্রাভাকর এরূপ বলেন যে—"ইদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞানে অর্থাৎ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিলেই পরম্পরা-ক্রমে অর্থাৎ অনুমানদ্বারা "মমেদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞান হইতে পারিবে। সুতরাং জ্ঞানে "মদংশ" অন্যলভ্য বলিয়া "মমেদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করা উচিত নহে। অনন্যলভ্যই পদশক্য; অন্যলভ্য পদশক্য নহে। "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানদ্বারাই "মমেদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞানের অনুমিতি সম্ভাবিত বটে। সুতরাং "মমেদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞানে, পদের শক্তি স্বীকার করা যায় না।[২৩] "ইদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করিলেই তদ্দ্বারা "মমেদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞান লব্ধ হইয়া থাকে। প্রাভাকরগণ এরূপ বলিলে আমরাও বলিব যে

২২ কিঞ্চ মমেদং কার্যমিতি জ্ঞানং সাক্ষাদুপপাদকং প্রবৃত্ত্যা…… ন ত্বিদং কার্যমিতি জ্ঞানে, তস্য সাক্ষাদুপপাদকোপপাদকত্বাৎ তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯১

২৩ ……অথেদং কার্যমিতিজ্ঞানে শক্ত্যৈব পরম্পরয়ানুমানদ্বারা মমেদং কার্যমিতি জ্ঞানসম্ভবাৎ অন্যলভ্যত্বেন ন শক্তিকল্পনা— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯২

ইতরান্বিত জ্ঞানেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত। ইতরান্বিত জ্ঞানে গৃহীত শক্তি দ্বারাই কার্য্যত্ববাচী লিঙাদি পদের সমভিব্যাহারপ্রযুক্ত, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান হইতে পারিবে। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান, অন্যলভ্য বলিয়া, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে শক্তি স্বীকার করা উচিত নহে। কিন্তু ইতরান্বিত জ্ঞানেই শক্তি স্বীকার করা উচিত। সুতরাং যে অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়া প্রাভাকরগণ মৎকার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে পদের শক্তি স্বীকার করেন নাই, সেই অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেও পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত নহে। অনন্যলভ্য বলিয়া ইতরান্বিত জ্ঞানেই পদের শক্তি স্বীকার করা উচিত।[২৪]

ইহাতে নব্য প্রাভাকরগণ বলেন যে—চিন্তামণিকার যে বলিয়াছেন—"মমেদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক; কিন্তু "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞান প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক নহে, চিন্তামণিকারের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। বস্তুতঃ "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির সাক্ষাৎ উপপাদক। যদি বলা যায়—এরূপ বলিলে "ইহা কৃতিসাধ্য কিন্তু আমার কৃতির অসাধ্য" এইরূপ জ্ঞান হইতেও প্রবৃত্তি হওয়া উচিত। এতদুত্তরে নবীন প্রাভাকরগণ বলেন যে—কর্ত্তব্যতাপ্রযোজক যাবৎ বিশেষণের, স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান না হইলে, পুরুষ প্রবৃত্ত হয় না। এজন্য পাকাদি কার্য্যে, স্বকৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান দশাতে পুরুষের প্রবৃত্তি হয় না। কর্ত্তব্যতাপ্রযোজক যাবদ্বিশেষণের স্বগতত্বপ্রতিসন্ধান প্রবৃত্তির সহকারী কারণ। এজন্য পাকে প্রবর্ত্তমান পুরুষান্তরের, পাককৃতি-সাধ্যতার প্রযোজক যতগুলি বিশেষণ, পাকে প্রবর্ত্তমান পুরুষগতরূপে নিশ্চিত হইয়াছে, তাদৃশ সমস্ত বিশেষণগুলির স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান, প্রবৃত্তির সহকারী কারণ। পাকে প্রবর্ত্তমান পুরুষের বিশেষণগুলি—ওদন-কামনা, ওদনসাধনতাজ্ঞান, তণ্ডুলাদি উপকরণবত্ত্বাদি। কোনও

২৪ ······তর্হি ইতরান্বিতজ্ঞানশক্ত্যৈব···কার্য্যান্বিতজ্ঞানসম্ভবাৎ অন্যলভ্যত্বেন ন তত্র শক্তিকল্পনমিতি তুল্যম্— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯২

পুরুষেরই পাকে স্বকৃতির অসাধ্যতাজ্ঞানদশাতে, প্রদর্শিত বিশেষণগুলির স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান হয় না। আর এরূপ বলাতে "ইদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞানই সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক। প্রদর্শিত বিশেষণগুলির স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান সহকারী কারণ। স্বকৃতির অসাধ্যত জ্ঞান দশাতে সহকারী কারণ নাই বলিয়াই প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং মৎকৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক নহে। মৎকৃতি সাধ্যত্বজ্ঞানকে সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তক না বলিলে মৎকৃতির অসাধ্যতাজ্ঞানদশাতেও প্রবৃত্তির আপত্তি হইবে ইত্যাদি যাহা চিন্তামণিকার বলিয়াছিলেন, প্রদর্শিত সহকারী কারণ স্বীকার করায় তাহাও বলা যাইবে না। আর এইরূপও বলা যাইবে না যে—কোনও স্থলে প্রদর্শিত সহকারী কারণের বিলম্ব প্রযুক্ত, কার্য্যের উৎপত্তি হইল না বলিয়া "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানের সাক্ষাৎ প্রবর্ত্তকত্ব নাই। "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞান থাকিয়াও সহকারী কারণের বিলম্ব-প্রযুক্ত, কার্য্যের অনুৎপত্তিতে "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধনত্ব নিবৃত্ত হয় না। যাহা কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন, তাহাই সাক্ষাৎ সাধন। "ইদং কার্য্যম্" এই জ্ঞান, প্রবৃত্তির কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্মাবচ্ছিন্নই বটে। তাদৃশ জ্ঞানত্বই কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। মনে রাখিতে হইবে সর্ব্বত্রই সহকারী কারণতার বিঘটক নহে। সুতরাং চিন্তামণিকারের প্রদর্শিত আপত্তি সঙ্গত নহে।[২৫]

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—নব্য প্রাভাকরগণের সহকারী কারণ কল্পনা অসঙ্গত। বস্তুতঃ লাঘবপ্রযুক্ত "মমেদং কার্য্যম্" এই জ্ঞানই প্রবৃত্তির জনক। ইহাতে আপত্তি এই যে—"মমেদং কার্য্যম্" এইরূপ অবধারণ অসম্ভব। কারণ, ভাবভাবীপাকাদি কার্য্যে মৎকৃতিসাধ্যত্বাবধারণ অসম্ভব। কিন্তু "ইদং কার্য্যম্" এইরূপ জ্ঞান পরকৃত পাকাদিতে সুগ্রহ।

---

২৫ ······নন্বিদং কার্যমিতি জ্ঞানং সাক্ষাদেব প্রবর্ত্তকং······স্বগতত্বপ্রতি-সন্ধানং সহকারি······নচ সহকারিবিলম্বেন কার্যানুৎপাদে সাক্ষাৎসাধনত্বং নিবর্ত্তত ইতি চেৎ তত্ত্ব° চিং° পৃং° ৪৯২-৯৩

সুগ্রহ পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া দুর্গ্রহ পক্ষ অবলম্বন করা চিন্তামণিকারের সঙ্গত নহে। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—ভাবী পাকাদি-বিষয়িণী, কার্য্যত্বের অনুমিতি যে অনায়াসে হইতে পারে, তাহা বিধিবাদে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে।[২৬] বিধিবাদে এবিষয়ে অতিবিস্তৃত আলোচনা আছে। তাহার সার কথা এই যে—জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতির যে কার্য্যকারণভাব স্বীকার করা হয় অর্থাৎ জ্ঞানজন্য ইচ্ছা ও ইচ্ছাজন্য কৃতি হইয়া থাকে, তাহা সমানবিষয়ক জ্ঞানজন্য ইচ্ছা এবং সমানবিষয়ক ইচ্ছাজন্য কৃতি হয় এরূপ নহে। সুখজ্ঞানজন্য সুখের ইচ্ছা হয়; সিদ্ধ সুখের জ্ঞানজন্যই অসিদ্ধ সুখের ইচ্ছা হয়। অসিদ্ধ সুখ উৎপত্তির পূর্ব্বে জ্ঞাত হইতে পারে না। আর সিদ্ধ সুখেরও ইচ্ছা হয় না। যে উৎপন্ন সুখ-ব্যক্তি, জ্ঞাত হইয়াছে, সেই সুখ-ব্যক্তি, উৎপন্ন হউক এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না। কিন্তু তৎসজাতীয় অনুৎপন্ন সুখ-ব্যক্তিতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু অনুৎপন্ন সুখ ব্যক্তি জ্ঞাত নহে। এজন্য সমানবিষয়ক জ্ঞান ইচ্ছার কারণ নহে। এজন্য স্বসমানপ্রকারক জ্ঞানই ইচ্ছার কারণ। সুখত্ব প্রকারে সিদ্ধ সুখের জ্ঞান হইলে, সুখত্ব প্রকারে অসিদ্ধ সুখ-বিষয়িণী ইচ্ছা হইয়া থাকে। ইচ্ছাতে যে ধর্ম্ম প্রকার হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্ম প্রকারক জ্ঞানই সেই ইচ্ছার জনক। "সুখং জায়তাম্" এই ইচ্ছাতে সুখত্ব ধর্ম্ম, প্রকাররূপে ভাসমান হইয়া থাকে। "সুখং জায়তাম্" এই ইচ্ছাই সুখত্বপ্রকারক ইচ্ছা। এই ইচ্ছার প্রতি সুখত্ব প্রকারক-জ্ঞানই কারণ। সুতরাং জ্ঞানজন্য ইচ্ছাতে যে ধর্ম্ম প্রকার হইয়াছে, ইচ্ছার জনক জ্ঞানেও সেই ধর্ম্মই প্রকার হইয়াছে। ইচ্ছার সমানপ্রকারক জ্ঞানই ইচ্ছার জনক। কিন্তু জ্ঞানজন্য ইচ্ছার যাহা বিশেষ্য, ইচ্ছার জনক জ্ঞানের তাহা বিশেষ্য নহে। "সুখং জায়তাম্" এইরূপ ইচ্ছাতে, অসিদ্ধ অর্থাৎ অনুৎপন্ন সুখ-

২৬ ……ন, লাঘবেন মমেদং কার্য্যমিতি জ্ঞানাদেব প্রবৃত্তেঃ, যথা চ ভবিষ্যদ্বিষয়া কার্য্যতানুমিতিস্তথোক্তমধস্তাৎ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৩

ব্যক্তিই বিশেষ্য। আর ইচ্ছার জনক সুখ-জ্ঞানে, উৎপন্ন সুখ-ব্যক্তিই বিশেষ্য। সুতরাং ইচ্ছার যাহা বিশেষ্য, ইচ্ছার জনক জ্ঞানের তাহা বিশেষ্য নহে। অসিদ্ধ সুখ, ইচ্ছার বিশেষ্য ও সিদ্ধ সুখ ইচ্ছার জনক জ্ঞানের বিশেষ্য হইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছার যাহা বিশেষ্য, ইচ্ছার জনক জ্ঞানের তাহা বিশেষ্য নহে। কিন্তু ইচ্ছাতে যে ধর্ম্ম প্রকার হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্মই ইচ্ছার জনক জ্ঞানেও প্রকার হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাই হইল যে—সুখত্বরূপে সিদ্ধ সুখের জ্ঞান হইতে, সুখত্বরূপে অসিদ্ধ সুখের ইচ্ছা হইয়া থাকে। সুতরাং ইচ্ছা ও জ্ঞানের প্রকার এক হইলেও বিশেষ্য-ব্যক্তি এক নহে। সুখজ্ঞান ও সুখের ইচ্ছাতে সুখত্ব ধর্ম্ম প্রকার বা বিশেষণ ও সুখ-ব্যক্তি বিশেষ্য। বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই জ্ঞান, ইচ্ছাদির বিষয় হইয়া থাকে। এজন্য সমান-বিষয়ক জ্ঞান, ইচ্ছার জনক হয় বলিলে জ্ঞানের ও ইচ্ছার বিশেষ্য ও বিশেষণ এক হওয়ার আবশ্যক হয়। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। জ্ঞান সিদ্ধ বিষয়ে ও ইচ্ছা অসিদ্ধ বিষয়ে হইয়া থাকে। এজন্য ইচ্ছাসমানবিষয়ক জ্ঞান ইচ্ছার জনক নহে বলিয়া স্বসমানপ্রকারক জ্ঞান ইচ্ছার জনক—এরূপ বলা হইয়াছে। আর তাহাতে সিদ্ধ সুখের জ্ঞান হইতে ভাবী সুখের ইচ্ছা উপপন্ন হয়।

এইরূপ প্রবৃত্তির উপপাদক জ্ঞানও প্রবৃত্তির সমানপ্রকারক হইতে হইবে। কিন্তু সমানবিশেষ্যক হইবার আবশ্যকতা নাই। পাকত্বপ্রকারে সিদ্ধ পাকের জ্ঞান হইতে চিকীর্ষা দ্বারা পাকত্বপ্রকারে অসিদ্ধ অর্থাৎ ভাবী পাকবিষয়িণী কৃতি হইতে পারে। চিকীর্ষা ও কৃতি উভয়ই ভাবি-বিষয়িণী; পাকত্বপ্রকারে পাকের জ্ঞান হইতে পাকত্বপ্রকারে ভাবি-পাকবিষয়িণী চিকীর্ষা ও পাকত্বপ্রকারে ভাবি-পাকবিষয়িণী কৃতি হইয়া থাকে। এই সমস্ত কথা বিধিবাদে চিন্তামণিকার বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন।[২৭] আর এই সমস্ত কথা প্রপঞ্চমিথ্যাত্বানুমানের প্রত্যক্ষ-

২৭ তত্ত্ব॰ চি॰ [বিধিবাদ], পৃ॰ ১-২৯৬ দ্রষ্টব্য

বাধোদ্ধারে অদ্বৈতসিদ্ধি, লঘুচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। যাঁহারা সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে ইচ্ছা ও কৃতির সমানবিষয়ক জ্ঞানই জনক হইয়া থাকে—এরূপ বলা যাইতে পারে। সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি দ্বারা ভাবী সুখাদি ব্যক্তির জ্ঞানও সম্ভাবিত। যাঁহারা সামান্যলক্ষণ-প্রত্যাসত্তি মানেন, তাঁহারা সামান্যপ্রত্যাসত্তি-সিদ্ধিতেও ইহাই যুক্তি বলিয়া উপস্থাপন করেন। যাঁহারা সামান্যপ্রত্যাসত্তি মানেন না, তাঁহারা স্বসমানপ্রকারক জ্ঞানকেই ইচ্ছা ও কৃতির প্রতি কারণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং চিন্তামণিকারের এই সমাধান সামান্যপ্রত্যাসত্তির অঙ্গীকার পক্ষেই বুঝিতে হইবে। এ সমস্ত জটিলতাপূর্ণ বিচার এস্থলে প্রদর্শন করিতে বিরত রহিলাম। চিন্তামণিকার এস্থলে ইহাই মাত্র বলিয়াছেন যে—ভাবী পাকাদি বিষয়ক কার্য্যতার অনুমিতি যেরূপে সম্ভাবিত হয়, তাহা বিধিবাদে বলা হইয়াছে।

আর যে নব্য-প্রাভাকরগণ বলিয়াছেন কর্ত্তব্যতা-প্রযোজক যাবৎ বিশেষণের স্বগতত্ব প্রতিসন্ধান, প্রবৃত্তির সহকারী কারণ, ইত্যাদি, তাহাও অসঙ্গত। কারণ তাহা বলিলে এইরূপ স্বীকার করিতে হইবে যে—"এই পাক-কার্য্য যাদৃশ পুরুষের কৃতিসাধ্য, আমিও তাদৃশ" এইরূপ বুদ্ধিই প্রবৃত্তির হেতু হইবে। কিন্তু প্রদর্শিতরূপ বুদ্ধি প্রবৃত্তির হেতু হইতে পারে না। কারণ কৃত বা ক্রিয়মাণ পাকবিষয়ক কৃতিসাধ্যতা জ্ঞান সিদ্ধ পাকবিষয়ক। এই সিদ্ধ পাকবিষয়ক জ্ঞান অসিদ্ধ পাকবিষয়ে ইচ্ছার উৎপাদক হইতে পারে না।[২৮] আরও কথা এই যে—ইচ্ছা সপ্রকারক জ্ঞানসাধ্য বলিয়া কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানজন্য "কৃত্যা সাধয়ামি" এইরূপ ইচ্ছা "মৎকৃতিসাধ্যমিদং ভবতু" এইরূপ। সুতরাং মৎকৃতিসাধ্যত্ব-

২৮ ...কৃতক্রিয়মাণবিষয়ককৃতিসাধ্যতাজ্ঞানস্য সিদ্ধবিষয়স্যাসিদ্ধবিষয়েচ্ছা-নুৎপাদকত্বাৎ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৩—৯৪

প্রকারক জ্ঞান ব্যতিরেকে "মৎকৃতিসাধ্যমিদং ভবতু" এইরূপ ইচ্ছা হইতে পারে না।

আরও কথা এই যে—বালকের প্রথমতঃ প্রবৃত্তির জনক কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে বাক্যের সাক্ষাৎ কারণতার বোধ হইলেও অর্থাৎ কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে প্রযোজক বাক্যের শক্তিগ্রহ হইলেও পরে পদের আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারা বাক্যান্তর্গত পদবিশেষের ইতরান্বিত স্বার্থ-জ্ঞানে, পদের শক্তি গৃহীত হইতে পারে। কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থ-জ্ঞানে শক্তি কল্পনা করা অপেক্ষা ইতরান্বিত স্বার্থ জ্ঞানে শক্তি কল্পনা করিলে শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম লঘুভূত হইবে। বিশেষতঃ কার্য্যত্বাংশে শক্তি স্বীকার করিলে গৌরব দোষত হইবেই এবং কার্য্যত্বাংশ অন্যলভ্যও বটে।[২৯] লিঙাদি পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই কার্য্যত্বের বোধ হইতে পারে।

যদি বলা যায়—প্রবৃত্তির জনক কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেই বালকের সাক্ষাৎ কারণতার অবধারণ হইয়াছিল। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তিই প্রথম গৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বাধা হইবে, যদি অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব পদে স্বীকার করা যায়। সুতরাং "প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বাধা না হউক" বলিয়া কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থেই অনুভাবকত্বরূপ শক্তি পদের স্বীকার করা উচিত।[৩০] এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বাধা হওয়াই উচিত। প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বাধাই আমাদের ইষ্ট। কারণ যদিও বালকের প্রথমতঃ কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্বই গৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বালকের কার্য্যত্বাংশের অন্যথাসিদ্ধি না জানার জন্যই হইয়াছিল। তাদৃশ শক্তিগ্রহে কার্য্যত্বাংশ যে বিধিবাচী লিঙাদি

২৯ …প্রথমং কার্য্যান্বিতজ্ঞানে বাক্যস্য সাক্ষাৎকারণতাবোধাত্তত্র শক্তিগ্রহঃ ..নতু কার্য্যত্বাংশেঽপি গৌরবাৎ অন্যলভ্যত্বাচ্চ— তত্ত্ব০ চিং০ পৃ০ ৪৯৪

৩০ …ন চৈবং প্রথমপ্রবৃত্তস্য সাক্ষাৎকারণতাবোধস্য ..বাধা স্যাদিতি বাচ্যম্— তত্ত্ব০ চিং০ পৃ০ ৪৯৪-৯৫

পদের সমভিব্যাহার প্রযুক্তই হইয়াছে ইহা বালক বিধিবাচী লিঙাদি পদের শক্তিগ্রহ না থাকায় প্রথমতঃ বুঝিতে পারে নাই। সুতরাং বালক কার্য্যত্বাংশের অন্যথাসিদ্ধি না জানিয়া যে শক্তিগ্রহ করিয়াছে, তাহা প্রথম সিদ্ধ হইলেও বলবান্ হইতে পারে না। প্রত্যুত আবাপ ও উদ্বাপ দ্বারা পরে পদবিশেষের ইতরান্বিত স্বার্থেই শক্তি গৃহীত হওয়া উচিত। কার্য্যত্বাংশে শক্তি গৃহীত হইতে গেলে গৌরব ও অন্যলভ্যত্ব তর্কই বাধক হইবে। সুতরাং প্রদর্শিত বাধক তর্কদ্বয় সহকারে প্রমাণ, ইতরান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তিরই গ্রাহক হইবে। তর্কসহকৃত প্রমাণজন্য জ্ঞান পরবর্ত্তী হইলেও তাহা প্রবল।[৩১] আর তর্ক-অসহকৃত প্রমাণজন্য জ্ঞান, পূর্ব্বভাবী হইলেও তাহা দুর্বল। এস্থলে চিন্তামণিকার অন্যলভ্যত্বকে প্রমাণসহকারী তর্ক বলিয়াছেন। তাহার ব্যাখ্যাতে মথুরানাথ "উৎকটৈক [উৎকট] কোটিক সম্ভাবনাই এস্থলে তর্ক" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৩২] উৎকটৈককোটিক সম্ভাবনাও যে প্রমাণের সহকারী-রূপে প্রমাণের অনুগ্রাহক তর্ক হয়, তাহা জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বিশেষভাবে দেখাইয়াছেন। পূর্বোক্ত আকর গ্রন্থসমূহে ইহার বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। এস্থলে রুচিদত্ত উৎকটৈক-কোটিক সম্ভাবনাকে তর্ক বলিয়া স্বীকার করেন নাই। এজন্য অন্য-লভ্যত্ব তর্কই নহে একথা বলিয়াছেন। তথাপি যে চিন্তামণিকার অন্যলভ্যত্বকে তর্ক বলিয়াছেন, তাহা তর্কের প্রযোজক বলিয়াই তর্ক বলিয়াছেন। "কার্য্যত্বং যদি শক্যং স্যাৎ, অন্যলভ্যং ন স্যাৎ, অন্যলভ্যঞ্চ কার্য্যত্বম্" এইরূপ তর্কের প্রযোজক বলিয়া অন্যলভ্যত্বকে তর্ক বলা

৩১ ·· ইষ্টত্বাৎ অন্যথাসিদ্ধিমপশ্যতো হি বালস্য স ভূত ইতি তস্যাবলবত্ত্বাৎ গৌরবান্যলভ্যত্ব-তর্ক-সহকৃত প্রমাণজন্যত্বেনোত্তরস্য বলবত্ত্বাৎ—

তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৫

৩২ ···তর্কপদমত্রোৎকটকোটিকসম্ভাবনা পরম্— মাথুরী, পৃ° ৪৯৫

হইয়াছে।[৩৩] সুতরাং পূর্বভাবী হইয়াও কার্য্যত্বান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ দুর্বল অর্থাৎ অপ্রমা এবং পরভাবী হইয়াও ইতরান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ প্রবল অর্থাৎ প্রমা। পরবর্ত্তী শক্তিগ্রহের অনন্তর পূর্ববর্ত্তী শক্তিগ্রহে বালকের ভ্রমত্ব নিশ্চয় হইয়া থাকে অর্থাৎ "পূর্বে যাহা বুঝিয়াছিলাম, তাহা ভুল" এরূপ নিশ্চয় হইয়া থাকে।

ইহাতে কার্য্যত্বান্বিতবাদী আপত্তি করেন যে—সামান্যতঃ কার্য্যত্বান্বিতে পদের শক্তিগ্রহ প্রথমভাবী বলিয়া বাধক না হইলেও উপজীব্য বলিয়া বাধক হইবে। সামান্যতঃ শক্তিগ্রহ বিশেষতঃ শক্তিগ্রহের উপজীব্য। পদসামান্যের শক্তিগ্রহের উপজীবী পদবিশেষের শক্তিগ্রহ। সুতরাং আবাপ-উদ্বাপ দ্বারা পদবিশেষের শক্তিগ্রহ হইতে গেলেও কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থেই শক্তি গৃহীত হইবে অর্থাৎ কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবকত্বই পদবিশেষে গৃহীত হইবে। কারণ পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব পূর্বে গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ পদসামান্যে শক্তিগ্রহ অনুসারেই পদবিশেষের শক্তিগ্রহ হইয়া থাকে। সুতরাং পদবিশেষের কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থে শক্তিগ্রহ স্বীকার না করিলে উপজীব্যের বাধ হইবে।[৩৪]

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—কার্য্যত্বান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহ, আবাপ উদ্বাপ দ্বারা পদবিশেষের শক্তিগ্রহের উপজীব্যই নহে। সামান্য শক্তিগ্রহ, বিশেষ শক্তিগ্রহের উপজীব্য ইহাতে কোনও প্রমাণ নাই। দৈববশতঃই কার্য্যত্বান্বিত অর্থে পদের সামান্যতঃ শক্তি গৃহীত হইয়াছিল। এস্থলে "দৈববশতঃ" শব্দের অর্থ কার্য্যত্বান্বিত অর্থে শক্তিগ্রহের সামগ্রী প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং পদবিশেষের শক্তিগ্রহে সামান্য

৩৩ .. অন্যলভ্যত্বং যদ্যপি ন তর্কস্তথাপি ...তর্কপ্রযোজকতয়া তর্কত্বোক্তিরিত্যাহুঃ —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৫—পঙ্‌ক্তি ১৬-৭ দ্রষ্টব্য

৩৪ .. ন চোপজীব্যবাধান্ন তথা প্রত্যেতীতি বাচ্যম্— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৫

শক্তিগ্রহ হেতুই নহে। সামান্য শক্তিগ্রহ না থাকিয়াও আবাপ উদ্বাপ দ্বারা পদবিশেষের শক্তি গৃহীত হইতে পারে।[৩৫] সুতরাং ব্যতিরেক ব্যভিচার প্রযুক্ত সামান্যতঃ শক্তিগ্রহ কারণই নহে।

যদি বলা যায়—সামান্য শক্তিগ্রহ প্রাথমিক বলিয়াই প্রবল হইবে অর্থাৎ প্রমা হইবে। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলিয়াছেন যে—প্রাথমিকত্ব প্রযুক্ত প্রমা হইতে পারে না। প্রাথমিক জ্ঞানই প্রমা হইবে এরূপ কোনও নিয়ম নাই। প্রত্যুত এই হেতু ব্যভিচারী।[৩৬] "ইদং রজতম্" ইত্যাদি ভ্রমজ্ঞান প্রাথমিক হইলেও বিশেষদর্শনজন্য "নেদং রজতম্" এই উত্তরবর্ত্তী জ্ঞানই প্রমা হইয়া থাকে। প্রাথমিক জ্ঞানই যদি প্রমা হইত, তবে "ইদং রজতম্" এই ভ্রমজ্ঞানেরও প্রমাত্বের আপত্তি হইয়া পড়িত।

ইহাতে প্রাভাকরগণ আপত্তি করেন যে—সমস্ত পুরুষেরই প্রথমতঃ কার্য্যত্বান্বিত অর্থেই পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। যাহা সমস্ত পুরুষের প্রথম প্রতীয়মান, তাহাকে ভ্রম বলা যায় না। ভ্রম বলিলে সমস্ত পুরুষের দোষ কল্পনা করিতে হইবে। সমস্ত পুরুষের প্রথম প্রতীয়মান বলিয়া সামান্যতঃ শক্তিগ্রহ অর্থাৎ পদসামান্যে কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব জ্ঞান প্রমাই হইবে। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—সর্ব্ব-পুরুষের প্রথম-প্রতীয়মানত্ব হেতু দ্বারা, প্রমাত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ সমস্ত পুরুষেরই প্রথমতঃ শরীরে "অহম্" প্রত্যয় হয়; অথচ শরীরে "অহম্" প্রত্যয় প্রমা নহে। শরীরে "অহম্" প্রত্যয় প্রমা হইলে চার্ব্বাক-মতের জয় হইত। এইরূপ চন্দ্র, তারকাদির পরিমাণ, সকল পুরুষেরই অল্পত্বরূপে গৃহীত হয়; অথচ চন্দ্র, তারকাদির অল্পপরিমাণ-

৩৫ ·· উপজীব্যত্বে মানাভাবাৎ। দৈবাদ্ধি প্রথমং তদ্‌বৃত্তং নতু পদবিশেষ-শক্তিগ্রহে তস্য হেতুত্বং তেন বিনাপি তৎসম্ভবাৎ— তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৯৫

৩৬ ···ন চ প্রাথমিকত্বেন বলবত্ত্বং ব্যভিচারাৎ— তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৯৫-৯৬

জ্ঞান প্রমা নহে। গণিত শাস্ত্র দ্বারা চন্দ্র, তারকাদির মহা-পরিমাণত্বগ্রহ হয় বলিয়া সর্ব্বপুরুষের অল্পপরিমাণত্ব-জ্ঞানের ভ্রমত্বই সিদ্ধ হয়।[৩৭]

আর যে প্রাভাকরগণ বলিয়াছেন—বালক প্রথমতঃ কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব পদসামান্যে কল্পনা করিয়া, পরে যদি আবার পদবিশেষে অন্বিত স্বার্থানুভাবকত্ব কল্পনা করে, তবে "কল্পনান্তর-প্রসঙ্গ"ই দোষ হইবে। পূর্ব্বকল্পনা প্রবল, উত্তর-কল্পনা দুর্ব্বল। প্রাভাকরগণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ পূর্ব্ব-কল্পনা বলিয়াই কল্পনা প্রবল হয় না। পূর্ব্ব-কল্পনা ভ্রম হইলে উত্তর-কল্পনাতেও দোষ হয় না। সেই স্থলেই পূর্ব্বকল্পনা প্রবল হইয়া থাকে, যে স্থলে পূর্ব্বকল্পনা অনন্যথাসিদ্ধ অথবা উত্তর-কল্পনার উপজীব্য। যে পূর্ব্ব-কল্পনা অন্যথাসিদ্ধ ও উত্তর-কল্পনার অনুপজীব্য, তাদৃশ পূর্ব্ব-কল্পনা উত্তর-কল্পনা দ্বারা বাধিতই হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কথা এই যে—আমাদের মতে পূর্ব্বকল্পনার বিপরীত কল্পনা করিতেই হয় না। কারণ বালকের পদসামান্যে যে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্ব গৃহীত হইয়াছে, ইহা কি সাক্ষাৎ কারণত্ব? অথবা পরম্পরা কারণত্ব? যে অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ উপায় দ্বারা পদসামান্যে কারণতা গৃহীত হইয়াছে, সেই অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ উপায় সাক্ষাৎ কারণতারও গ্রাহক এবং পরম্পরা কারণতারও গ্রাহক। যাহা পরম্পরা কারণ হয়, তাহার সহিতও কার্য্যের অন্বয়ব্যতিরেক থাকে। সুতরাং এস্থলে কারণতার গ্রাহক উপায় সাক্ষাৎ-পরম্পরা সাধারণ কারণতার গ্রাহক। সুতরাং প্রযোজকবৃদ্ধ-বাক্যে বালকের যে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানজনকত্ব গৃহীত হইয়াছে, সেই গৃহীত কারণত্ব কি সাক্ষাৎ কারণত্ব অথবা পরম্পরা কারণত্ব ইহা কিছুই বলা যায় না। কারণত্ব গৃহীত হইয়াছে এইমাত্র। কিন্তু কারণত্বের সাক্ষাত্ত্বের বা পরম্পরাত্বের গ্রাহক কোনও উপায়বিশেষ এস্থলে নাই। সুতরাং সাক্ষাত্ত্বে বা পরম্পরাত্বে উদাসীন কারণত্বমাত্রই

৩৭ …নাপি সর্বৈঃ প্রথমং প্রতীয়মানত্বেন বলবত্ত্বং সর্বেষাং শরীরাহংপ্রত্যয়ে চন্দ্রতারকাদিপরিমাণস্য সর্বৈরল্পত্বগ্রহে চ ব্যভিচারাৎ— তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৯৬

গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কোনও বিশেষরূপে কারণতা গৃহীত হয় নাই অর্থাৎ সাক্ষাত্ত্বরূপে বা পরম্পরাত্বরূপে কারণত্ব গৃহীত হয় নাই। বালকের যে উপায়ে কারণত্ব গৃহীত হইয়াছে, সেই অন্বয়-ব্যতিরেকাদি উপায়, কারণত্বমাত্রের গ্রাহক। কিন্তু কারণতার সাক্ষাত্ত্বের বা পরম্পরাত্বের নির্ণায়ক নহে। সুতরাং সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ কারণত্বগ্রহের উপায়—কারণতার সাক্ষাত্ত্বের বা পরম্পরাত্বের নির্ণায়কত্ত হইতেই পারে না, প্রত্যুত সাক্ষাত্ত্বের বা পরম্পরাত্বের সংশয়জনকই হইয়া থাকে।[৩৮] অর্থাৎ বৃদ্ধবাক্যে গৃহীত অনুভাবকত্ব সাক্ষাৎ অথবা পরম্পরা? সুতরাং কার্য্যত্বান্বিতত্বের সাক্ষাৎ অনুভাবকত্ব প্রথমতঃ বালকের নিশ্চিত হইলে, পরে যদি অন্বিতার্থের অনুভাবকত্ব কল্পিত হইত, তবে কল্পনান্তর দোষ হইত। কিন্তু প্রথম কল্পনাই নিশ্চয়রূপ হয় নাই। যাহা কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক, তাহা অন্বিতার্থেরও অনুভাবক। সুতরাং অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব সাক্ষাৎ এবং কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব পরম্পরা হইতেও কোনও দোষ নাই। শ্রুত বৃদ্ধবাক্য, যদি পরম্পরা কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক হয়, তবে কি তাহা কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অননুভাবক? এস্থলে গ্রন্থকারের ইহাই সার কথা যে—কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের গ্রহ না হইয়াও কারণতার গ্রহ হইতে পারে। সুতরাং বৃদ্ধবাক্যে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের জনকত্ব গৃহীত হইলেও তাহা যে সাক্ষাৎ-জনকত্ব এরূপ বলা যায় না।

ইহাতে প্রাভাকরগণ আপত্তি করেন যে—কারণতাগ্রহকালে, কার্য্য ও কার্য্য-বৃত্তি ধর্ম্ম না জানিয়া কোনও বস্তুতে সেই কার্য্যের কারণতা গৃহীতই হইতে পারে না। কার্য্য উপস্থিত হইলেই কার্য্যবৃত্তি ধর্ম্মও উপস্থিত হইবে। নির্ধর্ম্মক কার্য্যের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং

৩৮ অতএব পূর্বকল্পনাতঃ কল্পনান্তরপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি···নতু বিশেষোঽপি উপায়স্যান্বয়-ব্যতিরেকাদেরুভয়বিশেষসাধারণত্বেন তৎসংশায়কত্বাৎ—

তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৬-৯৭ ; মাথুরী, পৃ° ৪৯৬-৯৭ দ্রষ্টব্য।

কার্য্যবৃত্তিরূপে যে ধর্ম্ম উপস্থিত, তাহাই কার্য্যতাবচ্ছেদক। কার্য্য-বৃত্তিরূপে উপস্থিতত্ব ও কার্য্যতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয়ের ভূয়ঃ-সহচারদর্শন আছে। এজন্য ভূয়ঃ-সহচারদর্শনরূপ উৎসর্গ নামক তর্কসহকারে প্রমাণ সাক্ষাৎ কারণত্বেরই নিশ্চায়ক হইবে।[৩৯] প্রমাণের সহকারী হইয়া থাকে বলিয়া ভূয়ঃসহচারদর্শনরূপ উৎসর্গও তর্কস্থানীয়। এজন্য শাস্ত্রকারগণ উৎসর্গকেও তর্করূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে মথুরানাথতর্ক-বাগীশ ভূয়োদর্শনকেই উৎসর্গ তর্ক বলিয়াছেন। [৪৯৭ পৃঃ তত্ত্বচিন্তা-মণি—মাথুরী] লাঘবাদি তর্ক যেমন প্রমাণের সহকারী হয়, এইরূপ ভূয়ঃসহচারদর্শনরূপ উৎসর্গ, প্রমাণের সহকারী হয় বলিয়া তাহাকে তর্ক বলা হইয়া থাকে। সুতরাং উৎসর্গ তর্কসহকারে বৃদ্ধবাক্যের কারণতা-গ্রাহক প্রমাণ, কার্য্যবৃত্তিধর্ম্ম কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্বকেই কার্য্যতাবচ্ছেদক-রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানত্ব [শাব্দত্ব] অবচ্ছেদে বৃদ্ধবাক্যের কারণতা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া সাক্ষাৎ কারণত্বই গৃহীত হইয়াছে। পরম্পরা কারণত্ব গৃহীত হইলে প্রদর্শিত ধর্ম্মটি কার্য্যতাব-চ্ছেদক হইত না। সুতরাং কার্য্যত্বান্বিত শাব্দত্ব, শ্রুত বৃদ্ধবাক্যের কার্য্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম।

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—উৎসর্গ নামক তর্কও প্রমাণের-সহকারী হয় বলিয়া তাহাও অর্থবিশেষের নিশ্চায়ক হয়। কিন্তু উৎসর্গ, বাধকাভাব-নিশ্চয়-সহকৃত হইয়াই নিশ্চায়ক হইয়া থাকে। বাধক নিশ্চয় থাকিলে উৎসর্গতর্ক, অর্থবিশেষের নিশ্চায়ক হয় না। প্রকৃত স্থলে বালকের বাধকাভাব নিশ্চয় নাই। কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞানত্ব ধর্ম্মের অন্তর্গত কার্য্যত্বাংশ অন্যলভ্য অর্থাৎ বিধিবাচী লিঙাদি-পদলভ্য। এই অন্যলভ্যত্বরূপ বাধকের অভাবনিশ্চয়, বালক আপাততঃ স্বতোদর্শনমাত্র দ্বারা করিতে পারে না অর্থাৎ কার্য্যত্বাংশ অন্যলভ্য নহে এরূপ নিশ্চয়

৩৯ .. উৎসর্গোঽপি বাধকাভাবনিশ্চয়সহকৃতো নিশ্চায়কঃ—
তত্ত্বং চিং পৃং ৪৯৭

বালকের হয় না। বাধকাভাবের নিশ্চয় হয় না বলিয়া উৎসর্গ নামক তর্কও বিশেষ নিশ্চয়ের জনক হইতে পারে না। বাধকাভাব নিশ্চয় সহকারেই উৎসর্গ নিশ্চায়ক হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞানমাত্রের প্রমাত্ব ঔৎসর্গিক হইলেও অর্থাৎ জ্ঞানে ভূয়ঃসহচরিতরূপে প্রমাত্ব গৃহীত হইলেও প্রমাত্বের বাধকাভাব নিশ্চয় সহকৃতই প্রমাত্বের নিশ্চয় হইয়া থাকে। বাধকাভাবের নিশ্চয় না থাকিলে ঔৎসর্গিকত্ব প্রযুক্ত জ্ঞানের প্রমাত্ব নিশ্চয় হয় না। যদি বাধকভাব-নিশ্চয়ের অপেক্ষা না করিয়াই ঔৎসর্গিকত্ব-প্রযুক্ত অর্থাৎ উৎসর্গ-তর্ক-প্রসাদে প্রমাত্বের নিশ্চয় হইতে পারিত, তবে কোনও স্থলেই "এই জ্ঞান প্রমা, না অপ্রমা" এইরূপ সংশয় হইতে পারিত না। ঔৎসর্গিকত্ব প্রযুক্ত সর্ব্বত্রই প্রমাত্বের নিশ্চয়ই হইয়া যাইত। কিন্তু কোনও স্থলে "এই জ্ঞান প্রমা কি অপ্রমা" এইরূপ যে প্রমাত্ব সংশয় হইয়া থাকে, ইহা সর্বানুভবসিদ্ধ। এইরূপ কারণতা গৃহীত হইলেও কোনও স্থলে "ইহা সাক্ষাৎ কারণ, কি পরম্পরা কারণ" এইরূপ সকলেরই সংশয় হইয়া থাকে। যদি অসহায় উৎসর্গ-তর্কমাত্রের প্রসাদে সাক্ষাৎ কারণত্বেরই নিশ্চয় হইত, তবে "ইহা সাক্ষাৎ কারণ কি পরম্পরা কারণ" এইরূপ সংশয় হইতে পারিত না। এজন্য অবশ্যই বলিতে হইবে যে—বাধকাভাব-নিশ্চয়-সহকৃত উৎসর্গই নিশ্চায়ক হইয়া থাকে; উৎসর্গমাত্র নিশ্চায়ক হয় না।[৪০] সুতরাং প্রকৃতস্থলে উৎসর্গতর্কের অবতারণা করা কার্য্যত্বান্বিতবাদিগণের সঙ্গত হয় নাই। জ্ঞানের যে ঔৎসর্গিক প্রমাত্ব বলা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে—বহু স্থলেই জ্ঞান প্রমারূপে গৃহীত হইয়াছে। এ সমস্ত বিষয় আমার "প্রামাণ্যবাদ" গ্রন্থে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে।

৪০ ··ন চান্বলভ্যত্বস্য বাধকস্যাভাবমাপাততঃ···বাধকাভাবসহকৃতনিশ্চয়াদেব নিশ্চয়ঃ, অন্যথা প্রমাঽপ্রমা বা সাক্ষাৎপরম্পরাসাধনং চেতি সংশয়ঃ কাপি ন স্যাৎ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৭-৯৮

আর যে প্রাভাকরগণ বলিয়াছিলেন—সিদ্ধ অর্থের অর্থাৎ কার্য্যত্বের সহিত অনন্বিত অর্থের অনুভাবকত্ব বালকের প্রথমতঃ গৃহীতই হইতে পারে না। পদের সিদ্ধার্থানুভাবকত্ববাদিগণ "চৈত্র! পুত্রস্তে জাতঃ" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা সিদ্ধ অর্থে বালকের প্রথম ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে, ইত্যাদি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও সঙ্গত নহে। বালক চৈত্রের মুখ প্রসাদাদি দ্বারা চৈত্রের হর্ষের অনুমান করিয়া থাকে এবং হর্ষের হেতু জ্ঞান, পুত্র জন্মবিষয়কই হইবে অর্থাৎ পুত্রজন্মবিষয়ক জ্ঞান হইতেই চৈত্রের হর্ষ হইয়াছে এরূপ নিশ্চয় বালকের কখনও হইতে পারে না। কেবল পুত্রজন্মজ্ঞানই চৈত্রের হর্ষ হেতু ইহা বালক কখনই বুঝিতে পারে না। হর্ষের হেতু, বহু সম্ভাবিত। হর্ষমাত্রই প্রিয় বস্তুর জ্ঞানজন্য। প্রিয় বস্তু এ স্থলে পুত্রজন্ম, ইহা বালক কিরূপে জানিবে?[৪১]

প্রাভাকরগণের এরূপ বলা অসঙ্গত। বালকের প্রথমতঃই সিদ্ধার্থের অনুভাবকত্ব পদে গৃহীত হইতে পারে। প্রদর্শিত উদাহরণে "চৈত্র! পুত্রস্তে জাতঃ" ইত্যাদি বাক্য হইতে বালকের প্রাথমিক ব্যুৎপত্তিও সিদ্ধার্থে গৃহীত হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষ গ্রন্থে এই দৃষ্টান্তটি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। পুনরুক্তি ভয়ে এ স্থলে তাহার আলোচনা করিলাম না। বালক চৈত্রের হর্ষ অনুমান করিয়া এই হর্ষের হেতু কি, ইহা নিরূপণে প্রবৃত্ত হয়। বালকের নিজের হর্ষহেতু স্তন্যপানাদি। বালক স্তনপানাদিকেই হর্ষহেতু বলিয়া জানিয়াছে। বালক যাহাকে হর্ষহেতু বলিয়া জানিয়াছে, সেই স্তনপানাদি এস্থলে সম্ভাবিত নহে। বালকের হর্ষহেতু স্তনপানাদি এস্থলে বাধিত। আর পুত্রজন্মাতিরিক্ত চৈত্রের হর্ষহেতু অন্য কিছু এস্থলে বালকের গৃহীত নহে। পুত্রজন্মাতিরিক্ত অন্য কিছু হইতে চৈত্রের হর্ষ হইয়াছে ইহা বালক জানিতে পারে না। চৈত্রের পুত্রজন্মই বালকের নিকট উপস্থিত এবং পুত্রজন্মজ্ঞান হর্ষের হেতু। হর্ষ দ্বারা পুত্রজন্মজ্ঞানের অনুমান বালকের নিকট সল্লিঙ্গক

---

৪১ ...যচ্চ হর্ষহেতূনাং বহূনাং সম্ভবাদিত্যাদি তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৯৮

অনুমান না হইলেও—বালকের নিকটে পুত্রজন্মের ব্যাপ্তি হর্ষে গৃহীত না হইলেও ব্যভিচারী লিঙ্গ দ্বারাও সাধ্যের অনুমিতি হইতে পারে। ব্যভিচারজ্ঞানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক; ব্যভিচারের অজ্ঞান দশাতে অর্থাৎ ব্যভিচারের স্ফূর্ত্তি না থাকিলে ব্যভিচারী লিঙ্গ দ্বারাও অনুমিতি হইয়া থাকে। সুতরাং এ স্থলে চৈত্রের হর্ষ যে সহেতুক ইহা বালক বুঝিয়াছে। নির্হেতুক কার্য্য হইতে পারে না। চৈত্রের এই কাদাচিৎক হর্ষ, অবশ্যই সহেতুক। বালকের গৃহীত হর্ষহেতু স্তন্যপানাদি এস্থলে নাই। পুত্রজন্মজ্ঞান ভিন্ন অন্য কোনও হর্ষহেতুও উপস্থিত নাই। চৈত্রের পুত্রজন্ম বালকের নিকট উপস্থিত। বালক চৈত্রের পুত্রজন্ম পূর্ব্বে দেখিয়াছে। সুতরাং চৈত্রের হর্ষ দ্বারা চৈত্রের পুত্র জন্মজ্ঞান হইয়াছে। এইরূপ অনুমিতি বালকের হওয়া স্বাভাবিক। হর্ষে পুত্রজন্মজ্ঞানের অব্যভিচার। পুত্রজন্মজ্ঞানে হর্ষের কারণতা বালক পূর্ব্বে না জানিলেও বালক দ্বারা অনুমিত চৈত্রহর্ষে, চৈত্রের পুত্রজন্মজ্ঞানের ব্যভিচারের স্ফূর্ত্তি নাই। অথচ হর্ষ সহেতুক বলিয়া পুত্রজন্মজ্ঞানকেই হর্ষহেতু বলিয়া বালক অনুমান করে। সুতরাং প্রাভাকরগণ যে বলিয়াছিলেন—বহুবিধ কারণ হইতেই চৈত্রের হর্ষ হইতে পারে, বালক কি করিয়া অনুমান করিবে যে—পুত্রজন্মজ্ঞান হইতেই চৈত্রের হর্ষ হইয়াছে, তাহা আর বলা যায় না। প্রদর্শিতরূপে পুত্রজন্মজ্ঞানই হর্ষের হেতু—ইহা বালক অনুমান করিয়াছে।[৪২]

ইহাতে প্রাভাকরগণ শঙ্কা করেন যে—বালক ইহা কি করিয়া বুঝিল অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞান হইতে চৈত্রের হর্ষ হয় নাই? চৈত্রের হর্ষের কারণান্তরের সন্দেহ হইলেও হর্ষ দ্বারা পুত্রজন্মজ্ঞানের অনুমান হইবে কিরূপে? এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে প্রাভাকর-

---

৪২ ···তন্ন, স্বতোগৃহীতহর্ষহেতুস্তনপানাদের্বাধাবতারাদন্যস্য হর্ষহেতোরগ্রহাদুপস্থিতত্বাদুপপাদকত্বাচ্চ পুত্রজন্মজ্ঞানস্যৈব হর্ষহেতুত্বেন কল্পনাৎ—

তত্ত্ব° চি° পৃ° ৪৭৮

গণের এরূপ বলা সঙ্গত নহে। কারণ তাঁহারা যদি প্রদর্শিত স্থলেও চৈত্রের হর্ষের কারণান্তব শঙ্কা করেন, তবে কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানেই বা পদের শক্তি গৃহীত হইবে কিরূপে? প্রযোজ্য বৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান বহু কারণ হইতে হইতে পাবে। প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্য হইতেই যে প্রযোজ্যবৃদ্ধেব কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান হইয়াছে, ইহা বালক নিরূপণ করিবে কিরূপে? একমাত্র বাক্যইত জ্ঞানের হেতু নহে। বস্তুতঃ বাক্য, শাব্দবোধাত্মক জ্ঞানের জনক। বালকের ইতঃপূর্ব্বে কখনও শাব্দবোধ হয় নাই। বালকের পূর্ব্বে যদি শাব্দবোধই হইত, তবে আর বালককে অব্যুৎপন্ন বলা যাইবে কিরূপে? সুতরাং সর্ব্বথা অব্যুৎপন্ন বালক শাব্দবোধাত্মক জ্ঞানের জনক বাক্য, ইহা নিরূপণ করবে কিরূপে? যদি বলা যায়—প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান তাহার প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমিত হইয়াছে। এই জ্ঞান কাদাচিৎক বলিয়া সহেতুক। জ্ঞানের হেতু অন্য কিছু উপস্থিত নাই। প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যই মাত্র উপস্থিত আছে। সুতরাং অনন্যথাসিদ্ধ শব্দের অনুবিধান প্রযুক্তই প্রযোজক বৃদ্ধের বাক্যই প্রযোজ্যবৃদ্ধের কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানের জনক—এইরূপ বালক অনুমান করিবে। তাহা হইলে আমরাও বলিব—আমাদের প্রদর্শিত দৃষ্টান্তে ইহা তুল্য। চৈত্রের হর্ষহেতু অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞান হয় নাই। অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞান হইতে হর্ষ হইতে পারিলেও পুত্রজন্ম ভিন্ন অন্য কোনও প্রিয় বস্তুর জ্ঞান চৈত্রের হইয়াছে ইহা বালক নিরূপণ করিল কিরূপে? বালকের হর্ষের হেতু স্তন্যপানাদি যে চৈত্রের নাই, তাহা বালক ভালই জানে। সুতরাং অন্য বস্তুর জ্ঞান হইতে হর্ষ হইতে পারে এরূপ সন্দেহেরও অবসর বালকের নাই।[৪৩]

আরও কথা এই যে—লিঙ্গাভাসজন্য অনুমিতিও কোনও স্থলে

৪৩ অন্যপ্রিয়জ্ঞানং হর্ষকারণং ভবিষ্যতীতি শঙ্কায়াং কথমেবমিতি চেৎ, ন, এবং হি কার্য্যান্বিতজ্ঞানেঽপি শক্তির্ন গৃহ্যেত। ··সন্দেহাভাবোপপত্তেঃ—

তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৪৯৮-৯৯

কাকতালীয়-ন্যায়ে সংবাদিনী হইয়া থাকে, এইরূপ চৈত্রের হর্ষরূপ লিঙ্গদ্বারা চৈত্রের পুত্রজন্মজ্ঞানের অনুমান সম্ভাবিত বটে। ইহাতে প্রাভাকরগণ শঙ্কা করেন যে—পুত্রজন্মজ্ঞানের অনুমাপক হর্ষ-লিঙ্গ বস্তুতঃ ব্যভিচারী। হর্ষ কেবল পুত্রজন্মজ্ঞান হইতেই হয় না; প্রিয় বস্তুমাত্রের জ্ঞান হইতে হর্ষ হইয়া থাকে। পুত্রজন্মই একমাত্র প্রিয় বস্তু নহে; সুতরাং হর্ষ-লিঙ্গ পুত্রজন্মজ্ঞানের ব্যভিচারী। ব্যভিচারী লিঙ্গজন্য অনুমিতি ভ্রম। আর অনুমিতিই ভ্রম হইলে ভ্রমানুমিতি-হেতুক শক্তিগ্রহও ভ্রমই হইবে।[৪৪]

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—প্রাভাকরগণের এরূপ বলা সঙ্গত হয় নাই। লিঙ্গাভাসজন্য অনুমিতিও কাকতালীয়-ন্যায়ে কোনও স্থলে যথার্থ হইয়া থাকে। লিঙ্গাভাসজন্য অনুমিতিতেও দৈবগত্যা বিষয়ের তথাভাব প্রযুক্ত অনুমিতির যথার্থতা হইতে পারে।[৪৫] যেমন কোনও লোক সূত্র সঞ্চারাধিষ্ঠিত কাষ্ঠপুত্তলিকাকে "ঘট লইয়া আইস" এইরূপ নিয়োগ করে। সূত্রসঞ্চারাধিষ্ঠিত কাষ্ঠপুত্তলিকাও "ঘটমানয়" এই বাক্যোচ্চারণের পরে ঘট লইয়া আসে। তখন অব্যুৎপন্ন বালক, চেতন-ব্যবহার দেখিয়া যেমন পদের ব্যুৎপত্তিগ্রহ করে. এইরূপ অচেতন সূত্রসঞ্চারাধিষ্ঠিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ব্যবহার হইতেও অব্যুৎপন্ন বালকের ঘটাদি পদে ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইতে পারে। বালক তখন সেই কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ব্যবহার দেখিয়া "ইহার ক্রিয়া—কৃতিজন্য, এই কৃতি—জ্ঞানজন্য এবং জ্ঞান বাক্যজন্য" এইরূপ অনুমিতি পরম্পরা দ্বারা ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহ করিয়া থাকে। কাষ্ঠপুত্তলিকার কৃতিও নাই, জ্ঞানও নাই; অথচ কাষ্ঠপুত্তলিকার কৃতি ও জ্ঞানের অনুমিতি বালকের হইয়াছে। আর "এই অনুমিত জ্ঞান বাক্যজন্য" এইরূপ অনুমিতিও ভ্রমরূপ।

---

৪৪ …লিঙ্গাভাসজন্যকাকতালীয়সম্পন্নসংবাদানুমিতিবদ্ধর্ষেণ লিঙ্গেন… তদ্ধেতুকশক্তিগ্রহো ভ্রমঃ— তত্ত্বং চিং পৃং ৪৯৯

৪৫ …বিষয়স্য তথাভাবেন তয়োর্যথার্থত্বাৎ— তত্ত্বং চিং পৃং ৪৯৯

সুতরাং প্রদর্শিত তিনটি অনুমানই ভ্রম। বালকের প্রদর্শিত তিনটি অনুমিতিই ভ্রমরূপ হইয়াছে; অথচ এই ভ্রমানুমিতি হইতে ঘটাদি পদের শক্তি-গ্রহ, বালকের যথার্থ ই হইয়াছে এবং এই শক্তিগ্রহজন্য বালকের শাব্দবোধও যথার্থ ই হইবে। অনুমিতি ভ্রমরূপ হইলেও ভ্রমানুমিতি জন্য ঘটাদি পদের শক্তিগ্রহ যথার্থ। কারণ শক্তিগ্রহের বিষয়টি তথাভূতই বটে; অতথাভূত নহে। ঘটাদি বস্তুতে ঘটাদি পদের শক্তি বস্তুতঃই আছে।[৪৬] সুতরাং প্রদর্শিত বিচার দ্বারা ইহাই সিদ্ধ হইল যে—পদের অন্বিত স্বার্থেও শক্তি গৃহীত হইতে পারে। পদ ইতরান্বিত স্বার্থের অনুভাবক; কিন্তু কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবক নহে। সুতরাং পদে ইতরান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি গৃহীত হইতে পারে বলিয়া কার্য্যত্বান্বিত শক্তিবাদ স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। অন্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা গেলেও কার্য্যত্বান্বিতাভিধানবাদ স্বীকার করা যায় না।

চিন্তামণিকার এইরূপে পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তির খণ্ডন করিয়া অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তির সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ অন্বিতার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তিও প্রাচীন প্রাভাকরগণেরই সম্মত। আমরা শালিকনাথের অভিপ্রায় প্রদর্শন কালে ইহা সুস্পষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিব। অনেকে মনে করেন—কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি প্রাচীন প্রাভাকরগণের সম্মত ও অন্বিতার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি নবীন প্রাভাকরগণের সম্মত। কিন্তু প্রাচীন প্রাভাকরগণের গ্রন্থ আলোচনা করিলে ইহা সঙ্গত মনে হয় না। প্রাচীন প্রাভাকরাচার্য্য শালিকনাথ প্রভৃতিও অন্বিতাভিধানবাদ

৪৬ ..যথা কশ্চিৎ সূত্রসঞ্চারাধিষ্ঠিতং দারুপুত্রকং ঘটমানযেতি নিযুঙ্‌ক্তে স চ তমানয়তি তদা · অনুমিতিপরম্পরায়া ভ্রমত্বেঽপি তদ্ধেতুশক্তিগ্রহঃ তজ্জন্য-শাব্দবোধশ্চ যথার্থ এব বিষয়স্য তথাভাবাদিতি সিদ্ধং সিদ্ধার্থেঽপি শক্তিগ্রহ ইতি— তত্ত্বং চিং পৃং ৪৯৯-৫০১

সমর্থন করিয়াছেন। যাহা হউক, চিন্তামণিকার কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তির খণ্ডন করিয়া অন্বিতার্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তির সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ চিন্তামণিকারের অন্বিতাভিধানবাদ সিদ্ধান্ত নহে। অন্বিতাভিধানবাদ বা অভিহিতান্বয়বাদ এই দুইটির একটিও ন্যায়-সিদ্ধান্ত নহে। এজন্য চিন্তামণিকার অন্বিতাভিধানবাদ খণ্ডন করিয়া ন্যায়-সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে অভিহিতান্বয়-বাদও খণ্ডন করিয়াছেন।

আর এজন্য চিন্তামণিকার এস্থলে বলিয়াছেন যে—আমরা এ পর্য্যন্ত ইতরান্বিত অর্থে পদের শক্তি অর্থাৎ পদ ইতরান্বিত অর্থের অনুভাবক—ইহা বলিলাম। কিন্তু ইহা গুড়জিহ্বিকা মাত্র।[৪৬] গুড়জিহ্বিকা একটি লৌকিক ন্যায়; বিরস ঔষধপানের জন্য বালকের জিহ্বাতে গুড় প্রদান গুড়প্রদাতার মুখ্য অভিপ্রায় নহে; কিন্তু বিরস ঔষধ পান করানই মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রথমতঃই বালককে বিরস ঔষধ প্রদান করিলে, বালক বিহ্বল হইতে পারে এজন্য বালকের উপচ্ছন্দনের জন্য—বালককে ঔষধ পানে উন্মুখ করিবার জন্য বালকের জিহ্বাতে গুড় প্রদান করা হয়। পূর্ব্বপক্ষীর চিন্তানুসরণপূর্ব্বক আপাত সিদ্ধান্ত, বলিয়া পরে পূর্ব্বপক্ষীকে তাহার অনভিপ্রেত সিদ্ধান্তে যে স্থলে প্রবেশ করান হয়, সেই স্থলেই "গুড়জিহ্বিকা" নামক লৌকিক ন্যায়ের উল্লেখ করা হইয়া থাকে।

চিন্তামণিকার বলিয়াছেন—বস্তুতঃ অন্বয়াংশেও পদের শক্তি নাই।[৪৭] অন্বয়াংশ প্রকারান্তরে লভ্য বলিয়া অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি পদে স্বীকার করা যায় না। সুতরাং অন্বয়ে পদের শক্তি নাই অর্থাৎ অন্বয়াংশ পদের শক্যতাবচ্ছেদক নহে। প্রাভাকর মতে অন্বিত অর্থ-বিষয়ক শাব্দানুভবই পদশক্য। এই শব্দানুভবের যাহা বিষয়, তাহা

৪৬ ·· ইতরান্বিতে শক্তিরিত্যপি গুড়জিহ্বিকা— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩২

৪৭ ···বস্তুতোঽন্বয়েঽপি ন শক্তিঃ— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩২-৩৩

শক্যতাবচ্ছেদক। এজন্য চিন্তামণিকার এস্থলে বলিয়াছেন—অন্বয়ে পদের শক্তি নাই। অর্থাৎ অন্বয়াংশ পদের শক্যতাবচ্ছেদক নহে। তাহাতে গৌরব দোষ হয় এবং সামান্যতঃ অন্বয়মাত্রকে পদের শক্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও অন্বয়বিশেষের লাভ হইতে পারে না। এজন্য সামান্যতঃ অন্বয়কে শক্যতাবচ্ছেদক স্বীকার করিলেও তাহা অব্যাবর্ত্তকই হইয়া পড়ে। এজন্য সামান্যতঃ অন্বয়, পদের শক্যতাবচ্ছেদকই হইতে পারে না। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদ সঙ্গত নহে।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দ্বারা বালক, প্রযোজ্যবৃদ্ধের ইতরান্বিত জ্ঞানের অনুমান করিয়া থাকে। বালক দ্বারা অনুমিত প্রযোজ্যবৃদ্ধের ইতরান্বিত জ্ঞানেই পদের শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। সুতরাং অন্বিতার্থবিষয়ক শাব্দজ্ঞানত্বই পদের শক্যতাবচ্ছেদক হওয়া উচিত। কারণ অনুমান দ্বারা ইতরান্বিত জ্ঞানই বালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং অন্বিত শাব্দজ্ঞানত্বকে ত্যাগ করিয়া কেবল শাব্দজ্ঞানত্বকে পদের শক্যতাবচ্ছেদক কল্পনা করিবার কোনও কারণ নাই। সুতরাং অন্বিতবিষয়ক শাব্দজ্ঞানই পদের শক্য। কারণ অন্বিতবিষয়ক শাব্দজ্ঞান উপস্থিত। এই উপস্থিত অন্বিতবিষয়ক শাব্দজ্ঞানের ত্যাগে কোনও হেতু নাই। অন্বিত পদার্থবিষয়ক শাব্দজ্ঞান পদশক্য নহে, কিন্তু পদার্থবিষয়ক শাব্দজ্ঞানই পদশক্য—এরূপ কখনও বলা যায় না। প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দ্বারা অন্বিত পদার্থবিষয়ক শাব্দজ্ঞানই বালকের নিকট উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ বালক কর্ত্তৃক অনুমিত হইয়াছে। কিন্তু পদার্থমাত্রবিষয়ক শাব্দজ্ঞান প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দ্বারা উপস্থিতই নহে। সুতরাং অনুপস্থিত পদার্থবিষয়ক শাব্দজ্ঞানে পদের জনকত্ব গৃহীত হইতে পারে না। আর উপায়ান্তর দ্বারা পদার্থ-বিষয়ক শাব্দজ্ঞানের উপস্থিতি কল্পনাতে কোনও প্রমাণও নাই। সুতরাং ইতরান্বিত স্বার্থজ্ঞানে পদ শক্ত এইরূপ শক্তত্বরূপে জ্ঞাত পদ, স্বার্থের অন্বয়বিষয়ক অনুভবের জনক হইয়া

থাকে—ইহাই অন্বিতাভিধানবাদ।[৪৮] আর ইহা সকলেরই স্বীকার করা উচিত।

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—অন্বিতাভিধানবাদী সঙ্গত কথা বলেন নাই। তিনি যে বলিয়াছেন—অন্বিতার্থবিষয়কজ্ঞানই উপস্থিত, কিন্তু অর্থবিষয়ক জ্ঞানমাত্র অনুপস্থিত, ইহা সঙ্গত নহে। ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানের উপস্থিতি হইলে পদার্থজ্ঞানও উপস্থিত বলিতেই হইবে। ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানে পদার্থজ্ঞান—বিশেষ্য। বিশিষ্টের উপস্থিতিতে বিশেষ্যের উপস্থিতি স্বীকার করিতেই হইবে। বিশিষ্ট জ্ঞানমাত্রই বিশেষ্য বিষয়ক হইয়া থাকে। সুতরাং অনুমিতিতে ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞান ভাসমান হইয়াছে; এজন্য এই অনুমিতিতে বিশেষ্যরূপে পদার্থজ্ঞানও ভাসমান হইয়াছে; সুতরাং বিশেষ্য পদার্থজ্ঞান অনুপস্থিত—একথা বলা যায় না। উপস্থিত বিশেষ্য পদার্থজ্ঞানে লাঘব প্রযুক্ত পদের শক্তি গৃহীত হইবে। কিন্তু গৌরব প্রযুক্ত অন্বয়াংশে পদের শক্তি গৃহীত হইবে না।[৪৯] সুতরাং বালকের প্রাথমিক শক্তিগ্রহও ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানে না হইয়া পদার্থজ্ঞানমাত্রেই হইবে।

যদি অন্বিতাভিধানবাদীর কথা মানিয়াও লওয়া যায় অর্থাৎ বালকের প্রাথমিক শক্তিগ্রহ ইতরান্বিত পদার্থজ্ঞানেই হইয়া থাকে, তথাপি বালক পরে যখন ইতরান্বিত অংশ অন্যলভ্য বলিয়া জানিতে পারে, তখন ইতরান্বিত অংশ ত্যাগ করিয়া পদার্থজ্ঞানেই পদের শক্তি নিরূপণ করিয়া থাকে। অনন্যলভ্য অর্থই পদের শক্যার্থ। বালকের প্রথমতঃ অন্য-

৪৮ …ননু ব্যবহারেণানুমিতে ইতরান্বিতজ্ঞানে পদশক্যত্বগ্রহাৎ তত্রৈব শক্তিং গৃহ্লাতি উপস্থিতত্বাৎ।…অত ইতরান্বিতস্বার্থজ্ঞানশক্তত্বেন জ্ঞাতপদং স্বার্থান্বয়ানুভাবকম্ ইত্যন্বিতাভিধানমিতি চেৎ— তত্ত্বং চিং পৃং ৫৩৩

৪৯ …ন, ইতরান্বিতপদার্থজ্ঞানোপস্থিতৌ পদার্থজ্ঞানং বিশেষ্যমিতি তদুপস্থিতৌ তস্যাপি বিষয়ত্বাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানস্য…ন ত্বন্বয়াংশেঽপি গৌরবাৎ— তত্ত্বং চিং পৃং ৫৩৩-৩৪

লভ্য অংশেও পদের শক্তি গৃহীত হইলে প্রথমতঃ বালক অন্যলভ্যত্বের প্রতিসন্ধান করিতে পারে না। কিন্তু যখন পরে বালকের পদান্তরের শক্তিগ্রহ হইয়া শাব্দবোধ হয়, তখন ইতরান্বয়াংশে অন্যলভ্যত্বের প্রতি-সন্ধান, বালক করিয়া থাকে এবং অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই ইতরান্বয়াংশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পদার্থজ্ঞানমাত্রে, পদের শক্তি অবধারণ করে। প্রথমে বালকের ইতরান্বিত অর্থজ্ঞানে পদের শক্তি গৃহীত হইয়াছিল বলিয়া তাহাই প্রবল হইবে, তাহা আর ত্যাগ করা যাইবে না, প্রাথমিক শক্তিগ্রহই প্রমা হইবে, যেহেতু তাহা প্রথম, এসমস্ত কথা যে অসঙ্গত, তাহা বিশদভাবে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং প্রাভাকরগণ যে বলিয়া থাকেন সমস্ত বালকেরই প্রথমে, প্রযোজ্যবৃদ্ধের ব্যবহার দ্বারা অনুমিত কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞানে অথবা অন্বিত জ্ঞানে পদের কারণত্ব গৃহীত হইয়া থাকে বলিয়া, কার্য্যত্বান্বিত জ্ঞান বা অন্বিতজ্ঞ নই পদশক্য। পরে বালকের গৌরব প্রতিসন্ধানই হউক অথবা অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধানই হউক, বালক কিছুতেই প্রাথমিক শক্তিগ্রহের ত্যাগ করিতে পারে না। প্রাথমিক শক্তিগ্রহে ভ্রমত্বের প্রতিসন্ধানও করিতে পারে না। এজন্য প্রাথমিক শক্তিগ্রহের বিপরীত শক্তিগ্রহ, বালকের হইতেই পারে না। গৌরবাদি প্রতিসন্ধান পূর্ব্বক প্রাথমিক শক্তিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ কল্পনা করিলে, বালকের পূর্ব্বকল্পনার বিপরীত কল্পনা করিতে হয় ইত্যাদি। প্রাভাকরগণ এইরূপ বলিয়া নিজেদের শিষ্য-দিগকেই প্রতারণা করিয়া থাকেন।[৫০] কিন্তু এরূপ বলিয়া অন্যকে প্রতারণা করা সম্ভব নহে। সুতরাং আমরা তাঁহাদের এই উক্তি স্বীকার করি না।

বালকের কার্য্যত্বান্বিতজ্ঞানে অথবা ইতরান্বিত জ্ঞানে, শক্তিগ্রহ হইলেও পরে কার্য্যত্বাংশে ও অন্বয়াংশে অন্যলভ্যত্বের প্রতিসন্ধান বালকের

৫০ ...অস্তু বা প্রথমমিতরান্বিতজ্ঞানে শক্তিগ্রহেঽগ্রে তত্ত্যাগঃ · ন তত্ত্যাগঃ পূর্বকল্পনায়া বিপরীতত্বাদিতি স্বশিষ্যব্যামোহনম্— তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩৪.

হয় বলিয়া কার্য্যত্বাংশে বা অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার করা যায় না। বালক যে সময়ে কোনও পদেরই শক্তি জানে না, সে সময়ে কার্য্যত্বাংশের বা অন্বয়াংশের অন্যলভ্যত্ব প্রতিসন্ধান হইতে পারে না ইহা সত্য ; কিন্তু লিঙাদি পদের শক্তিগ্রহ হইলে, ঘটাদি পদের কার্য্যত্বান্বিত অর্থবোধকত্ব পরিত্যাগ করিয়া, ঘট-পদের স্বার্থ ঘটরূপ অর্থের বোধকত্ব কল্পনা করিয়া থাকে। অন্যলভ্যত্বের অপ্রতিসন্ধান দশাতে যেরূপ শক্তিগ্রহ বালকের হয়, অন্যলভ্যত্বের প্রতিসন্ধান দশাতে সেই শক্তিগ্রহের ভ্রমত্ব অবধারণ করিয়া বালক অনন্যলভ্য অংশেই পদের শক্তি অবধারণ করিয়া থাকে।

প্রাভাকর কর্তৃক কার্য্যত্বাংশ পরিত্যাগ

ইহাতে প্রাভাকরগণ বলেন যে—কার্য্যত্বাংশেই অন্যলভ্যত্বের প্রতিসন্ধান বালকের হইতে পারে। কার্য্যত্বাংশ লিঙাদি পদলভ্য। এজন্য পদমাত্রই কার্য্যত্বান্বিত স্বার্থের অনুভাবক এরূপ বলা যায় না। কিন্তু পদমাত্রই অন্বিতার্থের অনুভাবক—ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কার্য্যত্বাংশ যেমন লিঙাদি পদলভ্য, এইরূপ অন্বয়াংশ কোনও পদলভ্য নহে। সুতরাং অন্বয়াংশ অনন্যলভ্য বলিয়া অন্বিতার্থানুভাবকত্ব পদমাত্রেরই কল্পনা করিতে হইবে। অন্বয়াংশ কোনও পদবিশেষের শক্য নহে। আর যদি নৈয়ায়িকগণ অন্বয়াংশকে পদশক্য বলিয়া স্বীকার করেন, তবেত তাঁহারা অন্বিতাভিধানবাদই স্বীকার করিলেন। তবে আর তাঁহাদের সহিত আমাদের বিবাদ কোথায়?[৫১] অন্বয়াংশও পদশক্য হইলে বিনিগমনাবিরহ প্রযুক্ত অন্বয়াংশ কোনও বিশেষ পদের শক্য এরূপ বলা যায় না বলিয়া ঘটাদি পদেরও অন্বয়াংশান্তর্ভাবেই শক্তি সিদ্ধি হইবে। আর তাহাতে "পদমাত্রেরই অন্বিত জ্ঞানে শক্তি" ইহাই সিদ্ধ হইবে।

৫১ …ন ত্বেবমন্বয়ে তস্যেতরপদাশক্যত্বাচ্ছক্যত্বে বা অবিবাদাদিতি চেৎ—
তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩৪-৩৫

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—না, তাহা নহে। ঘটাদি পদের ঘটাদি পদার্থেই শক্তি গৃহীত হইয়া থাকে। ঘট শক্তত্বরূপে জ্ঞাত ঘট-পদ, আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদি সহকারী বশতঃ, সমভিব্যাহৃতপদস্মৃত পদার্থের সহিত, স্বকীয় অর্থ ঘটের অন্বয়বিষয়ক অনুভব উৎপাদন করিয়া থাকে।[৫২] আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতাদি সহকারি কারণ প্রযুক্তই পদ, অন্বয় বিষযক অনুভবের জনক হইয়া থাকে।[৫৩]

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—অন্বয়াংশের জ্ঞানের জন্য নৈয়ায়িকগণ পদের শক্তি স্বীকার করেন না। কিন্তু অন্বযাংশের জ্ঞানে, আকাঙ্ক্ষাদিকেই সহকারী কারণ বলিয়া কল্পনা করেন। আর তাহাতে চিন্তামণিকারের মতে, আকাঙ্ক্ষাদির সহকারিত্ব কল্পনাই গৌরব হইবে। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—পদের সামান্যতঃ অন্বযমাত্রে শক্তি স্বাকার করিলেও, শাব্দবোধে অন্বয়-সামান্য ভাসমান হয় না, কিন্তু অন্বয়বিশেষই ভাসমান হয়। সামান্যতঃ অন্বয়-জ্ঞান ব্যবহারের

৫২ ন, ঘটশক্তত্বেন জ্ঞাতং পদং আকাঙ্ক্ষাদিসহকারিবশাৎ সমভিব্যাহৃতপদার্থেন সহ স্বার্থস্যান্বয়মনুভাবয়তি— তত্ত্ব০ চি০ পৃ০ ৫৩৫

৫৩ এস্থলে বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এইযে—এই বিষয়গুলি "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে বর্দ্ধমান উপাধ্যায কুসুমাঞ্জলি প্রকাশে যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে এই স্থলের "চিন্তামণি" গ্রন্থের অনুবাদ মাত্র। কিন্তু বর্দ্ধমান উপাধ্যায় "ঘটজ্ঞানশক্তত্বরূপে জ্ঞাত ঘট-পদ আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে সমভিব্যাহৃত পদার্থের সহিত স্বার্থবিষক অন্বয়ের অনুভাবক হইয়া থাকে" এইরূপ বলিয়াছেন। আর চিন্তামণিকার ঘট পদকে ঘটশক্ত বলিয়াছেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এই চিন্তামণি গ্রন্থের অনুবাদ করিতে যাইয়া পদমাত্রকে পদার্থজ্ঞানশক্ত বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ঘটপদ ঘটজ্ঞানশক্ত ইহাই হইবে। চিন্তামণিকারও কোনও স্থলে "ঘটপদ ঘটজ্ঞানশক্ত" এরূপও বলিয়াছেন। সুতরাং "ঘটপদ ঘটশক্ত ও ঘটজ্ঞান-শক্ত "এইরূপ বিভিন্নরূপে বলিবার অভিপ্রায় কি, তাহা আমরা ইতঃপর বিশদ-ভাবে আলোচনা করিব। [কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশ ; তৃতীয় স্তবক, ৭৫ পৃঃ ; চিন্তামণি—৫৩৫ পৃঃ]

জনকই নহে। এজন্য অন্বিতাভিধানবাদীকেও অন্বয়মাত্রে পদের শক্তি স্বীকার করিলেও অন্বয় বিশেষের জ্ঞানের জন্য আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাদিকেই সহকারী কারণ, অবশ্য কল্পনা করিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষাদির সহকারিত্ব কল্পনা, উভয় মতেই করিতে হইবে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষাদির সংকারিত্ব কল্পনাতে ন্যায়মতেই গৌরব, এরূপ বলা যায় না। অন্বিতাভিধানবাদে আরও বিশেষ দোষ এই যে—"ঘটমানয়" এইরূপ বাক্যে ক্রিয়াপদ ও কারক-পদ প্রত্যেকেই ইতরান্বিত স্বার্থের বোধক বলিয়া, দুইটি বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রসঙ্গ হইয়া পড়িবে। ক্রিয়া-পদ একটি অন্বয়ের ও ঘট-পদ আর একটি অন্বয়ের বোধক হইবে। অন্বয় দুইটি বলিয়া বাক্যার্থও দুইটি হইয়া পড়িবে। যদিও ক্রিয়া ও কারক-প্রতিযোগিক অন্বয় একটি, অন্বয় দুইটি নহে; সুতরাং দুইটি বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রসঙ্গ হয় না, তথাপি ঘটান্বিত আনয়ন বুদ্ধি ও আনয়নান্বিত ঘট-বুদ্ধিতে বিশেষণ ও বিশেষ্যের ভেদ প্রযুক্ত, জ্ঞানেরও ভেদ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং চিন্তামণিকার যে দুইটি বাক্যার্থ জ্ঞানের প্রসঙ্গ বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গতই বটে। অন্বয় দুইটি না হইলেও বিশেষ্য-বিশেষণভাবের ভেদ প্রযুক্ত জ্ঞান দুইটি হইবে। "ঘটমানয়" এই বাক্যে, ঘট-পদোত্তর দ্বিতীয়া বিভক্তির অর্থ—কর্ম্মত্ব, শাব্দবোধে সংসর্গরূপে ভাসমান না হইয়া যদি প্রকাররূপে বা বিশেষ্য-রূপে ভাসমান হয় এইরূপ স্বীকার করা যায়, তবে "ঘটম্" এই অংশে অন্বিতাভিধানবাদীর মতে ঘটবৎ কর্ম্মত্ব এবং কর্ম্মত্ববান্ ঘট অর্থাৎ "ঘট" পদের অর্থ—কর্ম্মত্বান্বিত ঘট ও "অম্" পদের অর্থ— ঘটান্বিত কর্ম্মত্ব এইরূপ উভয়-বিশেষ্যক দুইটি বোধের আপত্তি হইবে। সুতরাং দুইটি বাক্যার্থ জ্ঞানের আপত্তি হইবে।[৫৪]

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—বাক্যের অন্তর্গত একটি পদই

৫৪ ...অন্বয়মাত্রশক্তাবপ্যন্বয়বিশেষজ্ঞানার্থমাকাঙ্ক্ষাদেরবশ্যমপেক্ষণাৎ ...বাক্যার্থদ্বয়ধীপ্রসঙ্গাৎ— তত্ত্ব০ চিং পৃ০ ৫৩৫-৩৬

অন্বিত অর্থের অভিধায়ক হইয়া থাকে। ইতর পদ, অন্বয়ের [সম্বন্ধের] প্রতিযোগীর স্মারক মাত্র। আর তাহাতে প্রদর্শিত দোষের সম্ভাবনা নাই। ইহাতে চিন্তামণিকার বলেন যে—সামগ্রী অবিশেষ বলিয়া যে কোনও একটিমাত্র পদকে অন্বিত অর্থের অভিধায়ক বলা যাইতে পারে না। ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—চিন্তামণিকার যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছেন যে—অন্বয়, পদশক্য না হইয়াও শাব্দবোধের বিষয় হয়। কিন্তু ইহা অতি অসঙ্গত কথা। যাহা পদশক্য নহে, তাহা শাব্দবোধেরও বিষয় হইতে পারে না। অন্বয় যদি পদশক্যই না হয়, তবে তাহা শাব্দবোধের বিষয় হইবে কিরূপে? তৎপদের অশক্য অন্বয়ও যদি তৎপদজন্য শাব্দবোধের বিষয় হয়, তবে তৎপদের অশক্য উদাসীন নানা পদার্থই তৎপদজন্য শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারিবে। আর ইহাতে গুরুতর অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইবে।[৫৫] এজন্য অবশ্যই অন্বয়াংশে পদের শক্তি স্বীকার করিতে হইবে।

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—প্রদর্শিত অতিপ্রসঙ্গ দোষ আমাদের মতে হইবে না। শক্য পদার্থের অন্বয়মাত্রই অশক্য হইয়াও শাব্দবোধের বিষয় হয়।[৫৬] শক্য পদার্থের অন্বয় ভিন্ন, তৎপদের অশক্য 'উদাসীন পদার্থ' তৎপদজন্য শাব্দবোধের বিষয় হইতে পারে না। কেবল তৎপদশক্যের অন্বয় মাত্রই তৎপদের অশক্য হইয়াও শাব্দবোধের বিষয় হয়। অন্য অশক্য, শাব্দবোধের বিষয় হয় না। এজন্য অতিপ্রসঙ্গ দোষ হইবে না। পদের শক্তি দ্বারা স্মারিত পদার্থের অন্বয় বিষয়ক বোধে, আকাঙ্ক্ষাদি জ্ঞানই কারণ। সুতরাং পদের শক্তি দ্বারা স্মারিত পদার্থের অন্বয় বিষয়ক বোধে আকাঙ্ক্ষাদি নিয়ামক বলিয়া

৫৫ ··ন চৈকমেবান্বিতাভিধায়কমিতরত্তু প্রতিযোগিস্মারকমিতি বাচ্যম্ ··অতি প্রসঙ্গাৎ। অন্বয়েঽপি শক্তিরিতি চেৎ —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩৬

৫৬ ···ন, অশক্যমপিহি শক্যান্বয়ং বোধয়তি নান্যৎ··· —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩৬-৩৭

অন্বিতাভিধানবাদীর প্রদর্শিত অতিপ্রসঙ্গের সম্ভাবনা নাই। অন্বয় বোধে আকাঙ্ক্ষাদির নিয়ামকত্ব অন্বিতাভিধানবাদীরও স্বীকার করিতে হইবে। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে সামান্যতঃ অন্বয়মাত্র পদশক্য হইলেও শাব্দবোধে অন্বয়বিশেষই ভাসমান হইয়া থাকে। অন্বিতাভিধানবাদীর মতে সামান্যতঃ অন্বয়ই শক্যতাবচ্ছেদক। কিন্তু অন্বয় বিশেষ শক্যতাবচ্ছেদক নহে। সুতরাং অন্বয় বিশেষ যে, শাব্দবোধে ভাসমান হইবে তাহা পদশক্তি-নিয়ম্য নহে; কিন্তু আকাঙ্ক্ষাদি নিয়ম্যই বটে।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী বলেন যে—চিন্তামণিকারও পদ যে অন্বিত বিষয়ক অনুভবের জনক—ইহা স্বীকারই করিতেছেন। যে যাহার জনক, তাহাতে তদনুকূল শক্তি আছে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহাতে যদনুকূল শক্তি নাই, সে তাহার জনক হইতে পারে না। অশক্ত কখনও জনক হয় না। পদ যখন অন্বিত জ্ঞানের জনক, তখন পদে অন্বিত জ্ঞান-জননানুকূল শক্তি স্বীকার করিতেই হইবে। চিন্তামণিকারের মতে ঈশ্বরেচ্ছাই শক্তি। পদ হইতে অন্বয়ের বোধ হয়; সুতরাং পদের ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি অন্বয়েও আছে।[৫৭] সুতরাং অন্বয়াংশকে পদের অশক্য বলা যাইতে পারে না। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—হাঁ ঠিক্ কথা; অন্বিতাভিধানবাদী ঠিকই বলিয়াছেন। অন্বয়বোধেও ঈশ্বরেচ্ছারূপ পদশক্তি আছে। কিন্তু অন্বয়বোধে শক্তি স্বরূপসতী থাকিয়াই কার্য্যের অর্থাৎ অন্বয়-বোধের জনক হইয়া থাকে। এই শক্তির জ্ঞানের কোনও আবশ্যকতা নাই। পদ হইতে অন্বয়ের অনুভব হয় বলিয়া ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তিও আছে। কিন্তু এই শক্তি পুরুষ দ্বারা গৃহীত হইলেই পুরুষের অন্বয়ানুভব হইবে এরূপ নহে। কিন্তু এই শক্তি অজ্ঞাত থাকিয়াই তাহার স্বরূপ সত্তা মাত্রেই অন্বয়ানুভবরূপ কার্য্যের জনক হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞানশক্তত্ব-

৫৭ ··নান্বেবং পদানামন্বিতজ্ঞানজনকত্বাৎ তত্র শক্তিরস্ত্যেব অশক্তস্যাজনকত্বাৎ···ইতীশ্বরেচ্ছাসত্ত্বাদিতি —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩৭-৩৮

রূপে জ্ঞাত ঘটপদ হইতে, ঘটের অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে।[৫৮] ঘট-জ্ঞান-শক্তত্বরূপে পদের জ্ঞান কারণ, আর তাহা হইতেই ঘটের অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে। কিন্তু অন্বিত-ঘট-জ্ঞান-শক্তত্বরূপে, ঘটপদের জ্ঞান কারণ নহে।

নৈয়ায়িকগণ যে ঈশ্বরেচ্ছাকেই পদের শক্তি বলিয়া থাকেন, এই ঈশ্বরেচ্ছার আকার—"পদমর্থং বোধয়তু", "ঘটপদং ঘটার্থং বোধয়তু"। "ঘট-পদ ঘটবিষয়ক অনুভবের জনক হউক"। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ—এইরূপ ইচ্ছার বিষয়ত্বকেই শক্তি বলিয়া থাকেন। ঘট-পদ ঘটজ্ঞানশক্ত—এইরূপ জ্ঞান হইতেই ঘটের অন্বয়-বোধ হইয়া থাকে। ঘটজ্ঞান-শক্তত্বরূপে ঘট-পদের জ্ঞান, ঘটজ্ঞানশক্তিপ্রকারক জ্ঞান। শক্তত্ব শব্দের অর্থ—শক্তি; শক্তিমৎকে শক্ত বলে। শক্ত পদ, শক্তত্ব—তাহার ধর্ম্ম। সুতরাং শক্তিপ্রকারক পদজ্ঞান, অন্বয়-বোধের হেতু। ঘট-বিষয়ক অনুভবের জনকত্বপ্রকারক ঈশ্বরেচ্ছার বিষয়ত্বই শক্তি—ইহাই প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন। এই মত অনুসরণ করিয়াই চিন্তামণিকার ঘটজ্ঞান-শক্তত্ব প্রকারে ঘট-পদের জ্ঞান হইতে, ঘটান্বয়-বোধ হইয়া থাকে, এই কথা বলিয়াছেন। সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে, ঘট-পদার্থের সহিত ঘট-পদের ইহাই সম্বন্ধ যে—ঘটার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্বপ্রকারক ঈশ্বরেচ্ছা বিশেষ্যত্ব। এই বিশেষ্যত্ব সম্বন্ধ পদে আছে। এই পরম্পরা-সম্বন্ধ দ্বারা ঘট-পদার্থ, ঘট-পদের সহিত সম্বদ্ধ হইয়া থাকে। আর ইহাতেই ঘট-পদকে ঘটশক্ত বলা হয়। ঘটবিষয়ক অনুভবের জনকত্ব-প্রকারক ঈশ্বরেচ্ছার বিশেষ্যত্ব সম্বন্ধেই ঘট-পদার্থ বিশিষ্ট ঘট-পদ। ঘটজ্ঞান-শক্ত ঘট-পদই ঘটশক্ত। ঘটশক্ত বলিলেই ঘটজ্ঞানশক্ত বুঝিতে হইবে। "ঘট-পদ ঘটবিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করুক" ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। পদ ঘটের জনক নহে; কিন্তু ঘট-জ্ঞানেরই জনক।

৫৮ ··সত্যম্, কিন্তু অন্বয়বোধে স্বরূপসতী সা ব্যাপ্রিয়তে, নতু জ্ঞাতা ঘটজ্ঞানশক্তত্বেন জ্ঞানাদেব ঘটান্বয়বোধোপপত্তেঃ —তত্ত্ব० চি० পৃ० ৫৩৮-

সুতরাং ঘটপদ ঘটজ্ঞানের জনক হউক ইহাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং নৈয়ায়িকগণও ঘট-পদে ঘটের অনুভাবকত্ব প্রকারক ইচ্ছাই স্বীকার করেন। এই শক্তিরূপ মূল সম্বন্ধপ্রযুক্ত, সম্বন্ধী পদ, অপর সম্বন্ধী অর্থের স্মারক হইয়া থাকে। কিন্তু পদ হইতে পদার্থের স্মৃতির জন্য পৃথক্ কোনও শক্তি, যেমন অন্বিতাভিধানবাদিগণ স্বীকার করেন না, এইরূপ নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন না। কিন্তু সাধারণভাবে লোকের ধারণা—পদ শক্তি দ্বারা পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে। পদার্থের স্মৃতি উৎপাদন করিবার জন্যই যেন পদে শক্তি স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ পদার্থের স্মৃতির জন্য পদে শক্তি স্বীকার করা হয় নাই। অন্বিতাভিধানবাদী ও নৈয়ায়িক উভয়েই পদে অনুভাবক শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। উভয় মতের ভেদ এই যে—অন্বিতাভিধানবাদীর মতে, পদেই অনুভবজনকত্বরূপ শক্তি স্বভাবতঃই আছে। নৈয়ায়িক মতে পদে অনুভবজনকত্বরূপ শক্তি স্বভাবতঃ নাই। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছা প্রযুক্তই পদ, অর্থের অনুভাবক হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ পদার্থ স্মৃতির জন্য পদে শক্তি স্বীকার করেন নাই। কিন্তু পদার্থের অনুভবের জন্যই পদে ঈশ্বরেচ্ছাবিশেষ্যত্ব বা ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদীর সহিত নৈয়ায়িক মতের ইহাই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে, অন্বিতাভিধানবাদিগণ, অন্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপ শক্তি পদের স্বীকার করেন। আর নৈয়ায়িকগণ অনন্বিত অর্থের অনুভাবকত্বরূপশক্তি পদের স্বীকার করেন। সুতরাং নৈয়ায়িকগণকে অনন্বিতাভিধানবাদী বলা যাইতে পারে। পদার্থবিষয়ক অনুভবের জনকত্বপ্রকারক ঈশ্বরেচ্ছার বিশেষ্যত্বরূপ মূল সম্বন্ধ প্রযুক্তই পদ, পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে। আর এই মূল সম্বন্ধই শক্তি। স্মৃতির জন্য অন্য কোনও সম্বন্ধের আবশ্যকতা নাই। অনুভাবক পদই স্মারক হইয়া থাকে। ইহাই ন্যায়সিদ্ধান্তের রহস্য। সুতরাং এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে—(১) পদ কার্য্যত্বান্বিত অর্থের অনুভাবক; (২) পদ অন্বিত

অর্থের অনুভাবক ; (৩) পদ অনন্বিত অর্থের অনুভাবক। শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মের লঘুত্ব প্রতিসন্ধান করিয়াই যথাক্রমে এই তিনটি পক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। আর এই তিনটি পক্ষই চিন্তামণির শক্তিবাদ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়।

যাহা হউক, চিন্তামণিকার অন্বয়-বোধেও পদের শক্তি স্বীকার করেন। যেমন অন্বিতাভিধানবাদী অন্বয়বোধে পদের শক্তি স্বীকার করেন, সেইরূপ চিন্তামণিকারও করেন। অন্বয়-বোধে পদের শক্তি, উভয়ে স্বীকার করিলেও ইহাই মাত্র বৈলক্ষণ্য যে—অন্বিতাভিধানবাদী অন্বয়বোধে পদ-শক্তি জ্ঞাত হইয়া অন্বয়-বোধের জনক হয় বলেন। আর চিন্তামণিকার অন্বয়বোধে পদ-শক্তি অজ্ঞাত হইয়াই অর্থাৎ স্বরূপসতী শক্তি, অন্বয়বোধের জনক হয় ইহাই বলেন। আর চিন্তামণিকার অন্বিতাভিধানবাদীর সম্মত একটি দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করেন যে—যেমন অন্বিতাভিধানবাদী মীমাংসকগণ জাতি-জ্ঞান-শক্ত পদ হইতে, জাতির আশ্রয় ব্যক্তির জ্ঞানেরও উপপত্তি স্বীকার করেন।[৫৯] জাতির অনুভাবকত্বরূপে জ্ঞাত পদ, জাতির আশ্রয় ব্যক্তিরও অনুভাবক হইয়া থাকে ; কিন্তু ব্যক্তি-জ্ঞান-শক্তরূপে পদজ্ঞানের আবশ্যকতা হয় না ; অথচ জাতি-জ্ঞান-শক্ত পদ হইতেই জাতির আশ্রয় ব্যক্তিরও অনুভব হইয়া থাকে, এইরূপ আমরাও পদার্থজ্ঞানশক্তত্বরূপে জ্ঞাত পদ হইতে, আকাঙ্ক্ষাদি সহকারে অন্বিত অর্থের অনুভব স্বীকার করিয়া থাকি।

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে—জাতির অনুভাবক পদ, ব্যক্তিরও অনুভাবক হইতে পারে। কারণ জাতি ও ব্যক্তির তুল্য-বিত্তি-বেদ্যতা নিয়ম আছে। কিন্তু অনন্বিত পদার্থ সম্বন্ধী পদ, সংসর্গবুদ্ধির জনক হয়, ইহাত কোথাও দেখা যায় না। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—যেমন বহ্নি-ব্যক্তির সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত, ধূমরূপ করণ হইতে পর্ব্বত-বহ্নি সংসর্গবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেইরূপ ব্যক্তি-

৫৯ …যথা তব জাতিশক্তপদস্য আশ্রয়ব্যক্তিজ্ঞানে —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৩৮

সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত পদরূপ করণ, ব্যক্তি সংসর্গ প্রমারও জনক হইয়া থাকে। বহ্নি-ব্যক্তির সহিতই ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ, পূর্ব্বে গৃহীত হইয়াছে। এই বহ্নি সম্বন্ধী জ্ঞাত ধূম, বহ্নি-পর্ব্বত সম্বন্ধবিষয়িণী প্রমার জনক হয়। এইরূপ বহ্নি সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত করণ বহ্নিপদ বহ্নি সংসর্গ প্রমারও জনক হইতে পারিবে। সুতরাং অন্বয়-জ্ঞানে পদের শক্তি স্বীকার করিবার আর আবশ্যকতা নাই। বহ্নিসামান্যের ব্যাপ্যরূপে গৃহীত ধূম, বহ্নি-বিশেষ বুদ্ধির জনক হইয়া থাকে অর্থাৎ পর্ব্বতীয় বহ্নি বুদ্ধির জনক হইয়া থাকে। পর্ব্বতীয়ত্ববিশিষ্ট বহ্নিই বিশেষ বহ্নি ; বহ্নিব পর্ব্বতীয়ত্ব, বহ্নিব পর্ব্বত সম্বন্ধ। সুতরাং বহ্নি-বিশেষ-বুদ্ধি জনকত্ব কথার অর্থ— বহ্নি-পর্ব্বত-সংসর্গ-বুদ্ধি-জনকত্ব।[৬০]

যাহা হউক, ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে— ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানও ঘটজ্ঞানই বটে। ঘটজ্ঞানত্বরূপে ঘটজ্ঞানে জ্ঞাত শক্তি ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানেও জ্ঞাতই বটে। সুতরাং ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানেও শক্তি জ্ঞাত হইয়াই অনুভাবক হইবে। চিন্তামণিকার যে বলিয়াছিলেন— অন্বয়বোধে শক্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়াই অন্বয়ের অনুভাবক হইয়া থাকে, ইহাত সঙ্গত নহে। এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে— ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানও ঘটজ্ঞানই বটে ; ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানে ঘটজ্ঞানত্ব ধর্ম্ম আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ঘটজ্ঞানত্বই শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম ; কিন্তু ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানত্ব শক্যতাবচ্ছেদক নহে। ঘটজ্ঞানত্ব ধর্ম্ম হইতে ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানত্ব ধর্ম্ম গুরুভূত এবং ইতরান্বিতত্ব অংশ, আকাঙ্ক্ষা-দিলভ্য বলিয়া অন্যলভ্যও বটে। সুতরাং যাহা গুরুভূত ও অন্যলভ্য, তাহা শক্যতাবচ্ছেদক হইতে পারে না। সুতরাং অন্বিতাভিধানবাদিগণ যেমন জাতি বাচক পদের ব্যক্তিতেও একটি শক্তিই স্বীকার করেন, পদের

৬০ ··· দৃষ্টঞ্চ জ্ঞাতকরণে সামান্যসম্বন্ধিতয়া জ্ঞাতস্যাপি বিশেষবুদ্ধ্যুপায়ত্বং যথা বহ্নিসামান্যব্যাপ্ততয়া গৃহীতধূমস্য বহ্নিবিশেষবুদ্ধিজনকত্বম্

—তত্ত্ব০ চিং পৃং ৫৩৮-৩৯

একটি শক্তিই জাতিতে ও ব্যক্তিতে আছে, অথচ ব্যক্তিতে শক্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়াই অনুভাবক হইয়া থাকে এবং জাতিতে শক্তি জ্ঞাত হইয়াই জাতির অনুভাবক হইয়া থাকে, এইরূপ আমরাও অন্বয়াংশে ও পদার্থাংশে পদের একটি শক্তিই স্বীকার করি। অন্বয়াংশে এই শক্তি স্বরূপসতী অর্থাৎ অজ্ঞাত হইয়াই অন্বয়ের অনুভাবক হইয়া থাকে এবং পদার্থাংশে জ্ঞাত হইয়াই অনুভাবক হইয়া থাকে।[৬১]

ইহাতে অন্বিতাভিধানবাদী আপত্তি করেন যে – জাতিশক্তরূপে জ্ঞাত পদ, ব্যক্তিশক্তরূপে জ্ঞাত না হইয়াই ব্যক্তির অনুভাবক হইতে পারে। কারণ জাতি ও ব্যক্তির সমান-সংবিৎ-সংবেদ্যত্ব নিয়ম আছে। ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া জাতি ভাসমান হয় না। কিন্তু ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান নিয়ত অন্বয়বিষয়কই হইবে, অন্বয়াবিষয়ক ঘটাদি পদার্থবিষয়ক জ্ঞানাদি হইতে পারিবে না—তাহা নহে। শুদ্ধ ঘট পদার্থের যখন স্মৃতি হয়, সেই স্মৃতিতে অন্বয়ত ভাসমান হয় না। সুতরাং অন্বয়াবিষয়ক শুদ্ধ ঘট-পদার্থের স্মৃতি প্রসিদ্ধ আছে বলিয়া, শুদ্ধ পদার্থবিষয়ক জ্ঞান, অন্বয়-বিষয়কও হইবে—এরূপ বলা যায় না। সুতরাং চিন্তামণিকারের প্রদর্শিত জাতি-ব্যক্তি দৃষ্টান্ত ত সঙ্গত হয় নাই।[৬২]

এতদুত্তরে চিন্তামণিকার বলেন যে—আমরাও ঘটপদকে, ঘটপদার্থ-বিষয়ক জ্ঞানমাত্রের জনক বলিয়া ৫ সেই জ্ঞান অন্বয়বিষয়কও হইবে এরূপ বলি মা। ঘট পদার্থবিষয়ক যে কোনও জ্ঞান, অন্বয়াবিষয়কও হইতে পারুক, তাহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই। কিন্তু ঘটপদ,

৬১ অথ ঘটজ্ঞানত্বং ইতরান্বিত ঘটজ্ঞানেঽপ্যস্তীতি···কিন্তু ঘটজ্ঞানত্বং শক্যতাবচ্ছেদকং ন ত্বন্বিতঘটজ্ঞানত্বং গৌরবাৎ অনুপলভ্যত্বাচ্চ। ···একৈব শক্তিরন্বয়াংশে স্বরূপসতী পদার্থাংশে জ্ঞাতা ব্যাপ্রিয়তে

—তত্ত্বং চিং পৃং ৫৩৯-৪০

৬২ ·· ···জাতি-ব্যক্ত্যোঃ সমানসংবিৎসংবেদ্যত্বাৎ তথা স্মরণে ব্যভিচারাদিতি চেৎ— তত্ত্বং চিং পৃং ৫৪০

ঘটবিষয়ক জ্ঞানমাত্রের জনক আমরা বলি না। কিন্তু ঘটপদ ঘটবিষয়ক অনুভববিশেষের জনক। এই অনুভববিশেষ শাব্দানুভব। ঘটপদ ঘটবিষয়ক শাব্দানুভবের জনক। ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তিও এতাদৃশই বটে। ঘটপদ ঘটবিষয়ক শাব্দবুদ্ধির জনক হউক ইহাই ঈশ্বরেচ্ছা। কিন্তু ঘটপদ ঘটবিষয়ক যে কোনও জ্ঞানের জনক হউক এরূপ ঈশ্বরেচ্ছা নহে। সুতরাং ঘটানুভব বিশেষের প্রতি ঘটপদ, ঘটপদত্বরূপে কারণ হইয়া থাকে। এই ঘটানুভববিশেষ ঘটবিষয়ক শাব্দানুভব। শাব্দানুভব মাত্রই অন্বয়বিষয়ক। অন্বয়াবিষয়ক ঘটপদার্থবিষয়ক শাব্দানুভব হইতেই পারে না।[৬৩]

আর যে অন্বিতাভিধানবাদী ঘটস্মরণে ব্যভিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, শুদ্ধ ঘটের স্মরণ অন্বয়বিষয়ক নহে বলিয়াছেন, তাহা সঙ্গত হয় নাই। শুদ্ধ ঘটের স্মরণের প্রতি, জ্ঞাত ঘটপদ, জনক হইলেও জ্ঞাত ঘটপদত্বরূপে জনক নহে। ঘটবিষয়ক শাব্দানুভবের প্রতিই জ্ঞাত ঘটপদ জ্ঞাত ঘটপদত্বরূপে জনক হইয়া থাকে। জ্ঞাত ঘটপদ হইতেও শুদ্ধ ঘটের স্মরণ হয় বটে, কিন্তু শুদ্ধ ঘটের স্মরণ একমাত্র জ্ঞাত ঘটপদ হইতেই হয় না। শুদ্ধ ঘটের স্মরণ নানা কারণ হইতে হইয়া থাকে। ঘটপদ ঘটের স্মারক বলিলে আমরা কি বুঝি? জ্ঞাত ঘটপদ ঘটসংস্কারের উদ্বোধক ইহাই বুঝি। যাহার ঘটপদার্থবিষয়ক অনুভব হইয়াছে এবং অনুভব হইয়া ঘটবিষয়ক সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ঘটসংস্কার, উদ্বোধক মিলিত হইয়া স্মৃতির জনক হইয়া থাকে। উদ্বুদ্ধ সংস্কারই স্মৃতির জনক; অনুদ্বুদ্ধ সংস্কার স্মৃতির জনক নহে। এজন্য জ্ঞাত ঘটপদ, ঘটবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক মাত্র। ঘট-সংস্কারের উদ্বোধক কেবল মাত্র জ্ঞাত ঘটপদ নহে। অদৃষ্ট প্রভৃতি নানা কারণ হইতে সংস্কারের উদ্বোধ হইয়া থাকে। সুতরাং জ্ঞাত পদ দ্বারা উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয় ও অদৃষ্টাদি দ্বারা উদ্বুদ্ধ সংস্কার হইতে যে স্মৃতি উৎপন্ন হয়, এই

৬৩ ...শব্দানুভবোঽন্বয়াবিষয়তানিয়ত এব —তত্ত্ব° চিং° পৃ° ৫৪০

দুইটী স্মৃতির মধ্যে কোনও বৈজাত্য নাই। সমস্ত স্মৃতিই "স্মরামি" এইরূপ অনুব্যবসায়ের বিষয় হইয়া থাকে। স্মৃতিতে স্মৃতিত্ব ভিন্ন স্মৃতিত্বের ব্যাপ্য কোনও জাতি থাকিলে তাহাও "স্মরামি" এইরূপ অনুব্যবসায়ের বিষয় অবশ্যই হইত। যোগ্য ব্যক্তিতে যে জাতি থাকে, তাহা অযোগ্য হইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞাত ঘটপদ জন্য ঘটের স্মৃতি কোনও বিজাতীয় স্মৃতি নহে। এজন্য ঘটপদত্বরূপে ঘটপদ, ঘটস্মৃতির জনকই নহে। জ্ঞাত ঘটপদ না থাকিয়াও অদৃষ্টাদি নানা কারণ হইতে শুদ্ধ ঘটের স্মৃতি হইয়া থাকে। এজন্য ঘটপদ যে শুদ্ধ ঘটের স্মৃতির জনক হয়, তাহা জ্ঞাত ঘটপদত্বরূপে নহে; কিন্তু সম্বদ্ধ দুইটি বস্তু জ্ঞাত হইলে এক সম্বন্ধীর জ্ঞান, অপর সম্বন্ধীর স্মারক হইয়া থাকে। এজন্য ঘটপদার্থ-সম্বন্ধী ঘটপদ জ্ঞাত হইয়া অপর সম্বন্ধী পদার্থের স্মারক হইয়া থাকে। সম্বন্ধিরূপে জ্ঞাত বস্তুই স্মারক।[৬৪] ইহাই চিন্তামণিকারের কথা।

ইহাতে মথুরানাথ বলেন যে—সম্বন্ধীই স্মারক হয় ইহাই মাত্র বলা যায় না। স্মৃতিমাত্রই সম্বন্ধিজ্ঞানজন্য এরূপ বলিলে অদৃষ্টজন্য স্মৃতি হইতে পারিত না। অদৃষ্ট জ্ঞাত সম্বন্ধী বস্তু নহে। এজন্য সেই সেই বস্তুর স্মৃতিবিশেষ, সেই সেই বস্তুর সম্বন্ধিজ্ঞানজন্য এরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ তৎবিষয়ক স্মৃতি-ব্যক্তির প্রতি তৎসম্বন্ধিজ্ঞান কারণ এরূপ বলা যাইতে পারে।[৬৫] স্মৃতি সামান্যের প্রতি সম্বন্ধি-জ্ঞান কারণ এরূপ বলা যায় না। চিন্তামণিকারেরও ইহাই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। এস্থলে বিশেষ বিবেচ্য এই যে—পদজন্য পদার্থস্মৃতি, শাব্দবোধের কারণ ইহাই ন্যায় সিদ্ধান্ত। যে কোনও সম্বন্ধিজ্ঞানজন্য স্মৃতি শাব্দবোধের কারণ হইতে পারে না—ইহাই নৈয়ায়িকগণের মত।

৬৪ ···কিন্তু সম্বন্ধিতয়া জ্ঞাতত্বেন —তত্ত্ব° চি° পৃ° ৫৪০-৪১

৬৫ ····· সম্বন্ধিতয়েতি তত্তৎস্মৃতিত্বেন তত্তৎসম্বন্ধিজ্ঞানত্বেনেত্যর্থঃ, যথাশ্রুতে অদৃষ্টাদিকারিতস্মৃতৌ ব্যভিচারাৎ— মাথুরী—পৃ° ৫৪০-৪১